বিশ্বমিতাল সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

বৈশাখ | ১৩৭৮

দ্বাদশ বর্ষ | নববর্ষ | ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

(পর পৃষ্ঠায়)

—ঃ মুদ্রণে ঃ—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া।

বিশ্বমিতাল ১৮, হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

৺শান্তদেবী অঙ্কন প্রতিযোগিতা

(বিষয় মোরগ)

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কার বি ১১৯০ – সরোজ চক্রবর্ত্তী
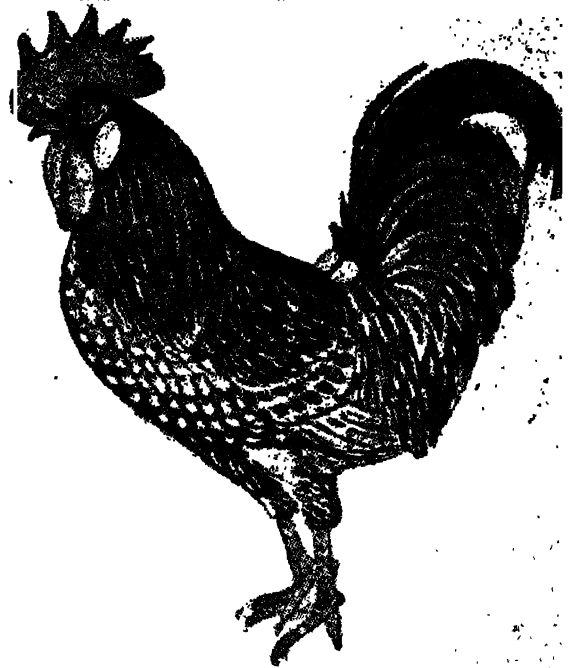
অঙ্কন প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কার ৫৮৩২-সত্য চৌধুরী

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় পুরস্কার বি ৩৮১৩ অশোক কুমার সামন্ত

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় পুরস্কার বি ৫৬৬২-আশিস কুমার মজুমদার
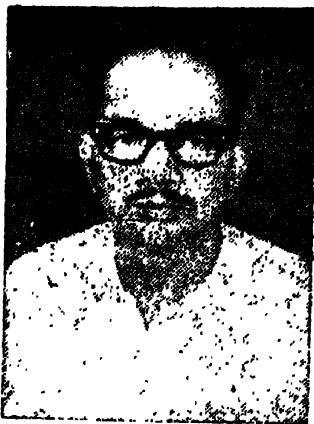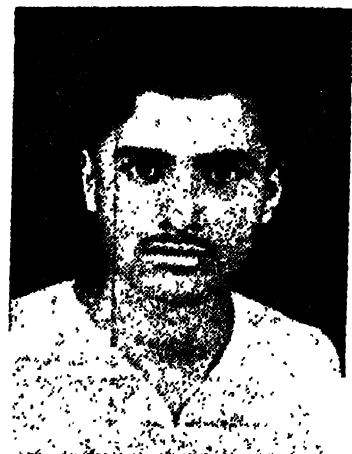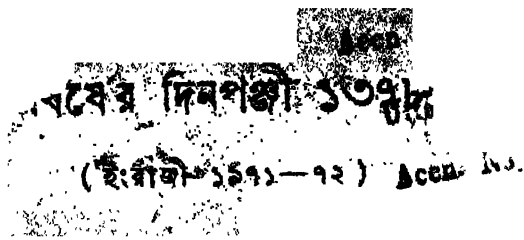
দেশে ... মিতাদের সুবিধার জন্য বাংলা তারিখের সঙ্গে ইংরাজী তারিখ প্রকাশ করা হল। স্থানাভাববশতঃ পূর্ণ বৎসরের প্রতিটি দিনের তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হল না। বাংলা মাসের পয়লা ও সংক্রান্তির সংগে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং বিভিন্ন পর্বাদির তারিখ গুলি ইংরাজী তারিখ সহ নীচে উল্লেখ করা করা হল। মিতারা একটু চেষ্টা করলে সহজেই অনুল্লিখিত তারিখ-গুলি হিসেব করে নিতে পারবেন। স্থান সঙ্কুলানের জন্য বাংলা ও ইংরাজী মাসের প্রথমবর্ণ এবং একাদশীর এ অমাবস্যার অ, পূর্ণিমার পূ ও ছুটির ছু সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

বৈশাখ—

১লা বৈশাখ ১৫ই এপ্রিল নববর্ষারম্ভ ছু। ৭ই বৈ ২১শে এপ্রিল এ। ১১ই বৈ ২৫শে এ, অ। ১৩ই বৈ, ২৭শে এ অক্ষয় তৃতীয়া। ১৭ই বৈ, ১লা মে মেদিবস ছু। ১৯শে বৈ, ৩রা মে সীতা নবমী ব্রত। ২১শে বৈ, ৬ই মে এ। ২৫শে বৈ, ৯ই মে রবীন্দ্র জন্মোৎসব। ২৬শে বৈ, ১০ই মে পূ। ৩০শে বৈ, ১৫ই মে সংক্রান্তি।

জ্যৈষ্ঠ :-

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে। ৬ই জ্যৈ ২১মে এ। ৯ই জ্যৈ ২৪শে মে অ। ১৫ই জ্যৈ ৩০শে মে জামাই ষষ্ঠি। ১৯শে জ্যৈ ৩রা জুন দশহরা। ২০শে জ্যৈ ৪ঠা জুন এ। ২৪শে জ্যৈ ৮ই জুন স্নানযাত্রা। ২৫শে জ্যৈ ৯ই জুন পূ। ৩১শে জ্যৈ ১৫ই জুন সংক্রান্তি।

আষাঢ় :-

১লা আষাঢ় ১৬ই জুন। ৪ঠা আ ১৯শে জুন এ। ৭ই আ ২২শে জুন অ। ৯ই আ ২৪শে জুন রথযাত্রা। ১৫ই আ ৩০শে জুন ছু। ১৯শে আ ৪ঠা জুলাই এ। ২৩শে আ ৮ই জুন পূ। ৩২শে আ ১৭ই জুন সংক্রান্তি।

শ্রাবণ :-

১লা শ্রাবণ ১৮ই জু এ। ৫ই শ্রা ২২শ জু অ। ১৬ই শ্রা ২রা আগষ্ট ঝুলনযাত্রা এ। ২০শে শ্রা ৬ই আগষ্ট পূ চন্দ্রগ্রহণ। ২৭শে ১৩ আ জন্মাষ্টমী ছু। ২৯শে শ্রা ১৫ই আ স্বাধীনতা দিবস ছু। ৩০শে শ্রা ১৬ই আগষ্ট এ। ৩১শে শ্রা ১৭ই আ সংক্রান্তি।

ভাদ্র

১লা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট। ৩রা ভাদ্র ২০শে আগষ্ট অ। ১৫ই ভা ১লা সেপ্‌টেম্বর এ। ১৯শে ভা ৫ই সে পূ ২৯শে ভা ১৫ই সে এ। ৩১শে ভা ১৭ই সে সংক্রান্তি।

আশ্বিন

১লা আশ্বিন ১৮ই সেপ্‌টেম্বর। ২রা আ ১৯শে সে মহালয়া ছু। ৯ই আ ২৬শে সে দুর্গোৎসব সপ্তমী। ১০ই আঃ ২৭ শে সে অষ্টমী। ১১ই আ ২৮শে সে অষ্টমী পরে নবমী। ১২ই আ ২৯শে সে বিজয়া দশমী। ১৩ই আ ৩০শে সে এ। ১৫ই আঃ ২রা অক্টোবর গান্ধিজীর জন্ম দিন। ১৬ই আ ৩রা অক্টোবর লক্ষ্মী পূজা। ১৭ই আ ৪ঠা অক্টোবর পূ। ২৭শে আ ১৪ই অক্টো এ। ৩১শে আ ১৮ই অক্টো শ্যামাপূজা।

কার্ত্তিক

১লা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোবর অ। ৩রা কা ২১শে অক্টো ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ১০ই কা ২৮শে অক্‌টো জগদ্ধাত্রী পূজা। ১২ই কা ৩০শে অক্‌টো এ। ১৫ই কা ২রা নভে

ন দে

২৬শে কা

কা ১৬ই ন ক,

১৭ই ন সংক্রান্তি

অগ্রহায়ণ

১লা অগ্রহায়ণ ১৮ই নভেম্বর ৩রা অগ্র ২০শে ন ইদল ফেতর। ১১ই অ ২৮শে এ। ১৩ অগ্র ৩০শে ন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম দিন। ১৫ই অগ্র ২রা ডিসেম্বর পূ। ২৬ অগ্র ১৩ই ডি এ। ২৯শে অগ্র ১৬ই ডি সংক্রান্তি।

পৌষ

১লা পৌষ ১৭ই ডিসেম্বর অ। ৯ই পৌ ২৫ ডি বড়দিন ছু। ১২ই পৌ ২৮শে ডি এ। ১৫ই পৌ ৩১ ডি পূ ছু। ১৬ই পৌ ১লা জানুয়ারী ছু। ২৭ পৌ ১২ই জা এ। ২৯শে পৌ ১৪ই জা সংক্রান্তি।

মাঘ

১লা মাঘ ১৫ জানুয়ারী। ২রা মাঘ

.রস্বতী সংক্রান্তি

.গান্ধী জন্ম

৩ জা সাধারণ

.৩ই মা ৩০শে জা

২৮ মা ১১ই ফেব্রুয়ারী

মা ১৩ই ফে শিবরাত্রি সংক্রান্তি

ফাল্গুন

১লা ফাল্গুন ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ২রা ফা ১৫ই ফে অ। ১২ই ফা ২৫ ফে এ ১৩ই ফা ২৬ ফে মহরম। ১৬ই ফা ২৯ ফে পূ দোলযাত্রা ২৭ ফা ১১ই মার্চ এ ৩০ ফা ১৪ই মার্চ

চৈত্র

১লা চৈত্র ১৫ই মার্চ অ ৭ই চৈ ২১ মার্চ বাসন্তী পূজা ৮ই চৈ ২২ মা অন্নপূর্ণা পূজা ৯ই চৈ ২৩ মার্চ রাম নবমী ব্রত ১০ই চৈ ২৪ মার্চ বিজয়া। ১১ই চৈ ২৫ মার্চ এ ১৫ চৈ ২৯ মার্চ পূ, ১৭ই চৈ ৩১ মার্চ গুড ফ্রাইডে, ২৭শে চৈ ২৭ এপ্রিল এ, ৩০ চৈ ১৩ই এপ্রিল অ সংক্রান্তি।

—•—

রাশি অনুসারে ব্যক্তিগত বর্ষফল

এই বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ভাগ্য চক্রকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর কি করেই বা উপেক্ষা করবে? সঠিক রাশি লগ্নের কোষ্ঠি ফলাফলের এমন অনেক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিষয় মানুষের প্রবহমান জীবন ধারায় প্রবাহ বিস্তার করেছে যাকে কোন বুদ্ধিমান মানুষ অবহেলা করতে পারেন না। আমরা নীচে রাশি অনুসারে বর্ষফল প্রকাশ করলাম। অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণের দ্বারা এই বর্ষফল নিরূপিত হয়েছে।

মেষ রাশি :—

বৎসরের প্রথম দিকে লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। কর্মক্ষেত্রে অনেক

সুযোগ-সুবিধা আসবে এবং কার্তিক মাসের মধ্যে বেশ প্রতিপত্তিও লাভ হবে। তবে আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও সঞ্চয়ের আশা তেমন নাই। কিছু ঋণও হতে পারে। দেহাবস্থা কার্তিক মাসের পর থেকে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। যদি সংক্রান্ত কোন অসুখে কিছু কষ্ট পেতে পারেন। মা ও বাবার ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের কোন যোগ নেই। স্ত্রী বেশ কিছুদিন ভুগবেন তবে জীবন হানির কোন আশঙ্কা থাকবে না। ছেলে মেয়ের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। লটারীতে লাভের আশা করা বৃথা।

বৃষ রাশি :—

লেখাপড়ায় মন আকৃষ্ট হলেও পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। অর্থোপার্জনে একটু সতর্কতা অবলম্বন না করলে অর্থ কষ্ট দেখা দিতে পারে। লটারীতে মোটা লাভের আশা আছে। আশ্বিন মাসের পর সংসারে অশান্তি আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে বৎসরটি সুবৎসর রূপে গণ্য করা যায়। কোনও ভাইয়ের সাহচর্যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপ্রসার লাভ হবে। আপনার দেহ, এবং বায়ু ও মূত্র সম্বন্ধীয় রোগে আক্রান্ত হলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে। ভ্রাতাদের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। অসাবধানতাবশতঃ অস্থি ভঙ্গের যোগ আছে। মাতার স্বাস্থ্য ... পাবে বৎসরের শেষে ... স্থ্য বিশেষ যাবে না। স্ত্রী সন্ত... স্বাস্থ্যও মোটা ভাল। কীর্তিমান পুত্র ...যোগ আছে।

মিথুন রাশি :—

কার্তিক মাসের পর থেকে কর্মস্থলে বিরোধ ও অশান্তিতে আপনাকে কিছুটা চিন্তাযুক্ত করবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে সন্তানের শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করবে এবং ব্যবসায়ে প্রচুর ক্ষতি হবে। লটারী বা ফাটকা বাজারে বিশেষ লাভের আশা নেই। সারা বৎসরই আপনি একটা না একটা রোগে ভুগবেন। পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক নয়। অর্থোপার্জনে বিশেষ সুবিধা দেখা দেবে না বরং জীবন হানি হতে পারে। ধর্মে বিশেষ মন নেই। পিতা ও স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্যে জড়িত হয়ে কিছুদিন প্রবাসে কাটাতে পারেন। পিতার জীবন হানির যোগ আছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ভ্রাতা ও সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল। শত্রুদের দ্বারা নিপীড়িত হলেও ওরা আপনার বিশেষ ক্ষতি করতে পারবেন না। বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মাতুলের জীবন নাশের সম্ভাবনা আছে।

কর্কট রাশি :—

এ বৎসরে বহুদিক দিয়ে অর্থোপার্জন

. র বা
। কোন
টা লাভ হতে
. ব্যবসা ক্ষেত্রে নামলে
আয়ের মাত্রা বেড়ে
র হতে পারে। তবে কার্তিক
হতে কর্মস্থলে গোলযোগ উপস্থিত
পারে। ধর্মের দিক দিয়ে ভাইয়েরা সাহায্য করবে এবং সাধন মার্গের উচ্চ সোপানে আরোহণ করবেন। লেখাপড়ায় মন দিলে পরীক্ষার ফল আশাতিরিক্ত হবে পাকস্থলী পীড়ায় কিছু দিন ভুগলেও দৈহিক অবস্থা মোটামুটি ভালই যাবে। মা, ভাই ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ভাল। তবে পিতার স্বাস্থ্য অগ্রাণ মাসের পর থেকে সুবিধাজনক নয়। সুদূর ভ্রমণ যোগ আছে।

সিংহ রাশি :—

নতুন ব্যবসা আরম্ভ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী. অর্থোপার্জন তেমন হবে না তবে মৃত আত্মীয়ের সম্পত্তি লাভের আশা আছে, কিন্তু লটারীতে লাভের আশা বৃথা। গৃহ নির্মাণের যোগ আছে। আষাঢ় মাসের পরে লেখাপড়ায় ও পরীক্ষার ফল খুবই ভাল। আপনি সাবধানে চলা ফেরা করবেন, নচেৎ উন্মত্ত জনতার দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আশ্বিন থেকে মাঘ মাসের মধ্যে কর্মস্থলে শত্রুরা বিশেষ উৎপাত করবে। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে বিশেষ ভাবে ভেঙ্গে পড়বেন। সারা বৎসর শরীর মোটামুটি ভালই থাকবে। তবে কিছু হৃদরোগে বা কোন বিষাক্ত জন্তুর দংশনে বা পায়ের আঘাতে কষ্ট পাবেন। ভাই ছেলে মেয়ে স্ত্রীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। পিতার হৃত স্বাস্থ্য উদ্ধার হবে। তবে মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না।

কন্যা রাশি :—

লেখাপড়ায় মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হবে এবং পরীক্ষার ফল আশাতিরিক্ত হবে। ফাটকা বাজারে লাভের আশা কম। ব্যবসায় লাভবান হবেন। আয়ের মাত্রা বাড়বে এবং সঞ্চয়ও করতে পারবেন। দো মনের টানে অনেক বিষয়ে অকৃতকার্য হবেন। বড় ভাইয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। দেহাবস্থা সারা বৎসর ভালই থাকবে। আশ্বিন মাসের পর থেকে সন্তানদের স্বাস্থ্য হানির যোগ আছে। কথাবার্তায় একটু সংযমী হবার চেষ্টা করবেন।

তুলা রাশি :—

বিদ্যাভ্যাস আশানুরূপ হলেও পরীক্ষার ফল তেমন হবে না। ধনোপার্জন মন্দ হবে না। মাতৃস্থানীয় কোন স্ত্রীলোকের পরামর্শে অর্থোপার্জনের পথ সুগম হবে। লটারীতে সামান্য প্রাপ্তি যোগ আছে। পৌষের পর অর্থের কিছু অভাব দেখা দিলেও মোটামুটি বৎসরটি মন্দ যাবে না। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ্য থাকবে না। প্রায় হজমের গোলমালে ভুগবেন। মাথায় বড় রকমের আঘাত পেতে পারেন তবে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ হবে না। প্রতি পদক্ষেপেই সন্তানদের স্বাস্থ্য ভঙ্গের যোগ আছে। পৌষ মাস পর্যন্ত স্ত্রীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল থাকবে। ভাইদের স্বাস্থ্যও ভাল। পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা আছে। শত্রুরা আপনাকে মামলায় জড়াতে পারে। কোন গুপ্ত শত্রুর মৃত্যু অনিবার্য।

বৃশ্চিক রাশি :—

বৎসরের প্রথম দিকে বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হবেন এবং সারস্বত সাধনার ফল ভাল হবে। বৎসরের শেষে ভাইদের সাহায্যে বেশ বড় রকমের অর্থাগম হবে। ওদের [illegible] নোমা [illegible] সম্ভাবনা আছে। [illegible] হতে মোটা প্র[illegible] আশা আছে। আ[illegible] খাবার্তায় সং[illegible] হওয়া প্রয়োজন। স[illegible] চলাফেরা [illegible] করলে দেহাবনতির আশঙ্কা আছে। আশ্বিন মাস পর্যন্ত মাতার স্বাস্থ ভাল যাবে। পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। সুদূর ভ্রমণের যোগ আছে।

ধনু রাশি :

বিদ্যাভ্যাসে অবহেলা করলে সারস্বত সাধনার ফল কষ্ট সাপেক্ষ। অর্থোপার্জনের পথ বেশ সুগম হবে। ফাটকা বাজারে বা লটারীতে অর্থাগম আশা করা যায়। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হবে। বিবাহে বেশ মোটা রকমে যৌতুক লাভ হবে। ধর্মে উন্নতি হতে পারে। জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ভাইদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। কোন গৌরবর্ণ শত্রু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সর্দি সংক্রান্ত রোগে বেশ কিছুদিন ভুগবেন। বৎসরের শেষে ছেলে মেয়েরা বার বার নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পিতা ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। আমূল গৃহ সংস্কারের যোগ আছে।

.রীক্ষায় আশাতিরিক্ত
.বেন। কর্মক্ষেত্রে উচ্চতর
.বেন। অর্থোপার্জনে ভাইদের
পাবেন। লটারীতে তেমন কিছু
.। নেই।

বিবাহের যোগ আছে। এবং বেশ মোটা রকমের যৌতুক লাভের আশা করা যায়। জলজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থাগম হবে। কোন ছোট ভাইয়ের দ্বারা কিছুটা বিভ্রান্ত হবার সম্ভবনা আছে। স্বাস্থ্য বিশেষ সুবিধা জনক নয়। ব্রংকাইটীস বা নিউ মোনিয়া ইত্যাদিতে বেশ কিছু-দিন ভুগবেন। মাথায় বড় রকমের আঘাতে কয়েকদিন সংজ্ঞা হীন হয়ে থাকতে পারেন। ছেলে মেয়ে ভাই মা সকলের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। সুদূর ভ্রমণ যোগ আছে।

কুম্ভরাশি :—

পড়াশোনাও মনোযোগী হলেও পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। অগ্রাণ মাসের পর থেকে অর্থোপার্জনের পথ সুগম হবে। মৃত আত্মীয়ের সম্পত্তি লাভের আশা আছে। লটারীতে কিছু প্রাপ্তি যোগ আছে। ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হতে পারে। আশ্বিন মাসের পর থেকে দেহাবস্থা মোটেই ভাল যাবেনা। পিতা মাতা ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য মোটামুটি চলবে। পুত্র কন্যার স্বাস্থ্য টালবাহনায় চলবে। কোন ছোট ভাই এর জীবন নিয়ে টানাটানি চলতে পারে। বছরের শেষে মাতা শয্যাসায়ী থাকতে পারেন।

মীন রাশি

লেখা পড়ার ও পরীক্ষার ফল সন্তোষ জনক। কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চ পদে আসীন হতে পারেন। তবে মাঘ মাস্ পর্যন্ত কিছু অর্থ কষ্টে ভুগতে পারেন। অর্থ-পার্জনের তেমন আশা নেই। নতুন ব্যবসা না করাই ভাল। সাদা রঙের দ্রব্যের ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হতে পারেন। লটারীতে বা ফাটকা বাজারে আশা না করাই ভাল। দেহাবস্থা সুবিধা জনক নয়। ফুসফুসের পীড়ায় বা রক্ত চাপ বৃদ্ধি জনিত পীড়ায় কিছুদিন কষ্ট পেতে পারেন। মাতা স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল

রাশি অনুসারে ব্যক্তি...

যাবে। ভাইদের স্বাস্থ্য ভাল ও তাদের নের যোগ অ
সংগে সখ্যতা থাকতে পারে। পিতার
স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। গৃহ নির্ম্মা-

........ঠিক যেমন ব্যায়াম না করলে, চলা ফেরা কাজ কর্ম না করলে কোন মানুষের শরীর সুস্থ আর মনে স্ফূর্তি থাকতে পারেনা। এটাও ঠিক সেই রকম। সৎভাবে বাঁচতে গেলে মানুষকে লড়াই করে পথ কেটে এগিয়ে যেতে হবে, সে পথ হারাবে, লড়বে, ভুল করবে, ভুল পথ ছেড়ে আবার নতুন করে শুরু করবে, আবার ভুল করবে, ভুল সংশোধন করবে, বার বার নতুন করে শুরু করবে। এই ভাবে ভুল করতে করতে লড়াই করতে করতে তাকে এগুতে হবে।

—লিও টলষ্টয়

সংগ্রাহক:- বি- ২৯৪৬ নির্মল কান্তি দেবনাথ

ATTENTION PLEASE

লেখার গল্প

মিলন কুমার ঘোষ
কলিকাতা - ২০

দেশ এসে পৌঁছেচে নব-বর্ষ তার জন্য একটা লেখা পাঠাতে আদেশের নেপথ্যে রয়েছে দাবীর বেণা। ফলে, শুরু হয়ে গেছে চিন্তার তোলপাড়। মুখের কথা বলা আর মনের কথা লেখার মধ্যে সবসময়েই চলে একটা বিরামহীন দ্বন্দ। স্বচ্ছন্দে যা বলা যায় সহজে তা লেখা যায় না। শাস্ত্রে তাই বোধ হয় বলেছে শতং বদ মা লিখ।

কিন্তু আদেশকে অমান্য করবার আমার নেই। কিছু লিখবই ভাবছি। ভাবছি, শুধুই ভাবছি। যদিও বুঝতে পারছি না। এত ভাববার কি আছে! আজকের সমাজে বাস করে প্লট মাথায় আসছে না এটা ভাবতে নিজেরই হাসি আসছে। ভাবছি লেখক হওয়া এতই সহজ তাহলে লেখকদের এত দুরবস্থা কেন! লেখকের কথা থাক, ভাবছি লেখার কথা। —মানুষের জীবনে এই যে নেমে এসেছে আতঙ্কের অমানিশা, দেখা দিয়েছে অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা এ সবেরই বিষয়বস্তু নিয়ে লিখলে কেমন হয়! নাঃ। এসব তো বহু পুরনো হয়ে গেছে। পুরনো রেকর্ডের মতই এক-ঘেঁয়ে, বিরক্তিকর বেশ, তাই যদি হবে তাহলে সূর্য যখন প্রতিদিন সু-প্রভাত ঘোষণা করে তাকেও পুরনো বলে মনে হয় না কেন? হয়না এই কারণেই বোধ হয়, মানুষ বুঝতে পারে নোতুন প্রভাতের আলো মনের গভীরের অন্ধকারকে দূর করে — আশার আলোর সংকেত দেয়। মানস-দৃষ্টিকে জাগ্রত করে সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ চিনে নিতে বলে। বোঝবার চেষ্টা করে — হিংসাকে বর্জন করে ভালবাসাকে প্রতিষ্ঠা করা মানুষেরই ধর্ম।

কিন্তু, আজগের যুগে সেটা কি সম্ভব। মানুষের জীবনযাত্রার গতিই ত গেছে পালটে। জীবনটাকে একটা নাটক বলে মনে হয়না কি। মনে হয়না, মানুষগুলোই সেই নাটকের এক-একটা চরিত্র। ঘাত - প্রতিঘাত, আশা - নিরাশা, হাসি - কান্না ক্ষণে ক্ষণে তার দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন করে চলেছে। সত্যিই ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে কে এই জীবন-নাট্যের নাট্যকার? হয়ত যেদিন এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে সেদিন আর নোতুন পুরনোর মাঝে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। মানুষে মানুষে থাকবে না এতখানি পার্থক্য। সার্থক হবে মানুষের স্বপ্ন, সুন্দর হবে মানুষের জীবন।

আমার এই ভাবনাকে রূপ দিলে কেমন

হয়—সেটাই ভাবছি। জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবনার পাখনাকে মেলে দিয়ে ছিলাম কল্পলোকের আকাশে। আশ্চর্য। লিখতে গেলেই কি ভাবতে হবে। বাস্তবে যা দেখছি, যা শুনছি, যা বুঝছি সে সব নিয়ে কি কিছুই লেখা যায় না। আজগুবি কথা আজগুবির মত করে লিখতে না পারলে লেখার সার্থকতা কোথায়। বাস্তববাদী মানুষের সঙ্গে বাস্তবেরই যে রয়েছে নিবীড় সম্বন্ধ। —হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আওয়াজে ভাবনার পাখা গেল গুটিয়ে।

দেখলাম, রাস্তার মানুষগুলো প্রাণপনে দৌড়াদৌড়ি করছে। দেখবার মত তাদের দৌড়ের ভঙ্গিমা। বেশ কিছুক্ষণ তাদের দৌড়ের দৃশ্যটাকে উপভোগ করলাম। পরক্ষণেই ভাবলাম, অ-বলা জীবগুলোর সঙ্গে কথা বলা মানুষগুলোর তফাৎটা কোথায়। মনটা মুহূর্তে ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। আরও কয়েকটি জোর আওয়াজ কানে এল। তারই মধ্যে শুনলাম, কে যেন একজন চিৎকার করে একটা ট্যাকসি চালককে বলছে —গাড়ি ঘুরিয়ে নিন, ওদিকে যাবেন না পেটো শুরু হয়ে গেছে। পেটো শব্দটা এর আগেও বহুবার শুনেছি— হাসি এল। তবে কি মানুষের মুখের কথায় যেটা পেটো ভোরের কাগজের ভাষায় সেগুলোই ককটেল, থলোটভ্, গ্রেনেডে রূপ নিয়ে সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠা মানুষকে [illegible] এবং সেই সংগে পুলকিত করে। কি [illegible] গাম, পুলিশের গাড়িগুলো সেই আওয়াজ [illegible] করে ছুটে চলেছে। অনুসরণ করে চলে [illegible] এ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেগুলো ছুটে চলল ভিন্নমুখে। দেখলাম, যে সংখ্যার মানুষগুলোকে নিয়ে গাড়িগুলো ছুটে গিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী সংখ্যার মানুষ নিয়ে সেগুলো ফিরে গেল। এই বাড়তি সংখ্যার মানুষগুলোর মধ্যে হয়ত একদল যাবে থানায়, অন্যদল যাবে হাসপাতালে। জানিনা, এদের মধ্যে কোন দল জানাবে প্রতিবাদ, কোন দলই বা চাইবে প্রতিকার। ভাবতে পারছি না, এদের মধ্যে কারা বোঝাবে আদর্শের সংজ্ঞা, আর কারাই বা বলবে—সব ঝুট্ হ্যায়। হয়ত এরা কেউ-ই কিছু বলবে না, —এ সবই আমার নিজের মনেরই ভাবনা।

এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে বাস করে কথাই যেখানে বোবা হয়ে যায়, মনের ভাষার দ্বার সেখানে খুলবে কি করে সেইটাই বুঝে উঠতে পারছি না। তবু চেষ্টা করেই যাবো কিছু লিখতে। প্রকাশ্যে এর কতটুকু সার্থকতা থাকবে জানিনা তবে প্রয়াসে যে ত্রুটি হবে না — নিজের কাছে সেইটাই সান্ত্বনা।

কিন্তু, লিখবো ভাবলেই যদি লেখা যেত

তাহলে অন্তত ... য়টা নিয়ে আমায় চিন্তা করতে ... আসলে. লেখার বিষয় বস্তু কি ... সইটাই এখনও ভেবে ঠিক করতে পা... না। এখন ভাবছি, মানুষের সমস্যাগুলোর কথা। মূলতঃ তিনটি শরে আজ মানুষের জীবন ক্ষত - বিক্ষত। অর্থ-নৈতিক সমস্যায় যে আজ নাজেহাল, সামাজিক সমস্যায় যে আজ বিপর্যস্ত, রাজনৈতিক সমস্যায় সে আজ বিভ্রান্ত। এই সব ভাবতে গিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন মনের কোণে উঁকি দিল। আচ্ছা, মানুষের চাহিদাটাই বেড়ে গেছে না মানুষ যা চাইছে তা পাচ্ছে না বলেই এত সব সমস্যা। এত বিক্ষোভ, দলাদলি এসব কিসের জন্য। প্রবীণদের মতবাদে শুনতে পাওয়া যায় — দল যত খণ্ড - বিখণ্ডিত হবে জাতীয় ক্ষয়-ক্ষতি তত বেশী হবে. মানুষ ততবেশী দুর্বল হয়ে পড়বে। আবার নবীন-দের মতবাদে জানতে পারা যায় — আসল দ্বন্দ্ব দুটো দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একটা দলের হাতে রয়েছে জমানো খাবার, অন্য দলের পেটে রয়েছে জমানো ক্ষিধে। খাদ্য আর খাদকের সঙ্গেই চলছে, চলবে — আপোষহীন সংগ্রাম। বুঝতে পারছি না, পুরনো আর নোতুনদের মধ্যে কোন মতবাদটা মানুষের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে চালিত করবে। জীবনের ক্ষেত্রে হয়ত দুটো মতবাদই মূল্যবান. কিন্তু কর্মক্ষেত্রে?

আমি এখন ভাবছি অন্য কথা। ভাবছি, রাজনীতির ভাষাগুলো কি সুন্দর। তাই বোধ হয় চুম্বকের মত এর আকর্ষণী ক্ষমতা। সঙ্গে এটাও ভাবছি, ভাষাগুলো দেহকে যতজোর নাড়া দেয়, মনকে ততজোরে সাড়া জাগাতে পারে কি। প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় — গণ-সংগ্রাম, শ্রেণী-সংগ্রাম, আপোষ-হীন সংগ্রাম ইত্যাদি আরোও কত বিশেষণ ভূষিত সংগ্রামের কথা মানুষ কি সত্যিই বুঝতে পারে এইসব সংগ্রামের অর্থ। তাদের কাছে হয়ত একটা সংগ্রামের অর্থ স্পষ্ট — বাঁচার মত বাঁচতে চাওয়ার সংগ্রাম। সেই সঙ্গে প্রশ্নও জাগে কার বিরুদ্ধে সে তুলে ধরবে সংগ্রামের হাতিয়ার। দেশের সরকারের বিরুদ্ধে? রাজ-নৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে? সভ্য সমাজের বিরুদ্ধে? সাধারণ মানুষ হয়ত ভাবে — এ সংগ্রাম একমাত্র স্বার্থপর মতবাদের বিরুদ্ধে? যে মতবাদ, ছদ্মবেশী চালাকির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, অদৃশ্য লোভের দ্বারা চালিত। বিবেক ছাড়া যেমন উপলব্ধি জাগতে পারে না তেমনি সৎ গঠন ছাড়া সংগ্রামও জয়ী হতে পারে না। আশ্চর্য এই যে. 'সার্ভাইভ্যাল অব দি ফিটেষ্ট' এর যুগে আমরা সকলেই নিজেদের যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। যারা সুযোগ পাচ্ছে নিঃসন্দেহে তারা আজ ভাগ্যবান। যারা পাচ্ছে না, তাদেরই লালসার 'ফিলড' থেকে 'বোলড্ - আউট' হয়ে 'ব্যাক টু প্যাভেলিয়নে'র পথ ধরতে হচ্ছে। অবশ্য সেটা তাদের দুর্ভাগ্য। আজ তাই, সংজ্ঞা

জানা থেকেও সংগঠন গড়ে উঠছে না, প্রতিভা থেকেও তার বিকাশ দেখা দিচ্ছে না; শক্তি থেকেও প্রতিরোধ করার স্পৃহা জাগছে না। আজ মানুষের 'এ্যামবিশন্' - ই তার হ্যাপি-নেস্' কে ধ্বংস করে কেড়ে নিচ্ছে রাতের ঘুম, ভেঙ্গে দিচ্ছে মনোবল, অপমান করছে তার মনুষ্যত্বকে। মানুষ যতদিন পর্যন্ত না পরস্পরের সংগে হাত মিলিয়ে একটা উজ্জল আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে ততদিন পর্যন্ত সব সংগ্রামই হয়ে যাবে ব্যর্থ। আমাদের নিজেদের ধ্বংসের জন্য আমরাই হবো দায়ী।

নাঃ, এভাবে চিন্তা করলে লেখার কাজ কিছু হবে না। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে লেখায় মন দেবো ভাবছি এমন সময় পাশে থাকা সংঘামিতার চিঠিটা চোখে পড়লো। ভাল লেখা বারবার পড়লেও মনের তৃষ্ণা মেটেনা। বহুবার পঠিত চিঠিটা আবার একবার পড়লাম। হঠাৎই মনে হলো, সংঘামিতার বিরুদ্ধে একটা জেহাদ ঘোষণা করলে কেমন হয়। লিখছেন, নির্দিষ্ট শব্দ সংখ্যার মধ্যে লেখাটা শেষ করতে হবে। এই যে সীমারেখার গণ্ডী টেনে দেওয়া এটাকে লেখকের ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হিটলারী জবরদস্তির ব্যাপার ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। তদন্ত 'কমিশন' বসিয়ে মিতার বিরুদ্ধে একটা চার্জ আনতে হবে। 'চেয়ারম্যান' অথবা 'ম্যাজিস্ট্রেট' নির্দোষ প্রমাণ করলেও গণ আদালতের বিচারে তাঁকে

স্কোরের

থাকবে। \

প্রকৃত অর্থ

আছে সেটা কি

অর্থের ভিত্তিতেই

ঘোষণা করে চলেছে। কি জানি। যদি তাই হবে, তাহলে যোগ্যতার চেয়ে যথেচ্ছাচারটা বড় হয়ে উঠছে কেন? সবলের কাছে দুর্বল করুণা ভিক্ষা করছে কেন? তবে কি এই স্বাধীনতার তারাই একমাত্র অংশীদার যাদের হাতে আছে ক্ষমতা আর মুখে আছে উপদেশ? যারা জনসভার উচ্চ মঞ্চে বসে সর্বহারার কথা বলে বিশ্রাম নেয় আভিজাত প্রাসাদের সু-সজ্জিত কামরায়? সেই শুনে ফিরে এসে যারা আশার স্বপ্ন দেখে আলো-বাতাস-হীন বদ্ধ ঘরে, অবসাদ দূর করে ফুটপাতের ওপর গড়ে তোলা কুটীর শিল্পের অভ্যন্তরে, দারিদ্র্য যেখানে নির্লজ্জ, প্রেম যেখানে পণ্য, আশা যেখানে অর্থহীন, বেঁচে থাকাটা যেখানে বিড়ম্বনা — তারা কি যে স্বাধীনতার অংশীদার নয়? স্বাধীনতা যদি তাদেরও প্রাপ্য হয় কেন তবে তারা লাঞ্ছিত, অপমানিত, অ-পাংক্তেয়? মানুষে মানুষে এই যে দুস্তর পার্থক্য এটা কি সেই নেপথ্য নাট্যকারের 'ডিস্ক্রিশন্' না তার সৃষ্টি মানুষেরই 'ক্রিয়েশন্'? আজ সবাইকেই সেটা 'রিয়েলাইজ' করতে হবে। 'রিয়েলিজম' ছাড়া বিক্ষোভ

৫ হতে পারে কিন্তু বিপ্লব কি হতে পারে? আজকের 'রিয়েলিজম' নিয়েই ত আগামীকালের ইতিহাস তৈরী হবে। যারা সেই ইতিহাসের ওপর 'থিসিস' লিখবে তাদের কাছে কি এই ব্যক্তি - স্বাধীনতাকে নিদারুণ একটা প্রহসন বলে মনে হবে না?

মিতার চিঠিখানা পাশে রেখে দিয়ে জেহাদ ঘোষণার ইচ্ছেটা ত্যাগ করলাম। বুঝলাম, প্রহসনকে সম্বল করে সংগ্রামে নামলে পরিহাসের তিলকই কপালে জুটবে। এতক্ষণ পরে যে একটা সঙ্কল্প নিতে পেরেছি তারই জন্যে মন বেশ কিছুটা হালকা হয়ে গেল ভাবলাম, এবার একটা গল্প সুরু করা যাক। ভাবছি, সেই মেয়েটাকে নিয়ে গল্প লিখলে কেমন হয়। প্রগতির যুগে মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে-লিখতে না পারলে সকলে যে 'ব্যাক্‌ডেটেড্‌' ভাববে। রাজ্য থেকে রাস্তা পর্যন্ত আমরা সকলে সব বিষয়ে উদাসীন থাকলেও ঐ একটা বিষয়ে সকলেই উদ্‌গ্রীব। সেখানে আমরা সকলে এক। সকলে যথার্থ।

যাক, এবার গল্প শুরু করি। কিন্তু যাকে নিয়ে গল্প লিখবো ভাবছি তাকে ত আসলে আমি চিনিনা। একদিন শুধু তাকে আদালতের কাঠগোড়ায় দেখেছিলাম মাত্র। মহামান্য বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন সে অনেক কথাই বলেছিল। এতদিন পরে সেগুলোর কতটুকুই বা মনে রাখা সম্ভব। শুধু প্রশ্নই মূর্ত হয়ে উঠেছিল — আমরা চলেছি কোথায়।

...........স্বীকার করছি আমি অন্যায় করেছি কিন্তু কেন? মানুষের তৈরী আদালতের কাছে এ প্রশ্ন নয়। এ প্রশ্ন মানবতা বোধ সম্পন্ন মানুষেরই দরবারে। এতক্ষণে সকলেই জেনে গেছেন ঐ ছেলেটা আর আমি পাপব্যবসায় লিপ্ত হব। আমাদের শাস্তি দেবার জন্য এই বিচারকক্ষে আনা হয়েছে। কিন্তু অন্যায়কারীদের শাস্তি দেবার আগে তার সৃষ্টি কর্তাদের শাস্তি হওয়া কি উচিত নয়?

...........কেন আমরা আজ ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি? বলতে পারেন, কেন আজ নির্ভিক বলিষ্ঠ - মমতাবোধ সম্পন্ন যুব সম্প্রদায় মেতে উঠেছে নিষ্ঠুর মারণযজ্ঞ খেলায়? কেন আজ তাদের তাজা বুকের রক্ত নিয়ে চলেছে রাজনীতির হোলি খেলা? বলতে পারেন, কেন আজ শিক্ষিত বেকারের দল চাকরী পায় না? কেন আজ সমাজবিরোধীর পরিচয় নিয়ে সকলের কাছে অপমানিত, অবহেলিত হতে হয়? কেন আজ ভদ্রঘরের অনেক মেয়েকে আমার মত নোংরা পথ বেছে নিতে হয় নারীর সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য্যকে

বিসর্জন দিয়ে?

............কেন আজ আমাদের সঙ্গে তাদেরও শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে না যারা প্রকাশ্যে ভদ্রতার মুখোশ এঁটে রাতের কোলকাতার বুকে রচনা করে চলেছে লালসা তৃপ্তির সৌখীন ইমারত? কেন তারা দাঁড়াচ্ছেনা এই কাঠগোড়ায় যারা অদৃশ্য হাতে সুনিপুণ ভাবে খাবারের সঙ্গে মেশাচ্ছে ভেজাল? তারা আজ কোথায়, যারা ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আশা-জাগা রোগীকে তিল তিল করে টেনে দিচ্ছে নিরাশার অন্ধকারে?

............জানি, এদের শাস্তি কোনদিনই হবে না। কারণ, অর্থের ক্ষমতা নিয়ে যারা বেঁচে আছে মানুষের তৈরী আদালতের কাছে তারা ফরিয়াদ। আর আমাদের মত অসহায় অবস্থার মধ্যে যারা টিঁকে আছে তারাই সেই আদালতের আসামী।

মেয়েটার কথা ভাবতে গিয়েই আমার লেখার ইতি হয়ে গেল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আর যাই হোক লেখা যায় না। পাশ থেকে গুরুদেবের বইটা হাতে নিতেই যেন শুনতে পেলাম তাঁর সেই ব্যথিত কণ্ঠস্বর—

"—যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো, তুমি কি বেসেছো ভালো—"?

নেতা যদি খুঁজে না পাও তবে কী তোমরা চুপ করে বসে থাকবে। তোমরাই নেতা ঠিক করে নিয়ে কাজে লেগে যাও নেতা আকাশ থেকে পড়ে না - কাজের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে।

-নেতাজী সুভাষ চন্দ্র

সংগ্রাহক ৫৬৫১ বিমল কুমার শেঠী

সমীকরণ

শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা - ৭

শেষটান দিয়ে সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন নিরঞ্জন দাসগুপ্ত। আগুন নেভার ছোট্ট শব্দ উঠলো একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো, সেই সংগে খানিকটা ধোঁয়াও। সে-দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন - কথাটা ভালো করে ভেবে দেখো সনৎ। ইমোশনের মাথায় দুম করে একটা কিছু করে ফেলা ঠিক নয়। ইউনিয়নের সেক্রেটারীর পক্ষে সেটা শোভা পায় না।

ভালো করে ভেবেই ঠিক করেছি নিরঞ্জন দা। কেন! তোমার অসুবিধাটা কি? আমি প্রেসিডেন্ট হলেও সব প্ল্যান - এ্যাণ্ড প্রোগ্রাম তো তোমারই। ফুল ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স নিয়ে কাজ করেছো। তাহলে Complain টা কার বিরুদ্ধে, যার জন্যে তুমি রেজিগনেশন দিতে চাইছো? কলিগ্‌ সম্পর্কে —

না, আমার কলিগদের সহযোগিতা পেয়েছি বরাবর, ওদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই।

অভিযোগ কি তবে আমার বিরুদ্ধে? কিন্তু আমি তো কোন Opposition part নিইনি সনৎ! বরাবরই সাপোর্ট করেছি।

না, তাও অস্বীকার করছি না। শুধু সমর্থন নয়, বহু উপদেশও পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। সেগুলোর মূল্যও কম নয়।

তাহলে কেন? কেন সরে যেতে চাইছো? কার বিরুদ্ধে অভিযোগ!

নিজের বিরুদ্ধে। সন্দেহ আমার যোগ্যতার বিরুদ্ধে। থেমে থেমে কথাগুলো শেষ করে সনৎ।

Now absured। কি বলছো সনৎ? বিস্ময়ের ধাক্কায় সোজা হয়ে বলেন তিনি। যোগ্যতার বিরুদ্ধে। I mean efficiency নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে? তাও তোমার নিজের মনেই।

হ্যাঁ নিরঞ্জন দা। সেই কথা বলবো বলেই মিটিং ডেকেছি। চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই। এতোক্ষণে সকলে বোধ হয় এসে গেছে।

না না, তুমি মনোস্থির করো। একি

পাগলামী করছো? Management এর সংগে আমাদের এতোগুলো grievance নিয়ে লড়াই, তুমি সরে দাঁড়ালে কে Proceed করবে?

কেন আপনি। একটু হাসে সনৎ। আপনি স্বচ্ছন্দে ম্যানেজ করতে পারবেন। গোপেনকে সেক্রেটারী করুন। ও বুদ্ধিমান ছেলে। আপনি পেছনে থাকলে ও ঠিক ফাইট করে যাবে।

হারে দূর, গোপেন-টোপেন দিয়ে কি কাজ হয়? আর আমি? আমি কি করবো? তোমার Procedure আর আমার? সে কি এক হলো?

আমি Helpless নিরঞ্জন দা।

সনৎ, don't be adamant, ভুলে যেও না, এতগুলো লোকের ভালোমন্দ সব তোমার ওপর নির্ভর করছে। কর্তৃপক্ষের একটা weakness আছে তোমার ওপর। তাছাড়া ভয়ও করে। তোমার জায়গায় গোপেনকে দেখলে তারা গ্রাহ্য করবে? মুখের তোড়ে ভাসিয়ে দেবেনা? তার গলায় আকুতি। সমস্ত অন্তর দিয়েই যেন অনুরোধের সুর ফুটে বেরোয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বেশ দৃঢ় স্বরে সনৎ বলে, নিরুপায় সত্যিই আমি নিরুপায় নিরঞ্জন দা। নিজের সংগে অনেক লড়াই করার পর এই Decision নিয়েছি। আমায় ক্ষমা করুন। কথাটা শেষ করে দাঁড়িয়ে ওঠে সে। এবার চলুন, ওরা অপেক্ষা করছে

নিরঞ্জনও উঠে দাঁড়ান। দুপা এগিয়ে আবার থেমে যান। সমস্ত শরীরটা তাঁর ঋজু হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ। মুখে এক বিচিত্র হাসি নিয়ে তূণের শেষ তাসখানি ছুঁড়ে দেন সনতের দিকে। এরপর সকলে তোমায় সন্দেহ করবে সনৎ। আঙুল দেখিয়ে বলবে — you are purchased by the management, তার কি উত্তর দেবে?

কিছুই না। সনৎ মৃদু হাসে। এই কথাই তো তাদের কাছ থেকে আশা করা উচিৎ নিরঞ্জন দা। এতোদিন ধরে যাদের মধ্যে শুধু বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছি, ভালোবাসার বদলে ঘৃণা করতে শিখিয়েছি। আজ তাদের কাছ থেকে সরে এলে ঘৃণা পাওয়াই স্বাভাবিক। ভালোবাসা নয়। সেটা আশা করাই ভুল।

* * *

ক্যান্টিন ঘরের আবহাওয়াটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। থমথম করছে সবার মুখ। গুরুর সংগে সংগেই আলোচনা থেমে গেছে

সকলের প্রতিবাদে। প্রসংগ শুধু একটি। ইউনিয়নের সেক্রেটারী সনৎ চৌধুরী স্বইচ্ছায় রেজিগনেশন দিচ্ছে। নিজের অযোগ্যতার, এটাই নাকি একমাত্র কারণ। আর কিছু বলোন।

ঘরের জমাট নিস্তব্ধতা ভাঙে গোপেন মল্লিক। তোমার যোগ্যতা নিয়ে ইউনিয়নের কেউ প্রশ্ন তোলেনি, বরং সবচেয়ে efficient leader বলে মেনে এসেছে। তা হলে, তোমরাই বা হঠাৎ কেন মনে হচ্ছে এ কথা? আজ সামান্য একটা কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ালে এতোগুলো লোকের সংগে বঞ্চনাই করা হবে সনৎ। সেটা তোমার উদ্দেশ্য নয় নিশ্চয়ই?

চায়ের কাপটাতে শেষ চুমুক দিয়ে টেবিলের ওপর বসিয়ে রাখে সনৎ। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের কিছু কিছু ঘামগুলো সযত্নে মোছে। চিন্তায় মাথাটা ঝুকে পড়েছে সামনের দিকে। সকলেরই সংপ্রশ্ন দৃষ্টি তার দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তারা দেখার চেষ্টা করছে মনের ভেতরটা। কিন্তু সনতের মনের জমাট কালো অন্ধকারে পথ হারিয়ে সে দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে।

গোপেনের কথার জোর টেনে সুধীর কর্মকার বলে বঞ্চনাকে তুমি ঘৃনা কর সনৎ দা। তার বিরুদ্ধে লড়ে এসেছো চিরদিন। অথচ আজ সেই বঞ্চনাই করবে আমাদের সঙ্গে?

টেবিলের ওপর সনতের resignation letter খানা পড়ে রয়েছে। একপাশে একটা বই চাপা দেওয়া যাতে উড়ে না যায়। তবু পাখার হাওয়ায় তার একটা কোন থিরথির করে কাঁপে। সেদিকে তাকিয়ে সনৎ বলে— বঞ্চনা সকলের সঙ্গেই করা যায় সুধীর যায় না শুধু নিজের সঙ্গে। তার জ্বালা অনেক। তবু কলিগাছের জন্য সে চেষ্টাও করেছি কিন্তু আর পারছি না। আমার আত্মা কেবলই আহত হচ্ছে। বলছে যা করবে, আগে দেখো তা করার যোগ্যতা তোমার আছে কিনা।

কিন্তু তোমার efficiency নিয়েতো আমাদের কোন সন্দেহ নেই? একই সংগে বলে ওঠে গোপাল আর সুধীর।

I know, আমি জানি। কিন্তু— তাকে থামিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন বলেন- বরং, last year এ বোনাসের ব্যাপারে তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছো। তবুও কেন যে এই কমপ্লেকস তোমার মত gaow করলো ভেবে পাচ্ছি না। Bepractical সনৎ তুমি মেহনতী মানুষেরই একজন। কোনরকম সেন্টিমেন্ট

তোমার সান্ত্বনা। লড়াই করে বাঁচতে হবে, নিজেদের পাওনা বুঝে নিতে হবে ঐ শোষকদের কাছ থেকে। লড়াই চলছে এখন এ অবস্থায় কতগুলো impassioned কথা বলে সরে দাঁড়াবে লড়াই থেকে ?

নিরঞ্জনদা, এতদিন যা করেছি, যা বলেছি, তার কোনটারই অধিকার নেই। যে কথাগুলো বলে নিজেদের সুখ সুবিধা আদায় করছি, সে কথা উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অন্যায়, management এর যে অপরাধ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ঘৃণায় থুথু ফেলেছি। আজ সে থুথু নিজেরই গায়ে আসছে নিরঞ্জনদা।

কি বলছ সনৎ। হ্যা ঠিক তাই। উত্তেজনায় সনতের গলা কাঁপতে থাকে। কিছুকিছু ঘাম আবার জমে ওঠে কপাল আর নাকের দুপাশে একটুখানি চুপকরে থেকে নিজেকে সংযত করে বলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি আমাদের মাইনে বাড়ানোর কথা। নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষের দাম বেড়েছে, সুতরাং মাইনেও কিছু বাড়ানো উচিৎ। এই কোম্পানী যদি একটি পরিবার হয় তা হলে আমরা সেই পরিবারেই একজন। একের সংগে অপরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সাহচর্য ছাড়া কোম্পানী চলতে পারে না। সেই কারণে আমাদের সুখ সুবিধে দেখা উচিত। এই যুক্তিই আমাদের তরফ থেকে দেখানো হয়েছে। তাইতো ?

হ্যাঁ কথাটা কি মিথ্যে ? না মিথ্যে নয়। এবং মিথ্যে নয় বলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সাহচর্যের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু আমাদের পরিবারে এর অন্যথা হয়েছে। অন্যথা হয়েছে ? তোমাদের পরিবারে। বুঝলাম না। বাবার increment হলো। খুশী হয়ে মায়ের শাড়ী আনলেন। ভাই বোনদের নতুন জামা প্যাণ্ট এলো। সকলকে খুশী করার জন্যে মিষ্টিও এলো একবাক্স কিন্তু আশ্চর্য। আমাদের বুড়ো চাকরটা বাবার কাছে মাত্র দু'টাকা মাইনে বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হলো। তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন— এই দুর্মূল্যের বাজারে চাকরের মাইনে বাড়াবার সামার্থ তাঁর নেই। অবাক হয়ে গেলাম। যে দুর্মূল্যের বাজারে মায়ের শাড়ী আনতে পারে, ভাই বোনদের জামা-প্যাণ্ট আনতে পারে, অধিকন্তু হিসাবে মিষ্টিও আননে পারে এক বাক্স, সেই বাজারে চাকরের সামান্য দুটো টাকা বাড়তে পারেনা। তাকে খুশী করার প্রয়োজন নেই। অথচ, অথচ এই বুড়ো চাকরের সংগে আত্মীয়তা না থাকলেও সেও আমাদের পরিবারের একজন। তার সহযোগিতাও un-avoidable. এক-দিন অসুখ করলে মা হিমসিম খেয়ে যাবে তার কাজগুলো সামলাতে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকে সনৎ। লজ্জায় মাথাটা নীচু হয়ে যাচ্ছে। কেননা বাবা তারই, অপরের নয়, আস্তে আস্তে বলে— এতোখানি অবিচার মুখ বুঁজে সইতে পারলাম না। বাবার সংগে তর্কে নামলাম চেষ্টা করলাম অনেক, তবু বোঝাতে পারলাম না তাঁর অন্যায়টা কোথায়। বোঝাতে পারলাম না স্বার্থপর ও শোষক বলে যাদের আমরা চিরদিন ঘৃণা করে এসেছি তাদের সংগে বাবার এতোটুকু তফাৎ নেই। আমি হেরে গেলাম॥

ঘরের আবহাওয়া আরো ভারী হয়ে উঠেছে। কারোর মুখে কথা নেই। নিশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। সবার মনে অনুরণিত হয়ে চলেছে সনতের শেষ কথাগুলো—আমি হেরে গেলাম .....হেরে গেলাম.. হেরে ..

আমি হেরে গেলাম নিরঞ্জন দা। বিষাদের হাসি হেসে বলে। আমার যে p ocedure এর সুখ্যাতি করেছিলেন। সেই procedure ই ব্যর্থ হয়ে গেলো নিজের বাড়ীতে। যার ওপর অধিকার সব চেয়ে বেশী, যার চেয়ে আপন আমার আর কেউ নেই, যার সংগে নিজের সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না, তাকেই convince করাতে পারলম না। এযে আমার কত-খানি ব্যর্থতা, তা আর কাউকে বোঝাতে পারবো না। এ লজ্জা ঢাকা পরবে না কোন ভাবেই। সেইদিন সেই মুহূর্তেই ঠিক করেছি resignation দেবো। কেননা, এতোবড় একটা পরাজয়ের পর— অপরের কাছে থেকে জোর করে কিছু আদায় করার অধিকার আমি হারিয়েছি। ঘরই যাকে মানলেন না, বাইরে শক্তি করার যুদ্ধ তাকে কে যোগাবে? ঘরের ভেতর থেকে কে একজন সর্বক্ষণই বলতে লাগলো—rectify yourself, আগে নিজেকে শোধন করো, perfect হও, তারপর বিচার করতে বলো অপরের। এর পরেও এতখানি মিথ্যার বোঝা বইতে পারবো না নিরঞ্জন দা। আমায় ক্ষমা করুন।

কথাটা শেষ করে হাফাতে থাকে সনৎ। এতদিন নিজের সংগে যুদ্ধ করে কেবলই অশান্ত হয়ে উঠেছে, আহত হয়েছে। এবার শান্তি। অপূর্ব এক শান্তির সুর সে শুনতে পাচ্ছে। এ সুর ভালবাসার প্রবঞ্চনা নয়, প্রতারনা নয়, এবার শুধু reclamation, সংশোধনের পালা।

সামান্য একটা সেন্টিমেন্টই তোমার এমন বিপর্যয় আনবে সনৎ! লজ্জার কথা। বিদ্রুপের হাসি হাসেন নিরঞ্জন।

সেন্টিমেন্ট! হা হা, এ আমার সত্য

দর্শন নিরঞ্জন দা। Revelation! যে সত্যকে নিজের অজ্ঞানতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, সেই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে এবার। এতোদিন মানুষের ওপর শুধু জোর করেছি, ভয় দেখিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। আজ বুঝছি সে পথ ঠিক নয়। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যদি থাকে, তা হলে অধিকার জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে হয় না, আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা রিক্ত নিরঞ্জন দা। ভালোবাসার ভাড়ার একেবারে শূন্য হয়ে বসে আছে। তাই, এত যুদ্ধ, হানাহানি, বিদ্বেষ, এতো অসহযোগ। অপরের প্রতি ভালবাসা নেই বলেই শুধু মাত্র নিজের স্বার্থ বুঝি অপরের প্রয়োজন বুঝি না। একটু হেসে সনৎ বলে— আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। মিথ্যের যে পথটাকে এতদিন সত্য বলে আকড়ে রেখে ছিলাম সে পথ থেকে সরে এসে সত্যের পথে চলতে হবে। জানি, আমার জীবন দিয়ে হয়ত এর শেষ দেখে যেতে পারব না; তবু আশা রাখি অস্বীকৃত এই যে এমন সত্যের পথ একদিন সকলের সামনে প্রকাশ পাবেই। সে দিন আর মানুষ এমন frustrated হয়ে ভেসে বেড়াবে না, রিক্ত মনে করবে না নিজেকে।

সনৎ উঠে দাঁড়ায়। Resignation letter খানা টেবিলের উপর তেমনই পড়ে আছে। তবে, পাখার হাওয়ায় মৃদু কম্পন তার বন্ধ হয়ে গেছে। সে যেন আত্মপ্রত্যয় স্থির। সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে যায় মাথা উঁচু করে।

টাকায় কিছু হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না, ভালোবাসায় সব হয়। চরিত্রই বাধা বিঘ্নরূপ বজ্র দৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক — বি ৩১৬৮ অসিত কুমার সাহা।

দীনু

—অরবিন্দ মণ্ডল
সেকেন্দ্রাবাদ

দীনু.........দীনুরে... ... ...
বাবা ফিইরা আয় ... ...

আজও সন্ধ্যের পরে শ্মশানের ধারে গেলে শোনা যায় এই ডাক। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে সন্ধ্যের অস্পষ্ট আলোয় দেখা যেত এক বৃদ্ধা এক চিতার পাশে বসে চিৎকার করে কেঁদে যায়। ঐ এক কথা একসুর বার বার ধ্বনিত হয়ে ওঠে। নদীর নিস্তব্ধ পরিবেশে বুড়ীর মনের জমাট বেদনা গলে ঝরে পড়ে অশ্রুর আকারে। আর হৃদয়ের শূন্যতা হাহাকার করে ওঠে ঐ একই সুরে দীনু ....ফিইরা আয়....... ফিইরা আয় বাবা। ঐ সুর শ্মশানের জমাট অন্ধকার ও অসীম নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে ভেসে যায় দিক হতে দিগন্তে। সে ধ্বনি নদীর গহ্বরে আঘাত পেয়ে আবার ফিরে আসে ঐ একই ভাবে দীনু ফিইরা আয়..... ফিইরা আয় বাবা।

আমাদের এই শ্মশান গ্রামের পাশে, নদীর ধারে। জানি না কত শতাব্দীর বিরহাতুরা স্ত্রীর আর্তনাদ, কত পুত্রহারা মায়ের চোখের জল, কত প্রিয়জনের বিচ্ছেদের বেদনা এই শ্মশানের অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে জমে মিশে একেবারে একাকার হয়ে আছে। রাত্রে দূরে যখন শিয়াল ডেকে ওঠে, যখন শকুন শাবকের আর্ত্তনাদ থেমে থেমে শোনা যায়, যখন বাতাসের শোঁ শোঁ মৃদু ভয়াল সুর ভেসে আসে, তখন মনে হয় এ যেন মহাকালের মহালীলার ক্ষেত্র।

আমি যখন কঠিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন যেতাম আমার প্রিয় শ্মশানে। শুধু অনন্ত শান্তির আশায়।

এই শ্মশানে ছিলনা কোন আশা, আনন্দ, লোভ, হিংসা আর বিভেদ। যেখানে আমি পরম সত্যকে উপলব্ধি করতাম সে'হল মানুষ এসেছে একা, যাবে সে একা।

এইভাবে একদিন দেখলাম ঐ বৃদ্ধাকে। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করলাম— সে আসে রোজই। সন্দেহ হল। খবর নিলাম। দেখলাম আমিও আসি। সেও আসে। আমি আসি আমার শান্তির জন্য সে আসে একজনের সন্ধানে। সে বিলীন হয়ে গিয়েছে প্রকৃতির অণুপরমাণুর মধ্যে। সে একদিন এসেছিল এই পৃথিবীতে তার মাধ্যমে। যাকে সে দেখিয়ে ছিল প্রথম পৃথিবীর আলো— সে হল দীনু। তার আদরের নিধি। এক মাত্র সন্তান।

আজ তার কথাই বলব— এই বৃদ্ধা চিরকাল বয়সের ভারে আনতা ছিলনা। তার ছিল একদিন যৌবন। তারও সংসার ছিল, স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল, আকাঙ্খা ছিল। তার নাম ছিল বৌ। গ্রামের সব থেকে বড় লাঠিয়াল কালু সর্দারের বৌ ছিল সে। গ্রামের সবাই যখন লাঠিয়াল কালুর লাঠি খেলার প্রশংসা করত তখন তার যৌবনোদ্ধত বুক গর্বে বার বার ফুলে উঠত। রাত্রে স্বামীর বুকে মাথা রেখে পরম সোহাগীর মত বলত, "তোমার মত যার মরদ তার আবার অভাব কিসের গা"? কালু তার সেই নিটোল দেহকে আরও নিজের বুকে চেপে ধরে বলতো, "তুতো মোর কালো সোনা তোর রূপে মুই পাগল।" সে তখন স্বামীর উত্তপ্ত দেহের সান্নিধ্যে নিজেকে আরও সপে দিয়ে রঙীন স্বপ্ন দেখত। সে ভাবত একদিন সেও মা হবে। ছেলেকে কালুর থেকেও বড় লাঠিয়াল করতে হবে। দেশজোড়া তার নাম হবে। এই চিন্তা করতে করতে কখন আনন্দে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত তা বুঝতে পারত না। যখন বুঝতে পারত তখন চোখ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ত।

এইভাবে কয়েক বছর পর সত্যই সে মা হল। সেদিন তাদের ছোট কুঁড়ে ঘরে আনন্দের মেলা বসল। তারা জাতিতে বাগদী ছিল। তাই গ্রামের সব বাগদী-দের নিমন্ত্রণ করে পচা ভাতের তৈরী মদ আর মাছ ভাজা দিয়ে নিজের আনন্দকে সকলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দিল।

কালু গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি উমাশঙ্কর রায়ের জমি ভাগে চাষ করত। তার জমির মধ্যে বিঘা পাঁচিশেক কালুর কাছে ছিল। কালু গ্রীষ্মে জমিতে চাষ করত। খাবার ধান না থাকলে মনিবের বাড়ী থেকে নিয়ে আসত। বর্ষায় ধান বুনত। বাচ্চা ছেলের মত সেই কচি ধানকে মানুষ করত। তারপর অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত ধান—গাছ থেকে ঝড়িয়ে খড় পৃথক করে মনিবের সংগে হিসাব

চুকিয়ে নিজের প্রাপ্য নিয়ে ঘরে আসত। তারপর চৈত্র বৈশাখ দুইমাস বিশ্রাম, কিছু জমিতে গম, আলু, বেগুন, আখ এ সমস্ত লাগাত।

বেশ আনন্দে কেটে যেত তার দিনগুলি। ছোট্ট দীনু বড় হয়ে ওঠে। দীনুর খেলার সাথী তার পাশের বাড়ীর মেয়ে জবা।

দীনুকে ঘিরে স্বপ্ন কালুর আর তার বৌয়ের। কালু মাঝে লাঠিখেলা শেখায়, বলে "দীনু বেটা, তোকে খুব বড় লেঠেল হতে হবে।" দীনু দুই হাত প্রসারিত করে বলে "বাবা, মুই এত....অ বড় লেঠেল হব।" কালু ও কালো বৌ দুই-জনেই হেসে ওঠে তার কথা শুনে। কাল বৌ জোর করে তাকে ধরে একটা স্নেহের চুম্বন দেয় তার কপালে। এই ভাবে কেটে যায় বিশটা বছর। কেউ বুঝতে পারে না। হঠাৎ দীনু দেখে জবা আর তার কাছে আসে না। অথচ জবাকে কিছুক্ষণ না দেখলে তার মন বড় খারাপ হয়ে ওঠে। সে বোঝে না এর কারণ। একদিন সে লাঙল বলদের কাঁধে জুতে দিয়ে আখের জমির দিকে যাচ্ছে। এমন সময় তার সাথে দেখা হয় জবার। জবাকে দেখে কাছে ডাকে। কিন্তু জবা দূর থেকে সলজ্জ হাসি হাসে। দীনু তখন আবার বলে, "তু না এলে আমি তোর সাথে কথা কমুনা।" তখন বাধ্য হয়েই জবা আসে। জবাকে দেখে বলে "তু আর আমাদের বাড়ী যাস না ক্যানেরে?" জবা চুপ করে থাকে। দীনু আবার বলে "বোলনা" জবা আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে বলে 'তু সোমত্ত মরদ হয়েছিস, তোর কাছে গেলে লোকে আমায় খারাপ বুলবে।' দীনু অবাক হয়ে যায়, ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে— "কিন্তু তোকে না দেখলি মোর পরাণ ছটফট করে।" জবাও আস্তে আস্তে বলে— "আমারও"

হঠাৎ দীনু তার দুই হাত ধরে বলে, "জবা বোল তু আবার মোর বাড়ী যাবি।"

জবার দেহে শিহরণ জেগে ওঠে। সে কোনমতে নিজেকে সংযত করে তার তৃষিত চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর দীনুর অপলক চোখ থেকে নিজের চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে — "যাবরে, তু যে মোর সব।" দীনু বলে "সত্যি"? জবা তখন সলজ্জ ভাবে বলে— "সত্যি"। জবা হঠাৎ চমকে উঠে বলে— "হাত ছাড়। মুই যাই, কেউ দেইখ্যা ফেলবে। দেখতে দেখতে জবা চলে যায় বাড়ীর পথ ধরে। আর দীনু অপলক ভাবে তাকিয়ে থাকে তার

গমন পথের দিকে। কিছুক্ষণ পর নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে। সে সচকিত হয়ে ওঠে এবং গরু দুটোকে নিয়ে এগিয়ে যায়। মন তার খুশীতে ভরপুর। মনের আনন্দে কিছুদিন আগে যাত্রার কমিক থেকে সংকলিত একটা গান সে ভেজে চলে— আমার গহীন গাঙের নাইয়া, তুমি অফর বেলায় নাও বাইয়া যাওরে, কার বা পানে চাইয়া।

ভোরে পুবের আকাশকে রক্তিম আভায় রাঙ্গিয়ে দিয়ে সূর্যদেব আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করছে। দূরে রাখালের বাঁশির সুর শোনা যাচ্ছে আর তার সংগে সংগে দীমুর এই গানের সুরও ছাড়িয়ে পড়ছে ভোরের স্নিগ্ধ আকাশে বাতাসে।

দীমু মাঠে গিয়ে চিন্তা করে— আউশ ধান কাটা হয়ে গিয়েছে এবার আখের জন্য জমিকে তৈরী করতে হবে। এখন তৈরী করতে না পারলে আবার আসবে বড় ধান কাটার পালা। বাবাকে আর কোন মতেই সে লাঙল ধরতে দেবেনা। কারণ এখন সে মরদ হয়েছে। জবা বলছে যে সে মরদ হয়েছে। তাহলে নিশ্চয় তার বাবা মা বুড়ো হয়ে গিয়েছে। এবার তাকে বিয়ে করতে হবে। নইলে বুড়ো বাবা মাকে রান্না করে খাওয়াবে কে? তারপর আবার সে চিন্তা করে তা হলে বিয়ে করবে কাকে? পরক্ষণেই মনে পড়ে জবাকে। হ্যাঁ জবা তার পক্ষে ভাল। ওকে বিয়ে করলে সে তাকে সবসময় কাছে পাবে। তাহলে তার মন খারাপ করবে না আর জবা তার কাছে থাকলে লোকেও কিছু বলাব না। এই সমস্ত কল্পনার জাল সে বোনে। চলে আর হালও চালিয়ে চলে। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে সূর্যদেব মাথার উপরে উঠে পড়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি হাল খুলে বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়।

বাড়ীর দরজায় গিয়ে চিৎকার করে দীমু বলে,— 'মা ভিজে ভাত বাড়। আমি গরু দুটাকে জল খেতে দিয়ে যেছি। তারপর সে গরু দুটোকে খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে দেয়। ওদের খাবার পাত্রে দুই বালতি জল ঢেলে কিছু খইল ছড়িয়ে দেয়। তারপর হাত ধুয়ে গামছার খুঁটে হাত মোছ্‌তে মোছ্‌তে বাড়ী ঢোকে।

বাড়ীর ভেতর দেখে কালোবৌ একটা কাঁসার থালে তার জন্য পান্তা ভাত কয়েকটা ছাঁচি পিঁয়াজ, কিছুটা পোস্ত বাঁটা এবং ছোট একটা পাথর বাটিতে চিংড়ি মাছের টক্‌ সাজিয়ে বসে আছে। কিছু দূরে কালু বসে তামাকে সুখটান দিচ্ছে। তার হুকার ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ শোনা

যাচ্ছে।

হঠাৎ দীনুর জবার কথা মনে প.ড গেল। তখন সে তার মা এবং বাবার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। সত্যিই তার বাবা, মা বুড়ো হয়ে গিয়েছে। সে দেখল তার মায়ের মাথার চুলে পাক ধরেছে। বাবাকেও দেখলে সে যেন একটু ঝুকে পড়েছে। তার উন্নত শুশ্ফরাশি শুভ্র বর্ণ ধারণ করেছে। তার দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশিতেও কে যেন সাদার ছোপ দিয়ে দিয়েছে। দেহের চামড়া ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ কালো বৌ এর ডাকে তার চমক ভাঙ্গে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে খেতে বসে। কালো বৌ জিজ্ঞাসা করে—"কিরে অমন করে দাঁড়াইছিলিস ক্যান?" দীনু উত্তর দেয়—"মারে, মোরে বিয়া করতি হবে।" কালো বৌ ওর কথা শুনে হেসে কালুর উদ্দেশ্যে বলে, 'শুনছো গো, ছেলে বোলে বিয়া করবে। ওর লেগে একটা রাঙ্গা কনে দেখতি হবে।"

কালুর কথা বোঝা গেলনা। শুধু খুক খুক কাশির শব্দ শোনা গেল। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোর ঝপ্ বিয়া করার শখ্ হল ক্যানরে? দীনু মুখ ভার করে বলে, "মুই মরদ হইচ, জবা বলিচে। এখন আর তোমাদের কিছু করতি দোবোনা।"

ছেলের কথা শুনে কালো বৌ তার মনের কথা বুঝতে পারে এবং বলে—"কাকে বিয়া করবি শুনি—জবাকে?" কালো বৌ আবার বলে—"বেশরে ক্ষ্যাপা ছেলা, তোর সাথে জবার বিয়া দোবো, এবার খেয়ে লে।"

দীনু আহার পর্ব শেষ করে বাবার কাছে গিয়ে বসে একটু তামাকের আশায়। বলা বাহুল্য পল্লীর কৃষক পরিবারে এই প্রথা প্রচলিত আছে। ছেলে বাবার হুকায় তামাক খেলে এতে তাদের সম্মানের হানি হয়না। কালু দীনুর দিকে হুকাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "কিরে দীনু তু মরদ হইচিস। এবার তোর বিয়া মুই জবার লগেই দোবো।" ধান-পান কটা ঘরে ঢুকিয়ে লে, তারপর তোর বিয়ার দিন ঠিক করব।" দীনু কিছু বলেনা। নীরবে হুকায় টান দিয়ে চলে। মাঝে মাঝে ধূম্র উদগীরণ করে। কালু আবার বলে—"হ্যাঁরে দীনু?" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকায়। কালু বলে 'ধান কাটা চলে এলো, দেশে কি অনাবৃষ্টি কাণ্ড চলেছে বোলতো বাবা? শুনছি বাবুরা ধানের ভাগ দেবে না। দেশে আইন এয়েছে যে লাঙল যার জমি তার। তাই বাবুর নাকি গোঁসা হলছে।" দীনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, জানিনি এবার কি হবে তবে একথা ঠিক যদি বাবু মোদের ভাগ না দেয় তাহলে মুই

ও ছাড়ব না লাঠির ডকে মোর ভাগ লিব।

কালু কিছু বলে না, তারপর দীনুর কাছ থেকে হুকাটা নিয়ে আবার বলে, "যা বাবা শুয়ে পড়গা" দীনু নীরবে চলে যায়। বুড়ো ঝিমিয়ে ঝিমিরে রোমন্থন করে বিগত দিনের স্মৃতি।

দেখতে দেখতে ধান কাটার সময় এসে গেল। সবাই ব্যস্ত ধান কাটায়। জবার সঙ্গে দীনুর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। সমস্ত ধান উঠে যাওয়ার পর ওদের বিয়ের দিন ঠিক হবে। এখন চাষের ব্যাপারে জবাও দীনুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

একদিন সকালে সে খবর পেল উমাশংকর বাবু জমির ধান কেটে নিতে গিয়েছে। খবর পেয়ে বাবাকে বলতে ঘরে ঢুকল কিন্তু মা বাবা কাউকে দেখতে পেল না। ঘরের বাইরে দেখতে পেল জবাকে। জবাকে সব কথা বাবাকে জানাতে অনুরোধ করল। কিন্তু জবা কিছুতেই শুনল না সেও তার সংগে চলল। জমিতে গিয়ে দেখে তার মনিব অর্থাৎ উমাশঙ্কর বাবু জন চার পাঁচেক লাঠিয়াল নিয়ে মজুর দিয়ে ধান কাটাচ্ছেন। তার হাতে রয়েছে তার প্রিয় দোনলা বন্দুকটি। দীনু দূর থেকেই চিৎকার করে বলল—'বাবু জমির ধান জোর করে কেটে লিলে ভাল হবেনা কিন্তু, আমি ছেড়ে কথা কমু না, বইলা দিচ্ছি।'. উমাশঙ্কর বাবু প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলে। দীনুর কথা শুনা মাত্রই তার ভারাটে লাঠিয়ালদের নির্দেশ দিলন দীনুকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য। নির্দেশ শুনবা মাত্র লাঠিয়ালরা ঝাপিয়ে পড়ল দীনুর উপর। গ্রামের সেরা লাঠিয়াল কালু সর্দারের কলা কৌশল দীনুর করায়ত্ত দীনু ক্ষিপ্র গতিতে তাদের একজনের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাদের আক্রমণ করল।

জবা আর স্থির থাকতে পারল না। সে ছুটলো কালু সর্দারের উদ্দেশ্যে।

দীনু পুরাণের অভিমন্যুর মত ঐ লাঠিয়ালদের সংগে লড়তে লাগল। ঘুর্ণয়মান লাঠির চক্রব্যূহ সৃষ্টি করে সে নিজেকে বাঁচাতে লাগল তাদের আক্রমণ থেকে। আক্রমণ প্রতিহত করার সংগে সংগে সেও আক্রমন করতে লাগল তাদের। আর তার সেই প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না তারা। অবশেষে দুজন লাঠিয়াল লাঠির আঘাত সহ্য করতে না পেরে লুটিয়ে পড়ল। বাকীরা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। দীনুর সেই

ভয়াল মূর্ত্তি দেখে বাকী মজুররাও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল।

অবশেষে দীনু এগিয়ে যায় উমাশঙ্কর বাবুর দিকে। উমাশঙ্কর বাবু ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে বন্দুকের নিশানা তার বুক লক্ষ করে বলে—"দীনু, আর এগোলেই গুলি করব।" দীনু গর্জ্জন করে বলেওঠে- "আমি আমার ন্যায্য পাওনা চাই।" বলতে বলতে সে এগোতে যায়..। কিন্তু এগোতে পারেনা। পর পর দুটি গুলি এসে বিদ্ধ হয় তার বুকে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্তবেড়িয়ে আসে। দীনু কাটা গাছের মত লুটিয়ে পড়ে, তার রক্তে লাল হয়ে যায় সেই ভূখণ্ড। যেখানে সে মাথার ঘাম পায়ে সোনা ফলাত।

কিছুক্ষণ ছট ফট করেই স্তব্ধ হয়ে যায় তার দেহ।

এই ভাবে শোষিতের রক্তে রঞ্জিত হোল শোষকের কলঙ্কিত হস্ত।
দূরে দেখা যায় কালু সর্দার, জবা আর কালো বৌকে। তারা যখন এল তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে। জবা ও কালো বৌ চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল দীনুর মৃতদেহের উপর।

সবশেষ হয়ে গেছে। জবা আজ মূক সে কথা বলেনা। শুধু তার নিশ্চল দৃষ্টি যেন সকলকে এই প্রশ্ন করে কোন পাপে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

কালো বৌ আজও আসে সেই দীনুর চিতায়। সেই করুন সুর আজও শোনা যায়। রাত্রি বেশী হলে বৃদ্ধ কালু সর্দার আসে লাঠিতে ভর দিয়ে তার প্রিয়া কালো সোনা কালো বৌকে নিয়ে মিশে যায় সে জমাট অন্ধকার।

আজ এই কালো বৌএর কথা বলতে গিয়ে একটা কথাই বার বার মনে পড়ে, কালো বৌএর ভগ্যাহতা মাতৃত্বের শান্তি কোথায়, ... কোথায় জবার আশাহতা জীবনের পরিসমাপ্তি ....???

[ছোটগল্প প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা]

চিঠি

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
(লণ্ডন ডব্‌লু. সি. আই. ইউ. কে)

স্যার, আপনার একটা চিঠি এসেছে— কথাটা শুনে সরবীন বাস্তবে ফিরে এল। বড়বাবু সরবীনকে একটি চিঠি দিয়ে গেল। সামান্য একটা চিঠির ব্যাপার নিয়েই সরবীন এতক্ষণ ভাবছিল অফিসে বসে বসে। চিন্তা করছিল মায়ের সংগে এরকম ব্যবহারটা তার করা উচিত হয় নি। অন্যান্য দিনের মত আজ আর দুপুরে খেতে যায়নি। মা দু'তিনবার ফোন করেছিলেন। শেষবার এও বলেছিলেন সরবীন না খেতে এলে তিনিও কিছু খাবেন না। কিন্তু, ওর রাগ কিছুতেই কমেনি। এখন অনুশোচনা হচ্ছে খেতে গেলেই ভাল হত। হাজার হলেও এতে মায়ের কোন দোষ নেই। দোষটা তো সব ঐ বোন কৃষ্ণটার। বোনের উপর রাগ করে মাকে এমনভাবে কষ্ট দেয়াটা সত্যিই অন্যায়।

ঘটনাটি শুরু হয় গতকাল। অফিস থেকে ফিরে বাড়ীতে পৌঁছে অন্যদিনের মত মায়ের তৈরী আর বোনের হাতে পরিবেশন করা জল খাবার খাচ্ছিল। খেতে খেতে বাড়ীর ঠিকানায় আসা চিঠিগুলো খুলে পড়ছিল আর ভাবছিল ওর চিঠিটা এল না কেন এখনও। ওর চিঠি আসতে এত দেরী হয় না সাধারণতঃ, গত সপ্তাহে আশা করছিল একটা চিঠি। ছোট বোন কেয়া কাছাকাছি ঘুরছিল এবং বড়দার খাওয়া আর চিঠি পড়া দেখছিল। বড়দাকে আজকাল কেন জানি বাবার মত দেখতে মনে হয়। বড়দাতো সাধারণতঃ দেশের বাড়ীতে থাকেন না। সারাদিন বাড়ীতে যা ঘটনা ঘটে তার ফিরিস্তি তাই বাবাকেই দেয়া হয়। অনেকদিন থেকে বড়দা বিদেশে বাইরে বাইরে ঘুরে চাকরী করেছেন। এবার পূজার ছুটিতে দাদার সেই বিদেশের আস্তানাটিতে বেড়াতে এসেছে সবাই দু'বোন, দু-ভাই আর মা এখন এই নতুন জায়গায় দু' দিনের ক্ষণস্থায়ী সংসারটি পেতেছেন। এখানে বড়দাই এখন ছেলেদের মধ্যে বড়। তার ওপরই বাড়ীর সব দায়িত্ব। চাকুরী করে পরিশ্রান্ত হয়ে বড়দা যখন ফেরেন তখন অনেকটা বাবার মত মনে হয়। কেয়া ভাবছিল খবরটা বড়দাকে দেয়া ঠিক হবে কিনা। বড়দা ওদের খুব ভালবাসে। আজ বড়দার অনেক কয়টি চিঠি এসেছে।

বড়দি তার থেকে একটি সরিয়ে নিয়েছে। দিদির এই সরাবার কারণটা কেয়া একটু বুঝতে পারলেও ঠিক পছন্দ করেনি। কিন্তু কীভাবে কথাটা বড়দাকে বলবে তাই ভেবে মরছিল কেয়া। সরবীন ছোট বোনের তাকিয়ে থাকা দেখে বুঝতে পেরেছে কিছু বলতে চায়।

—কীরে, কেয়া? তুই কিছু বলবি? কেয়া খানিকটা চুপ করে থেকে মুখ নীচু করে বলল, বড়দা তুই কটা চিঠি পেয়েছিস? সরবীন মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল পুরো ব্যাপারটা। কেয়ার ওপর খুশী হলেও মনটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তবু হাসিমুখে বলল, কেন রে পাঁচটা। যেন কিছুই হয় নি।

কেয়া দাদার দিকে তাকাল একবার। বোঝবার চেষ্টা করল বড়দার মনটা। বড়দা আবার বলল—বলে ফেল, কি বলবি। ভয় নেই, কিছু বলবো না।

তোর ছটা ছিল। এবার কিন্তু সত্যি সত্যি গম্ভীর হয়ে গেল সরবীন। বড়দাকে দেখে কেয়ার কেমন ভয় হ'ল। আবার একটু কষ্ট হল, বলল—আমি কিন্তু ঐ চিঠিটা সম্বন্ধে কিছু জানি না। তবু খুঁজে পেলে তোকে দেব। সরবীন আর কিছু বলল না। খাওয়াটা কোনরকমে শেষ করে বেরিয়ে পড়ল। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন এখন আবার তুই কোথায় যাচ্ছিস? এই একটু বেড়িয়ে আসছি।

অজয় নদীর পারটা দিয়ে হাটতে হাটতে সরবীন চিন্তা করছিল, কৃষ্ণাটা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। আজকাল সুমিতার প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন যেন রেগে যায়। অথচ এই সুমিতাই ছিল কৃষ্ণার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। কৃষ্ণাই একদিন সুমিতাকে ধরে নিয়ে এসে বড়দার সংগে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। বলে-ছিল, বড়দা এই সেই সুমি, যার কথা তোকে এত বলি। সত্যি ওর মত মেয়ে হয় না। সেই কৃষ্ণা এখন পছন্দ করেনা যে সুমি চিঠি দিক বড়দাকে। সুমিকে বলে দিলেই হ'ত অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিতে। তা হলে আর এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না, কিন্তু, সরবীনেরই বা দোষ কী? ও তো আগে কল্পনাই করেনি যে কৃষ্ণা এরকম একটা কাজ করবে। আচ্ছা এখন ফিরে গিয়ে কৃষ্ণার কাছ থেকে চিঠিটি চাইলে কেমন হয়। তাহলে ছোট বোনটা আবার মুস্কিলে পড়বে। ভবিষ্যতে এরকম ধরণের খবর তবে ওর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। সরবীন

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করল এ নিয়ে কোন উচ্চ বাচ্য না করাই ভাল। বাড়ী ফিরে এমন ভাব দেখাল যেন কিছুই হয়নি।

সকালে উঠে কিন্তু রাগটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বাড়ীর সবার ওপর কেমন যেন একটা অভিমান হ'ল। মনে হ'ল বাড়ীর কেউই তাকে পছন্দ করে না। এসব চিন্তা করতে করতে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। সকালে খেতে ইচ্ছে হ'ল না। এক্ষুনি আসছি বলে, বারান্দায় পা দিতেই মা বাঁধা দিলেন—তা, চা এক কাপ খেয়ে যাবি তো।

না আমার ক্ষিদে নেই বলে মাকে এড়াল। সোজা ওয়ার্কশপে গিয়ে সবার কাজের তদারক শুরু করল। হঠাৎ অত সকালে সাহেবকে দেখতে পেয়ে সবাই একটু অবাকই হয়েছিল বৈকি। ওয়ার্কশপে ঘন্টাদুয়েক থেকে চলে এলো অফিসে। তখনও বড় বাবু আসেনি। কেবল মাত্র পিওন তখন এসেছে। সে সাহেবকে দেখে রোজকার মত এক গ্লাস জল দিয়ে গেল।

সকালের দিকে রোজই কাজের চাপ থাকে। কাজের চাপের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঘটনাগুলো মনে পড়ছিল আর খারাপ লাগছিল। মা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে। মা তাই ফোন করেছিলেন দু' তিনবার। অনেক অনুরোধ সত্বেও ছেলেকে খাওয়াতে পারে নি। এমনকি অফিসের জলের গ্লাসটা তখনও ভর্তি অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

এই এতক্ষণ এই বেলাশেষে সরবীনের মনে হচ্ছে, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সারাটাদিন মা না খেয়ে আছেন। ছি, ছি, এটা খুব অন্যায়। তাড়তাড়ি বাড়ী ফিরে গিয়ে মাকে বলল— মা, খেতে দাও বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

মা বোধহয় বসে বসে কাঁদছিলেন। ছেলের ডাক শুনে মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেলেন। হাসি মুখে বললেন, তোকে আর জামা কাপড় ছাড়তে হবে না। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি তোর খাবার।

তোমার খাবারটাও নিয়ে আসবে কিন্তু, মা। মা আর কিছুই না বলে খাবার নিয়ে এসে ছেলের সংগে খেতে বসলেন।

রেডিওটা এতক্ষণ বন্ধ ছিল। কেয়া এসে রেডিওটা চালিয়ে দিল। বড়দা আর মাকে আড় চোখে দেখে চলে গেল।

মা ছেলের খাওয়া দেখছিলেন আর ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। সরবীন কিন্তু একমনে খেয়ে চলেছে আর মায়ের রান্নার প্রশংসা করছে। ছেলেকে দেখে তখন বোঝা যাচ্ছিল না যে এই ছেলেই এতক্ষণ রাগ ক'রে না খেয়ে ছিল।

খাবার শেষ করে নিজের ঘরে গিয়ে দেখল সেদিনও অনেকগুলো চিঠি এসেছে বাড়ীর ঠিকানায়। আর সবচেয়ে ওপরের চিঠিটা হচ্ছে, 'ওর'। ঠিকানার পাশে ছোট করে লেখা আছে—'এমনটি আর হবে না'।

—:—

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

—শ্রীডুবরী

(পূর্ব' প্রকাশিতের পর)

লিপিমিতা ১১/৩ সংখ্যা (শারদীয়া সংখ্যা) 'স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়' এর প্রথম স্তবক ভূমিকা সহ প্রকাশ করা হয়েছিল। বর্ত্তমান সংখ্যায় তৃতীয় স্তবক প্রকাশ করা হল, মহাসাগরের বুকে ডুবরিরা নেমে যেমন মণি মুক্তা বিভিন্ন রত্ন আহরণ করে এনে তুলে দেয় তারই আপনজনের হাতে, তেমনি আমিও মহাকালের গর্ভ থেকে স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করে মিতাভাইবোনে-দের করপুটে উপহার দিতে মনস্থ করেছি আমার আহরণে কিছুটা এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে। পাঠক পাঠিকারা সেগুলি তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন।

খৃঃ পূঃ ৬০০—পারস্যরাজ দারায়ুস সৈন্য-

বাহিনী খাইবার গিরি পথের ভিতর দিয়ে ভারতে প্রথম প্রবেশ করেন।

খৃঃ পূঃ ৪৩১—গ্রীসে অবস্থিত অভিজাত শ্রেনীর দ্বারা শাসিত স্পার্টা ও গনতন্ত্রী এথেন্সের মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পেলোনেশিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ প্রায় ২৬ বৎসর চলেছিল।

খৃঃ পূঃ—৪০৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সংগ্রামে এথেন্স ও তাঁর সঙ্গীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

খৃঃ পূঃ ৪১১—এথেন্সের সর্বময় কর্তা বিখ্যাত রাজনীতিবিদ পেরিক্লিস প্লেগ রোগে মারা যান।

১১৬২—১৪শে জুলাই গোবি মরুভূমির প্রান্তে কোন এক গণ্ডগ্রামে চেঙ্গিস খাঁ মগল বংশে এক অতি সাধারণ ঘরে জন্ম-গ্রহণ করেন। শৈশবে তার নাম ছিল চিমুজীন বা তামুজিন যার অর্থ হোল ইস্পাতের ফলা, তিনি বাঁ হাতে রক্তের ডেলা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্ধেক এশিয়া জুড়ে তার সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। বিখ্যাত সম্রাট কুবলাই খাঁ তাঁর পৌত্র। হিন্দুস্থান আক্রমণের জন্য ভারতের সীমান্তে একবার তিনি এসেছিলেন, কিন্তু এদেশের জলবায়ু প্রতিকূল হওয়ায় তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন।

১৬৪৯—৩০শে জানুয়ারী পিউরিটান সৈন্যরা হোয়াইট হলের বাইরে ইংলণ্ডরাজ প্রথম চার্লসের শিরচ্ছেদ করেন।

১৭৫৭—২রা জুলাই সুবে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লা মুর্শিদাবাদে মিরজাফরের প্রাসাদে বন্দী থাকা অবস্থায় মহম্মদ বেগ কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। সিরাজদ্দৌলার পিতা মহম্মদ বেগকে শৈশবে লালন পালন করে মানুষ করে-ছিলেন।

১৮৩৭ - ৫ই জুন আমেরিকায় প্রথম মহিলা কলেজ স্থাপিত হয় ম্যাসাচুসেটংসে নাম মাউন্ট হলিওক সেমিনারী।

১৮৭৯—১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রসিদ্ধা, বাগ্মী, কবি ও দেশসেবিকা শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম বরদাসুন্দরী দেবী। সরোজিনী ১৩ বৎসর বয়সে প্রথম কবিতা রচনা করেন।

১৯২৯—১৩ই সেপ্টেম্বরে রাজনৈতিক দাবী পূরণের জন্য ৬২ দিন অনশন সত্যাগ্রহ করে ভারতে প্রথম শহীদ হবার অক্ষয় কীর্তি রেখেছেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস, ভগবৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবী-দের সংগে গ্রেফতার হয়েছিলেন।

১৯৩০ ৭ই অক্টোবর— বিপ্লবী মাণিকলাল সেন বারানসী জেলে ৯০ দিন অনশনের পর মারা যান।

১৯৪৩ ২৯শে ডিসেম্বর— নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রথম পদার্পণ করেন, এবং পরাধীনতার নাগপাশমুক্ত ভারতের প্রথম ভূখণ্ড বলে ঘোষণা করেন। এখানেই ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়। তিনি আন্দামানের নাম রাখেন শহীদ দ্বীপ ও নিকোবরের নাম রাখেন স্বরাজ দ্বীপ, তিন দিন থাকার পর ৩১শে ডিসেম্বর তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।

—•—

রবীন্দ্র ধর্ম

-অমল কুমার বসু
(কৃষ্ণনগর)

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের পটভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরে তিনিই সংযোগ ঘটিয়েছেন বহুধর্ম্মের, করেছেন একধর্ম্ম, এক বিশ্বধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলতে তিনি শাস্ত্রের অনুশাসনকে জানেন নি। তিনি বলেছেন "বিশেষ তকমা আঁটা যে ধর্ম্ম এবং যে ধর্ম্ম বিশেষ মতবাদ ভিত্তিক সেই ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নয়, বিকৃত রূপমাত্র। যে ধর্ম বিশ্বমানবকে দেয় বৃহত্তর কল্যাণ ও মহত্তর সুখের সন্ধান যে ধর্ম্মে থাকে না সাম্প্রদায়িকতার স্থান, যে ধর্ম্ম সকল কৃত্রিম মতবাদের গণ্ডী অতিক্রম করে, ঈশ্বর রূপের বেড়াজালকে স্বীকার করে না তাহাই

প্রকৃত ধর্ম।" তিনি স্বীকার করেন নি সেই ধর্ম্মকে যে ধর্ম্ম সর্বমানবের মিলনের কণ্টকস্বরূপ। তাঁর মুক্তিকামী মনের মানস চক্ষে একটি মাত্র ধর্ম রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সেটা হ'ল 'মানব ধর্ম''।

রবীন্দ্রনাথ নিজের অজান্তে ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তালে তালে বা ছন্দে ছন্দে তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলেছেন ''সমস্ত বিচ্ছেদের একমাত্র যাহা মিলনের সেতু তাহাই ধর্ম, আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে তাহা পলিটিকস্ হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিস্কৃত, ব্যবসা হইতে নির্বাসিত।" কবি ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেছেন, তার কতকগুলি কবিতা পড়লেই বোঝা যায়।

গান্ধারীর আবেদন কবিতায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী দিবে তোমার ধর্ম?''

তখন গান্ধারী বলেছিলেন—

'দুঃখে নব নব.........'

আরও বলেছেন—'ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু
ধর্মেই ধর্মের শেষ'

'যার যা কর্ত্তব্য তা পালন করাই প্রকৃত ধর্ম পালন করা' বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই কবি 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' এ কুন্তীকে অধর্মাচারিণী চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কুন্তী সমাজের ভয়ে বিসর্জন দিয়েছিলেন মাতৃধর্মকে। কর্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলেছেন যে কর্ণ প্রকৃত ধর্ম পালন করেছেন। কুন্তীর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নি, অর্থাৎ পালন করেছিলেন প্রকৃত বীরধর্ম। কবির ভাষায়—

'পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন

কর্ণ—'ভিক্ষা, মোর কাছে
আপন পৌরুষ ছাড়, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।'

শত অনুরোধেও কুন্তীর কথায় রাজী হয়ে কর্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে যায়নি। তিনি বলেছেন—

'কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাসনে
তবে ধিক্ মোর।'

শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ধর্মচারীর প্রশংসা কুন্তীও করে বলেছেন-

'বীর তুমি, পুত্র মোর
ধন্য তুমি!'

প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা বলতে গিয়ে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হওয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম নয়। ভীত হওয়া পলায়ন অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর।'

ছাত্ররা যদি তাদের প্রকৃত ধর্মকে পালন করে তবেই তারা প্রকৃত ছাত্র। ছাত্রধর্ম প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, যে কতকগুলি ব্রত নিষ্ঠা সহকারে পালন করে সেই প্রকৃত ছাত্রধর্ম পালন করে। সেই ব্রতগুলি হচ্ছে—

সত্যব্রত, অভয়ব্রত, পুণ্যব্রত; মঙ্গলব্রত স্বদেশব্রত, ব্রহ্মচার্য্যব্রত, ত্যাগ ও সংযম, নিষ্ঠা, ভক্তি, প্রার্থনা। ছাত্রদের আহ্বান করে কবি বলেছেন' 'তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না; ধনের গর্বে স্ফীত হবে না মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, কর্ত্তব্য কর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্ম-পথে থেকে করবে।'

মহাজীবনের মহা ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ নীচতা-হীনতার পঙ্কিল আবর্তে হাঁপিয়ে মরে। এই নীচতার হাত থেকে রক্ষা করে ধর্ম। প্রকৃত ধর্ম তার মনকে ক্ষুদ্রতার কারাগার হতে মুক্ত করে বিশ্বমুখী করে দেয়।

রাজর্ষিতে দেখেছি কবি বলেছেন যে ধর্ম জীব রক্তপাতকে সমর্থন জানায় কিংবা প্রশ্রয় দেয়, তাহা অধর্ম। যে জননী-সন্তান রক্তে তার আকণ্ঠ পিপাসা দূর করে, সে জননী নয়, রাক্ষসী, স্বার্থপরক্ষমতালোভী কু-সংস্কারাচ্ছন্ন যাজক-সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে জননীর মুখে সন্তানরক্ত তুলে দিয়ে ধর্ম এবং জননীর জয়ধ্বনি করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই দলকে ধর্মের অবতার বলেন নি, বলেছেন হৃদয়হীন -ধর্ম পাষণ্ডের দল।

মানবহৃদয়েই, 'ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা' এই কথাই কবি বার বার বলেছেন, দেবতার পূজা করলেই ধর্ম করা হয় না, তিনি বলেছেন—

'রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে?'

দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করে ধর্মপালনকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছেন—

"মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে
সকল বেড়ার বাইরে সকল মন্দিরের বাইরে,
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানব লোকে"

মানব সমাজ ভগবানের সৃষ্টি; তাই তার

সৃষ্টি মানব সমাজকে সেবা করাই তো ধর্ম্ম। তাকে ঘৃণা করে তো ধর্ম্ম করা চলে না। লোকস্থিতিকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছেন—

যে লোক সৃষ্টি স্বয়ং আমার
যার প্রাঙ্গনে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এত বড় ক্ষুধা!"

কবি রচিত 'চণ্ডালিকা' তে আমরা দেখতে পাই 'আনন্দ' যখন প্রকৃতির কাছে জল চাইল তখন লোকস্থিতির ভয়ে, সমাজের ভয়ে 'প্রকৃতি' বলেছে—

মোর কূপের বারি অশুচি
আমি চণ্ডালের কন্যা,'

আনন্দ কিন্তু পালন করেছেন মানব ধর্ম্মকে। তিনি বলেছেন—

"যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা
জল দাও আমায় জল দাও"

কবি কিন্তু মানব ধর্ম্মকে ধর্ম্মের ব্যাপক অর্থই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—

"এসো, হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃষ্টান।

পরিশেষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটা মত আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে, অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে আমরা ধর্ম মানি সুতরাং বিজ্ঞানকে মানি না, কবি বলেছেন বিদ্যার সঞ্জীবনী শক্তিটা চিরকাল তাদের নাগালের বাইরে থাকবে। এবং বস্তু জগতের ওপর যারা কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না; তাদের আত্মশক্তি বিকাশের সম্ভবনাও কম। কিন্তু বিজ্ঞান যে 'প্রকৃত ধর্ম' এর বিরুদ্ধে নয় তা রবীন্দ্র নাথ সুন্দর ভাবেই আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'শিক্ষা' গ্রন্থে Herbert Spencer এর একটা উক্তির উপমা দিয়ে তিনি বলেছেন, "The discipline of science is superior to that of our ordinary education, because of the religions culture that it gives,

ইংরাজী বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে

ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

শ্রী দরবেশ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আপাতদৃষ্টিতে শব্দগুলি খটমট ঠেকলেও নিয়মিত ব্যবহার ও প্রয়োগের দ্বারা ক্রমশঃ সহজ হয়ে যাবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি। মিতা ভাইবোনেরা যদি শব্দগুলি নিয়ে নিয়মিত চর্চা করেন তাহলে আমরা এই সংগ্রহের পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করব।

শব্দ	
Background	পশ্চাদ্ভূমি
Behsviour	ব্যবহার, চেষ্টিত
Being	সত্তা
Bias	পক্ষপাত
Broadcast	সম্প্রচার
Capula	সংযোজক
Categorematic Word	স্বতান্ত্রার্থক শব্দ
Chair	কেদারা
Circularity	বৃত্তত্ব
Circum Centre	পরিকেন্দ্র
Circum Circle	পরিবৃত্ত
Circum Radious	পরিব্যাসার্ধ
Circumscribed	পরিলিখিত
Classification	শ্রেণীকরণ

শব্দ	অর্থ
Collection of Data	তথ্য সংগ্রহ
Colligation of Facts	ঘটনা সংযোজন
Collinear	সমরেখা
commensurable Ratio	মেয় অনুপাত
common attributes	সাধারণ ধর্ম
common Factor	সাধারণ উৎপাদক
common Tangent	সাধারণ স্পর্শক
commutative Law of Addition	যোগের বিনিময় নিয়ম
componendo	সংযোগ প্রক্রিয়া
compound Interest	চক্রবৃদ্ধি সুদ
concentric circles	এক কেন্দ্রীয় বৃত্ত
conception	সামান্য করণ (চিন্তা ক্ষেত্র)
conceptualist	ভাববাদী তর্কবিদ্যা
conclusion	সিদ্ধান্ত
concrete term	দ্রব্যবাদক পদ
concurrence	সমবিন্দু
Concyclic	সমবৃত্ত
conditional equation	সাপেক্ষ সমীকরণ
conjugate	অনুবন্ধী
connotation	দ্যোতনা
consequent	উত্তর রাশি

continuous	সন্তত
contrary terms	বিপরীত পদ
conventional	প্রথাসাপেক্ষ
convertendo	রূপান্তর প্রক্রিয়া
co-ordinate species	সমোপজাতি
corpuscular theo y	কণিকাবাদ
creditor	উত্তমর্ণ
cross Division	সঙ্করবিভাজন
cross Multiplication	বজ্রগুণক
crucial Instance	নির্ণায়ক দৃষ্টান্ত
cube	ঘনক
cyclic	বৃত্তাস্থ

—•—

কত খেলা কত জনে

—বীরেন চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া — ৩

রাত সাড়ে আটটা। পলতা থেকে নৈহাটি - শিয়ালদা লোক্যালে উঠে ভিড় ঠেলে কোন রকমে একটা হ্যাণ্ডেল ধরবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ একটু থতমত খেয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্য থেকে উত্থিত হলো একটি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর —

'বন্ধুগণ ! আপনারা অর্থাৎ যারা নৈহাটি - শিয়ালদা লোক্যাল ট্রেনের দৈনন্দিন যাত্রী তারা নিশ্চয়ই আমাকে চেনেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বদহজম, আমাশা প্রভৃতি কোন না কোন পেটের পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। এই যে শিশিগুলো দেখছেন, এর একটি মাত্র ব্যবহার করলেই এইসব রোগের হাত থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করবেন। দীর্ঘ দিনের ব্যবহৃত এবং উচ্চ প্রশংসিত। দাম মাত্র পঞ্চাশ পয়সা।'

নিখুঁত উচ্চারণ, সুন্দর বাচনভঙ্গী।

লোক্যাল ট্রেনের কামরা ভিড়ের চাপে

অস্থির। ভদ্রলোকের কথায় কারোর মধ্যেই কোন রকম চাঞ্চল্যের প্রকাশ ঘটলো না। অনেকেই তখনও সুবিধেমত জায়গা খুঁজছেন।

ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে আর একটু এগিয়ে এলেন। এবার তাঁর পুরো চেহারাটা দৃশ্যমান হলো। সাধারণ বাঙ্গালীর থেকে একটু লম্বাই বলতে হবে। গায়ে একটি হাফ-সার্ট, সুন্দর ষ্টাইলে ধুতি পরা। তবে জামা কাপড় দুই-ই ময়লা — ক্যানভাসারদের বোধ হয় এটাই চল।

আমাদের সামনে এসে তিনি আবার মুখ খুললেন — 'একটি শুধু একটি ব্যবহার করে দেখুন, বিফলে মূল্য ফেরৎ। এই নৈহাটি - শিয়ালদা লোক্যালেই আমার সাক্ষাৎ পাবেন।'

চোখ ফেরাতেই দেখা গেল ময়লা জামা-কাপড় পরা ঈষৎ স্থূলকায় একটি লোক চানাচুড়ের প্যাকেট হাতে নিয়ে এদিকেই আসছে। ক্যানভাসার তখনও তার ওষুধের গুণপনা ব্যাখ্যা করে চলেছেন। চানাচুরওলা তার পাশে এসে দাঁড়ালো। আস্তে অথচ সবাইকে শুনিয়ে বললো, একটা ফাইল দেবে আজকে? আমাশাটা আবার একটু বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

—আজ তো ফাইল বেশী নেই, তুমি বরং কালকে নিও।

—মাস তিনেক আগে যেটা দিয়েছিলে তাতে সেরে গিয়েছিল; আবার একটু একটু হচ্ছে।

চানাচুরওলা অন্যদিকে চলে গেল।

কয়েকজন যাত্রী কৌতুহলভরা চোখে দৃশ্যটা নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁদের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন, মাঝে মাঝে আমার থেকে এক আধটা ফাইল নেয়, গরীব মানুষ — ওর থেকে আর কি নেব!

এতোক্ষণের ক্যানভ-সিং - এ যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা যায় নি, তাদের মধ্যেই বেশ কয়েকজন এবার ওষুধ কিনতে আরম্ভ করলেন।

গাড়ী উল্টোডাঙ্গা ষ্টেশনে এসে থামলো। ওষুধ বিক্রী শেষ করে ভদ্রলোক দরজার দিকে এগোলেন। ওদিক থেকে চানাচুরওলাও দরজার দিকে পা বাড়ালো।

এরপর দু'মাস কেটে গেছে। সেদিনও পলতা থেকে শিয়ালদা আসছি। সেই ওষুধের ক্যানভাসার আমাদের কামরায় এসে উঠলেন। তারপর আগের দিনের মতো লেকচার। তারমধ্যেই লক্ষ্য করলাম, মাঝে মাঝে উদ্বিগ্নভাবে দরজার দিকে তাকাচ্ছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আশা পূর্ণ হলো। সবিশেষ লক্ষ্য করলাম সেই চানাচুরওলাও একই কামরায় এসে উঠলো। দু' একবার 'চাই চানাচুর—দশ পয়সা প্যাকেট' বলতে বলতে এদিকেই চলে এলো, তারপর পূর্বদিনের মতোই একশিশি ওষুধ প্রার্থনা করলো। ভদ্রলোকেরও এক উত্তর। অতঃপর উল্টোডাঙ্গায় দু'জনেরই অবতরণ।

রাত তখন প্রায় নটা। টিকিটও কেটেছি শিয়ালদা পর্যন্ত। তবু আজ আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। উল্টোডাঙ্গাতেই নেমে পড়লাম।

ব্রিজ থেকে নেমেই দু'জনকে দেখা গেল উল্টোডাঙ্গা মেন রোড ধরে পাশাপাশি যেতে। আমিও নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করলাম।

রাত্রে রাস্তায় পথচারীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। দু'একটা টুকরো টুকরো কথা বেশ স্পষ্টভাষায় কানে এলো—

—সারাদিনে মাত্র তেরোটা ফাইল বিক্রী হলো। লোকে আর এইসব মোটে বিশ্বাস করতে চায় না। তবু যাক্ তুই সময়মতো এসে পড়েছিলি। রানাঘাট লোক্যালেও যদি এরকম আসতে পারতিস, তাহলে আর কয়েকটা বিক্রী হয়ে যেতো।

—আমি তো আসবার চেষ্টা করছিলাম, ভিড়ের চোটে বেড়োতেই পারলাম না। তারও পর দরজার কাছে অফিসের প্যাসেঞ্জার কয়েকজন কিনলো তাইতেই যা টাকা দু'য়েকের মতো বিক্রী হলো।

—কালকে রেশন তোলা হবে কি দিয়ে!

রাত ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, যা করবার এখনি করতে করতে হয়। একটু এগিয়ে ক্যানভাসার ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম, ভি, আই, পি, রোডটা কোন্ দিকে হবে বলতে পারেন?

—আপনি তো একেবারে উল্টো দিকে এসে পড়েছেন। রেল ব্রীজ পেড়িয়ে সোজা একটু এগোলেই পেয়ে যাবেন।

আর অন্য কথায় যেতে পারলাম না। সোজাসুজি বলে ফেললাম, আপনিই না ট্রেনে কি একটা ওষুধ বিক্রী করবার জন্য উঠেছিলেন?

—হ্যা হ্যা ঠিক ধরেছেন—ভদ্রলোকের গলায় উৎসাহের সুর।

—আর আপনিই তো চানাচুর বিক্রী করেছিলেন?

জড়ানো স্বরে উত্তর এলো, আজ্ঞে হ্যা।

—কতদিন ধরে এ বিজনেস চলছে—ক্যানভাসারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম।

- তা' বছর দশেক তো হবেই।

সে কথা নয়। এই যে আপনি ওষুধ নিয়ে যে কম্পার্টমেণ্টে যাচ্ছেন, ওনারও ঠিক সেখানেই চানাচুর বিক্রীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে, আর পেটের যন্ত্রণাটাও মোচর দিয়ে ওঠে - এই বিজনেসটার কথা বলুন।

- না না এ-সব কি বলছেন! মুখে একটা ভয়ের চিহ্নও দেখা দিল।

- 'এ সব কি' নয় - সত্যি কথা বলুন। নয় তো বুঝতেই পারছেন ···· আমি এ লাইনে ডেলী প্যাসেঞ্জার।

দেখুন আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না - সকাতরে বললেন ভদ্রলোক।

- এত সহজ কথা তা ধরতে পারছেন না, ভেরি ষ্ট্রেঞ্জ! আপনি উঠলেন ওষুধের শিশি হাতে নিয়ে, ওনারও ওদিকে অত লোক থাকা সত্বেও ভিড় ঠেলে এদিকেই আসতে হলো, আর পেটের যন্ত্রনাটাও চাগিয়ে উঠলো!

- ও মাঝে মাঝে আমার থেকে ওষুধ নেয়।

- মাঝে মাঝে নয়, বলুন ডেলী নেয়। দু-তিন মাস ধরেই তো দেখে আসছি।

ভদ্রলোক এবার সত্যিই ভয় পেলেন। চানাচুরওলার তো মুখের দিকে তাকাতেই করুণা হচ্ছে।

একটুক্ষণ চুপ করে নিচের দিকে চেয়ে থেকে বলতে লাগলেন, আপনি হয়তো ঠিক বিশ্বাস করবেন না........।

আপনাদের আবার বিশ্বাস।

ভীতিবিহ্বল মুখখানাতে কে যেন খানিকটা কালি ছিটিয়ে দিল।

আবার কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন, তারপর বলতে লাগলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন তবে আমার কয়েকটা কথা একটু ধৈর্য্য ধরে শুনলে হয়তো যতোটা ডিজ্‌অনেষ্ট বলে মনে করছেন, ততটা মনে নাও হ'তে পারে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম পরের ট্রেন আসতে তখনও আধঘণ্টার মতো দেরী আছে।

—আচ্ছা বলুন, তারাতারি শেষ করবেন।

ভদ্রলোক বলতে আরম্ভ করলেন —

৬৭তে লক আউটের পর থেকে সেই যে বসে আছি, আর কাজ পাইনি। বাড়িতে সাতজন মেম্বার। ছোট দু'ভায়ের একজন বেকার, একজন এখনও ষ্টুডেণ্ট। এ আমার খুড়তুতো ভাই, আমাদের ফ্যামিলিতেই থাকে। কাকা কবিরাজ ছিলেন। ওষুধটা তৈরী করতে তাঁর কাছেই শিখেছিলাম। বিশ্বাস করুন আমরা কারোকে ঠকাইনি। ওষুধটা সত্যিই ভাল।

—আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, আপনি মোটামুটি লেখাপড়া জানেন।

—ফটি' এইটে বি. এ. পাশ করেছিলাম।

—তার চাকরী গেল একটা স্কুল - রীও জোটাতে পারলেন না?

আমার অজ্ঞতায় ভদ্রলোকের বোধ হয় হাসিই পেল। ঠোটের কোণে তার একটু-খানি আভাষ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তারাতারি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, মেজভাই সিকস.টি ফাইভে এম. এ. পাশ করেছে। শুধু গত বছর একটা স্কুলে দু' মাস ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে কাজ করেছিল।

—এখন বেকার?

—না দুটো ক্লাশ ফাইভের ছেলেকে পড়ায়।

—ভায়েদের এ বিজনেসে নামিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

—টিউশানি দুটো চলে যাবে যে।

—কেন?

—ট্রেনের ক্যানভাসারের কাছে কে ছেলে পড়াতে দেবে বলুন।

নিজের প্রশ্নে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। ট্রেনের টাইম হয়ে এলো।

—আচ্ছা চলি। ডোন্ট মাইণ্ড।

—না না সেকি কথা।

পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক আমার গমনপথের দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

ট্রেনে চেপে মনে হলো একটা বড়রকম প্রতারণা ধরতে গিয়ে নিজেই যেন কোথায় অপরাধ করে ফেলেছি। '৯৮ সালে বি. এ. পাশ করে একজন লোক্যাল ট্রেনের ওষুধ -বিক্রেতা আর '৬৫ সালে এম. এ. পাশ করে একজনের জীবিকা নির্বাহিত হচ্ছে ক্লাশ ফাইভের ছেলে পড়িয়ে। আর যার দিন কাটছে চানাচুর বিক্রী করে পৃথিবীর কাছ থেকে কোন কিছু আশা করবার মতো দুরাশা সে নিশ্চয়ই মনেও স্থান দেয় না।

দিন কয়েক বাদে শিয়ালদা থেকে পলতা যাচ্ছি সাড়ে দশটার ট্রেনে। উল্টোডাঙ্গায় গাড়ী থামতেই ওষুধের শিশি হাতে নিয়ে ভদ্রলোক আমাদের কামরায় উঠলেন, কিন্তু দরজার কাছেই আমাকে দেখতে পেয়ে আবার নেমে পড়লেন।

কয়েকটি রাষ্ট্রের সম্ভাব্য বর্ষফল

ইংল্যাণ্ড

গ্রহরাজ শনি মেষ রাশিতে থাকায় ইংলণ্ডের যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। দেশের মধ্যে প্রবল শ্রমিক আন্দোলন, ধর্ম্মঘট, সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটবে। শ্রমিক ও ধনীদের মধ্যে তীব্র কলহ বাঁধবার সম্ভাবনা আছে। কোন এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জীবনহানি ঘটতে পারে। সম্রাজ্ঞী ও তাঁর পরিবারস্থ কয়েকজনের স্বাস্থ্যহানি ঘটবার আশংকা আছে। বিভিন্ন উপনিবেশের সমস্যা নিয়ে সরকারকে বিব্রত থাকতে হবে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ইংলণ্ডে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা আছে। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

আমেরিকা

আমেরিকার রাজনৈতিক গগন প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যার মেঘাবরণে আবৃত থাকবে। নিক্সন সরকার দেশবাসীকে কোনরূপ সান্তনার বাণী শোনাতে ব্যর্থ হবে। স্থানে স্থানে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ধর্ম্মঘট, অপপ্রচার গুপ্ত ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে। সরকারকে অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। রাশিয়া ও মুশ্লিম রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ততর হবে। ভারতের সঙ্গেও মৈত্রীভাব শিথিল হবে, এবং ভারতকে আগের মত সাহায্য দান থেকে বিরত থাকবে। প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের জীবন নাশের চেষ্টা চলবে। তাপ প্রবাহ, প্রবল ঝড়, মহামারী বন্যা, প্রভৃতিতে বহু লোকের মৃত্যু হবে। ফ্লোরিডা নিউইয়র্ক, মেক্সিকো, চিকাগো ইত্যাদি স্থানে ভয়াবহ বিদ্রোহ, ধর্ম্মঘট, রক্তপাত, প্রভৃতির আশঙ্কা করা যায়। দেশে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।

রাশিয়া

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও নেতৃস্থানীয় কয়েক জনের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। চীনের সংগে তার বিরোধ তীব্রতর হবে। মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন, মন্ত্রীর বিদায় গ্রহণ এবং মিঃ কোসিগিনের পতনের বা অপসারণের সম্ভাবনা আছে। ভারতের সঙ্গে হৃদ্যতায় কিছুটা ভাঁটা পড়বে, অপর দিকে পাকিস্তানকে বহু প্রকার অস্ত্র সরবরাহ করে অধিকতর ঘনিষ্ট হয়ে উঠবে। কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘোরতর বিবাদের আশংকা করা যায়। রাশিয়ার কয়েকটি স্থানে অত্যধিক তুষার পাতের জন্য চাষ-বাষের বেশ কিছু ক্ষতি হবে। চর্ম্মশিল্পে স্বাবলম্বী হবার জন্য রাশিয়া ভারতের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

নীচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশ করা হল। প্রত্যকটি ঠিকানায় **Embassy of India** কথাটি যেন যোগ করে দেওয়া হয়।

আফগানিস্থান— Ashok Nanalal Mehta Malaiwat, Kabul.

বর্মা— Baleswar prasad. Oriental Iusurance Buildings, 545/547 Merchant st. P. o. box no, 751 Rangoon.

চীন— R. D. Sathe, Chargc 'd' Affaires 24, Tung Chiao Min Hsiang. Peking.

কঙ্গো— Raja Surendra Sing of Alirajpur, P. o. box no. 1026, 18 B, Avenue 8. eme Armee Kalina, Kinshasa.

কিউবা- P. Ratnam, Havana, Ambassador resident in Mexico City.

ফ্রান্স- D. N. Chattcrjee. 15 Ruc Alfred Dehodencq. Paris-16e.

জার্মানী— (ফেডেরাল) Khub Chand, 562, Adenauerallee, Bonn.

গ্রীস— Jaikumar Atal. Ambassador resident in Belgrade. (Yogoslavia).

ইন্দোনেশিয়া— K. m. Kannampilly, P, R. no. 11844, Kebon, Serih, Djakarta.

ইরান— m. A. Rahman. 3587/7 Avenue Saba Shomali, Teheran.

জাপান— S. K. Banerjee. 11-go no. 2 2-Chome, Kudan minami, Chiuodaku, Tokyo.

কুয়েট— S. K. Chowdhury, Kiug Road no. 1, Dasmah, Kuwait.

মেকসিকো- P. Ratnam Avendia Tennyson 67 Col. polanco, mexico 5. D. F.

নেপাল- Raj. Bahadur. G. p. O, box No. 292, Kathmandu.

পোলাণ্ড- V. m, m. Nair. I6, Niegolewskiego, Warsaw.

আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র - I. J. Bahadur Singh. S. El Sharia El maahad. Swissri, P. box no, 7I8 Zamalk, Cairo.

স্পেন - S. B. Shah. Galle marques de Urquijo, 38, madrid.

তুর্কী - R. Goburdhan, 50, Kizilirmark sokok kokatepe. Ankara.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - L. K. Jha, 2107, Massachusselts Avenue, N. W. Washington 8, D. C.

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র— D. P. Dhar. 6 and 8, Ulitsa Obukha. Moscow

যুগোশ্লাভিয়া— Jaikumar Atal Prolcterskeu Brigade, 9, Belgrade.

High Commissions.

অষ্ট্রেলিয়া— A. M, Thomas, 63, muggaway. Redhill, Canberra.

কানাডা— Gen. J. N. Chowdhry. 200, mclaren st, Ottawa-4.

সিংহল— Y. D. Gundevia, 7, Kollupitiya, statiou Road, Colombo -- 3.

কেনিয়া— Prem Bhatia, Jeevau bharati bld, Harambee Avenue, p. b. no. 30074, Nairobi.

মালয়েশিয়া— K. C. Nair, P. B. no. 59. 19, malacca st. Kuala-lumpur.

পাকিস্তান— B. K. Acharya, 482-F sector G - 6/4, Islamabad.

ভারতের বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত - ভারতে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণের নাম ও ঠিকানা নীচে প্রকাশ করা হল।

বর্মা— U, Hla maw, plot no. - 3, block no. 50F, Shantipath chanakyapury, new Delhi-21.

ফ্রান্স— Jean Daridan, 2, Aurangzeb Road, new Delhi-11.

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

জার্মানী (ফেডার‍্যাল)— Dietrich Von mirbach no. 6. block no. 50G, Shantipath, Chanakya, Puri, new Delhi-21.

ইন্দোনেশিয়া— Mohammed Rrzif, 50A, Chanakyapuri, new Delhi-21.

ইরান - Dr. Jalal Aedoh, 37, Golf Links, new Delhi-3.

ইটালী - Dr. Michele Lanza, 7, jor bagh. new Delhi-3.

জাপান - Atsusni Yuama. no. 4 and 5 block no. 50G Chana kyapury new delhi-21.

মেক্সিকো - Carlos Gutidrrez macias, 136 Golf Links new Delhi-3.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - Lenneth. b. keating shantipath, Chanakyapury new Delhi-11.

High Commissions

অষ্ট্রেলিয়া - Sir Arthur Harold Tauge 1/50g shantipath Canak papuri new Delhi-21.

কানাডা - James george 4 Aurangzeb Road new Delhi-11.

সিংহল - Kankanige Siri Perera, 25/39 Kautilya marg. Chan akyapury new delhi-21

মালয়েশিয়া - Reza Aznau bin Reza - Haji Ahmed 3 Link Road, Jangpura, new delhi-21

পাকিস্তান - Sajjad Hyder, 2/50g Shantipath, Chanakyapur new Delhi-21,

ইংলণ্ড - Sir Morrice james. shantipath chanakyapuri new Delhi-11.

কয়েকটি রাষ্ট্রের সম্ভাব্য বর্ষফল

ভারতবর্ষ

শনি রাজা কুজো মন্ত্রী

গ্রহ বৈগুণ্য থাকাসত্ত্বেও ভারতবর্ষে নবযুগের সূচনা হতে চলেছে। লোক সভার দৃঢ়তা ও কর্মনিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাবে এবং বিভিন্ন রাজ্যের উন্নতি বিধানে সহায়ক হবে। অত্যন্ত বাধা ও ক্ষতি ও হতাশার মধ্যেও ক্রমোন্নতি ও কল্যাণ অব্যাহত থাকবে। ১৫ই বৈশাখ শনির বৃষ সঞ্চার ভারতের পক্ষে অশুভপ্রদ। ১৩৭৮ সালে প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পক্ষে ব্যক্তিগত অশুভ। বৎসর সমবায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ বৎসর। ভারতের রাজ্যপাল শাসিত রাজ্যের মধ্যে হরিয়ানা উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাংলা কেরল, উড়িষ্যা প্রভৃতির পক্ষে অশুভ বৎসর।

ঝড়, বৃষ্টি, প্লাবন ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্বাপেক্ষা অনেক কম ক্ষতি হবে। পথ, ঘাট, সেতু, বন্দর বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রসার লাভ ঘটবে। রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি যোগ দেখা যায়।

ভারতের প্রধান কৃষিজাত খাদ্যের মধ্যে যব, ভুট্টা ডালের পক্ষে অশুভ। তন্তুজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস, পাট এবং রেশমের এবং অন্যান্য ফসলের মধ্যে মসল্লা, কফি ও রাবার এবং জীবজ দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, চামড়া, পশম, ডিম, প্রভৃতির পক্ষে শুভ নয়।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লৌহ ম্যাঙ্গানিজ পেট্রোলিয়াম, অভ্র, লবন, চিনামাটি, এলোমিনিয়াম এবং তামাক প্রভৃতির পক্ষে শুভপ্রদ। প্রধান শিল্পের মধ্যে ইস্পাত ও লৌহের কারখানা জলযান ও আকাশযান নির্ম্মানের কারখানা চর্মশিল্প, সিগারেট বিড়ি পলিথিন প্রভৃতির পক্ষে শুভ।

পশ্চিম বঙ্গ :—

প্রাক্তন কংগ্রেসের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রী সভা গঠিত হইলেও দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা নেই। শ্রীঅজয় কুমারের পক্ষে এ বৎসর মোটে শুভ নয়। ৩১শে জৈষ্ঠ রোহিণী নক্ষত্র গত শনি পশ্চিম বাংলার পক্ষে বিশেষ অশুভপ্রদ। দলীয় আন্দোলন তী

ভর হবে। এই সুযোগে সমাজ বিরোধী-দের হিংসাত্মক কার্যকলাপ আতঙ্কের সৃষ্টি করবে। নেতাদেরও জীবন বিপন্ন হবে। দেশে সেচ, সেতু, পথ নির্ম্মান ও সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা কৃষি পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হবে। কৃষি, কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হবার সম্ভাবনা আছে। বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে শনির প্রত্যক্ষ বৈর সম্পর্ক থাকায় ছাত্র বিক্ষোভের ও বিদ্যা সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ে যেমন লেখক, প্রকাশক মুদ্রক ও বিক্রেতা প্রভৃতি ক্ষতির যোগ দেখা যায়। ২০শে শ্রাবন ও ১৬ই মাঘ পূর্ণ গ্রাস চন্দ্র গ্রহণ দুটি পশ্চিম বাংলার পক্ষে অনিষ্ট কর। কোনও নতুন রোগের প্রাবল্য হবে। ভীষণ ঝটিকা ভূমিকম্প বন্যা বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন ইত্যাদির সম্ভাবনা।

বর্তমান বর্ষে পশ্চিম বাংলায় একজন বিখ্যাত চিকিৎসক দুইজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ তিনজন যশস্বী শিক্ষাবিদ একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক তিনজন কূটনীতিবীদ তিনজন কুশলী শিল্পপতি ও দুইজন জনপ্রিয় নায়কের প্রান নাশের সম্ভাবনা আছে।

পাকিস্তান :-

পাকিস্তানের সামরিক শাসন কায়েম রাখার চেষ্টা দুর্বল হয়ে পড়বে। এবং খুব সম্ভব ভেঙ্গেও পড়তে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় খণ্ডে গণ বিক্ষোভ ও গৃহ যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করবে। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভবনাও আছে। পূর্ব পাকিস্তানে গণ আন্দোলন দানা বেধে উঠবে এবং সামরিক পীড়ন চলা সত্বেও শেখ মজিবর রহমানের অধিনায়কত্বে জনসঙ্ঘ সুশৃঙ্খল গণতন্ত্র পথে এগিয়ে যাবে। শেখ মুজিবরের কয়েক বার প্রাণ নাশের চেষ্টা চলবে। বর্তমান বর্ষে ও পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বন্যা ঝটিকা ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু লোক ধ্বংস হবে। ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসার শিল্প শ্রম শিল্প মূলক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে সময়োচিত নানা প্রকার সাহায্য দানের দ্বারা সরকারের কল্যাণ প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হলেও অব্যাহত থাকবে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ ক্রমশ সুদৃঢ় হয়ে উঠবে।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।
বৈশাখ — জ্যৈষ্ঠ — ১৩৭৮

১৩৭৮ সাল দ্বাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা
বৈদেশিক মিতাদের তালিকা।

ভুটান ও পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য বৈদেশিক মিতাদের ৮৫ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি পাঠাতে হবে। পাকিস্তানের নারী মিতা ভিন্ন অপর সকলের পূর্ণ ঠিকানা নীচে দেওয়া হল। নারী মিতাগণকে সংঘের অবধায়কত্বে প্রথম চিঠি পাঠাতে হবে। ঐ চিঠির মধ্যে লেখক তার নিজের ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারেন।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ :—

ক - সমাজ, খ - রাজনীতি, গ - সাহিত্য, ঘ - শিল্প, ঙ - বিজ্ঞান, চ - ব্যবসা-বাণিজ্য, ছ - ধর্ম, জ - গান, ঝ - বাজনা, ঞ - ভ্রমণ, ট - আলোক চিত্র, ঠ - ডাক-টিকিট, ড - খেলাধূলা, ঢ - চলচ্চিত্র।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এই-ভাবে সাজান হয়েছে :—

সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি, ও সখের বিষয়।

৬১৩ অজিত দত্ত - Po. box 1209. Newliskeard Ontario. Canada. ৩৩ চাকুরী, গ ঘ ঙ ড ঞ শিকার, গাড়ী চালনা, নাচ।

৫৯০১ অনিল ঘোষ - Department of Experimental Therapeutics, Roswell park - Memorial Institute. Buffalo. n. v - 14203. u. s. a. ৩৪, Reseanch - chemist, ক খ গ ঙ ছ ঞ ঢ জ

৬২৩৮ ইনামুল কবির - ১৮/৯ মনেশ্বর রোড, ঝিকাতলা ঢাকা - ৯, পূর্ব - পাকিস্তান, ১৮ ছাত্র, জ ঞ ট ঠ ঢ

৬৩৪৪ ইব্রাহীম আদিল - ২৪।৩, আজিমপুর রোড, ম্যাটানি'টর নিকট, Po. নিউ মার্কেট, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান; ১৯ ছাত্র (বিজ্ঞান) ক খ জ ঝ ঢ

৫৫১১ এ. আর. এম. ইহতে শামুর রহমান c/o A. K. M. Sajedur Rahman school Inspector, Kalaroa Po. Kalaroa. Dt. Khulna E. P. ১৬ ছাত্র; জ ঠ ঢ বই; পত্র পত্রিকা; লেখা।

৫৭৭১ এম. এস. এইচ. সবুজ - ২১, বসু বাজার লেন, ঢাকা - ১, পূর্ব পাকিস্তান ২০ ছাত্র, ক গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ

৬১১৮ এ. কে. এম. সাইদ খাঁন - সিটি মহাবিদ্যালয় ছাত্রাবাস [প্রধান ডাকঘর সংলগ্ন] কক্ষ নং - ৬ রাজশাহী; ২০ ছাত্র; ক জ ঞ

৬২৫৬ এস; এম; আব্দুল কাইয়ুম c/o Late. Wazed Alikhan Road Po. Radhanagar, dist. - Pabna E. pak. ১৯ ছাত্র (৪র্থ বর্ষ; বিজ্ঞান] খ ঙ ঝ ঞ ট ঠ ড পত্রমিতালি।

৩৩৪১ করুণাময় আচার্য্য — গ্রাম বাগবাড়ী; পোঃ - ছাতক; জেঃ - সিলেট. পূর্ব প্যাকিস্তান, ২৪ ছাত্র গ ছ ক ট

২৪৫৭ কল্পনা দাস — ময়মনসিং; পূর্ব পাকিস্তান; ২৬ অধ্যাপনা, গ ব্যাডমিণ্টন দাবা; ক্রিকেট, নৌচালনা।

৫১৩৬ কল্যাণ কুমার মুখার্জী - 32. Lavender Gardens London. S. W. 11. U. K. ২৫ চ্যাটার্ড এ্যাকাউন্ট; জ ঞ ঝ ট

৬০৩১ কাজল ঘোষ — c/o ষ্টেশনারী দোকান, ১৬৭; জামাল খাঁন লেন, নর্থ অব্ ডি; সি; হিল; পোঃ - রহমতগঞ্জ চট্টগ্রাম, ২২ চাকুরী, ও ছাত্র গ ক জ ড

৬২৭১ কাজী আব্দুলকাদের সিদ্দিকী — রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার: নড়াইল ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই, পোঃ - নড়াইল, জেঃ - যশোহর, পূর্ব পাকিস্তান, ১৬ চাকুরী, ক খ ঙ ঝ জ ঞ ঠ রান্না, সেলাই, নাচ, ভাষা।

৬২০৩ গৌরাঙ্গ বণিক — c/o তুলসীলাল বণিক, বাজার রোড, বরিশাল পূর্ব পাকিস্তান, ১৯ ছাত্র ঙ জ ঝ চ ঠ ঞ বই পড়া।

৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় — 3I. Globe Road. Woodford Green Essex - u. k. ২৯ কমপিউটার প্রোগ্রামি ক গ ঘ ঙ জ ঝ ট অঙ্কন ইলেক্‌ট্রিকস টেপ রেকর্ডিং।

৬১৩৯ তপন কুমার ঘোষ — কাছারি পাড়া, পোঃ ও জেঃ - পাবনা পুর্ব পাকিস্তান ১৯ ছাত্র, ঠ ট খ চ গ

৪১১৬ দিলীপ কুমার দে — 79. Bold Street Liverpool - 1. U. K. ৩০ ছাত্র ঞ

৪৫৭১ দীপক কুমার বিশ্বাস — Moscow state University c/o Indian Embassy. Moscow. ২০ ভূতাত্ত্বিক খ গ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড চ

৫৩০১ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য — D. K. Bhattacharjee post box - 7I5d Vladi Vostok - 36, U. S. S. R. ২২ চাকুরী ফটোতোলা, চ জ ফুটবল।

৫৬২০ নীরেন সরকার — directorate of health Service Govt, of Bhutan. Po. Paro. Bhutan ১৬ চাকুরী, ঠ ট ঞ

৬২৪৬ নিতাই কুমার সাহা — কলেজ পাড়া, পোঃ ও জেঃ — টাঙ্গাইল পূর্ব পাকিস্তান, ১৮ ছাত্র ঞ চ ছবি আঁকা, পত্র মিতালি।

৩৮৪ পবিত্র শংকর বর্ধন — 59/43. Street 2nd Floor Rangoon. Burma ২৮ ছাত্র ঠ ট ছবি আঁকা জ ঞ ক অভিনয় মোটর চালনা।

৫৫৭ পিনাকী রঞ্জন রায় — 150, Lansdowne Ave Toronto - 3 Ontario Canada ৩৩ শিক্ষানবীশ, ঙ ছ ঞ ড

২৮১৬ প্রদ্যোৎ কুমার পুরকায়স্থ — 35 Ryde Road Pymble 2073 Sydney, NSW, Australia, 29 গবেষক গ ঙ ঝ ঞ চ ড ট

১৮৮৬ বিশু ভট্টাচার্য্য — 5I, Aachen west Germany Baye Rnalle 201 ৩০ টেক্‌নিক্যাল ক গ ছ ঞ চ

৩৯৬৬ বিশ্বপ্রিয় মুখার্জী 18 Carringtion street iupleft glasgow c-4. Scotland, u. k. ২৬ ছাত্র গ খ প্রবন্ধ রচনা রবীন্দ্র সঙ্গীত ছবি আঁকা মনো বিজ্ঞান।

৫১০১ বিজয় সিং রাঠোর 34 Braunschweig haus-sommer strasse-25 West Germany ৩০ ছাত্র খ গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ।

৫৫০৮ বেণীমাধব কর University of surrey, battersea court guildford surrey ১৬ ঞ ঠ টেনিস, সাঁতার ড্রাই বিং

৫৬১৬ বিপ্লব c/o এ কে মুজিবর রহমান ইষ্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটি লিঃ ২৪/২৫, দিলখুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ পূর্ব পাকিস্তান ২৩ ছাত্র ক ঘ ঞ ঠ চ গ জ ঝ খ বাগান।

৫৭০৭ বিজয় লাল ধর 1 berlin-21, birkeu str-56/V West Germauy ৩০ নৌ-ইঞ্জিঃ ড ঝ ঞ ট

৩১৭১ মির্জা লুতফর রহমান 187, Undercliffe street bradford-3, Yorkshire England. ২৯, চাকুরী ও ছাত্র ঠ ঞ ঢ পত্রমিতালি।

৫৪১৩ মলয় মুখার্জী 14 East Albert Road, Liver Pool-L17. 3bh England ২৭ অধ্যাপনা জ ঝ ঙ গ ট দর্শন।

৫৭০৬ মিতা দাস রাজশাহী পূর্ব পাকিস্তান ১৭ ছাত্রী কলা, ১ম বর্ষ ক গ ছ ঞ ঠ ছবি আঁকা।

৫৮১৩ মশিরুল ইসলাম c/o মিনিমাম ওয়েজেজ বোর্ড ৯-বি শান্তিনগর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান ২৭ চাকুরী পত্র মিতালী, রেডিও সিনেমা।

৫৮৬৮ মোঃ আব্দুর রসিদ সাতক্ষীরা পি টি আই পোঃ—সাতক্ষীরা জেলা—খুলনা পূর্বপাক, ১২ শিক্ষক ক খ জ ড ঢ ক্রিকেট, ফুটবল।

৬২৫৯ মোঃ শামছুল আলম c/o রফিউদ্দীন আহমমেদ বি, এ রায়ের মহল খুলনা, পূর্ব পাকিস্তান ১৮ ছাত্র জ ঞ ছবি সংগ্রহ।

৬২৯২ মোঃ এনামুল হক (এনাম) জাহান মঞ্জিল, ৭০, সেনট্রাল রোড ধানমণ্ডি ঢাকা-৫ ১৬ ছাত্র ঠ ভিউকার্ড F. D. C.

৪১৪৩ রণেন রায় — 8; Munchen 2. Garl - Duisberg · Hous„ Pf-onder str - 6 - 10 W. Germany. ১৯ Trainee Mechanical Engg. জ ঝ ঞ ঢ ঙ

৫১০১ ললিত মণ্ডল — 33 Braunschweig. Pockelsstr - 2I. West Germany. ১৯ ছাত্র ক খ গ ঞ ট ঠ ঢ জ নাচ টেনিশ রান্না।:

৫৫১৮ লক্ষ্মী সাহা — 36. Hamburg. 6 Postfach - 411, west Germany. ৩৯ ছাত্র জ

১৩৮ ডাঃ শহীদুর রহমান — c/o Rangoon Drug Houss 8I9. Dalhousi street [near 10th st.] Rangoon. Burma. ৫২ ব্যবসা; ক গ ঔষধ ব্যবসা ডাক্তারী বাংলার সেবা করা।

৫৯৯৪ শাহনওয়াজ — ৩য় বর্ষ. সম্মান; পদার্থ বিজ্ঞান. ১২১, এস. এম. হল, রাজশাহী — বিশ্ববিদ্যালয়. রাজশাহী; পূঃ পাকিস্তান, ২১ ছাত্র, ঞ খ রবীন্দ্রসঙ্গীত

৬১৯৩ শ্রীপদ ভট্টাচার্য্য — মীরাবাজার পোঃ ও জেঃ - সিলেট, পূর্ব পাকিস্তান ২১ ছাত্র; ক গ জ ঝ ড

১৫৪৫ সন্তোষ কুমার আচার্য্য — 5902 Weidenau/sieg, Untere Friedrich Strasse - 18 west Germany. ২৭ মেকানিক্যাল ইঞ্জিঃ ক গ ঘ ঙ ছ কৃষিকাজ, সংস্কৃতি সভ্যতা।

বি ৪৫৪০ সুভাষ চন্দ্র দে — 91. Highbury Hill, London, N. 5 — England. ২৭; ছাত্র ঙ ট ঞ

৫৩২৪ সুকুমার দেব রায় — General Hospital Po., Thimphu, Bhutan ২৪ চাকুরী, ফটোগ্রাফী, সিনেমা পত্র বন্ধুত্ব।

৫৩৮০ সুভাষ চন্দ্র দাস — Asstt. Teacher, Govt. Survey School Po. Gayhegphag. 'via' - Bongaigaon Dt. Goalpara. (Bhutan) ২৫ শিক্ষকতা; ঠ ট ঞ

৫৫৯৭ সুমন চৌধুরী (দিলু) — c/o মেডিক্যাল অফিসার, পোঃ - ছাতক, সিলেট; পূর্ব পাকিস্তান, ১৮ ছাত্র (২য় বর্ষ, বিজ্ঞান) গ জ ট ড ঞ মনোবিজ্ঞান।

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

৫৭২৫ সুভাষ কুমার চ্যাটার্জী — (598) **Werdohl, Waldstrabe 46. Western germany.** ৩১ ইনডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জি: ক ঘ ঞ ট ঢ

৫৮৫৯ সত্যেন্দ্র দেবনাথ — মহামায়া হোমিও হল পো: - সমসের নগর, জে: সিলেট পূর্ব পাকিস্তান. ২৫, চিকিৎসা গ ছ জ ঞ দর্শণ সংস্কৃতি।

৬০৪৪ স্বপন কুমার সরকার — সৈয়দ আমীর আলি ছাত্রাবাস, ইউনিট - ১ এল/২, রাজশাহী — ছাত্রাবাস, রাজশাহী, পূ: পাকিস্তান, ১৯ ছাত্র ট জ কবিতা বইপড়া বন্ধুত্ব পত্রালাপ।

৬১৫১ সুকুমার দে — Room E **511**, The City University St. John Street, London E. C. I. U. K. ২২ খ ঘ ঙ জ ঞ ট ড ঢ

৬১৫২ সন্তোষ কুমার গুহ রায় — 70. Miskin Street. Cathays Car-diff. (U. K.) cF2, 4 AR. ২৭, রসায়ণবিদ, ক ঘ ঙ জ ঞ

১৫০১ হরেন্দ্র কুমার রায় — 562. Velbert, Amkostenberg - 42. West germany ৩৫ E C O. Dipl - St. ক গ খ ঘ ঙ ছ

৫০৩৬ হিমাংশু চক্রবর্তী — II, Meadow green Welwyn garden City Herts. U. K. ২৪, ছাত্র, ক খ গ ঙ ঞ ড ঢ

যশের জন্য লিখিবে না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

- বঙ্কিমচন্দ্র

সংগ্রাহক - ৫৫০১ মনোরঞ্জন পাল

তেরশো আটাত্তর

—শ্রীরাজমোহন সরকার
(বীরভূম)

এসো হে নবীন, নব অনুরাগে এসো তেরশো আটাত্তর
যা কিছু পুরানো জীর্ণ - ছিল ঝরে গেছে তোমারে ডাক দিয়ে
"কি নিয়ে এসেছো তোমার ভাণ্ডারে ?" সকলের জিজ্ঞাসা
বরণ করে নিতে তোমারে আমরা এসেছি আগমনী গান গেয়ে ।
জন্মের শুভ মুহূর্তে মঙ্গল ঘণ্টা শঙ্খধ্বনি বাজে
বেদনার মধ্যেও প্রসূতির মুখে সে এক অব্যক্ত হাসি
আমোদ - আহ্লাদ আর শুভ কামনার অজস্র উচ্ছাস
নূতন আশার ঢেউ নিয়ে আসে আশা-হত মনের দৈন্য নাশি ।
আজকের শিশু কে জানে আগামী দিনের কোন্ বাদের বার্তাবহ
কি জান এসেছো কিনা বিষের বাঁশী বাজাতে পুনর্বার
কে জানে তুমি কুসুম কোমলা কিংবা ভুজঙ্গিণী — হে নবীনা !
মাথায় বয়ে নিয়ে এলে বুঝি অভিশাপ; রক্তাক্ত ইতিহাস ?
তুমি যে নবীন, বড় আদরের - আশাহত বাঙালীর দীপশিখা ।
বোমার গর্জন, আগুনের দাপাদাপি রক্তাক্ত বাংলার বুক
তোমার আগমনে যদি নেমে আসে শান্তির বারি ।
ভ্যাপসা গন্ধ, দু'পাশে আবর্জনার স্তূপ, মৃতদেহ কতগুলি
এখানে খুন, ওখানে ডাকাতি, আগুনে পুড়ছে বাড়ী - গাড়ী ।
হাহাকার, চীৎকার দাপাদাপি; হানাহানি তায় নকশালী
ওরা চায় ধ্বংস, ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে ক্লেদাক্ত হাওয়া সৃষ্টি ।
তোমার ভালে কোন্ রশ্মি উজলে অজানা তোমার প্রকৃতি
শুধু ভাবি সব কিছু ধুয়ে মুছে দিয়ে যাক্, নামুক মুষলধারে বৃষ্টি
রবির আলো না যদি ফোটে, না থাকে যদি চাঁদের কিরণ
শুকতারা হয়ে শতভারা যেন আলো করে বিতরণ ।

—::—

মোরে তুলে লও

—রবীন্দ্র নাথ দরজী
(নিউ)

পৃথিবী নিষ্ঠুর অতি
অতি লজ্জাহীন,
সদাই বাজিছে হেথা
ক্রূরতার বীণ।
হেথায় মানব মন
পাষানেতে গড়া;
কাম ক্রোধ লোভ দ্বারা
হৃদয় ভরা।
ব্যথা ভরা মন মোর
উদাস নয়ন,
খুঁজিতেছে ক্রোড় তব
শীতল মরণ।
তোমার পরশ পেয়ে
সকলেই তরে;
আমি তোমা পরশিব
মন প্রাণ ভরে।
তোমাকে দেখিনি কভু
তবু আমি জানি;
তোমারে লভিতে আজ
নিজে ধন্য মানি।
অন্ধকার কুহেলিকা
তব মায়াজাল;
মোর সখা তুমি শুধু
ওহে মহাকাল॥

প্রার্থীত

- প্রণব রায়
(দুর্গাপুর - ৫)

(বসন্ত রথ থেমে গেছে কোন্ রঙীন ফুলের ডালে)
এখানে এখন চলছে দারুণ শীত।
শুক্‌নো - বোঁটায় মৌমাছি তান ভোলে
প্রিয়তমা, তাই থামাও প্রেমের - গীত।
আমার - ও মনেতে কন্‌কনে শীতকাল,
ক্ষিদের জ্বালায় পেটেতে আগুন জ্বলে -
(আমরও চোখেতে দুনিয়াটা ঘোর লাল।)
সেই আগুনেতে শুক্‌নো বরফ গলে।
খালি পেটে রোজ চামড়া - ফাটানো রোদে
জিভ - ঝুলে - পড়া - কুকুরের মত ধুঁকি;
চোখ বুজে রোজ সন্ধ্যার কিছু বাদে
সেদ্ধ - কড়াইয়ে ভাতের গন্ধ শুঁকি।
কী হবে এখন শুকনো প্রেমের - ফুলে!
(প্রেয়সী রঙীন - স্বপ্নকে দাও ছুটি।)
খুশী হতাম আন্‌তে যদি ভুলে
নিদেন পক্ষে দুখানা শুক্‌নো - রুটি॥

-::-

শেষ পাথেয়

- কল্যাণী লাহিড়ী
(হিন্দমোটর, হুগলী)

শুভ্র জ্যোৎস্নার প্লাবনে আজও পৃথিবী করে
অবগাহন,
মৃদু সমীরণ জানায় আজও নব বসন্তের আগমন -
তবু আজ মোর মনের নদীতে,
পারি নি তো কোন ঢেউ জাগাতে ;
জানি গোধূলির আলো আমার জীবনে চিরতরে
হবে ম্লান।
মুমূর্ষ আমি জীবন সায়াহ্নে তোমায় যে তাই
দেবার কিছু নাই ;
ক্ষয় রোগের এক ছোট্ট বাসা মোর হৃদয়ে
নিয়েছে ঠাঁই।
যাত্রা হেথায় হয়েছিল শুরু,
পথ শেষে আছে প্রান্তর মরু -
শুধু গোধূলির এই শেষ আলোটুকু মোর পাথেয়
করিতে চাই।

সে তো এলোনা

- কেশব প্রসাদ সাহু
[শিলচর]

জীবনের রথচক্রে গতকাল সকলি ভুলায়।
কেবল মনের কোণে থেকে যায় -
ছোট এক ব্যথা, হায় !
দিন চলে যায়, রাতও শেষ হয়,
জীবনের ব্যথা সব ক্লান্তি হয়ে রয়।
একটি মৃদু হাহাকার,
দীর্ঘশ্বাসে ভরে থাকে হৃদয়ের তার।
ভুলাতো যায় না তারে,
মনে পড়ে বারে বারে,
সব কিছু পেয়েও কিছু পাওয়া হলো না
সবই এলো, কিন্তু হায় !
সে তো এলো না।

জন দেবতা

শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য্য
বারানসী--১

আর কতকাল তুমি মৌন রহিবে হে জন
দেবতা !
আর কত কাল তুমি মৌন রহিবে হে গণ
দেবতা
হয়েছে প্রভাত রাত গেল ঐ
হাঁসিয়াছে জ্যোতি দিকে দিকে ঐ
আঁধারে রুদ্ধ পথ খুলিয়াছে ভাই
তবু ও তুমি স্বপ্ন জগতে তন্দ্রালস নিয়ে
আর কতকাল বেড়াবে ভাসিয়া হে জন-
দেবতা।
ফুরায়েছে রাত তবু বন্ধ অর্গল
মিলিয়াছে মুক্তি তবু না কাটে শৃঙ্খল
বন্দিনীর আজও দেখ মুক্ত কুন্তল
আপনারই ঘরে এই নতুন দাসত্ব
আর কতকাল নীরবে সহিবে হে জন-দেবতা।
মিলিল আকাশ তবু পাখা খুলে নাই।
মিলিল কিরণ তবু ফুল ফোটে নাই
খুলিয়াছে পথ তবু পাথক তো নাই
দীন সজল নয়নে নিজের এ অসীম বেদনা
আর কতকাল নীরবে দেখিবে হে জন-দেবতা।
কত আর চলিবে এ মিথ্যা প্রবঞ্চনা ?
কত আর চলিবে মোহ - মরণ - সাধনা ?
কত আর চলিবে এ করুণ অশ্রু অর্চনা
ক্রান্তি শান্তি ও ক্ষমতা আনন্দের তরে বলো
কবে প্রলয়কারী রুদ্র হবে তুমি হে জন-দেবতা।
আর কতকাল তুমি মৌন থাকিবে হে গণ-
দেবতা।
(ডঃ শম্ভুনাথ সিংহ রচিত মূল হিন্দী
কবিতা জন দেবতা' হইতে অনূদিত।)

চলে যায়

সমীর সরকার
কলি--৩৫

পড়ন্ত বেলার রক্তিম রশ্মিমালা
বিচিত্র বর্ণের হালকা মেঘ মেখলার 'পরে পড়েছে,
দূরের নীল আকাশের গায়ে আধখানা চাঁদ,
আর তার কাছেই একটি তারা,
ক্রমশ সোনালী হতে চলেছে।
মৃদু মৃদু বায়ু বয়, ডালে ডালে শোনা যায়
পাখী সব কাকলি করিছে।
চেয়ে আছি জানালার ফাঁক দিয়ে
বাইরের বিচিত্র বিস্তৃত পৃথিবীর দিকে—
এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে আসে
পূব আকাশের কোন অজানা জায়গা থেকে।
ক্রমে আসে—অতি কাছে আসে,
তারপর চলে যায় পশ্চিমের দিকে—
অনেক অনেক দূরে—
অজানা প্রান্তরের পর দিয়ে
অচেনা দেশের দিকে
পরন্ত বেলার রক্তিম রশ্মিমালা
বকের পাখায় প'ড়ে ফিরে আসে
জানালার দিকে,
বেশ দেখা যায়—
কিন্তু চলে যায় অচিরাৎ অনেক অনেক দূরে।

নিবেদিতা

রূপানন্দী
শান্তিপুর

নিবেদিতা ! নিবেদিতা !
স্বামীজীর তুমি ভগ্নী সদৃশা, বাঙালীর তুমি মিতা।
সুদূর আয়ারে জন্ম লভিলে নহে এ বাংলা দেশে,
নবীন বাংলা জাগিয়া উঠিল তোমার অসীম ক্লেশে
মহাশ্বেতার বেশে আসিয়াছ বাংলা দেশের মাঝে ;
আত্মনিয়োগ করিয়াছ তুমি নারী প্রগতির কাজে।
বাঙালী মায়ের কৃতি সন্তান নহ তুমি ইংরাজ,
তোমারই আশিসে ধন্য মোরা ভয়ে ভীত নহি আজ
পরাধীন ভারতবর্ষে দিয়াছ বিপুল আশা ;
ধন্য তোমার মহিমা আজিকে সত্যের ভালবাসা।
শৈলরাণী দার্জিলিংয়ের কোলে আশ্রয় নিলে,
স্বামীজীর কাছে চলে গেলে পিছনে মোদের ফেলে।
জয়, জয়, ভগ্নী নিবেদিতা,
তুমি মোদের মহান নেত্রী ; তুমিই বিপদ ত্রাতা ॥

—,—

দুটি অধ্যায়

অমিতাভ বিশ্বাস
(আগরতলা)

উলু উলু উলু
বিয়ে।
পাশের বাসায়।
দুটো জীবন,
এক সংগে,
জীবন সংগ্রামে,
অবতীর্ণ হচ্ছে।
সুখী হলুম।
'বোল হরি, হরি বোল'।
মৃত দেহ।
ঔৎসুক্য
জিজ্ঞেস করলুম,
কার ?
'ঐ ঘরের বৌ মরেছে'
—পেলুম উত্তর।
বুঝলুম।
দুটো জীবনের একটি পালাচ্ছে।
হাসলুম
সুখী হলুম।

-:-

প্রণাম তোমায় কবি

পান্নালাল ঘোষ
২৪ পরগনা

ওগো বিদ্রোহী নজরুল-
তোমায় যাবেনা ভোলা।
অগ্নি বিণায় ঝরালে আগুন,
রক্তে জাগালো দোলা॥
কবি নজরুল ইসলাম-
সদা উন্নত তব শির।
তুমি ক্ষ্যাপা আগ্নেয়গিরি,
বিদ্রোহী এক বীর॥
কবি কাজী নজরুল-
তুমি গানে গানে বুলবুল।
আপনাতে তুমি আপনি বিভোর
আপনাতে মশগুল॥
নজরুল ওগো নজরুল-
তুমি সাম্যের গান গেলে
মুসলিমও নও হিন্দুও নও
তুমি বিশ্ব মায়ের ছেলে।
প্রণাম তোমায় প্রণাম।
কাজী নজরুল ইসলাম॥

গান

- গোপা মুখার্জী
[হাওড়া]

ভাল যদি নাই লাগে তো
নাইবা ভালবাসলে
মন যদি চায় দূরে যেতে
নাই বা কাছে আসলে॥
ফুলই যদি ঝরলো ধূলায়
অকারণে সাঁঝের বেলায়
কাঁটার জ্বালা বুকে নিয়ে
নাইবা মিছে হাসলে॥
ভুলের মাশুল নাইবা দিলে
এমন করে তিলে তিলে
নাইবা তুমি আমার তরে
চোখের জলে ভাসলে ... ...।
মন যেটুকুই দেয় গো যাকে
অমূল্য সে তারি কাছে
মিছে, দয়ার দানে আঁচল ভরে
নাইবা দিতে আসলে॥

-:-

গত ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৬৩ শ্রী দিলীপ কুমার সেনগুপ্ত সংঘমিতাকে শিলং ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ এক চিঠি লিখেছেন—

········ এবার তোমাকে জানাই আমার কিছু ভ্রমণ বৃত্তান্ত। সাধারণ ভাষায় অর্থাৎ সাধারণ লোক আসাম বলতে ভাবে এক অরণ্য রাজ্য যেখানে অনেক হাতী ও গণ্ডার ঘুরে বেড়ায়। এ ধারনা কিন্তু প্রচুর ভুল এ কথা সত্য ছিল অবশ্য দু দশক আগে কিন্তু এখন এই অনেক পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। এ ছাড়া এখানে অনেক বাঙালীও প্রচুর। মনে হয় বাংলা দেশের Cousin sister হচ্চে আসম। ডিব্রুগড় বলতে গেলে আসামের উত্তর পূর্ব সীমান্তের শেষে ছোট একটা টাউন। এখানেও প্রচুর বাঙালী। ডিব্রুগড় থেকে পশ্চিম দিকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে হচ্ছে তিনসুকিয়া টাউন। এখানেও বাঙালীরা তাদের ঐতিহ্য বেশ বজায় রেখেছে। প্রায়ই যাত্রা হয় এখানে এই কিছুদিন আগেও তরুণ অপেরা এখানে এসেছিল। তাদের হিটলার ও নেপোলিয়ান প্লে দেখাতে। এবার তোমায় কিছু শিলং এর কথা।

শিলং এ যেত হলে নামতে হয় গৌহাটি রেল ষ্টেশনে। সেখান থেকে শিলং এর দূরত্ব হল প্রায় ৬৬ মাইল। শিলঙে যেতে কোন রেল লাইন নেই. বাসে করে যেতে হয়। তবে শিলং অব্দি রেলের টিকিট কাটা যায় এবং গৌহাটি নেমে সরকারী বাস পাওয়া যায়। তাদের টিকিটটা দেখালেই অন্য একটি বাস টিকিট তারা দিয়ে দেয়। তারজন্য অতিরিক্ত কোন পয়সা দেবার প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য ক্লাশ অনুযায়ী বাসেরও তারতম্য আছে. যেমন 3rd Class এর জন্য সাধারণ বাস। 2nd Class এর জন্য super Delux Bus আর 1st class ও Air condition যাত্রীদের জন্য Taxi বা Car সমতল ভূমিতে একটা গাড়ী ৬৬ মাইল যেতে বড় জোর

দেড় ঘণ্টা লাগে কিন্তু এখানে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কারণ পাহাড়ী পথ উঁচু নিচু। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথগুলো কালো সাপের মত জড়িয়ে আছে। যখন বাসে বসে দুদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল যেন কোন পাহাড়ের রাজ্যে এসে গেছি।

বাসখানা হেলে দুলে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে যাচ্ছিল। বন্য শোভা দিয়ে মোড়া এই পাহাড়গুলো। পাহাড়ের উচ্চতা বশতঃ কোথাও সূর্য্যের আলো আবার কোথাও ছায়া। উপরে উঠার জন্য বাসটা Top gear - এ খালি বন্য শুয়োরের মত ঘড় ঘড় শব্দ করছিল - আবার নীচে নামার সময় নিঃশব্দে গড়িয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার ধারে ধারে কাঠের খুটীর উপর বসান ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলোও কাঠের তৈরী; বাইরে লোকেরা ও বাচ্চাগুলো উবু হয়ে চাদর মুড়ে বসে রোদ পোয়াচ্ছে আর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। এখানকার বাসিন্দা হল 'খাসিয়া''—এক পার্বত্য জাতি। উচ্চতায় এরা খুব ছোট তাই বেঁটে দেখতে লাগে। এরা মাঙ্গোলিয়ান জাতির বশংধর, তাই দেখতেও বেঁটে খাটো, চোখগুলো ছোট ছোট, কপালে ভুরু কম। পা দুটো এদের বেশ পেশী বহুল ও শক্ত কারণ পাহাড়ী রাস্তায় ওঠা নামা করতে এরা অত্যন্ত দক্ষ। সাধারণ মানুষের অভ্যাস না থাকলে এ পথে চলা ফেরা করতে অসুবিধা হবে। শ্বাস চড়ে যায়, মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। পুরুষেরা জামা প্যান্টই পরে এবং গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নেয়। মেয়েরা কাঁধ থেকে নিয়ে হাটুর কিছুটা নিচে অবধি পুরো একটা গাউনের মত পরে, তার উপর একটা চাদর জড়ায়। বেশীর ভাগ পুরুষই তামাক দিয়ে পাইপ টানে আর মেয়েরা সর্বদাই তাম্বুল - পান মুখে দিয়ে থাকে। তাই এদের দাঁতের কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য নেই। কাঁচা সুপারীকে বলে তাম্বুল॥ পুরো আসামেই তাম্বুল পান প্রসিদ্ধ।

খাসিয়ারা অধিকাংশই খৃষ্টান। তাই মেয়েদের অধিকাশ চুলই বব্ করে ছাঁটা। তবে সব চেয়ে মজা ও লক্ষনীয় বস্তু হল এটা প্রমীলা রাজ্য। দোকানে বাজারে স্কুলে, কলেজে অফিসে সব মেয়েদের ছড়াছড়ি। আর এই খাসিয়া মেয়েরা দারুণ সপ্রতিভ ও অনায়াস গম্য। পুরুষকে তারা যেন গ্রাহ্যই করে না। পুরুষের হঠাৎ স্পর্শে তারা মোটেই বিচলিত হয় না। অবশ্য এর কারণ হচ্ছে এরা আধুনিক ও পশ্চিমী সভ্যতার উদ্বুদ্ধ। এ সব দেখে এক কিং বদন্তীর কথা মনে পড়ে গেল।

অনেকের ধারনা ছিল যে—পুরুষদেরকে মেয়েরা মন্ত্র পড়ে ছাগল, ভেড়াতে পরিণত করত। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। এখানে মেয়েরা কর্ম্মী, পুরুষরা অলস। এদের মাল বয়ে নিয়ে যাবার পদ্ধতিগুলো বড় অদ্ভুত। একটা বাঁশের তৈরী তিন কোনা ছুঁচালো ঝুড়ি এই ছুঁচলো দিকটা নীচের দিকে থাকে। এই ঝুড়িটা ওরা পিঠে করে বয়ে নিয়ে যায়। একটা দড়ি একটা চামড়া কিংবা ক্যানভাসের টুকরো দুদিকে ফুটো করে লাগান থাকে। যে কোন বোঝা বা ঝুড়িটার চারিধারে দড়িটা পরিয়ে পিঠে চাপিয়ে নেয়। আর ঐ চামড়ার টুকরোটা ঠিক থাকে। কপাল বেড়িয়ে, যাতে কপালে দড়ির দাগ না পড়ে। আর তখন ওরা কুঁজো হয়ে বেঁকে চলে। এতে চড়াই পথে ওঠার সুবিধা হয়। এসব রাস্তায় এমনিতেই সোজা হয়ে চলা যায় না। একটু ঝুকে ওঠা-নামা করতে হয়। খাসিয়ারা এমান বড় সরল ও আতিথিপরায়ন যে কোন খাসিয়ার ঘরে গেলে কিছু মনে করেনা তারা বরং বেশ আদর যত্ন করে। এখানে আমাদের রাষ্ট্র ভাষা হিন্দী বলতে গেলে প্রায় একেবারেই অচল। এরা ইংরাজীতেই কথা বলে। সবচেয়ে বড় কথা এদের ভাষা আমাদের ভারতের কোন ভাষার সাথে সামান্য সাদৃশ্য পর্যন্ত নেই। তাই একটা শব্দও বোধগম্য হয় না। এরা বেশ সৎ তাই চুরি চামারী প্রায় বলতে গেলে হয় না।

শিলং শহর মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্গত শিলং দু'ভাগে আছে, একটা upper Shillong আর অন্যটা Lower Shillong এই শহরটা প্রায় ৩৫০০ থেকে ৬৫০০ ফুটের মধে অবস্থিত। Lower Shillong এ বসতি ঘন, এবং এটাকে প্রধান হিসাবে ধরা হয়। Lower Shillong টা বেশ অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু আপার শিলংটা বেশ পরিস্কার ও প্রাকৃতিক শোভা মণ্ডিত। লোয়ার শিলং থেকে বাসে যাওয়া যায় হ্যাপী-ভ্যালিতে। বড় চমৎকার ও পরিচ্ছন্ন জায়গা। পুরো শহরটাই পাহাড়ের ধাপে ধাপে বসান সুন্দর ছবির মত। বাড়ীগুলো সব কাঠের তৈরী আর কোন বাড়ীই মাটির সংগে লাগান নয়। তার কারণ একে এখানে প্রচুর ঠাণ্ডা যার উপর বেশীর ভাগ সময় ভূমিকম্প হয়: তাই এগুলো কাঠের তৈরী। এখানে খাসিয়া ছাড়াও আরো দুটো জাতি অধিক সংখ্যায় আছে— এক বাঙালী ও দ্বিতীয় লুসাই। অবশ্য এ ছাড়াও নেপালী ও তিব্বতিরাও আছে, তবে সংখ্যায় স্বল্প। বাঙালী বলতে বুঝায় যে এরা বেশীর ভাগ সিলেটের লোক। এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে শিলং এ

একচেটিয়া ব্যবসায়ী হচ্ছে এই সিলেটি বাঙালীরা তারপর খাসিয়া ও অন্যান্য।

তবে এখানের বাঙালীরা একটু আত্মকেন্দ্রিক। অর্থাৎ তারা একটা বড় মিশুকে নয়। নিজেদের সিলেটিদের সাথেই তাদের সদ্ভাব। তাই যেন মনে হয় এখানে বাঙালীদের মধ্যে প্রাণ নেই। এখানে আছে রামকৃষ্ণ মিশন আর বিবেকানন্দ লাইব্রেরী।

আধুনিকতার চরম নিদর্শন হল এখানের এই লুসাই ছেলে মেয়েরা। এরা একেবারে Americanized. মেয়েরা পরে ফুল হাতার একটা সার্ট ও নীচে লুঙ্গী নয়ত স্কার্ট। আর ছেলেদের দেখলে মনে হয় যেন তারা হিপিদের ভায়রা ভাই। ছেলেরা পরে বেল সেপ প্যান্ট, গলা বন্ধ চকরা বকরা ছিটের সার্ট। মাথায় থাকে মেয়েদের মত লম্বা লম্বা কাঁধ অবধি চুল। শীত প্রধান দেশ বলে এখানে সকলেই ফর্সা। তবে লুসাই মেয়েদের দেখতে সত্যিই বড় অপূর্ব। এখানে মিশনারীদের তৎপরতাটা একটু বেশী।

ব্যবসার মধ্যে এখানে প্রধান হচ্ছে Auto mobile আর wine shop প্রায় প্রত্যেক চার পাঁচটা দোকাম পরই হচ্ছে একটা করে wine shop. এখানে না আছে একটা সাইকেল না আছে তার দোকান। এই বস্তুটা একেবারে এখানে অচল। যান বাহনের মধ্যে আছে Taxi আর city Bus. এই সিটি বাসগুলো বড় অদ্ভুত। এগুলো বড় ছোট ও নীচু। আর সর্বদা লোক বোঝাই করে নিয়ে চলে। পিছনে একটা বাস না আসা পর্যন্ত সামনের বাসটা ওই stoppageএই দাঁড়িয়ে থাকবে।

লোয়ার শিলং-এ নামকরা বাজার হচ্ছে দুটো—পুলিশ বাজার ও বড়বাজার। পুলিশ বাজার থেকে তিন মিনিট হেঁটে গেলে পাওয়া যাবে শিলং লেক। এটা একটা কৃত্রিম হ্রদ। বানানো হয় প্রায় আজ থেকে ৮০ বছর আগে এক ইংরেজ দ্বারা। লেকের সৌন্দর্য হল তার মাছগুলো। এখানে কেউ মাছ ধরতে পারে না—সব পোষা মাছ। লোকেরা লেকের ধারে আসলে খাবার লোভে এক ঝাঁক মাছ এসে কিলবিল করে। যারাই এখানে আসে এই সব মাছেদের জন্য অসংখ্য মাছ এখানে আর সব বিরাট বড় বড়। এমন সব বড় বড় মাছ আছে যারা নিজেদের গতর নিয়ে নড়তে পারে না।

এখানে দুটো জল প্রপাত আছে। Bishop falls ও Elephant falls, তবে এগুলো মুখর হয়ে ওটে বর্ষার আগে।

তখন এদের স্রোতস্বিনী দেখবার মত। এ ছাড়াও ছোট খাট আরো জলপ্রপাত আছে। চারদিক ঘিরে আছে এই পাইন গাছ—দেখতে ছবির মত। এখান থেকে বাসে করে যাওয়া যায় চেরাপুঞ্জীতে, যেখানে ভারতের সর্বাধিক বেশী বৃষ্টিপাত হয়। রাত্রিবেলা শিলং সিটি দেখবার মত। সে দৃশ্য একবার দেখলে ভোলা যায় না। মনে হয়, যেন অসংখ্য প্রদীপ কে যেন থাকে থাকে সাজিয়ে রেখেছে। চাঁদের আলোয় পাহাড় ঘেরা এই রাজ্য বড়ই অপূর্ব দেখায়। মনে হয় যেন বন্য জ্যোৎস্না ছলকে ছলকে এসে পাহাড়ের বুকে পাইন গাছের পাতায় এক মোহময় আবেশের মতন ছড়িয়ে দিচ্ছে। মেঘেরাও পথ ভুলে কোন কোন সময় এসে পড়ে অনাগত অতিথি হয়ে এই রাজ্যে। তাই বুঝি সার্থক; সার্থক হয়েছে এর নামকরণ 'মেঘালয়'।

— ::*:: —

বাইরের চাকচিক্যে মেয়েদের সৌন্দর্য বাড়ে না— মেয়েদের আসল সৌন্দর্য তাদের দেহ মনের পবিত্রতায়।

শ্রীশ্রী মা

সংগ্রাহক— বি ১০৮৯, সমর সরকার

ভাল কাজের জন্য অন্য কোন পুরস্কার নেই, ও—কাজ নিজেই নিজের পুরস্কার আর বন্ধু পেতে চাও ত বন্ধু হতে শেখো, একমাত্র তা হলেই বন্ধু মিলবে।

ইমার্সন

সংগ্রাহক— ৫৬৫২ ভারতী চক্রবর্ত্তী

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৮

বিশ্ব মিতাদের নামের তালিকা
১৩৭৮ সাল দ্বাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা।

বর্তমান তালিকায় ১ থেকে ৬৩৬৬ পর্যন্ত যে সকল বিশ্বমিতা পাওয়া গেছে তাঁদের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা হল।

সাধারণ মিতাদের পরিচয় লিপিমিতা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। অসাবধানতা বশতঃ উল্লিখিত সদস্য সংখ্যা থেকে যদি কোন মিতার পরিচয় বাদ পড়ে থাকে তবে সংঘকে জানিয়ে দিলে লিপিমিতার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। অনুরাগ বা সখের বিষয়ের পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিকচিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে এ গুলির তাৎপর্য বৈদেশিক মিতাদের ও নতুন মিতাদের পরিচয়ের তালিকার সূচনাতেই প্রকাশ করা হয়েছে। বাহুল্য হেতু এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হলনা।

* চিহ্নিত মিতারা কেবলমাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন।

৪৩২ অমর কুমার দাশ— H 16-8, North Land Estate Ichapur 24 Parganas. ৩৩, চাকুরী, গ ঠ ঞ

৫৫০ অরুণ কুমার চ্যাটার্জী ১৪০।২৩, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু রোড, কলি-৪০ ৩৬, চাকুরী. গ ক ছ ড কণ্ঠ সঙ্গীত, বাগান

৩৮১৩ অশোক কুমার সামন্ত ৮৯।এ, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ ২০, ছাত্র (বি কম ২য় বর্ষ), ঠ, ফাষ্টডে কভার মোটর চালনা, রাইফেল স্যুটিং

৪৪৭১ অর্ণব কুমার ঘোষাল Qr. no-B-331/2, Sector-2. Jagannath-nagar. Po. Dhurwa Ranchi, Bihar. ২৭ চাকুরী সমাজসেবা, অভিনয়

৪৫৬১ অনিল কুমার দে E II-22/11, new town avenue Durgapur-5. ২৩, চাকুরী, ক ঙ ঞ

৪৬৬৪ অরুণ কুমার ঘোষ ডি এন মিত্র এণ্ড কোং ১৬৬, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলি-১, ২২, ক হইতে চ অভিনয়. চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি

৫৫৭৬ অরুণাভ ঘোষ c/o বেচারাম ঘোষ, এম এ বি টি, গ্রাম :— দাঁতসর, পোঃ হাটনী, হুগলী, ১৫ ছাত্র ঠ ঞ গ

৫৪৬২ আশিস কুমার মজুমদার মরু বীথি, বোস পাড়া, চন্দননগর, হুগলী ২৬ টেক্সটাইল ডিজাইনার, ঞ ট ড চ চিত্রশিল্পী

৫৫২৮ আদিত্য সাধন মুখোপাধ্যায় আলবেলী, পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৬৫ [অবসর প্রাপ্ত তৈল বৈজ্ঞানিক] ঠ ঞ

৩৬১১ উমেশ চন্দ্র বিশ্বাস 128, Straight Mile Road, Jamshedpur-1 ৪৬ চাকুরী ঞ ট বেহালা, গীটার, বাগান

১৬১ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে গিরিবালা হোমিও হল. পুরুলিয়া, ৫৭ হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা গ ছ চ দেশ বিদেশের কৃতি বাঙালীদের সঙ্গে পত্রালাপ

২৬১৪ কালাচাঁদ বসু c/o প্রভাস চন্দ্র পাঠক চন্দ্রকোণা রোড, সাত বাঁকুড়া মেদিনীপুর, ২৭, চাকুরী জ ঝ ড গ ঞ

৪১৬৭ কমল কুমার দে 6451, Metalogiaphy. Auto telco. 2. Jamshedpur-10 ২৩ চাকুরী ক চ ঞ চিত্রাঙ্কন

৫১৮৯ কেশব প্রসাদ সাহু Hospital Road Po. Silchar-1 Cachar Assam ২৫ চাকুরী ও ছাত্র এ গ জ

৪৩৭৩ কান্তিরঞ্জন বিশ্বাস G/NO. 89177 E E Mech. 87 F D WKSP (G R E F) c/o 99 A. P. O. ২৬ চাকুরী ঙ ছ এ

৫৫৮১ কন্দর্পনারায়ন ভট্টাচার্য্য গ্রা পোঃ কল্যাণপুর ত্রিপুরা শিক্ষকতা জ ট এ বন্ধুত্ব দর্শন মানবমন আধ্যাত্মিকতা

২০৬১ পোপা মুখোপাধ্যায় হাওড়া ৩০ গৃহস্থালী ক গ ছ জ এ পশুপালন

৩৪৭৭ ডাঃ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য্য B V Se A H Vetrinary Asstt Surgeon Dev Block Sital kuchi Dt cooch Bahar ১৪ ডাক্তার ঙ চ ঝ ট এ ঘ গ

৩৭৭৮ গৌরাঙ্গ পাল চৌধুরী 1 N S KARANJ c/o F M O VIZAG-14 ২৩ চাকুরী ঙ চ এ ট ঠ ড জ

৪৩০৩ গোপালচন্দ্র দাস পি ১৫০ মুদিয়ালী রোড কলি-১৪ ২৬ ছাত্র ট এ ঝ

৬১১৭ চিত্রা ভট্টাচার্য্য আসাম ১৯ ছাত্রী বি এ চিত্রাঙ্কন

৪৪ জগন্নাথ জানা ২৩ এ পি আঢ্য লেন পোঃ শেওড়াফুলি হুগলী ৩৬ ব্যবসা ঠ ক গ এ মুদ্রাসংগ্রহ

৫৫৬২ জয়দেব গাঙ্গুলী Bhaba Atomic Research centre M W S Tromboy Bombay - 85 A. S ৩০ চাকুরী ক এ ট জ ঝ ট খ ছ ঠ ড

৪৯৮৮ তপন কুমার গোস্বামী ৪ রাজা কে এল গোস্বামী ষ্ট্রীট পোঃ শ্রীরামপুর হুগলী ১৭ ছাত্র গ চ ট এ

৫৩৮৪ তন্ময় কাঞ্চিলাল নাগেশ্বর সাতগ্রাম কলিয়ারী পোঃ সিয়ারসোল বর্দ্ধমান

৫৪১২ তপন কুমার সেন c/o হেমন্ত কুমার সেন পোঃ শ্রীপুরিয়া তিনসুকিয়া আসাম ২০ ছাত্র জ ঝ এ ট ঠ ড ঢ গ ঘ ক

৫৯৪৪ তাপস দাসগুপ্ত c/o Indu Bhusan Das Gupta, 82/A, West Mali Gaon, Po. Gouhati-II, Kamrup, Assam, ১৬ ছাত্র ঠ ড জ এঃ ঘ

৪৬৯৯ দিলীপ ভট্টাচার্য্য S. A. E Relief B. D. O block-II Po.- Araidanga, Malda, ২৪ চাকুরী জ ড ঠ

৫৭১২ দেবাশিষ মুখোপাধ্যায় B. E. (cal) P. M. E. mining engineer, Officer's Quarters Po.- Pathakhera Colliery, Betul, m. p, ২৫, চাকুরী, গ ঙ জ এঃ ঢ

৬১৪৮ দুলাল দে 213 Field Workshop coy E. M. E c.o-99 a. p. o. ২৫ চাকুরী গ ঘ এঃ ড ঢ ঙ জ ঝ ক

৫৯৮৩ ধীরেন্দ্র নাথ গড়াই c/o আদিত্য কুমার সিংহ কেন্দুয়া বাজার, কুলটী বর্ধমান, ২০ ব্যবসা, গ চ এঃ খ গল্প পড়া ও লেখা

১৬১১ নীলিকা চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা- ১০, ৩৩ গ গ ঘ জ ঝ ঠ ছবি

২৯৪৬ নির্ম্মল কান্তি দেবনাথ কোঃ নং বি/২-১৯/১, বিশ্বকর্মা নগর, দুর্গাপুর-১০ বর্ধমান, ২৮ চাকুরী, এঃ গ ড

৫৭৩৭ নীতিশ কান্তি দাস Station Workshop A. F. Station, barielly, barielly, u. p. ২৭ চাকুরী ক খ গ এঃ অভিনয়, নৃত্য

৫৭৫৪ নিবেদিতা কর, কলি-৩১, ৩৩ গৃহস্থালী, ঢ বই পড়া

৫৭৯১ নূপুর দত্ত জামশেদপুর, ১৭ ছাত্রী, জ ঠ ঢ

৪৬৬৩ পঙ্কজাক্ষ চট্টরাজ, জ্ঞান মুখার্জী রোড, হীরাপুর, ধানবাদ, ৩৩ চাকুরী ও ব্যবসা, ড ঢ চ ক এঃ গ জ ছ ঝ

৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ c/o চিত্ত রঞ্জন ঘোষ, হায়েতপুর বাঙ্গলা, বাটানগর ২৪ পরগণা, ১৯ ছাত্র ড ঢ ঝ মিতালি

৫৪৩০ প্রিয়তোষ দে C. T. O. Section No. 14 Wing A. F. Chabua Air Field, co 99 A, P. O. ২৮, চাকুরী এঃ জ ফটো তোলা, পাহাড়ে চড়া

৫৯৩১ প্রণব কুমার বিশ্বাস ৪১।এ, সাতকড়ি মিত্র লেন, কোলকাতা—৫৪, ১৫ বেকার গ ঞ ড ঢ

৬১১৪ প্রভাস কুমার পাল c/o বি, কে পাল, গ্রাঃ পোঃ- গোপীনাথপুর দুর্গাপুর-১, বর্ধমান, ১৯ চাকুরী ঢ

৫১৮ বলাই চন্দ্র পাল গ্রামঃ- বেড়া বেড়ি, পোঃ- গঙ্গাধরপুর বাজার, হুগলী, ১৭ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ চ ছ ট ড ঢ

১৭৯৫ বীরেন চ্যাটার্জী ১২।১১, বোটানিক্যাল গার্ডেন লেন, পোঃ- বি গার্ডেন হাওড়া, ২৪ চাকুরী ও ছাত্র, ক খ গ ড ঠ জ ঝ ঞ ফটোগ্রাফী

৪৭১৭ বিমলেন্দু দাস 74 Kagal nagar. Jamshedpur-5, Bihar ২১ ছাত্র ঠ F. D. C. ব্যায়াম ঢ গ

৫২৭১ বিজয় কুমার চোধুরী জুবীলি কোর্ট, ৪বি, লিটল রাসেল ষ্ট্রীট, কলিঃ- ১৬, ৫৯ চাকুরী, জ ঢ

৫৩০৫ বিষ্ণুভক্ত সরকার Sarayer par N. P. School, Po.—Deo Charai, Cooch Behar, ২১ শিক্ষকতা ও ছাত্র গ ক ছ ঠ গল্প লেখা

৫৩৮৫ বিশ্বনাথ বিশ্বাস No. 251 S. U. Air Force, c o 56 A. P. O. ১৪ চাকুরী, ক ঞ ট ড পত্রালাপ চিত্রাংকন

৫৫২৭ বিশ্ববন্ধু সরকার ৩৬০ পেয়ারা বাগান, পোঃ জেঃ- হুগলী; ২০ ছাত্র ঙ গ ঢ খ ঙ ঘ ঝ দাবা পত্র বন্ধুত্ব

২৫৫৩ বিশ্বনাথ দত্ত ইলেকট্রিক হাউস, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২১, ছাত্র ও ব্যবসা, খ ঝ ড ঞ

৬১১২ ব্যোমকেশ দাস c/o ধীরেন্দ্র নাথ দাস গ্রাঃ- জালাল খাঁকড়, পোঃ- কাঁথি মেদিনীপুর, ২০ ছাত্র ক গ ঙ ঞ জ ড

৬০৫৩ কল্যাণ চক্রবর্ত্তী 136 Malabya Bhawan B. I. T. S. Pilani Rajasthan, ২৪ ছাত্র ঘ ঠ ড ঢ ভিউকার্ড ফার্মেসী

৪২২১ ভোলানাথ মণ্ডল গ্রাম, পোঃ পূর্ব পাহাড়ী জেঃ পুরুলিয়া ২৩ ছাত্র গ ঞ জ উপন্যাস, কবিতা

৩২৩২ মিনতি মজুমদার কানপুর ১১ ১১ ছাত্রী খ গ সূচীশিল্প

৫০৩৫ মিলন কুমার পাল c/o Tarapada paul W. B. N. V. F. Training Centre (Halisahar) Kanchrapara 24 pargana ১৪ ছাত্র এ ট ক ছ ড শরীর চর্চা ঢ ঙ

৫২৯৯ মনোজ কুমার সাধু c/o ডাঃ জি এস সাধু চুরুলিয়া সাধুজ এষ্টেট পোঃ চুরুলিয়া বর্দ্ধমান ১৮ ছাত্র ট চ জ ড

৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ c/o ভবানীপুর অটো এজেন্সী ১৬-সি আশুতোষ মুখার্জী রোড কলি-২০ ৩৩ চাকুরী গ কাব্য এ

৫৪৯৫ , মঞ্জুলিকা চক্রবর্ত্তী পূর্ণীয়া বিহার ১১ ছাত্রী ঠ জ অঙ্কন

৫৫৫৮ শ্রীমতি মঞ্জুসা দাস কোলকাতা - ৩১ ১৪ গৃহাস্থালী গ ঘ ঙ ড এ

৮৫৯ রাধাশ্যাম চাটার্জী মামুদপুর বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রাম পোঃ পাটুলী বর্দ্ধমান ৬১ শিক্ষকতা ক ছ এ জীবের মধ্যে শিবের বিশ্ব দর্শন

৮৬৮ রাখালচন্দ্র পাত্র (স্বামী মীননাথ নন্দ) সাং যোগমায়া আশ্রম আনন্দনগর পোঃ জেঃ মেদিনীপুর ৩০ বিষয় দেখাশুনা করা ক গ ঙ ছ জ্যোতিষী

৫২৭৪ রনজীৎ কুমার সামন্ত নিউ এগ্রিকালচার হল রুম ২/১০ ছাত্র কল্যাণী নদীয়া ১৯ ছাত্র গ ঙ ক ড

৪৬৮৩ রবীন্দ্রনাথ বাগচী ১২ দেশবন্ধু নগর ১৬ নং রেলগেট শ্যামনগর ২৪ পরগনা ২৫ ছাত্র (এম এ) গ এ জ ঝ খ

৫৪৫৪ রমা গোস্বামী কলিকাতা ৪ ২৯ গৃহিণী ও ছাত্রী ঝ গীটার বই পড়া

৫৫১৩ রবিন চাটার্জী অকনাচন্দ সোদপুর ২৪ পরগনা ২৬ চাকুরী (মেরিন ইঞ্জি) এ ঠ ট চ

৫৫৯০ রঞ্জিত কুমার দত্ত Near Santragachi Station Po: Buxarah. Howrah ১৬ ছাত্র খ গ ক

৫৭৪৬ রবীন্দ্রনাথ রাউত Elotronics Engineer. Satekite. TriVandium 22 Kerala ১৬ ছাত্র (প্রযুক্তি বিদ্যা) ক গ ঙ জ ঝ ট

৯০৫ শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ রামচন্দ্র চাটার্জী লেন কলি-৭ ৩২ ব্যবসা ক গ পত্রালাপ

১৬৭৬ শিবানন্দ বসু ১২ ক্রীক রো কলিকাতা-১৪ ৩১ চাকুরী ঞ

৩৩৮২ শান্তনু কুমার চৌধুরী ৩৫ রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট উত্তরপাড়া হুগলী ৬ শিক্ষকতা কবিতা প্রবন্ধ পাঠ লেখা

৬৯৪৮ শ্যামা প্রসাদ বসু Barak Investigation Sub Dvn, C. W. and P. c Silchar-4 Cachar; Assam. ২৫ চাকুরী গ ঘ ঞ

৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য্য মাটিয়ারী রামপদ সেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পোঃ মাটিযারী জেঃ নদীয়া ১৮ শিক্ষকতা ক গ ঘ পত্রালাপ

৫২৮৩ শ্যামাপদ রায় বি ব্লক মার্কেট পোঃ কন্যাপুর বর্দ্ধমান ১৩ ব্যবসা গ চ ক

৫৪৭৮ শ্যামল কুমার নন্দী c/o এন বি নন্দী হাকিমপাড়া শিলিগুড়ি দার্জিলিং ১৮ ছাত্র ট ঞ ঠ

৫৫৩১ শিবরঞ্জন মণ্ডল ১৫ ওয়েষ্ট হোষ্টেল দিল্লী কলেজ অফ ইঞ্জি দিল্লী-৬ ২১ ছাত্র জ ঝ ড ছ গ ঞ ঢ

৫৭৩৫ শিবগুপ্ত সুন্দিয়া গভঃ কোয়াটার এল ৩৮ po: জগদ্দল ২৪ পরগনা শিক্ষকতা ঞ ঙ ঠ ঘ সমাজ সেবা ছ গ ক

৬১৬৩ শাহিন সুলতানা কলিকাতা-২৭ ১৩ ছাত্রী গ ঢ

৫২৮৬ ষষ্ঠীচরণ দে c,o কার্তিক চন্দ্র ঘোষ, থানা রোড; তারকেশ্বর হুগলী, ৩৭ স্বর্ণশিল্পী ঞ

৮৮৪ সুগত মুখোপাধ্যায় ১৭ রানী সাগর সাউথ বর্ধমান ২৫ ছাত্র গ ঘ ছ প্রাচীন পুঁথি অটোগ্রাফ নৃতত্ব অপরাধতত্ব

১১৯০ সরোজ কুমার চক্রবর্ত্তী c/o ত্রিগুনা মেডিকেল হল গ্রাম পোঃ ডায়মণ্ড হারবার ২৪ পরগনা ২৫ ক গ ঘ ঙ ছ ঞ নাটক স্ত্রী শিক্ষা মনোস্তত্ব সেবা

৩৩১৫ সমীর দে শশীধাম শেওড়াফুলি হুগলী ৫২ চাকুরী গ জ এ ট ড ঠ মুদ্রা ভিউকার্ড স্বাক্ষর সংগ্রহ

৩৫৭৯ সুধীর কুমার দাস G. 28 Naurojinagar New Delhi-16 ৪২ চাকুরী জ ঝ ঘ গ এ ট ঢ

৩৭১৭ শেখ নজরুল ইসলাম গ্রাম, পোঃ পূলাসিমলা হাওড়া ১৪ ছাত্র গ এ ট ড গল্প লেখা

৩৯০২ সুব্রত সেনগুপ্ত c/o ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার তেজপুর আসাম ১৮ ছাত্র ট ঠ ঢ ড ঝ মুদ্রা সংগ্রহ

৫১৩১ সঞ্জিৎ কুমার ব্যানার্জী ৩৭ বেলগাছিয়া রোড ব্লক—এম ফ্ল্যাট-৫ (এল আই জি) কলি-৩৭ ২৯ চাকুরী ক গ চ সাতার

৫৪১৮ সুব্রত মণ্ডল ১০৯বি অখিল মিস্ত্রী লেন কলি-৯ ১৯ চাকুরী খ এ ঢ চ ছ

৫৪৪২ সনন্ত কুমার তাঁতি c/o Fund control officer A. T. P. P. F. Scheme C. K Baruah Rd. Gouhati-1 Assam ১৮ ছাত্র গ ঢ

৫৭২০ সঞ্জীব কুমার দাস ডাঃ সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী লেন পোঃ শিলচর কাছাড় আসাম ২৩ চাকুরী জ ঝ এ গ ঢ

৫৭২৯ সত্যব্রত দাস কামিনী সোধ ডায়মণ্ড হারবার (মুনগোলা) পোঃ ডায়মণ্ড হারবার ২৪ পরগণা ১৯ ছাত্র ঘ ঙ ট ড ঢ

৫৮৩২ সত্য চৌধুরী ৪১ এ তালতলা লাইব্রেরী রো কোলকাতা ১৪ ২৫ ছাত্র (এম বি বি এস) জ ঝ ঘ ঢ এ

৫৮৬১ সোমনাথ চাটার্জী কোয়াটার এম, টি ৪ বার্ণপুর বর্দ্ধমান ২১ ছাত্র গ প্রকৃতির দান সম্পর্কে আলোচনা

৫৮৭০ সুধীর দাস I591 T P T Coy W/Shop section. E. M .E c/o 56 A. P. O. ২৭ চাকুরী ডঃ পত্রবন্ধু

৫৯৬৪ সুধীর কুমার মাইতি মেদিনীপুর ৫৭ অন্নদাস মিতালী

৫১৫৭ হিরন্ময় রাহা পোঃ গ্রাম মণ্ডল পাড়া ২৪ পরগণা ১৭ ছাত্র খ গ ঙ এ ট ঠ, ড ঢ

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ — ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

দ্বাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা।

এই তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৬২৫১ থেকে ৬৩৫০ পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে এ সকল মিতাকে সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সঙ্ঘের অবধায়কত্বে আর মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সঙ্ঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে। চিঠির মধ্যে নিজের ঠিকানা দিয়ে দিতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা এর পর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারবেন।

নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ ঃ—

ক—সমাজ, খ—রাজনীতি, গ—সাহিত্য, ঘ—শিল্প; ঙ—বিজ্ঞান, চ—ব্যবসা-বাণিজ্য, ছ—ধর্ম, জ—গান, ঝ—বাজনা, ঞ—ভ্রমণ, ট—আলোকচিত্র, ঠ—ডাকটিকিট, ড—খেলাধূলা, ঢ—চলচ্চিত্র ণ—সাঁতার, ত—বাগান করা, থ—হাঁস-মুরগী পালন, দ—অভিনয়।

নতুন মিতাদের নামের তালিকা

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরূপ সাজান হয়েছে।

সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

৬২৫৮ অশোক কুমার চ্যাটার্জী আজাদ হল, রুম-৩১৩ সি, আই, আই, টি খড়গপুর, খড়গপুর, মেদিনীপুর, ১৮ ছাত্র, লেখাপড়া, সাঁতার, পত্রমিতালী

৬২৭৫ অসীম লাহিড়ী c/o আর এন ভৌমিক, পোঃ- তুফানগঞ্জ, কোচবিহার ১৯ ছাত্র, ঞ ঠ ঢ

৬১৮১ অরুণ মুখোপাধ্যায় c/o Sukumar Mookherjee, Accounts Dept. (Causting Section) I. T. & S. Co, Po. :- Burnpur, Burdwan ১৬ চাকুরী খ গ ঙ জ ঞ ঠ ঢ

৬২৮৭ অসীম ভট্টাচার্য্য গ্রাঃ- কালীকাপুর, পোঃ- বারাসাত, ২৪ পরগণা ১৭ ছাত্র, খ ঢ ড জ

৬২৯৫ অশোক সরকার E/1, New Staff Quarter, Jadavpur University Compus, Calcutta-32. ২১ ছাত্র গ ড

৬৩০০ অশোক মাইতি বেলদা, মেদিনীপুর, ১৮ ছাত্র ঠ ঞ ফার্ষ্ট ডে কভার, ভাষা শিক্ষা

৬৩০৭ অনুপ কুমার মজুমদার ৮১ কে. পি. রায় লেন, পোঃ- হালতু ২৪ পরগণা, ২০ ছাত্র গ ঙ ঞ মনোবিজ্ঞান; গবেষণা

৬৩১৪ অমলেন্দু লস্কর c/o হরনাথ লস্কর (মাষ্টার) পোঃ- মানুবাজার সাব্রুম, ত্রিপুরা, ১৯ ছাত্র গ ঝ ঞ আঁকা

৬৩২৪ অনিল কুমার দত্ত c/o সুরেন্দ্র মোহন দত্ত, শ্রীবাস অঙ্গনচড়া পোঃ- নবদ্বীপ, নদীয়া, ১৮ ছাত্র গ ঞ নাটক

৬৩২৯ অলোক চন্দ্র ৬১ দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কোলকাতা-১৪; ১৮ ছাত্র গ জ ঝ ড অভিনয়

৬৩১৬ ইলা সেন বালী, ১৫ ছাত্রী গ চিত্রাঙ্কণ

৬২৫৫ উদয় শংকর সাহা ১২, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ১৯ ছাত্র (বি. কম) জ ঝ ঞ ঢ

৬৩৩৭ উৎপলা সরকার বাটানগর, ৩৫ শিক্ষকতা গ জ ঝ আঁকা, অভিনয়, রন্ধন

৬৩২৬ কাজল কুমার রায় ৯।৫।১, জয়দেব কুণ্ডু লেন, কদমতলা; হাওড়া; ১৬ ছাত্র ক গ চ ঠ

৬৩২১ ক্রুশ্চেভ পাল c/o Jivan Ray Shoe Stores Po:- Dhekiajulee Dt:- Darrang Assam ১৬ ছাত্র ঙ ঞ ট ড চ

৬৩৪৫ কুমার কান্তি সেন বিবেকানন্দ নগর মধ্যমগ্রাম ২৪ পরগণা ১৪ ছাত্র ক পত্রালাপ নারীমুক্তি আন্দোলন

৬২৮৪ গীতা দেব শিলং-৪ ২৫ ছাত্রী জ গ ঞ ড ছবি আকা সেলাই

৬১৯১ গিরীশচন্দ্র রায় বর্মন Micro work station S. E. Rly Anoppur po:- Anuppur Sahdal M. P. ১৬ চাকুরী ঙ জ ঞ চ

৬৩৩৬ গোপা ভট্টাচার্য্য শিলং ১৫ ছাত্রী জ ঝ ড ঞ

৬৩৪৩ গৌতম ঘোষ Dr. S, Radhakrishnan Hostel Room-105 Banaras Hindu university varanasi-5 u. p. ২০ ছাত্র (Ag B. Sc part 11) জ ঝ চ অঙ্কন মুদ্রা সংগ্রহ

৬২৯০ জীতেন্দ্রনাথ দাস Street no-38 Gr no-51/D Chittaranjan Burbwn ১২ চাকুরী গ ড অভিনয়

৬২৯৪ জয়দেব রায় চৌধুরী ৬/৪ মতিলাল সেন লেন কোলকাতা ১১ ২৬ ক চ ছ

৬৩০৬ জয়ন্ত কুমার দেব ৪/সি জগন্নাথসুর লেন কলি-৬ ১৬ ছাত্র ক গ ঙ জ চ

৬২৯৮ ঝুমু মোদক নবদ্বীপ প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি

৬২৫৪ তৃপ্তি নাগ সোদপুর ১৭ ছাত্রী ক খ গ থ ঙ ছ ঞ ড চ

৬২৬৯ তপন কুমার মুখার্জী c/o এ মুখার্জী ourangajuli T, G. po: Paneruhat: Dt Darrang Assem ২৭ শিক্ষকত ও ব্যবসা ক খ চ জ ঞ ট ঙ

৬৩৩৩ তিমির ভট্টাচার্য্য 107-C বিবেকানন্দ রোড ; কোলকাতা-৬ ৩০ চাকুরী ছ জ ঝ ঞ ড ঢ

৬৩৩৫ তপন কুমার দাসগুপ্ত গ্রামঃ- মুক্তি [শানিপাড়া] পোঃ- ঘাটানগর ২৪ পরগণা; ১৭ ছাত্র মিতালী আঁকা, সাঁতার কাটা

৬২৫৩ দীপক চন্দ্র পোদ্দার ৪।১, হাজি জ্যাকেরিয়া লেন; কোলকাতা-৬ ১৭ বেকার তালিকা অনুযায়ী

৬২৬৮ দিলীপ ভট্টাচার্য্য গ্রাঃ পোঃ- গোপালনগর; মেদিনীপুর
প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬২৭০ দিলীপ কুমার দে বোসপুকুর পূর্বপাড়া রাজডাঙ্গা হালতু ২৪ পরগণা ২৪ ছাত্র (এম কম ও আইন) ক চ জ্যোতিষ শাস্ত্র

৬২৮৯ দিলীপ কুমার দে সরকার পোঃ চালসা জলপাইগুড়ি ১৫ ছাত্র ঠ ড ঙ অঙ্কন

৬৩১৫ দিলীপ চক্রবর্তী c/o সুধীর চন্দ্র চক্রবর্তী Ntxr Incharge Officr (K. P. A.) Kancharpara 24-Pgs. ১৭ ছাত্র ঠ ঢ

৬৩২৮ দেবজিৎ রায় c/o দেবেন্দ্র নাথ রায়, অমূল্যনগর রোড চুনারীপাড়া রানাঘাট নদীয়া ২০ ছাত্র ঢ অভিনয়

৬৩৪৭ দীপ্তেন্দু শেখর ঘোষ Orissa School of Mining Engineering Keonjhar Orissa. প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬২৭৮ ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী ভাটপাড়া প্রাইমারী স্কুল, পোঃ ভাটপাড়া ২৪ পরগণা ১৮ ছাত্র ক গ জ ঝ

৬২৬৫ নন্দলাল পাল Vill :- রামপুর Po. R. P. C. Ghat Dist :- মেদিনীপুর via : Chandrakona· ২৮ শিক্ষকতা ঙ ঞ ট

৬৩০৩ নিখিল চন্দ্র মুখার্জী ১৫ ফকির ঘাট লেন পোঃ খাগড়া মুর্শিদাবাদ ১৫ ছাত্র গ ড ঢ বাগান ভিউকার্ড খেলোয়ারদের ছবি সংগ্রহ

৬৩২২ নিশিকান্ত চৌধুরী stores department oil India Ltd. Po Duliajan Assam ৪১ চাকুরী ক ছ ঞ ঠ

৬৩৪০ নারায়ণ মণ্ডল গ্রামঃ নাগরগাছি পোঃ ধাত্রীগ্রাম বর্দ্ধমান ২৫ ইঞ্জিনিয়ার

৬২৫০ নন্দিতা বেহালা প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬১৫১ ক্যাপটেন প্রদীপ কান্তি চৌধুরী c/o C W E Bhopal Po:- Sultania Infantry Lines, Bhopal-9 M. P. ১৭ অফিসার (মিলিটারী) জ ঝ ঞ ড ঢ

৬১৬১ প্রণব চক্রবর্তী st no.-17, Qr-19B. Po.— Chittaranjan Burdwan ১০ ছাত্র ক গ ঙ ড ঢ কার্টুন সংগ্রহ

৬২৬৭ পার্থ সরকার পি ৪, ২৬২ মধ্যমগ্রাম পো: উদয়রাজপুর ২৪ পরগণা প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬২৮৮ পি কে সরকার Qrt no - 2284 Vehicle Factory Estate Jabalpur M. P. ২২ চাকুরী জ ক ঞ

৬৩০৯ প্রণব কুমার ঘোষ c/o ননী গোপাল রায় এনাতুল্লিবাগ জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ ২২ ছাত্র (২য় বর্ষ বিজ্ঞান) ঞ ঙ ট বন্ধুত্ব

৬৩১০ প্রতিমা গোস্বামী কোলকাতা- ৩৪, ১৬ ঞ ঢ গল্পের বই বিদেশ সম্বন্ধে জানা

৬৩১৩ প্রিয়বন্ধু রায় পোষ্টাল ক্লার্ক Imphal H. P. O. Manipur-11 ২৪ চাকুরী ক জ ঞ

৬৩২৯ প্রশান্ত কুমার গোস্বামী vill: po. :- Aniya Hooghly.
প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬২৫২ বীরেন সরকার ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া দুর্গাপুর - ৩ বর্দ্ধমান ১৬ চাকুরী গ ঞ ড ঢ

৬২৬০ বীরুপাক্ষ চট্টরাজ Advocate-Jnan mookherjee Road Hirapur Dhanbad Bihar ৩০ ওকালতি ট ঞ বেহালা বাজানো অভিনয় বই পড়া

৬২৬২ বরুণ কুমার মাল্লা সানরাইজ হোটেল সঙ্গত বাজার মেদিনীপুর ২২ ছাত্র খ ঙ জ ঞ ড ঢ

৬২৬৪ বিশ্বজিৎ দেবরায় ২ রাম গোপাল ঘোষ রোড কলি-২
প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬২৭৩ বরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী দক্ষিণ পাড়া ১ম লেন বাঁশবেড়িয়া হুগলী ১৬ ঠ

৬২৭৪ বিকাশ মুখোপাধ্যায় St. 22 Q No- 60/A po:- Chittaranjan Burdwan ১৭ ছাত্র জ ড ঢ

৬২৭৯ বীরেন্দ্রনাথ চাটার্জী এম এ বি এল অ্যাডভোকেট Dhanbad Court po:- Dhanbad Dhanbad Bihar ড গ ঞ

৬১৯৭ বিকাশ কুমার ব্যানার্জী বাসনাবাস রাজা রামচাঁদ ঘাট রোড পোঃ পানিহাটী ২৪ পরগণা ১৬ ছাত্র ঙ ড গ জ

৬১৯৯ বাসবজিৎ ব্যানার্জী কোলকাতা ৩১ ২৩ ছাত্র ক গ ঙ ঞ ঠ ট

৬৩১৮ বাদলচন্দ্র চৌধুরী Q No: 47/F Type 3 O. F V Estate po:- O. F. Varangaon Jalgaon maharastra

প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬৩২৫ বাবুলাল শীল গ্রাম, পোঃ প্রীতিনগর নদীয়া ১৮ ছাত্র ঠ

৬৩৩৯ বঙ্কিমচন্দ্র দে c/o রামকৃষ্ণ দে পোঃ জেঃ বাঁকুড়া ১৬ ছাত্র গ আকা

৬৩৪৮ বাসব মজুমদার c/o Inbralaya 129 Sanjay Road Sakchi Jamshedpur-1 Bihar প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬২৬৩ ভজন ভট্টাচার্য্য ৩২ এইচ টি রোড po:- আগরতলা ত্রিপুরা ১৮ ব্যবসা ড ঢ

৬১৮২ মি'হর কুমার ঘোষ c/o Studio monalisa Station fidar Road po:- Siliguri Darjeeling ২৫ ফটোগ্রাফি ট জ ঝ

৬৩০৮ মিহির বরণ চক্রবর্ত্তী Churcha Colliery Surguja M. P. ভাষা শিক্ষা

৬৩২১ মীরা রায় শিবপুর ১৬ ছাত্রী ঠ

৬৩৩৮ মিতা চ্যাটার্জী কোলকাতা-২৩ ১৪ ছাত্রী ঙ ঞ

৬৩৪৬ মেঘনাথ দাস ২/২ নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী লেন পোঃ উত্তরপাড়া হুগলী ১৯ ছাত্র ক খ গ

৬২৮৫ রজত সরকার c/o P. Anantha krishna 1-1-230/9 Viveknagar Hyderabad-20 (A. P. ২৮ চাকুরী জ ঞ ট

নতুন মিতাদের নামের তালিকা

৬৩০৪ রনজিৎ দত্ত গ্রামঃ- কৃষ্ণনগর পোঃ- জাঙ্গিপাড়া হুগলী ১৮ ছাত্র ক ঢ

৬৩০৫ রনজিৎ কুমার বসু c/o শ্রীমা ওয়াচ কোং ১নং মিউনিসিপ্যাল মার্কেট পোঃ নববারাকপুর ২৪ পরগণা ২৫ ছাত্র খ গ ঢ

৬৩১০ রেবা মিস্ত্রী কোলকাতা ৪৯ ১১ শিক্ষকতা জ ঝ ঢ ড

৬২৫৭ শ্রাবনী বাগচী বালী ১৯ ছাত্রী বি এ ১য় বর্ষ জ ড

৬২৯৩ শ্রীপদ ভট্টাচার্য্য মীরাবাজার পোঃ সি.লট সিলেট পূর্ব-পাক ১১ ছাত্র ক গ জ ঝ ড

৬৩০১ শিখা মণ্ডল কোলকাতা-৪৭ ১৪ ছাত্রী ক গ ছ ঞ ঢ

৬৩১৩ শক্তি কুমার সেন ২৭ দক্ষিণ নালাপাড়া পোঃ সদরঘাট চট্টগ্রাম পূর্ব-বাংলা ১৯ ছাত্র ৪র্থ বর্ষ বাণিজ্য খ গ ঢ জ ঠ দিনলিপি লেখা

৬৩৩০ শেখ গোলাম আউলিয়া গ্রামঃ- রেশালাতপুর পোঃ সুইদপুর জেঃ- বর্দ্ধমান ভায়া তারকেশ্বর ৪১ শিক্ষক ক ছ ঞ চ, অভিনয়

৬৩৩১ শোভন সামন্ত Sent Javiours school post Box-19 Hazaribagh Bihar ৩৫ শিক্ষক খ গ ঘ জ ঞ

৬৩৩৭ শক্তি মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গা ১৭ ছাত্রী ক বাণী সংগ্রহ

৬২৬৬ সুভাষ ব্যানার্জী c/o অনিল কুমার ব্যানার্জী অমরাবতী পোঃ সোদপুর ২৪ পরগণা ২৩ চাকুরী গ ঢ জারন্যাল সায়েন্স পড়া

৬২৭১ সাধন চন্দ্র সরকার ২-ই কালাচাঁদ সান্যাল লেন কলিঃ ৪; ২২ চাকুরী গ চ ঞ

৬২৭৬ সৈয়দ ফাউজুল কবির বাসুন্ডী বর্দ্ধমান

প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬২৭৭ সমীর ভট্টাচার্য্য c/o প্রতীম কুমার ঘোষ গ্রামঃ মীরাবাজার পোঃ- পলাশী নদীয়া ছাত্র গ ড ঢ নাটক

৬২৮০ স্বপন কুমার দাস গ্রামঃ বৈকুণ্ঠপুর পোঃ রাজপুর ২৪ পরগণা

প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬২৮৩ সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস গ্রাম, পোঃ সরিহাজন জেঃ মিকিরহিলস আসাম ২১ ব্যবসায়ী ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ

৬১৮৬ সুদর্শন দাস গ্রাঃ পোঃ—রাজনগর থানা কাকদ্বীপ ২৪ পরগণা ১৮ ছাত্র গ ঘ চ ঞ ট জ্যোতিষবিদ্যা

৬২৯৬ সমীর কুমার সাহা ২৯ রামকমল সেন হাট গরিকা ২৪ পরগণা প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি

৬৩০১ সত্যব্রত দাস 36 No. kedar Mookherjec Lane po:-Asansol ২৫ ব্যবসা ক ঞ ঢ

৬৩১১ সুমন্ত ব্যানার্জী S. N. C. O's Mess Jamnagar-3 Gujrat ২৭ চাকুরী গ কেশ সজ্জা সৌন্দর্য চর্চা

৬৩১২ স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায় c/o এম এম আহমেদ গ্রামঃ- সোদপুর পোঃ আকুনী হুগলী ২০ ছাত্র ট জ ঝ ঞ ড ঢ

৬৩১৭ সুজীত কান্তি রায় Officer's Hostel Sector 3 po:-Noonmati Gauhati-20 Assam ১৩ কারিগরী বিদ্যা ঙ জ ঞ ছবি আঁকা

৬৩১৯ সুনীল কৃষ্ণ দত্ত বাঁশবেড়িয়া হুগলী ১৪ ছাত্র ক গ ছ ঞ ট

৬৩২৭ সুপরিচিতা দাস রঘুনাথগঞ্জ ২১ ছাত্রী ঠ মিতালী

৬৩৩২ সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী বি-৬/১৩১ পোঃ- কল্যাণী নদীয়া ২৯ অধ্যাপনা মতামত বিনিময়

৬৩৮২ সত্যেন মজুমদার হ্যামিলটনগঞ্জ জলপাইগুড়ি ৩১ চাকুরী চ ঞ ড ঢ দ

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

লিপিমিতা ১১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (১৩৭৭) মিতাদের যে সকল প্রশ্ন প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির উত্তর পাওয়া গেছে। যেগুলির উত্তর যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে সেগুলি নীচে দেওয়া হল—

১। বি ৩৯০২ সুব্রত সেনগুপ্ত প্রশ্ন করেছেন— বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ পরিসংখ্যানবিদ কারা? পৃথিবীতে তাদের কোন অবদান আছে কি?

উত্তর— প্রশ্নটির উত্তর কোন মিতাই দেননি। আমাদের যতটুকু জানা আছে এবং খোঁজ খবর করে যা পেয়েছি তা হল এই যে, প্রথমেই নাম করতে হয় জার্মানীর ফন্ অটোভ্যানের নাম। ইনি কর্ষণযোগ্য ভূমি ও তার ফলন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের দ্বারা জার্মানে প্রচুর উন্নতিসাধন করেন। এরপর নাম করতে হয় রাশিয়ার চিকভ মেলেনিস্কির নাম। তিনি শিল্পজাত দ্রব্যের বিভিন্ন দিকের পরিসংখ্যান করে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতে শ্রেষ্ঠ পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রশান্ত কুমার মহালানবীশ ও বিজ্ঞানী শ্রদ্ধেও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম করা যেতে পারে।

১। কেউ কেউ বলেন আমরা যাকে হিন্দু ধর্ম বলি তা প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ধর্ম; হিন্দু ধর্ম বলে কিছু নেই— হিন্দু একটা জাতির নাম। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মিতার অভিমত জানতে চাই। প্রশ্নটি করেছেন— বি ৫৪০১ পান্নালাল ঘোষ।

উত্তর: ৫৯৫২ অর্চনা চৌধুরী উত্তরে বলেছেন:- ইতিহাস পড়ুয়ারা সকলেই জানেন 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি "সিন্ধু" শব্দ থেকে। ভারতীয় আর্য সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় সিন্ধু নদের তটভূমিতে। এই তটভূমি ধরেই আর্য সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে ভারতের উত্তরাঞ্চলে। এই সিন্ধু তটবাসীরাই হিন্দু নামে অভিহিত হতে থাকে। সুতরাং হিন্দু ধর্ম নয়, হিন্দু জাতি। এই হিন্দু জাতির মধ্যে বৈদিক ধর্ম প্রসার

লাভ করে। তখন বৈদিক ধর্ম ছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্য কোন ধর্ম এদেশে ছিল না। তাই জাতি ও ধর্ম দুটোই হিন্দুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। অনেকেই বৈদিক ধর্মকে হিন্দু সনাতন ধর্ম বলে থাকেন। বর্তমানে সনাতনটাকে বাদ দিয়ে শুধু হিন্দু ধর্মই বলা হয়। আসলে হিন্দু ধর্ম নয় জাতি।

৩। ৫৯০২ অতুল চন্দ্র সরকার প্রশ্ন করেছেন:- কাশ্মীরের দৃশ্যাবলীর মধ্যে সবচেয়ে মনোলোভা দৃশ্যের নাম কি?

উত্তর:- মাত্র দু'জন মিতার কাছ থেকে উত্তর পাওয়া গেছে। এখানে বি ৩৯০২ সুব্রত সেনগুপ্তের উত্তরটি তুলে দিলাম।

মনোলোভা দৃশ্য বিভিন্ন দর্শকের কাছে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়। এককথায় এটা Subjective factor-এর উপর নির্ভর করে, সৌন্দর্যের নির্দিষ্ট কোন পরিমাপ নেই অর্থাৎ এটা তুলনামূলক ইংরাজীতে বলে— Beauty is a subjective factor— it cannot be measured in absolute terms but in relative terms. সুতরাং এ ক্ষেত্রে particular কোন Scenery Rigidly মনোলোভা বললে ভুল করা হবে। তবে কেহ কেহ বলেন কাশ্মীরের ডাল-লেক এবং তার আশে পাশের দৃশ্য সবচাইতে বেশী মনোলোভা।

বি ৩৯০২ সুব্রত সেনগুপ্ত

৪। বি ৫৫২৭ বিশ্ববন্ধু সরকার প্রশ্ন করেছেন:- এয়ারকণ্ডিশান ও রেফ্রিজারেশন সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য যদি কোন মিতা দিতে পারেন তবে উপকৃত হব।

উত্তর:- ৫৩৮৩ বেগম রেজিনা সুলতানার উত্তরটি তুলে দিলাম।

আবিষ্কার:—

নং ৪। শীত-তাপ ও ঠাণ্ডা গরমকে নিয়ন্ত্রন করার উদ্দেশ্য নিয়েই এয়ারকন্-ডিশান ও রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। ১৯০৬ সালে নিউইয়র্কে wills H. Carrier এবং কানাডার Stewart W. Cramer এয়ারকণ্ডিশানের দুইটি ভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তারপর ১৯১১ সালে wills. H. Carrier কর্তৃক এয়ার-কণ্ডিশানের সূত্র এবং ব্যবহার উপযোগী প্রথম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর Jecob parkin নামে একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার সর্বপ্রথম রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির যন্ত্রাংশ আবিষ্কার করেন। ইহার পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোন ছিদ্রময় পাত্রের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া সেগুলিকে কোন নদী

ঝরনা কিংবা গভীর কূপের জলের উপর অবস্থান করাইয়া রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইত। ১৯১৩ সালে J. M. Larson সর্বপ্রথম মানুষের ব্যবহারোপযোগী রেফ্রিজারেটর আবিষ্কার করেন। তারপর ১৯১০ সালে Kaluiuatar কোং J. coplaut এর যৌথ প্রচেষ্টায় Ka'uiuatar নামে স্বয়ংক্রীয় রেফ্রিজারেটর আবিষ্কৃত হয়। ১৯২৪ সালে micbel Faradoy পরিশোধক পদ্ধতিতে (obsorption system) একপ্রকার রেফ্রিজারেশন আবিষ্কার করেন। ইহার নাম Electrolux.

গ্যাসের Rebrigerant) দুইটি ধর্মকে এই প্রক্রিয়ায় কাজে লাগান হয়। একটি হল Adiabetic Expansion এবং অপরটি Adiabetic Compression. If a gas is allowed to expand in such a manner that no other heat is necessary to be added or taken away by lowering the temperature, the gas is said to have expanded adiabetically" এবং If a gas is compressed in such a manner that no heat is lost to the surrounding. the energy required to force the molecules into close contact with each other, will be converted into heat energy; this remains in tne gas. The total heat is increased and the temperature will rise along with the pressure. The compression of gas is called adiabetic compression".

এয়ারকণ্ডিশান ও রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে গ্যাস হিসাবে যে Refrigerant ব্যবহার করা হয়; সেগুলি হল— Ammonia, Fre On-12 (F-12), Freon-22; Fre on-11. 21, 13, 114, 113 Methyl Chloride, Sulfur Dioxide Carbon Dioxide ইত্যাদি।

প্রক্রিয়া :-

এই পদ্ধতিতে (যন্ত্রে) চারিটি অংশ থাকে।

যথা —

Compresson, Condenser, Expen sion Device বা Liquid Control এবং Evaporator বা Cooling Coil ইহা ছাড়া

এয়ারকণ্ডিশান যন্ত্রে একটি Fan motor থাকে। ইহা condenser কে ঠাণ্ডা করে।

মেসিন চালাইবার সংগে সংগে compressor Evaporator হইতে ;heat ladden vapour; suotion pipe দিয়ে টেনে নিয়ে পিষ্টনের সাহায্যে সংকুচিত করে। ইহাতে গ্যাসের চাপ ও তাপ উভয়ই বাড়িয়া যায়। (Adiabetic compression) তারপর ইহা disolarge pipe দিয়ে conderser এ গিয়ে তরল হয়। কারণ conderser pipe এবং volume বড়। ইহাতে গ্যাসের তাপ দূর হয় কিন্তু চাপ ঠিক থাকে। ফলে গ্যাসের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। তারপর এই তরল Refrigerout Expension Device বা Liquid control এর মধ্য দিয়ে গিয়ে Evaporator বা cooling coil এ পড়ে। এবং পড়বার সংগে সংগে বিকশিত হয় adiabetic expansion কারণ Liquid control এর মধ্যে দিয়ে আসবার সময় তরল Refriger-out এর pressure চাপ বেশী ও তাপ ঠিক থাকে এবং Fvaporator এ ছড়িয়ে পড়বার সংগে সংগেই তাপ ও চাপ কমে যায়। ফলে ইহার boiling point কমে যায় এবং চারিপাশের তাপ শোষণ কোরে বিকশিত হোয়ে আবার গ্যাসে (vapour) পরিণত হয়। এই ভাবে তাপ শোষন করে কৃত্রিম উপায়ে শীতলতার সৃষ্টি করে।

উপরে যে পদ্ধতির কথা বলা হইল তাহাকে "compression system" (meob-anical Refrigeration) বলে। ইহা ছাড়া আরও একটি পদ্ধতি আছে। ইহার নাম "Absorption system (chemical Refrigeration)।

প্রতি ২৪ ঘণ্টায় কোন মেশিন যদি ২৮৮,০০০ s. th. u. British Thermal unit) তাপ শোষণ করে, তবে সেই মেশিনকে "১টন্" মেসিন বলা হয়। চারিটি নীতির উপর রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি প্রচলিত। সেগুলি হল :—

১। **Fluid** obsorbs heat when basic thermal change occurs from liquid state to gassious state and guies up heat in changing from gassious state to liquid state.

২। The temperature at which a change of state occurs is

constant during the change but the temperature will vary directly with the pressure

৩। Heat will flow only from a body at a certain temperature to a body at lower temperature

৪। Materials for cooling and condensing unit should be of high heat conductivity.

— বেগম রেজিনা সুলতানা (৫৫৮৩)

নতুন প্রশ্ন

প্রতিটি প্রশ্ন বা প্রতিটি উত্তর পৃথক পৃথক কাগজের এক পিঠে ১৫ই শ্রাবন ১৩৭৮ এর মধ্যে পাঠাতে হবে।

১। সুস্থ জীবন যাপনে নারীর প্রয়োজনীয়তা কি ?

বি ১১৯০ সরোজ কুমার চক্রবর্ত্তী

২। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বই কোনটি ?

৫৩৪৪ হবিবর রহমান

৩। ভারতবর্ষে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থাগার কোনটি এব তা কোথায় অবস্থিত।

৫০৮৪ নারায়ণ সরকার

৪। অ্যাল কোহলের আবিস্কর্তা কে এবং তাহার পরিচয় কি !

৫৭৭০ সুমন কুমার বসাক

৫। সর্বপ্রথম বিশ্বে সাঁতারে রেকর্ড সৃষ্টি করেন কে এবং কত সালে ও কোথায় ?

৪৬০৬ বিধান চন্দ্র রাউত

গ্রাম্য ছড়া ও প্রবচন

বিজয়ারাণী পাঁজা
(মেদিনীপুর)

গ্রাম্য ছড়া প্রবাদ বাক্য বা প্রবচন যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের মুখে মুখে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় রচিত হইয়া আসিয়াছে। ইহার বাগ্‌ধারা ও প্রকাশভঙ্গী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বহু প্রবচন বা গ্রাম্য ছড়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মানুষের মুখে মুখে ছড়াইয়া আছে। ঐগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করা দুরূহ কাজ। বহু পূর্ব হইতে এই সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এখনও পূর্ণতা লাভ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের বহু সভ্য সভ্যা ছড়াইয়া আছেন; প্রত্যেকে যদি আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেন তবে প্রবচন বা প্রবাদ বাক্যের সংগ্রহশালা অচিরেই ভরিয়া উঠিবে। আমি যে কয়টি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা নিম্নে বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করিলাম।

অগ্নি, রোগ আর ঋণের শেষ, না করিলেই দুঃখ অশেষ। অতি বড় ঘরণি, না পায় ঘর— অতি বড় সুন্দরি না পায় বর। অতি দেমাক ভাল নয়, হারবি শেষে সেধে, অতি সোহাগ ভাল নয় মরবি শেষে কেঁদে। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। অতি ভোজন রোগের মূল, খালি উপোস সেটাও ভুল। অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট ব্রণ খরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে। অইজাস্তি বাইজাস্তি হাগে না পাই পানি— যাওয়ান বিবি ধরতে নারি চোখে পড়ছে ছানি। আমি কি আর করি, করায় আমার স্বভাবে। আয়েস লুকাবি বয়েস লুকাবি; ভাঙ্গা গাল কোথায় থুবি। আঁক কেটে পাঁক কেটে বসালুম চারা, ফুল নেই ফল নেই পাতায় ভরা। উদ্‌ ক্ষেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙ্গা। একই আকাশ ঘটে ঘটে, একই গঙ্গা ঘাটে ঘাটে। এ সংসারে যার যত কম বন্ধু, তার তত কম শত্রু। কত শত হাতী ঘোড়া গেল রসাতল, ল্যাজ নেড়ে ভেড়া বলে দেখ মোর বল। কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই—গিন্নির পাতে টক আমনি, বউ-এর পাতে দই। কানা কুজো খোঁড়া এ তিন

অসতের গোড়া। কানা খোঁড়ার হাজার দেশে, কুঁজের নেই অন্ত। কু চিন্তা যার নিশি দিন, দিন দিন তার দেহ ক্ষীণ। গরু, জরু, ধান, না দেখলেই যান। গার গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় চাঁপার ফুল। গুণ যার আছে পেটে সে কি কভু চ'টে উঠে। ঘরামির ঘর ফুটো। ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত। চরিত্র বল প্রধান বল তারপরেই বাহু বল। চাষা জানে কি মদের স্বাদ? জন, জামাই, ভাগনা তিন নয় আপনা। তাস, পাশা, বড়শির নেশা এ তিন সর্বনাশা। তিন চাষে ধান, বিনা চাষে পান - ষোল চাষে তূলা, তার অর্ধেক মূলা। দেড় হাত ধানে এক মণ চাল, বাকি আধ মণ ভূষি মাল। দুগ্ধ শ্রম আর স্বচ্ছ বারি তিনটা বড় উপকারী। নদীর ধারে ঘর যার; ভাবনা বার মাস তার। নদীর ধারে চাষ, বালুর উপর বাস, স্থ অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস। ননদিনী রায় বাঘিনী পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়, ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়। নিম নিশিন্দে যেথা, রোগ না যায় সেথা। ন্যাকা, বোকা, ঢলঢলে কাছা, তিনে প্রত্যয় কারো না বাছা। পেট ভরে না ভাতে সোনার আংটি হাতে। পেট হয়েছে ভারি, কোন শালার ধারি। পোড়ার মুখী উট্‌কপালী, সোহাগ নিয়ে ভরগে ছালি। বউ উঠতে ঠাঁই পায় না, উঠান জোড়া দাসী — বউটি ভাল বটে, ঠোকনা খেয়ে বাটনা বাটে। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া; কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া। বেটা বিয়ালাম বউকে দিলাম; বিন বিয়ালাম জামাইকে দিলাম। আপনি হলাম বাঁদি, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদি। বোকারে বুঝাব কত নিত্য করে মান, ঢেঁকিকে বলব কত নিত্য ভানে ধান। ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই। ভাত বিহনে যেমন তেমন পান বিহনে মরি। মা জানে বাপ, মন জানে পাপ। যার গোলা ভরা ধান, তার কোথায় আছে টান। রিপুর বেগ যে সহ্য করে, কোন ব্যাটা তার আয়ু হরে। লাথি ঝাঁটা পায়ের তল, ভাত পাথরটা বুকের বল। শিশু নারী যত্নে রেখো; তবেই সুখী হবে দেখো। সোয়ের বোয়ের বকুল ফুলের বোনপো বোয়েব বনঝি জামাই।

রান্নাঘর

—দ্রৌপদী

এঁচোড়ের কোর্মা

উপকরণ:— এতে লাগবে কচি এঁচোড়। তেল, দই, মিষ্টি ঘি আদা নুন সামান্য হলুদ সামান্য পরিমাণে লঙ্কা বাটা তেজপাতা জিরে গরম মশলা। এ ছাড়া আর লাগবে কিছু কড়াইশুটি ও টমেটো।

প্রস্তুত প্রণালী: –

প্রথমে এঁচোড় একটু বড় বড় করে কেটে সিদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর খানিকটা তেল বা ঘি দিয়ে ঐ সিদ্ধ এঁচোড়গুলি আধাভাজা করে নিয়ে তাতেই আন্দাজমতন দই মিষ্টি আদাবাটা নুন ও সামান্য লংকা ও হলুদ বাটা ও টমেটোর টুকরাগুলি এবং ছাড়ান কড়াইগুলি দিয়ে ভালভাবে মাখিয়ে রাখুন।

এবারে প্রেষ্টিজ কুকারে (কুকারে কিংবা কোন মুখ ঢাকা পাত্রে) সামান্য তেল গরম করে তাতে তেজপাতা জিরে ও গরম মশলা দিয়ে একটু পরেই ঐ মাখান এচোড় ঢেলে কিছুক্ষণ কসে নিয়ে অল্প জল দিয়ে ঢাকা বন্ধ করে দিন।

কিছুক্ষণ পরে ভালভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়ে জল মরে বেশ মাখা মাখা মতন হলে নামিয়ে নিন।

দইবড়া

উপকরণ:—

এতে লাগবে ছোলা কিংবা মটর ডালের ব্যাসন, তেল, টক দই, নুন বিটনুন কালজিরে, হিং, লঙ্কা গুড়ো, ইচ্ছে হলে সামান্য মিষ্টি।

প্রস্তুত প্রণালী:—

প্রথমে দইটি ভালভাবে ফেটিয়ে তাতে হিং; নুন, বিটনুন, মিশিয়ে গোলাটি তৈরী করে রাখুন।

এবার ঐ ব্যাসনের সঙ্গে আন্দাজমতন জল, নুন, কালজিরে ও লংকাগুড়া মিশিয়ে খুব ভাল ভাবে ফেটিয়ে নিয়ে, তেলে ফেলে বড়ার মতন আকারে ভেজে

তারপর সেগুলিকে একটি জলের পাত্রের মধ্যে ফেলে দিন (যতক্ষন না পরের বারের বড়াগুলি ভেজে তেল থেকে তোলার সময় হচ্ছে] কিচ্ছুক্ষণ।

তারপর ভিজে বড়াগুলির ভিতর জল ঢুকে গেলে সেগুলিকে চেপেঁচেপে জল সব বারকরে নিয়ে ঐ দৈয়ের পাত্রের মধ্যে ফেলে দিন।

এইভাবে সব বড়াগুলি ভেজে দৈয়ের গোলায় ডোবান হয়ে গেলে উপর থেকে বাকী মশলার গুড়োগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পরিবেশন করুন।

ব্রেড পুডিং

উপকরণ :—

পাউরুটি, ডিম ৪টি, দুধ ১ কিলো ও চিনি ১৩০ গ্রাম লাগবে।

প্রস্তুত প্রণালী :—

প্রথমে যে পাত্রে বা কানা উচু থালায় পুডিং জমাবেন তাতে পাউরুটি স্লাইজ করে কেটে) সাজিয়ে ফেলুন।

এবার ডিম চারটি খুব ভালভাবে ফেটিয়ে চিনি দিয়ে দুধের সংগে মিশিয়ে ঐ সাজান রুটির ওপর ঢেলে দিয়ে ওপরে একটি চাপা দিয়ে হিট চেম্বারে বা গরম জলের ওপর ভাপে বসিয়ে দিন। তারপর ১৫—১০ মিনিট পর দেখবেন জমে গেছে।

ফুলকপির ফ্রাই

উপকরণ :—

ফুলকপি, তেল, ডিম, আদা, লংকা পিঁয়াজ রসুন বাটা, নুন এবং বেকন পাউডার (কিংবা কিছুটা ময়দা) এতে লাগবে।

প্রস্তুত প্রণালী :—

প্রথমে কপিগুলি বোটা সুদ্ধ ছোট ছোট করে কেটে ধুয়ে রাখুন।

এবার একটি পাত্রে আন্দাজমতন জলে আদা লংকা পিঁয়াজ ও রসুনবাটা এবং নুন মিশিয়ে কপিগুলি সেদ্ধ করে জলটা ওতেই মেরে নেবেন।

এবার ডিমের সাদা ও হোলদে অংশ আলাদা আলাদা করে ফেটিয়ে তাতে সামান্য বেকন পাউডার (কিংবা সামান্য ময়দা) মিশিয়ে তাতে ঐ সেদ্ধ কপিগুলি একটি একটি করে চুবিয়ে নিয়ে তেলে কিংবা ঘিয়ে ভেজে তুলুন গরম গরম থাকতেই পরিবেশন করুন।

লাউসরষে

উপকরণ :

লাউ জিরে তেজপাতা নুন আস্তলঙ্কা ও সামান্য ময়দা লাগবে। তাছাড়াও এতে সাধারণ তরকারিতে যা লাগে তার থেকেও একটু বেশি মিষ্টি, সরষেবাটা ও তেল লাগবে।

প্রস্তুত প্রণালী :—

প্রথমে লাউটির (কচি হলেই ভাল হয়) খোসা ও বিচিগুলি বাদ দিয়ে ডানলার মতন ডুমো, ডুমো করে কেটে রাখুন।

এবার একটি ডেক্‌চিতে (বা এ্যানামিলি-য়ামের কড়াতে) খানিকটা তেল দিয়ে তাতে জিরে তেজপাতা ২।১টি লঙ্কা ছিঁড়ে দিন। তার একটু পরে ঐ তেলের উপর কাটা লাউ-এর টুকরোগুলো দিয়ে দিন এবং (অর্দ্ধেকটা) সরষে বাটা আন্দাজমতন নুন দিয়ে ঢাকা বন্ধ করে দিন।

[এতে জল দিতে হবে না। তবে গরমের লাউ হলে যদি দেখেন জল মরে গিয়েও সেদ্ধ হয়নি তাহলে সামান্য জল দিয়ে আরো একটু রেখে সেদ্ধ করে নেবেন।]

এবার একটা কাপেতে বাকী সরষে বাটার সংগে আন্দাজমতন ২।১ চামচ ময়দা ও খানিকটা কাঁচা তেল মিশিয়ে তার সংগে অর্ধেক কাপমতন জল দিয়ে গুলে ঢাকা দিয়ে রাখুন।

লাউ বেশ সেদ্ধ হয়ে এবং জল সব মরে গেলে নামাবার আগে ঐ গোলা মশলাটা ঐতেই ঢেলে দিয়ে ২।১ মিনিট নেড়ে নিয়েই নামিয়ে ফেলুন। ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করুন।

—:—
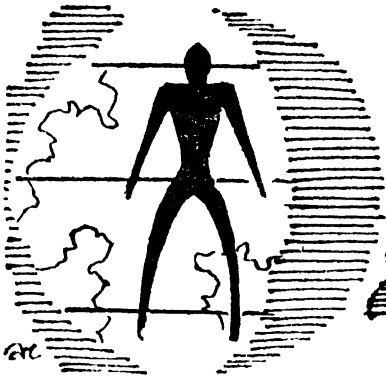
নববর্ষের শুভেচ্ছা

বঙ্গাব্দ ১৩৭৭ এর শেষ রেশ শূন্যে মিলিয়ে গেল চৈত্র সংক্রান্তির অন্তিম শ্বাসের সঙ্গে। বিগত সাল আজ থেকে হয়ে গেল যাদুঘরের সামগ্রী, ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এখন প্রশ্ন হোল, সে আমাদের কি দিয়ে গেল আর কি নিয়ে গেল। বিদায়ী বৎসর দিয়ে গেল বিবেকহীন মন, হীনবল চরিত্র, দলসর্বস্ব আচরণ, দেশ ও দশের প্রতি উপেক্ষা, রক্তাক্ত জিঘাংসা; আত্মঘাতী সংগ্রাম, দুর্লঙ্ঘ্য ভয় ও ভীরুতা, দুরতিক্রম্য লোভ ও দুর্জয় কর্তৃত্বের মোহ। নিয়ে গেছে সে শক্তি, সাহস, ঔদার্য, বিচারবুদ্ধি ও মানবতা বোধ। প্রতিটি অতীতের বিচার হয় মহাকালের আদালতে ভবিষ্যতের এজলাসে; বর্তমান এখানে হাইফেন-মাত্র।

বঙ্গাব্দ ১৩৭৭ এর বিচার হবে একদিন মহাকালের আদালতে। ও কি খালাস পাবে কোনদিন অপরাধীদের বন্দীশালা থেকে? ওর বিষাক্ত নিশ্বাস থেকে কোনদিন আমাদের ঐহিক আবহাওয়া কলুষমুক্ত হতে পারবে? আমরা বিশ্বাস করি জন্মান্তরবাদ, আর এও জানি ধ্বংসের বুকেই লুকিয়ে থাকে সৃষ্টি বীজ। কয়লার ভিতর থেকেই হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দীর্ঘ ২৪ বৎসর প বিপথগামী কংগ্রেসের মধ্য থেকে জন্মলা করেছে প্রগতিশীল নবকংগ্রেস। ভারতী ঐতিহ্যের লুপ্ত ধারাকে পুনরুদ্ধার করতে স আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মৈত্রী ও সমন্বয়ের সাহাযে বৈপরিত্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা এই মহা মানবের দেশ ভারত তীর্থের ঐতিহ্য।

পাকিস্তানের দীর্ঘ সমুদ্র মন্থনের প পেয়েছি আমরা পরম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবু রহমনকে। হৃতসর্বস্ব হতগৌরব বাংলাদেশকে আবার সোনার আসনে বসাবার জন্য পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী ভাইবোনেরা বদ্ধপরিকর

ভাগিরথীর এপারে এসেছে ইন্দিরার যুগ আর ওপারে এসেছে মুজিবুরের যুগ। দুই যুগের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়েছে বিদায়ী ১৩৭৭। এই একটিমাত্র কারণে ১৩৭৭-এর দগ্ধ ললাটে পড়িয়ে দিলেম জয়ের তিলক।

ভারতের লোকপ্রিয়

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

১৩৭৭ কে অন্তিম বিদায় জানাবার পূর্বে মহাকালের এই খণ্ডিতাংশে যে সকল প্রদীপ্ত মণীষী দীর্ঘকাল ধরে মধুসিঞ্চনের পর বাংলার পঞ্চভূতে নিজের অস্তিত্বকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়ে স্মৃতির সুধালোকে মহাপ্রস্থান করলেন, তাঁদের নামোল্লেখ না করলে নিজেকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে হবে। জ্ঞানতাপস শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্পের যাদুকর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর লিপিকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাব্য-মালঞ্চের মধুকর কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং সদালাপী নরেন্দ্র দেব এদের প্রত্যেককে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। এইসঙ্গে আরও একজনের নাম উল্লেখ করতে চাই। সেই নামের অধিকারী হলেন সর্বজন বরেণ্য নেতা হেমন্ত কুমার বসু। ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি রাজনৈতিক দলাদলির জঘন্য আক্রোশের মর্মান্তিক শিকার হলেন। বিগতপ্রাণ শ্রদ্ধেয় নেতাকে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ প্রণতি।

হে সদ্যজাত বঙ্গাব্দ ১৩৭৭, হে কালের মহাযাত্রী, হে নবজাত অতীত, হে ভাবীকালের নির্ভুল দিশারী, তোমার প্রশান্ত দৃষ্টিপাতে অনাগত ভবিষ্যতের সমগ্র দৃশ্যপট হোক মনোমুগ্ধকর ও শুভফলপ্রসূ! হে যুগঋত্বিক লহ প্রণাম।

একের শেষ অপরের শুরু। সিংহাসন কখনও শূন্য থাকে না। রঙ্গনাট্যশালায় নতুন নাটক অভিনীত হতে চলেছে।

বৈশাখের রুদ্রবীণায় বেজে উঠল ভৈরবী আবাহন জানাল নবাগত ১৩৭৮কে। হে নতুন যুগের নবজাতক হে অতীতের উত্তর সাধক, হে অনাগত ভবিষ্যতের সূত্রধর! জানিনা তোমার ডালিতে কি সম্ভার নিয়ে এসেছ আমাদের উপহার দিতে শুভ-অশুভ, অমৃত, গরল, আশির্বাদ-অভিশাপ, যাই থাকুক না কেন, কালের অমোঘ স্পর্শে তা নিশ্চয় কল্যাণকর হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস রাখি। তুমি আমাদের নবীন আগন্তুক, তোমাকে আমরা কুণ্ঠাহীন অভিনন্দন জানাই। এস বন্ধু, এস মিত্র, এসো প্রিয় সহচর! তোমার চলার পথ হোক সুগম - তোমার লক্ষ্য হোক অভ্রান্ত! জয় হোক তোমার, জয় হোক তোমার যুগের।

নববর্ষের আহ্বান উপলক্ষ্যে সমস্ত মিত্তা ভাইবোনকে জানাই আমার আন্তরিক শুভ-কামনা।

—:—

আমাদের গরীবেরা ঘর দুয়ারে দিন রাত যে মুখ বুজে কর্ত্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। দশ-হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কাজে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিস্বার্থতা, কর্ত্তব্য পরায়ণতা দেখান তিনি ধন্য — সে তোমরা ভারতের চির পদ দলিত শ্রমজীবি! তোমাদের প্রণাম করি।

—বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক—বি ৪৫৫৮ প্রদীপচন্দ্র রায়।

সোনার বাংলা

—ঃ ক্রোড়পত্র ঃ—

স্বাধীন বাংলার জনপ্রিয়
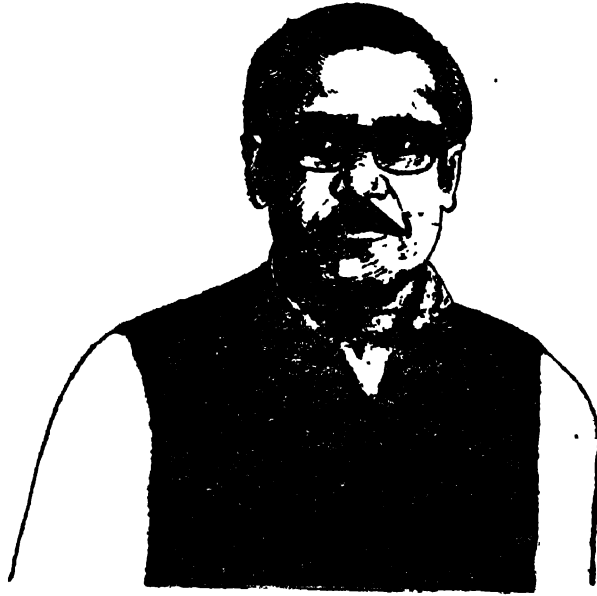
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমন।

"ঐ অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে,
সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

—রবীন্দ্রনাথ

'ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' এ যেন এক অভিনব আবিষ্কার। সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণে এতকাল আত্মগোপন করেছিল; হঠাৎ সে আবিস্কৃত হ'লো পূর্ব বাংলার লক্ষ কোটি কণ্ঠে। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের বাংলা কি জানি এক নিদারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল দীর্ঘকাল। সহসা জাগরণের মন্ত্রপাঠ শোনা গেল পূব গগনের নতুন ভোরের আলোয়। রক্তিমা আভায় সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত উদ্বেলিত। পূব বাংলার

এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জল, মাটি সব লাল। পদ্মা মেঘনা, ভৈরব, ধলেশ্বরী; সব লালে লাল। গ্রাম কুটিরের মাথায় মাথায় উড়ছে হিংস্র আগুনের রক্ত-রঙিন ধ্বজা, তাদের আনন্দোচ্ছাসের বিষাক্ত নীল শিখাগুলো ললুপতায় লক্ লক্ করছে শূন্যে। মনের কান দিয়ে শুনতে পাচ্ছি বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে একটি গানের দুটি কলি, – "গালি গোলি শৃঙ্খল জেল, জালিমকে হ্যায় অন্তিম খেল্"।

সোনার বাংলা আজ কসাই খানায় পরিণত হয়েছে, রাজধানী ঢাকায় গোরস্থানের শান্তি বিরাজ করছে। পাকিস্তান পরিণত হয়েছে পাপিস্থানে, আজ ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের কে? কোন অধিকারে সে আজ মসনদে বসে শয়তানের কারখানায় ইন্ধন যোগাচ্ছে? পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশদ্রোহী বলে ঘোষিত হল— চমৎকার বিচার !

৫৫ হাজার বর্গমাইল স্থান জুড়ে স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব। এই স্বাধীন বাংলায় নারকীয় নরমেদ যজ্ঞ শুরু হয় গত ২৫শে মার্চ গভীর রাত্রি থেকে। নিদ্রিত ছাত্র ও অধ্যাপককে শেষ করে দেওয়া হোল নিমেষে। বুদ্ধিজীবি-রাই তো যত নষ্টের গোড়া। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। ইংরাজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িকতার আফিং খাইয়ে ডিভাইড এণ্ড রুলের ইনজেকসান চালান যাবে মুসলিমের দেহে। ওরা জানতেই পারবে না ডিভাইড এণ্ড রুলের হদিস। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বৃষবৃক্ষের প্রথম বীজ বপন করেছিলেন একজন ইংরেজ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল আলীগড়ে। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, হিন্দুরা মুসলিম-দেরকে সমগ্রভাবে হিন্দুস্থান থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। অতএব তোমরা হিন্দুদের থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের অধিকার দাবি কর।' যথাসময়ে ঘোষিত হল এবং গান্ধিজী কর্তৃক স্বীকৃত হলো কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড। এবার থেকেই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম মধ্য-বিত্ত বুদ্ধিজীবি জন্মলাভ করে। কাল ও অবস্থার গুণে মন্দও একদিন ভাল হয়। শাপে বর হোল। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কারখানাটা একদিন কি এক যাদুস্পর্শে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলন মন্দিরে পরিণত হোল। সেই মহান দিনটি হোল ২১শে ফেব্রুয়ারী। এই ঘটনার পর থেকে প্রমাণিত হোল, রাষ্ট্রীয় জীবনের ঐক্য সাধনে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অপেক্ষা ভাষা ভাব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যই বেশী কার্যকরী। নীতিশূন্য নিষ্ঠাহীণ আচার সর্বস্ব ধর্ম্ম কোন জাতিকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। তাই আজ পাকিস্তানের সমাধির উপর রচিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলা।

১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গার কোন এক স্থানে আওয়ামী লীগের ৬ জন নেতা মিলে স্বাধীন বাংলার প্রথম জাতীয় সরকার গঠণ করলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে রূপ দেওয়া হল ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার এক আম্র কুঞ্জে, মুজিব নগর পূবে´ (পূর্ব নাম ছিল বৈদ্যনাথতলা)। স্বাধীন বাংলার প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ এবং প্রধান সেনাপতি হলেন কর্নেল ওসমান। আরো তিনজনকে মন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা হল। স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা হল; সবুজ পটভূমির মধ্যে রক্তিম সূর্য এবং সেই সূর্যের মধ্যে সোনার বাংলার সোনালী নকসা; জাতীয় সঙ্গীত হল রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।''

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন দু চার বৎসরের দু একটি কারণের জন্য কোন বিপ্লব ঘটেনা। এই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত বিপ্লব ঘটেছে তার মূলে ছিল অসংখ্য মানুষের দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। পূর্ব বাংলায় তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কেবল ভাষা ও সংস্কৃতিই পূর্ব বাংলায় আজকের বিপ্লবের মুখ্য কারণ নয়। বৃটিশরা এদেশ থেকে বিদায় নেবার পর অনেকেই ভেবে ছিলেন উপনিবেশের পাট বুঝি উঠে গেল। কিন্তু পাকিস্তান সে ভুল ভেঙ্গে দিল। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার উপর ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ পুরোদমে চালাতে শুরু করল। এখানে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোক পাত করার চেষ্টা করছি।

পূর্ব বাংলাকে দাবিয়ে রাখবার জন্য পশ্চিমিদের মোক্ষম হাতিয়ার হল ব্যুরোক্রাসী এবং আর্মি লাইসেন্স ও পারমিটের সিংহভাগ পড়ল পশ্চিমিদের হাতে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আদমজী, ইস্পাহানী, হারুণ, দাউদরা পূর্ব বাংলায় কলকারখানা গড়ে তুলল এবং তার মুনাফা লুট নিয়ে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ঐশ্বর্য বাড়িয়ে তুলতে লাগল। হিসেবে দেখা যায় যে এরা পাকিস্তানের শিল্প সম্পদের শতকরা ৬৬ ভাগ দখলে রেখেছে। ইনস্যুরেন্সের শতকরা ৭০ ভাগ এবং ব্যাঙ্কিং ইন্টারেষ্টের শতকরা ৮০ ভাগও এদের।

সরকারী কর্মচারীদের শতকরা ভাগ—

বিভাগ	পঃ পাকিস্তান	পূর্ব বাংলা
প্রতিরক্ষা	৯১·৯	৮·১
স্বরাষ্ট্র	৭৭·৫	২২·৫
কৃষি	৭৯·০	২১·০
শিল্প	৭৫·৩	২৫·৭

শিক্ষা	৭১·৭	২৭·৩
স্বাস্থ্য	৮১·০	১৯·০

চাকরীর ক্ষেত্রে এই বৈষম্য শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গরীব ছোট চাষীদেরই সংখ্যাধিক্য। আর ছোট চাষীর জমির পরিমাণ এতই অকিঞ্চিৎকর যে অন্যের জমিতে কৃষি মজুর হিসেবে খাটতে হয়। অথচ যে জমিটুকুর মালিকানা তার হাতে থাকে তারজন্য তাকে রাজস্ব দিতে হয়। সেই রাজস্বের পরিমাণ জমির আয়তনের তুলনায় খুবই বেশী। তাছাড়া তাকে উৎপাদনে করও দিতে হয়। একটি ছোট মাটির চালা তৈরী করলেও তার ট্যাক্স দিতে হয়। অন্যদিকে শিল্পায়নও পূর্ববঙ্গে তেমন কিছু হয়নি। পাকিস্তানের পরিকল্পনা-গুলিতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হত। যেমন গত কুড়ি বৎসরে পূর্ব বঙ্গের উন্নয়ণের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ৩০০০ কোটি টাকা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তা-নের উন্নয়ণের জন ব্যয় করা হয়েছে ৬০০০ কোটি টাকা। বিদেশী সাহায্য পাকিস্তান সরকার যা পেয়েছে তার শতকরা ৮৬ ভাগই খরচ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ব্যক্তিগত আয়ের মধ্যেও আকাশ পাতাল তফাৎ। পূর্ব-বাংলায় যেখানে দৈনিক ব্যক্তিগত আয় দুই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে সেখানে ছয় টাকা, আবার পাঞ্জাবীদের আয় তার চেয়ে বেশী অর্থাৎ প্রতি জোনে দৈনিক আট টাকা।

নারকীয় নরমেধ যজ্ঞের হোতা হিসাবে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন সেই চেঙ্গিস, তৈমুর, নাদির, ডায়ার ও হিটলারের সারিতে আর একটি সংখ্যা বাড়ল, তিনি হলেন সনামধন্য ইয়াহিয়া অর্থাৎ যাঁর হিয়া ই য়া বড়। ইয়াহিয়ার নিধন যজ্ঞে একটা চমৎকার শৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। প্রথমেই তিনি নিধন যজ্ঞে আহুতি দিলেন বুদ্ধি-জীবিদেরকে, শিক্ষক-শিক্ষিকা; অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী প্রভৃতি, সেই সাথে ধ্বংস করা হোল স্কুল, কলেজ, পাঠাগার বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর আহুতি দেওয়া হোল ছোট বড় ব্যবসাদারকে, দোকান গুদাম বাজার জালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হোল। তারপর দৃষ্টি দেওয়া হোল কুলি মজুর, গ্রামবাসী আর চাষীদেরকে সারি দিয়ে দাড় করিয়ে মেশিন গানের গুলিতে যজ্ঞের শেষ আহুতি দেওয়া হতে লাগল। গ্রামের পর গ্রাম আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মে পরিণত হোল। এতদিন ধরে যারা সোনার ইঁট দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কুবের প্রাসাদ গড়ে তুললো তাদেরকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হোল গোলাগুলি আর নাপাম বোমার আঘাতে। এরপর শুরু হোল লুণ্ঠন আর

পাচার। গরীব গৃহস্থের বাড়ী থেকে শুরু করে ধনীর প্রাসাদ, ব্যাঙ্ক, কোষাগার প্রভৃতিতে যত সোনাদানা টাকাকড়ি কারেনসীর নোট ছিল সব জাহাজ বোঝাই করে চালান দেওয়া হোল পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে।

কিন্তু ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। চেঙ্গিস থেকে হিটলার কেউ নিস্তার পাইনি। ইয়াহিয়াও পাবে না। জাহান্নামের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজবে। ডলারের দর কমে চার টাকা পঞ্চাশ পয়সায় এসেছে। ওদিকে ডলার ক্রয়মূল্য ১১ টাকা। পূর্ব বাংলার পাকিস্তানী ১০ টাকার মূল্য ২ টাকায় এসে নেমেছে। ১৯৬৮ সালের হিসাবে দেখা যায় যেখানে সঞ্চিত ছিল ৩২ কোটি ডলার, আজকের এই এপ্রিল মাসে নেমে এসেছে ৮ কোটিতে। মুজিব বলেছিলেন আমাদের ঢাল নেই তরোয়াল নেই,— নাই থাক, আমরা ওদের হাতে না মেরে ভাতে মারবো, পানিতে মারবো। তাই আজ সত্য হতে চলেছে। প্রকৃতি দেবী বাংলার প্রতি যে সুপ্রসন্না তার আভাস পেয়েছি বৈশাখের গোড়াতে বর্ষা নামায়। নদীমাতৃক বাংলা বর্ষার জলধারায় পুষ্ট হয়ে উঠলে হয়তো সুফল প্রাপ্তিযোগ দ্রুততর হতে পারে। বাংলার এপার ওপার সব একাকার। এপার থেকে যাচ্ছে সাংবাদিক ও সেবাব্রতীর দল আর ওপার থেকে আসছে অগণিত শিশু, নারী পংগু, রুগ্ন ও বৃদ্ধ। র‍্যাডক্লিপের অচলায়তন আজ ভেঙ্গে চুরমার।

চীনের ড্রাগন, ইয়াহিয়াকে ভরসা দিতে গিয়ে ভারতের দিকে আগুনের জীবটা লেলিয়ে দিয়েছে। রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া কিছুটা দরদ দেখিয়েছেন বটে কিন্তু বৃটিশ ও মার্কিন মুলুক নির্বিকার। শুধু সেখানকার সংবাদপত্রগুলোই নিষ্ফল ঘেউ ঘেউ করে মরছে। বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জ অর্থাৎ উনো, ঝুনো আর ঝানুদের নিয়ে এখনও পাঁয়তাড়া কষছে।

পৃথিবীর সমস্ত জাত বিরুদ্ধে গেলেও স্বাধীন বাংলা জয়যুক্ত হবেই—এ ইতিহাসের অমোঘ বিধান। গুরুদেবের অমর লেখনী থেকে একদিন সেই অভ্রান্ত সত্য আত্মপ্রকাশ করেছিল—

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।''

—-::-—

প্রথম বার্ষিক ধাঁধা

প্রতিযোগিতার ফল

১৩৭৭ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই পাঁচটি সংখ্যায় মোট ২৬টি ধাঁধা প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে ১৪ নম্বর ধাঁধাটি প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ ঐ ধাঁধাটি লিপিমিতা ১০/৫ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছিল। সুতরাং প্রতিযোগিতার ফল ২৫টি ধাঁধার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল।

প্রতিযোগিতার ঘোষণায় ছিল যে ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত লিপিমিতায় যতগুলি ধাঁধা প্রকাশ করা হবে সবগুলির উত্তর যিনি ঠিক ঠিক দিতে পারবেন তাঁকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে; একটি যাঁর ভুল হবে তাঁকে দেওয়া হবে ২৫ টাকা; দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে ১০ টাকা। মোট এই চারটি পুরস্কার ছিল। এও জানানো হয়েছিল যে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ যে কোন পুরস্কারের জন্য একাধিক মিতা যদি প্রার্থী হন তবে লটারীর মাধ্যমে একজনকে বাছাই করে পুরস্কারের সম্পূর্ণ টাকা তাঁকেই দেওয়া হবে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ২৫টি ধাঁধার উত্তর সঠিক দিয়ে কেউ প্রথম পুরস্কার লাভে সমর্থ হননি। ২৪টি ধাঁধার উত্তর সঠিক দিয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন বি ৫৯৫২ এ, চৌধুরী। তৃতীয় পুরস্কারও কেউ পাননি। ২২টি ধাঁধার উত্তর সঠিক দিয়ে চতুর্থ পুরস্কার পেয়েছেন বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ।

মন ও মুখ এক করে নিজের কর্তব্য সাধন করে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে, সত্যের জয় হবেই হবে।

—বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক— বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা
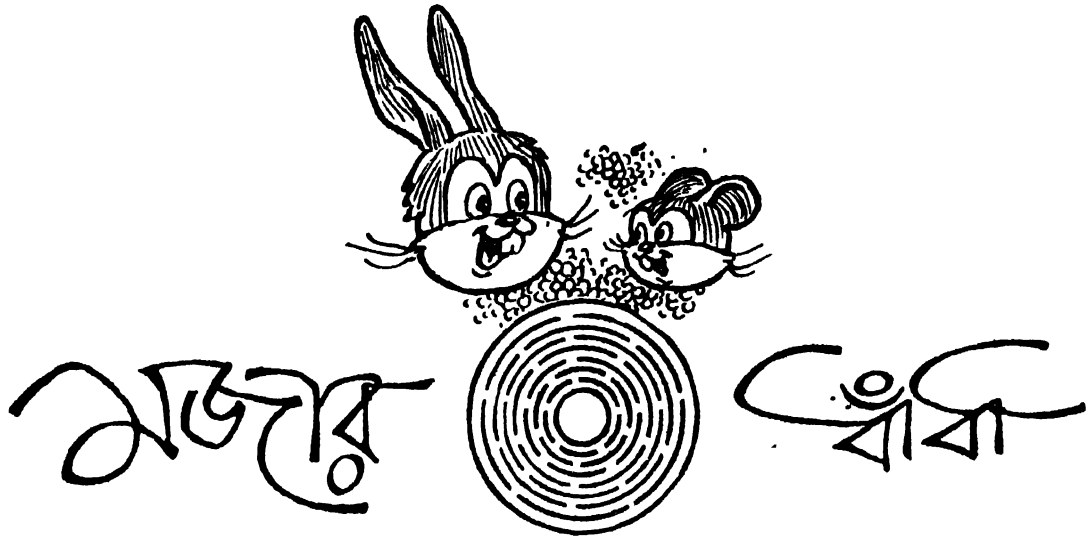
নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির ঃর ১৭ই আষাঢ় ১৩৭৮-এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধাঁধা প্রথম বার্ষিক প্রতিযোগিতা লিপিমিতার গত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ (১১/১) সংখ্যা থেকে আরম্ভ হয়েছে। ধাঁধার দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা শুরু করা হল লিপিমিতা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ সংখ্যা থেকে।

যাঁর একটিও ভুল যাবে না তিনি পাবেন ৫০ টাকা; একটি মাত্র ভুল গেলে পাবেন ২৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে পাবেন ১০ টাকা। উত্তরগুলি নির্ধারিত সময়ে আসা চাই। প্রায় প্রত্যেক মিতকে সাধারণ ডাকে লিপিমিতা পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে সঙ্ঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১ টাকা পাঠিয়ে দিলে সঙ্ঘ সংগে সংগে রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে মিতাকে পত্রিকাটি পাঠিয়ে দেবে। যাঁদের চাঁদার মেয়াদ দুমাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাঁদের ধাধা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। পত্রিকায় প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

১। তিন অক্ষরে গড়া আমি সংগীতে

প্রয়োগ, লেজ ছেড়ে দিয়ে আমি হই চর্ম্ম রোগ। মধ্য অক্ষর ছেড়ে দিয়ে মুঘল সন্তান, কে আমি? বলে কর বুদ্ধির প্রমাণ।

বি ৫৫৩১ শিবরঞ্জন মণ্ডল

২। তিন অক্ষরের নাম নিয়ে
আসি দিবসের প্রথম ভাগে
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে
সবাই লাগাই ভোগে।

৫০৩২ বিজয়া রাণী পাঁজা

৩। রামের বামেতে থাকি
নহি আমি সীতা,
বীরভূমে খুঁজে দেখ
পাবে মোর পিতা।
শহরে বন্দরে থাকি, কলি-
কাতায় নাই—
কি নাম আমার এবে বল দেখি ভাই।

বি ৪৫৫৮ প্রদীপ চন্দ্র রায়

৪। ইহা বিনা স্তব্ধ হয় মানুষের গতি,
প্রথম ছাড়িয়া পাবে যুদ্ধের স্তুতি।
গুপ্ত— এই পাবে তুমি শেষ ছাড়িয়া,
উত্তরটা দাও দেখি ভাবিয়া চিন্তিয়া॥

৫৮৭৪ পরিতোষ চ্যাটার্জী

৫। ফুল নাই ফল নাই
পাতাই আমার সার
কাঁচায় চায়না কেউ
শুকনো কিন্তু চাই।

৫৫৮৫ গৌতম ত্রিবেদী

——

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতা ১১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত ৫টি ধাধার পরিবর্ত্তে ৪টি ধাধার উত্তর এইরূপ:—

২২) উত্তর, ২৩) নব কুমার, ২৫) জোড়া পোষ্টকার্ড, ও ২৬) কেশব॥

চারটি ও তিনটি ধাধার সঠিক উত্তর কোন মিতার কাছ থেকে পায়নি।

দুটি উত্তর দিয়েছেন—
বি ৪১৩৫ সুরেশ চৌধুরী ও বি ১৪০২ পান্নালাল ঘোষ।

-:::-

নববর্ষ উপলক্ষে—

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বহণ করে এনেছে বহু মিতার বহু সাদা ও রঙিন চিঠি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা কত কার্ড। অনেকগুলিতে আছে কবিতার দু-চারটে মধুর বাণী। মিতাদের এই কুণ্ঠাহীন প্রাণ ঢালা ভালবাসা সংঘকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু ভাই সবাইকে স্বতন্ত্র ভাবে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান সংঘের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সময়, শ্রম, অর্থ এই তিনটি বর্তমানে সংঘের কাছে দুর্মূল্য।

তা ছাড়া এই পত্রিকা যখন আমরা প্রত্যেক মিতা ভাই বোনকে পাঠিয়ে থাকি তখন এর মাধ্যমেই সবাইকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান সমীচীন বলে মনেকরি। সংঘের পক্ষ থেকে প্রত্যেক মিতা ভাই বোনকে জানাই আমাদের নববর্ষের আন্তরিক শুভ কামনা।

ইতিমধ্যে যাদের কাছ থেকে নববর্ষের রঙিন ছবি, রেশম ও জড়ির কাজ করা মূল্যবান উপহার প্রভৃতি পেয়েছি তাঁরা হলেন—সর্বশ্রী বি ৩৬১১ উমেশচন্দ্র বিশ্বাস, ৩০১৮ গীতা সিন্‌হা; ৬১৪০ শংকর রায়, বি ৩৪৭৭ গৌতম ভট্টাচার্য্য, ৬১৯৪ অসিত দাস, বি ৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য্য, ৫৯৩৯ স্বপন দত্ত, ৬৩০৪ রনজিৎ দত্ত বি ২০৬১ গোপা মুখোপাধ্যায় বি ৪৩২ অমর দাস ৬১৪৭ তারাপদ মজুমদার ৬৩৩৮ মিতা চট্টোপাধ্যায় ৬২৯৮ ঝুমু মোদক।

অনুরোধ—

সংগীত ও সাহিত্য অনুরাগী মিতাদের সংগে বি ৫৬৯৫ সুভাষ ব্যানার্জী পত্রালাপ করতে চান।

৫৮৬৫ মঃ আবদুর রসিদ, Political Science-এ M. A পড়ছেন এমন মিতার

সংগে পত্রালাপ করতে চান।

যদি কোন মিতা কাশ্মীরের যেকোন জায়গার কথা জানতে চান বা বেড়াতে যান তবে বি ৫৮৭০ সুধীর দাসের সংগে আলাপ করতে পারেন।

৬০৬৩ শচীন চক্রবর্তী Politics নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক এমন নারী মিতার সংগে পত্রালাপ করতে চান।

যদি কোন মিতা Beauty Problem বা hair style সম্বন্ধে উপদেশ বা কিছু শিখতে চান তবে ৬৩১১ সুমন্ত ব্যানার্জীর সংগে পত্রালাপ করতে পারেন।

বি ৬১১৭ চিত্রা ভট্টাচার্য্য কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রী মিতার সংগে পত্রালাপ করতে চান।

বিদেশে এগ্রিকালচারে পাঠরত মিতার সংগে বি ৫২৭৪ রনজিৎ কুমার সামন্ত পত্রালাপ করতে চান।

বি ২৬২১ নীলিকা চ্যাটার্জী, কলিকাতায় অবস্থিত মিতাদের মধ্যে যাঁদের হবি stamp ও First day cover সংগ্রহ করা তাঁদের সংগে পত্রালাপ করতে চান।

৬১৯৫ নির্মল সূত্রধর ডাক্তারী পড়ছেন বা পড়বেন এমন মিতাদের সংগে পত্রালাপ করতে চান।

বি ৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেবশর্ম্মা এমন মিতাদের সংগে পত্রালাপ করতে চান যাঁদের আন্তরিক দুঃখের গভীর অভিজ্ঞতা আছে এবং তার মধ্যে শিল্পের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

সুসংবাদ—

গত ২৬শে নভেম্বর (১৯৭০) ১৯১৫ শ্রীমতি যূথিকা চট্টোপাধ্যায়ের সংগে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। নবদম্পতিকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সংঘে আর নেই—

৬২০১ অরুন্ধতী রায়, ৪৪৮৯ বাণী বসু, ৫৮৪০ কবিতা গাইন, ৫৭৮৩ শংকর লাল দত্ত।

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের দু বছরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করব। গত ৫ই বৈশাখ ১৩৭৮ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাঁদের নাম সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী— ৫৯৫২ অর্চনা চৌধুরী, ৫৪৬২ আশিষ মজুমদার, ৬০৫৩ কল্যাণ চক্রবর্তী,

৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, ৫১৭১ দীপক কুমার ঘোষ; ৬১৪৮ দুলাল দে, ৫৭৫৪ নিবেদিতা কর, ৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেবশর্ম্মা. ৫৭৮৮ প্রণব মহাপাত্র; ৬০৮৬ পবিত্র পাল চৌধুরী; ৬১১৪ প্রভাস কুমার পাল, ৫৩১০ বৈদ্যনাথ রায়, ৬১১২ ব্যোমকেশ দাস, ৫৩৪৩ মন্মথ হাওলাদার, ৫৪৯৫ মঞ্জুলিকা চক্রবর্তী, ৬১৮৫ মহিমবরণ ঘোষ, ৫৬৯৫ সুভাষ ব্যানার্জী, ৫৭২০ সঞ্জীব কুমার দাস, ৫৮৩২ সত্য চৌধুরী ও ৬১৬৭ সুভাষচন্দ্র বসু।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠালেই চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন-

গত ৫ই বৈশাখ ১৭৭৮ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী— বি ৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ, ৯·৭৫ টাকা; বি ২০৬১ গোপা ৬·০০ টাকা, বি ৫৬৯৫ সুভাষ ব্যানার্জী ২·০০, টাকা, বি ৬০৫৩ কল্যাণ চক্রবর্ত্তী ২·০০ টাকা ৬১৪৭ তারাপদ মজুমদার ২·০০ টাকা, ৬১৪৯ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ২·০০ টাকা, ৬১৩২ ডঃ অজিত কুমার সেন ১·২৫, ৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু ১·০১ বি৪৯৮ শিবানন্দ বসু ১·০০, ২৬৭৬ শিবানন্দ বসু ১·০০ টাকা, ৬২৮৪ গীতা দেব ১·০০, টাকা, ৬০২৭ সুধাংশু দাস ০·৫০ পয়সা

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৯·৫১ টাকা পাওয়া গেছে। গতবারে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৮৫১·৭৭ টাকা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে ৮৮১·২৮ টাকা জমা রইল।

সভ্য সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার বহণ করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তারজন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্খী উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

ঠিকানা পরিবর্তন

১। ৬০৮৩ জ্ঞানেন্দ্র অধিকারী, মরাছড়া এস, বি স্কুল পোঃ মরাছড়া (কমলপুর) ত্রিপুরা।

২। ৬০৬৮ সুব্রত বিশ্বাস c/o কানাই সাধুখাঁ, ১৩ জানমহম্মদ ঘাট রোড, নৈহাটী ২৪ পরগণা।

৩। ৬১৬৫ মহিমবরণ ঘোষ, Instrumentation section po: Central Fuel Research Institute, Dt: Dhanbad Bihar

৪। ৬২০২ তারকনাথ চক্রবর্ত্তী Dowing Hostel Room No 5 B; E, College Shibpur Howrah

৫। ৬১৯৯ সৌমেন ধর c/o ডি ধর ৩ লোয়ার রডন ষ্ট্রীট, কলি-২০।

৬। ৬২১৫ স্বরাজ কুমার নন্দী, 3/93 C F R I Colle3e, Po: E R I Dhanbab Bihar

৭। ৬২২৪ অসীম বসু ৬১ অখিল মিস্ত্রী লেন; কলি - ৯

৮। ৬২৭৫ অসীম লাহিড়ী c/o ডাঃ চিন্ময় লাহিড়ী পোঃ মাদার হাট জলপাইগুড়ি।

৯। বি ৪৯৮ শিবানন্দ বসু c/o S N Dntta C D 211/2 seot 2 Ranchi 4 Bihar

১০। বি ৫৩৩০ বৈজনাথ রায় Qr No 2A/ 974 po: Ozartownship H A L nasik Divission Maharastra

১১। বি ৫৪৩০ প্রিয়তোষ দে C T O section Mo 14 Wing A F, c/o 99 A P O

১২। ৫৮৬২ স্বপন কুমার চৌধুরী c/o Indian oil blending L T D. P-68 C G R Diversion Road Paharpur Cal-43

১৩। ৫৯২০ অরবিন্দ মণ্ডল Miitlary College Faculity Electronics Secunderabad 15 A P

১৪। বি ৪৫৫৮ প্রদীপচন্দ্র রায়, S D O S office Islampur West Dinajpur

ভ্রম সংশোধন

৬১৯১ প্রকাশচন্দ্র দত্ত বয়স ২৮ এর স্থলে ২৪ হবে সখের বিষয় ঘ এর স্থলে খ হবে।

৬২২৩ য়রোজ কুমার দে'র স্থলে সরোজ কুমার দে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

লিপিমিতা বর্তমান সংখ্যায় বৈদেশিক মিতাদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বমিতাদের কয়েকজনের পূর্ণ পরিচয়ও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। বাকী বিশ্বমিতা ও পুরাতন সাধারণ মিতাদের পূর্ণ পরিচয়ের তালিকা পরবর্ত্তী সংখ্যায় অর্থাৎ লিপিমিতা ১২/২ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্য্যন্ত যাঁদের চাঁদা পরিশোধ আছে কেবল তাঁদেরই পরিচয় থাকবে।

লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যার অতিরিক্ত মূল্য এক টাকা এখনও যাঁরা পাঠাননি তারা সত্বর পাঠিয়ে দিলে সংঘ বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে। বহু মিতা ভাই বোনদের রচনাবলী মনোনয়নের অপেক্ষায় রয়েছে। সবগুলি পাঠের পর মনোনয়নের ফল ঘোষণা করা হবে। এই বিলম্বের জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

৺ শান্তি দেবী স্মরণে অংকন প্রতিযোগিতার ঘোষণা লিপিমিতার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

ডাক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—

পূর্ব বাংলা অর্থাৎ স্বাধীন বাংলায় বর্তমানে যুদ্ধ কালীন জরুরী অবস্থা থাকার জন্য নিয়মিত ডাক চলাচল নেই, তা ছাড়া বহু মিতার ঠিকানা হয়তো পরিবর্তন হয়েছে। সে কারণে লিপিমিতার পরবর্ত্তী সংখ্যায় বিশেষ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যেন কোন সভ্য সভ্যা পত্র না পাঠান।

বর্তমানে ভারতে ডাকের গোলোযোগে বহু পত্র পত্রিকা বিলম্বে যাতায়াত করছে, অনেক সময় খোয়াও যাচ্ছে। সুতরাং মিতা ভাই বোনেরা সময়ে উত্তর না পেলে যেন অধৈর্য্য হয়ে না পড়েন। পক্ষ কালের মধ্যে চিঠি দিয়ে উত্তর না পেলে যেন একটি স্মরণ লিপি পাঠান।

—সংঘ মিতা

প্রাপ্তি স্বীকার

জাগরণী সাহিত্য পত্রিকা ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মূল্য ২৫ পয়সা। পত্রিকাটির শ্রী
সংকলন, সম্পাদক— শ্রীদেবকুমার বসু, বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।
৬, ঈশ্বর মিল লেন কলি ৬। প্রতি

—

বৈদেশিক মিতার পরিচয়

(বিলম্বে পাওয়ার দরুন পরিচিতি শেষে প্রকাশ করা হল)

৬৩৮৪ ডাঃ রণেন্দ্র নাথ দে, 11 Lake st Wilmington Massachusetts 01887 U S A ২৮, ডাক্তার (পশু) ... চ

—

চলমান

সাহিত্য পত্রিকা

নতুন সভ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। লেখা সহ খোঁজ করুন।

সম্পাদক:— চলমান, পোঃ কুড়মুন, জেঃ বর্দ্ধমান

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

আষাঢ়— শ্রাবন— ১৩৭৮

দ্বাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

পর পৃষ্ঠায়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

নয়নে-নয়নে

'চোখ গেল—চোখ গেল'

ভাবছেন বুঝি গান? না স্যার ওটা গা। নয়, আর্তনাদ। বাহিরের কথা জানি ন, আজ সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে স্থলে জলে আকাশে বাতাসে দিগ্ দিগন্তে ছুঠে বেড়াচ্ছে ঐ একটি মাত্র আর্তনাদ, চোখ গেল চো। গেল—। সংবাদ পড়ে জানতে পারলা। ব্যামোটা বোম্বাই থেকে আমদানি।

বোম্বাইয়ের সবকিছু যে বোম্বেটে ধরণে৷ হবে এতো জানা কথা। বোম্বাই চা৷ বোম্বাই ফ্যাসান; বোম্বাই হাঁক বোম্বাই গুল বোম্বাই মেল, বোম্বাই আম, বোম্বাই আর্টিষ্ট, বোম্বাই ফিল্ম—এমনি বোম্বাই সবকিছুই বোম্বাস্টিক্ তাই ব্যামোটা বোম্বাইও বটে বোম্বাস্টিকও বটে।

আগে কি ছাই জানতে পেরেছিলুম ব্যামোটা এমন বেয়াড়াভাবে গণতান্ত্রিক জাতি ধর্ম্ম বর্ণ অর্থ বয়স নির্বিশেষে সবাইকে সে ভালবাসে, সবাইকে সে আপন করে নেয়। তাকে দেখেছি নানা রূপে রসে ভঙ্গীতে। কখনও সে রোষে কষায়িত লোচন

কখনো অনুরাগ রঞ্জিত বিলোল কটাক্ষ, কখনো বা বেদনা বিধুর বঙ্কিম দৃষ্টিপাত, কখনো ছল্ ছল আঁখি, আবার কখনো বা কূলপ্লাবি বিগলিত অশ্রু ধারা এমনি,—
নয়নে নয়নে কত মিল কত মিতালি।

ভাবছেন বুঝি চোখে এক মুঠো বালি পড়েছে? কাঁকর পড়েছে? না না কটকট ঝন্ঝন্ নেই, তবে মর্মান্তিক সুড়সুড়ি চুলকুনি এমনি একটু আধটু বোম্বেটে আব্দার সইতে হবে বইকি। ডাক সাইটের বদ্যিরা নেত্রে যান্ত্রিক চোখে লাগিয়ে বোম্বেটের সাক্ষাৎ পেলেন বটে কিন্তু পরিচয় পেলেন না। তবে এক দৃষ্টিতে তাদেরকে ভাইরাস জাতের জীব বলে চেনা গেছে।

পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেলে অতিথি সৎকার ভালভাবে করা যেত। যখন তা সম্ভব হয়নি তখন যার যা সাধ্যে কুলিয়েছে তাই দিয়ে সৎকার শুরু করেছে, অবশ্য আই স্পেসালিষ্টদের আটপৌরে পরামর্শ নিয়ে। হোমিওপ্যাথ, বায়োকেমিষ্ট; কবরেজ, হাকিম, চাঁদসী প্রভৃতি সকলেই পরামর্শ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পেছপাও হন নি। রাতারাতি জাতে ওঠে আরজিরল বা সিলভার নাইট্রেট সল্যিউসান, নরম্যাল স্যালাইন, পেনিসিলিন্ ড্রপ, ওরিওমাইসিন বা টেরামাইসিন্ অয়েনমেণ্ট ইত্যাদি।

কেউবা দিতে লাগলেন শুধু উষ্ণ নুন জল বা গোলাপ জল, কেউবা প্রয়োগ করলেন একোনাইট, আরজিনাইন প্রভৃতি। আবার কেউবা দেন তুলসী পাতার রস অথবা হাতী শুঁড়ো পাতার নির্যাস।

দাওয়াইখানায় চোখের মলম বাড়ন্ত। অবশ্য কালোবাজারে দুষ্প্রাপ্য নয়। মণিহারী দোকানে পাঁচ টাকার গগ্‌লস পনের টাকা। এত দুঃখ কষ্টেও সুযোগ সন্ধানীরা লোক ঠকিয়ে টু-পাইস করবার তালে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যেদিন আমি শ্রীমান ভাইরাস্ বাবাজীর প্রথমে সাক্ষাৎ লাভ করি অর্থাৎ প্রথম অভিজ্ঞতায় উপনীত হই সেদিন ছিল শনিবার। প্রতিদিনকার মত সেদিন বেলা দশটায় আপিসের হাজরে খাতায় ঢ্যাঁড়া মেরে ভিতরে আমাদের গোয়ালে ঢুকে দেখি, জন পঁচিশের মধ্যে মাত্র পাঁচজন উপস্থিত। অবশ্য দেয়ালের গায়ে ব্রাকেটে ডজন খানেক পরিধেয় টুকিটাকি ঝোলান রয়েছে। কোনটাতে হ্যাট্ কোনটাতে পুলোভার কোনটাতে কম্‌ফটার কোনটাতে সার্ট কোনটাতে ছাতা আবার কোনটাতে কালো সাদা বাদামী ইত্যাদি রংয়ের

কোট। এইগুলোকে দেখে আপনি নিশ্চই মনে করবেন এদের অধিকারীরা স-শরীরে উপস্থিত, তবে বিভিন্ন কারণে তারা এই অফিসেরই মধ্যে কোথাও না কোথাও গিয়েছেন কিন্তু হলফ করে বলতে পারি ঐ ডজনের মধ্যে অন্তত দুই গণ্ডার মালিক আপিসে গর হাজির। শুধু কি আজকে? তবে শুনুন কানে কানে বলি, এই যে কালো কোটটা ঝুলছে এটাকে একটু নামিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন ভেতরে না আছে অস্তর না আছে আসল রঙ কোথাও বা ইঁদুরে কাটা ওর মালিক বিশুদা।

সপ্তাহ খানেক আগে ঝাড় গ্রামে ভায়রা ভায়ের বাড়ীতে গিয়ে আরাম নিচ্ছেন। পার ঐ যে সার্টটা ঝুলছে দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে কেষ্ট গাঙ্গুলীর। তিনি দিন চারেক হোল স্ত্রী আর শালীদের নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে গেছেন প্রতিটির ইতিহাস ওই একই। ওরা ডামি প্রক্সি মাষ্টার জেনারেল।

যে পাঁচজন উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের বেশ বেপরোয়া ভাব দেখে একটু হকচকিয়ে গেলুম। আমার পাশে অর্থাৎ ভোলা দেখি টেবিলের উপ দিব্যি জোড়া ঠ্যাং টেবিলের উপর তুলে দিয়ে মুখ ভর্তি দোক্তা পান চিবুতে চিবুতে একটা কি বই নিয়ে মাড়াচাড়া করছে। মলাটটা বেশ রঙচঙে। তাতে আঁকা আছে লাল একটা হরতনের টেক্কা টেক্কার মাঝে সোনালী রংয়ের লেখা রয়েছে 'মানে না মানা'। ভোলার পাশের চেয়ারে দেখি বুধো ফ্যানের তলায় চেয়ারে আধশোয়া হয়ে ঝিমুচ্ছে, একটু পরেই হয়ত নাক ডাকবে! ও পাশে আর একটা টেবিলে দেখি সুধীর আর পঞ্চা দাবার ছক পেতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। আর মদন দিব্বি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার মিছিল দেখছে আর পায়রার পালক কানে ঢুকিয়ে আরামে সে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ব্যাপার কি? আমি বিস্ময়ের সুরে ভোলাকে শুধালাম 'হ্যারে ভোলা, তোদের আজ কি হলো? সবাই দেখছি স্বাধীন বাংলা। মুখ থেকে শেষ কথাটা লুফে নিয়ে ভোলা সোল্লাসে বল্লে—'স্বাধীন বাংলা নয় বলুন জয় বাংলা।' আমি অবাক হয়ে বললাম তার মানে? ভোলা সোৎসাহে বল্লে 'কেন বেয়ারা আপনাকে কিছু বলে নি আমাদের বসের চোখে জয় বাংলা হয়েছে, তিনি সপ্তাহ খানেক আপিসে আসবেন না বলে জানিয়েছেন! আমি বিস্ময়ের সুর টেনে বললাম 'চোখে জয় বাংলা'। ভোলা ততোধিক বিস্ময়ের সুরে টেনে বললে, 'সে কি দাদা, চোখ ওঠার যে ঢেউ এসেছে জয় বাংলার মত, এখনও সে কথা আপনার কানে পৌঁছায় নি। এমন সময় মস্করা

করে সুধীর বললে 'চোখ উঠ:ছ কোথায় রে কপালে না পেছন দিকে?'

পঞ্চা আর একটু মাত্রা চড়িয়ে বললে, 'চোখ ওঠেনি রে —চোখ ফুটছে একটু একটু করে ফুটছে।' একটা বেশ হা:সির স্রোত ব:য় গেল।

মিনিটের কাটা যত এক পা এক পা করে এগুচ্ছে, গোয়াল ঘরটিও একটু একটু করে ভরে উঠ:ছ। অ:শ্য শেষ পর্য্যন্ত মোট সতের জনের কায়া দৃষ্টিগোচর হোল। এই সতের জনের মধ্যে ছিলেন তিনজন লেডি টাইপিষ্ট বেলা, ডলি ও রোজি। ঘরের এক কোনে পার্টিশন দিয়ে আড়াল করা একটি ছোট খোপ।

এর ভেতরে লেডী টাইপিষ্টদের আস্তানা ঘেরা টোপ রয়েছে জনা চারেকের চোখে রঙিন ঠুলি শোভা পাচ্ছে। বেশ বোঝা গেল ওদের জয় বাংলা হয়েছে।

জয় বাংলা নিয়ে দু চারজনের মধ্যে বেশ জোরালো আলোচনা সুরু হয়ে গেছে। সুধীর ইতিহাস ও বিশ্ব সাহিত্যের একজন উৎসাহী পড়ুয়া।

সে দাবার ছক থেকে চোখ তুলে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বললে ফরাসী বিপ্লবের সময়ও এমনটি ঘটেছিল। হঠাৎ দেশশুদ্ধ লোকের মাথা ধরতে লাগলো, কাপুনি দিয়ে জ্বর, তিনদিন মাথা তুলতে না পারা এমনি আরও কত কি দল নায়ক রব্‌স পিয়ের এই হেড-এক-কে লিবার্তি বা মুক্তি নামে অভিহিত করেন। রুশ বিপ্লবের সময়ও সারা ইউরোপে ফ্লুর উৎপাত শুরু হয়। জনসাধারণ এর নাম দিলে বলশেভিক। তখনকার পত্র পত্রিকা নেড়েচেড়ে দেখোগে আমি বাজে কথা বলছি না। জয় বাংলা একটা আকস্মিক অভাবনীয় ঘটনা। এই চোখ ওঠাও তাই। এর ভেতর শ্লেষ বা বক্রোক্তি কিছুই নেই।

সুধীরের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাপদ সোল্লাসে বলে উঠল ব্র্যাভো, ব্র্যাভো মদন এবারে বাতায়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে পান্নালালের সদ্য স্ফীতকায় রক্তাভ চক্ষুর দিকে তাকিয়ে পশ্চিমী ঢঙ্গে গান ধরলে —তেরে নজরোনে কেয়া যাদু কা নকসা কর দিয়া।

তেরে লায়লা মেরে মজনু বনা দিয়া। বলা বাহুল্য মদনা মাঝে মাঝে সঙ্গীত চর্চা করে থাকে। পান্নালাল করুণ কণ্ঠে বললে দোহাই পেয়ারী, কি নজরনা চাই বল দিচ্ছি। আমার দিকে অমন করে আর নজর হেন না।

এমনি হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ খেলাধূলা ফষ্টিনষ্টির ভেতর দিয়ে বেলা বিকেল তিনটের দিকে গড়িয়ে গেল। কথায় বলে না, 'বামুন গেল্ ঘর তো লাঙল তুলে ধর,—আমাদের সেই দশা।

আমি একটা ফাইল খুলে কিছু জরুরী চিঠির জবাব দেবার চেষ্টা করছি। এমন সময় পঞ্চা এসে কানে কানে বল্লে 'দাদা চল্ুন না বেলঘরিয়া আজ আমাদের ক্লাবে একটা বেশ ভাল্ নাটক অভিনয় হবে। ছটায় আরম্ভ ও নটায় শেষ। লাষ্ট ট্রেন বা বাস ধরতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

আমি নাটকের নাম জানতে চাইলাম। সে বল্লে, 'নাটকের নাম পেটিকেট ফীভার' নামটি যদিও ইংরাজী কিন্তু ওটি একটি বাংলা চমৎকার প্রহসন। বর্তমানে আমা-দের সমাজে যা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটিতে পারে তারই কিছু ইঙ্গিত এই নাটকে পাবেন। চলুন না দাদা আপনি তো নাটক ভালবাসেন।

অনুরোধ এড়াতে পারলুম না দুজনে পথে পা বাড়ালাম। এই সময়ে ট্রামে বা বাসে ওঠা দুঃসাধ্য। তাই ভাবছি পঞ্চা যদি সৌজন্যের মাত্রাটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে তাহলে খুব ভাল হয়। কিন্তু একি বাস-গুলো ত প্রায় খালি যাচ্ছে। পঞ্চা বল্লে, আসুন দাদা এইটাতে উঠে পড়া যাক।

আমি সবিস্ময়ে বল্লাম, ব্যাপার কি, বাসগুলো যে প্রায় খালি যাচ্ছে। আর বলেন কেন দাদা সব জয় বাংলা। পদ্ম পলাশ লোচন নিয়ে যে যার আস্তানায় শুয়ে ছটফট করছে।

শিয়ালদায় পৌছতে প্রায় চারটে বেজে গেল। ৪টে ১৫ মিনিটে একটা ট্রেন আছে। পঞ্চা আমার টিকিট কাটতে চলে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হাপাতে হাপাতে সে টিকিট কেটে নিয়ে এলো। সে বলে আর দাদা যে লাইন পড়েছিল অনেক কষ্টে টিকিট পেলুম। যে বেচারা টিকিট বেচছে তারও চোখে জয় বাংলা।

হলদে রুমাল নিয়ে এক হাতে চোখ পুঁচছে আর এক হাতে টিকিট দিচ্ছে। আমি সভয়ে বল্লাম, দেখি টিকিটটা ঠিক দিয়েছে কিনা। পঞ্চার হাত থেকে টিকিটটা নিয়ে দেখি যা ভেবেছিলুম তাই। দেখি টিকিটটা বেলঘড়িয়ার নয় বেলানগরের। পঞ্চার মুখ শুকিয়ে গেল। কি আর হবে বেলঘরিয়া ষ্টেশনে নেমে যা হোক একটা

ব্যবস্থা করে নেয়া যাবে। ঠিক হোল ৪টে ৫৫ মিনিটের ট্রেনে যাওয়া যাবে।

তীর্থ-বায়সের মত প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় ট্রেন। তার কোন চিহ্নও নেই। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল জয় বাংলার জন্য ৩৫টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। অধিকাংশ গার্ড আর ড্রাইভার জয় বাংলার শিকার। আগামীকাল থেকে টিকিট চেকারদের শর্ট কোচিং-এর ট্রেনিং দিয়ে গার্ড গিড়িতে নামিয়ে দেওয়া হবে, তাতে হয়তো কিছু বেশী ট্রেন চালান সম্ভব হবে। ৮—৩০ মিনিটে একটা ট্রেন আসবে সুতরাং পঞ্চাচাকে করুণ মুখে বিদায় জানিয়ে আবার কলকাতার পথে পা বাড়ালাম।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে কি করব। তাই ভাবলাম যাই চণ্ডির বাড়াতে চণ্ডি আমার ইস্কুলের বন্ধু। ধনীর দুলাল, বাড়ী বৌ-বাজারের এক গলিতে। একটু আড্ডা মেরে সন্ধ্যের পর বাড়ী ফেরা যাবে। ফুটপাতে একটু অপেক্ষা করতেই একটা ট্রাম এসে থামল। ভিতরে মানুষের বেশী গাদাগাদি নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে চড়লাম।

কোন রকমে একটু বসবার জায়গাও পেলাম। আমার সামনে দু একটা বেঞ্চির পর দেখি লেডিস সিটে বসে আছে দুই মুর্ত্তিমতি টাইপিষ্ট বেলা আর ডলি। একটু ভাল করে চেয়ে দেখি বেলা আমার দিকে দেড় চোখে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। ডলি ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে মনে ভাবলাম মেয়েটা কি অসভ্য রে বাবা। লাজ লজ্জার বালাই নেই। দুটোরই বয়স প্রায় কাঁচা পাকার মাঝামাঝি। দেখতে কেমন? ডলির মুখটা অনেকটা চৌক। চোখ নাক কোনটাই নিখুঁত নয়। থুতনি চ্যাপ্টা রংটা একটু কটা, বেলার মুখ ডিম্বাকৃতি। ডলির থেকে অনেকটা সুশ্রী।

যাহোক শনিবারের পরন্ত বেলায় রোমান্সের পরশ। মন্দ লাগছে না ঘরে তিলোত্তমা তো আছেনই বাইরে যদি একটা আয়েসা জুটে যায় তাতে ক্ষতি কি?

এন, আর, এস; হাসপাতালের সামনে ট্রাম আসতেই দেখি বেলা আর ডলি নামবার জন্য উঠে দাঁড়াল। অতিক্রম করে যাবার সময় সেই দেড় চোখে চেয়ে মুচকি হেসে প্রশ্ন করলে দাদা আজ এদিকে?

যাচ্ছি এক বন্ধুর বাড়ী তুমি এখানে নামছ কোথায়? আমি শুধালাম। বেলা যেতে যেতে বললে আর দাদা বলেন কেন ঘণ্টা-

খানেক হোল বাঁ চোখটা ভীষণ করকর করছে যা জয় বাংলার ঢেউ এসেছে। যাই একবার আই ডিপার্টমেন্টে যদি কিছু কিনারা করা যায়।

আমার আয়েসা হারিয়ে গেল। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। একটু পরেই ট্রাম এসে বাঞ্ছিত গলির মোড়ে থামল। আমি নেমে পড়লাম। গলিটা বাইজী প্যাড়ায়, শেষ প্রান্তে আমার বন্ধুর বাড়ী। অনেক দিন বাইজীদের গান শুনিনি। যেতে যেতে গানের দু একটা কলি, দু চারটে তালের টুকরো নিশ্চই কানে আসবে।

বেশী দূর এগুতে হোল না। কানে ভেসে এলো বাংলা গানের দু একটি কলি। শনিবারের গোধূলিলগ্ন। রঙ্গিলাদের ঘরে ঘরে জমে উঠেছে মাইফেল, বাজছে হারমোনিয়াম, চলছে তবলা, ঘুঘুরে রুমুঝুমু রব, আর তার সঙ্গে নারী কণ্ঠে গজলের সুর। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছিলুম এক ঘর রসপিপাসু মক্ষিকার দল সামনে সাজান রয়েছে বোতল আর তার অনুপান। বাইজী গাইছে—

'চোখ ইসারায়—ডাক দিলে হায়
কে গো দরদী
রংমহলার তিমিরও দুয়ার
খুলিল যদি।'

পায়ের গতি বেশ মন্থর করে দিলাম। মনে মনে ভাবছি বাইজীরা এবার হিন্দী উর্দু ছেড়ে বাংলা গান ধরেছে, জয় বঙ্গ ভাষা।

জলসা বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় দলে কে একজন বাজখেয়ে গলায় বলে উঠল 'চোখ ইসারায় আর ডাক দিসনি মাইরি। চোখে যে আমার বোম্বাই লিচু ফলেছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' সকলে হৈ হৈ করে উঠল। গান থেমে গেল। দু একজনকে চিৎকার করে বলতে শুনলুম 'ঐ বেরোসিকটাকে বার করে দে তো। সব মার্ডার করে দিলে।' বুঝলাম বেরসিকের চোখে জয় বাংলা হয়েছে। আর বোতল ভূতও মগজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

মিনিট পাঁচেক পরেই গন্তব্য স্থানে এসে পৌছিলাম, কিন্তু একি দেখি! সত্য শোক পাওয়া শ্মশানে বৈরাগীর মতো দোতলা বাড়ীটা চোখ মুখ, নাক, কান বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রবেশ দ্বার থেকে শুরু করে জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ। একটা খড়খড়িও খোলা নেই। অথচ মাসখানেক আগে এসেও দেখেছি চণ্ডির হাফ্ ডজন কাঁচা ডাঁসা খোকা খুকুরা কি ছুটোপটিই

করছিল। জানিনা আজ কার মুখ দেখে উঠেছি। সবেতেই দেখছি তাল কেটে যাচ্ছে।

সজোরে কড়া নাড়তে লাগলাম, বেশ কিছুক্ষণ পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এসে দ্বার খুলে দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ কেষ্টধন চণ্ডির পুরাতন ভৃত্য।

কেষ্ট আমাকে দেখেই একগাল হেসে বল্লে আসেন বাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই তোমার ডাক শুনতে পাননি।

আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার দাদাবাবু বাড়ির সবাই কোথায় গেছে, কোথাও নেমন্তন্ন আছে বুঝি।'

'না গো বাবু মশাই তানারা দীঘায় পাইলেছেন, এখানে চোখে সব ঐ কি সে বলে আপিডাপি না দাপাদাপি শুরু হয়েছে তারই ভয়ে ছেলেপুলে মাঠান সবাইকে নিয়ে দাদাবাবু আজ সকালে পাইলেছেন। পাড়ার চারপাশে ঐ রোগ ছেয়ে ফেলেছে।

অনেক দিন থেকেই কেষ্টর ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল তাই আ্যাপিডাপি বা দাপাদাপি যে এপিডেমিকের কৈষ্টিক সংস্করণ বুঝতে বাকি রইল না। আমি কৌতুক করে বল্লাম, তা কেষ্টচন্দ্র ওনাদের কারুর চোখে দাপাদাপি শুরু হয়েছে কি? এজ্ঞে বাবু তা হবে কানে! হলে তো আপদ ফুইরেই যেত তা হলে তো আর দীঘায় পালাবার পেরজোন হত না। আমি মনে মনে বল্লাম, আজ জয় বাংলা শুধু পশ্চিম বঙ্গে নয় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। সমগ্র বিশ্বের দিকেও সে পা বাড়াচ্ছে।

কবিগুরুর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে—
'পঞ্চ শরে দগ্ধ করে' করেছো একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময়ে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আমাকে বল্লে বাবু মশাই আমার যেন ডান চোখটা আখুন কড়কড় করছে। চোখের প্যাতাটাও যেন ভারি ভারি মনে লাগছে। কি করব বাবু; আমার চোখে তো আবার দাপাদাপি শুরু হবে না তো? তার কথার সুরে ভয় মেশান ছিল। আমিও ক্রমশ দমে যাচ্ছি। যাহোক কেষ্টকে ভরসা দিয়ে বললাম ভয়ের কিছু নেই। এতো আজ ঘরে ঘরে হচ্ছে। নুন জল দিয়ে চোখ ধুয়ে চুপচাপ শুয়ে থাক। দেখবে দুদিনেই সেরে যাবে, তোমার দাদাবাবু কবে ফিরবে কিছু বলে গেছে?

(শেষাংশ ১৪৯ পাতায়)

পরিচিত

উথ্থানপদ বিজলী
(নারিকেলডাঙ্গা) ২৪ পরগণা

মৃত্যু চিন্তা ঘুরে ফিরে মনে আসছে কেন তা কে জানে ? তবে কি মৃত্যু খাটের আশে পাশে কোথাও ওৎ পেতে বসে আছে। এখনি ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বে হিংস্র বাঘের মতো। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে শ্রীনিবাস।

হাসপাতাল। সারি দেওয়া খাট হলময়। গড়ে গড়ে রোগী সব শুয়ে আছে। শুয়ে থাকতে কষ্ট হলে বসে থাকে কেউ—কারোর বা বসার সামর্থ নেই। ওদিকে দেওয়ালে ওয়াল ক্লকটা নিঃশব্দে সময়ের হিসাব লিখে চলেছে। কেমন যেন ছমছমে পরিবেশ। বড় নির্জনতা—কী যেন শূন্যতা বিরাজ করছে চারিদিকে।

একটু উঠতে গিয়ে উঠতে পারে না শ্রীনিবাস। বড় দুর্বল বড় শীর্ন হয়ে গেছে দেহ। হাতের দিকে লক্ষ্য পড়ে। কত লম্বা কত সরু দেখাচ্ছে হাত। কঙ্কাল হতে বাকী আছে কী আর ?

কঙ্কাল ! মরে গেলে তো কঙ্কাল হয়ে যায়। রক্ত মাংস হীন দেহ। শুধু হাড়—হাড়ের কাঠামো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা মৃত্যুর পর। মৃত্যু ? আবার মৃত্যুর কথা মনে আসছে ?

না। আর পারে না শ্রীনিবাস। একটু পাশ ফিরে শুলো সে। দেখতে পাচ্ছে হার্টের অসুখের রোগীকে নার্স ইন্‌জেকশন্ দিচ্ছে। নির্বিকার নিঃসঙ্কোচে স্যাবলীল ভঙ্গিতে। এটা ওর কাজ। এটা ওর পেশা। অসুধ খাওয়ানো টেম্পারেচার দেখা মিনিটে কতবার পালস্ বীট করছে তা গোনা। আচ্ছা, দিনের পর দিন ওরা এই রোগীর পরিবেশে থাকে কি করে। শুধু রোগী আর রোগী রোগী নিয়ে ওদের কারবার। আচ্ছা তো !

চোখ বন্ধ করে শ্রীনিবাস। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বাড়ীর কথা। হসপিটালে আসার আগে একদিন বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, 'এখানে পড়ে পড়ে কি তোমার অসুখ মারবে ? পল্টু ঠাকুরপো বলছিল—

কি বলছিল তা শোনার মতো ধৈর্য্য ছিল না শ্রীনিবাসের। পাশের বাড়ীর ডেঁপো ছোঁড়া পল্টুকে বরদাস্ত করতে পারে না সে। সারাদিন ফুসফুস গুজগুজ ফষ্টিনষ্টি। যত সব অকাল কুষ্মাণ্ড ! মেজাজটা কেমন খিঁচিয়ে গেল শ্রীনিবাসের। বেজার মুখে বলছিল, কোন্ ঠাকুর পো ? তা যাক কি বলছিল শুনি ?

তালে তাল রেখে অধিকতর ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল বউ,— 'কি আর বলবে। বলছিলু তোমার যমের বাড়ী পাঠাবার কথা।'

- যমের বাড়ী?

- হ্যাঁ-হ্যাঁ, হাসপাতাল।

- হাসপাতাল?

পল্টু ছোঁড়ার উপদেশের জন্য হোক—বা নিজের বাঁচার জন্য হোক হসপিটালে ভর্ত্তি হয়েছিল শ্রীনিবাস। বাঁচতে হবে। অকুল সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি একটা কুটোকে ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে। আর কিনা জলজ্যান্ত মানুষ ডাঙ্গায় থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে না? তা কি কখনও হয়।

সেই হাসপাতাল। যমের বাড়ী। ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয়, সুইপার এরা সব কি যমের চর! দিনরাত আমাদের চারপাশে কিলবিল করছে! না না-এরা মানুষ না, -প্রেতাত্মা, -ভুত।

মাথা ঝাঁকানি দিয়ে চোখ মেলল শ্রীনিবাস। যাঃ, কী সব বাজে চিন্তা করছো মৃত্যু-যমপুরী-প্রেতাত্মা! মাথায় হাত দিয়ে বুঝল শ্রীনিবাস-মাথাটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। জ্বর এসেছে বোধ হয়। বোধ হয় কেন—নিশ্চয়। এবং তা বেশ কয়েক ডিগ্রী হবে।

ওয়ার্ড বয় মাথাটা ধুয়ে দিয়ে গেল। তাতে মাথার উত্তাপটা কমে গেল অনেক। অস্বস্তি ভাব কেটে গেল। যে ছটফটানি-যে উদ্বিগ্নতা-তা'কে কষ্ট দিচ্ছিল-তা প্রশমিত হলো। এবারে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করতে বসল। ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয় এরা সব দেবদূত। এরা সব সেবা দিয়ে প্রতি মূহুর্ত চেষ্টা করছে বাঁচাবার। রোগীগুলো সব জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে যেন। এক পা ওদিকে গেলে মৃত্যু—আর এক পা পিছিয়ে আসতে পারলে জীবন। পিচ্ছিল স্থানের উপর দাঁড়িয়ে পা টলছে সব রোগীদের। স্লীপ্ করে ওদিকে যেতে পারে-আবার এদিকে আসতেও পারে। ডাক্তার কী করতে পারে, সে তো প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে বাঁচাবার।

সকলের কথা ছেড়েই দিল শ্রীনিবাস। তার নিজের কথা চিন্তা করতে বসল সে। জীবন-না মৃত্যু! যদি বেঁচেই যায়-বেঁচে সে কি করবে? আবার ফিরে যাবে তার খুবরী ঘরে তার বউয়ের কাছে। সেই দীনতা-সেই সংসারের অভাব অনটন। আর অবাধ্য ও মুখরা স্ত্রীর সঙ্গে নিয়ত চেঁচামেচি। নাঃ তার চেয়ে মৃত্যুই ভাল। মৃত্যু। একটা শান্তির স্তব্ধতা। একটা যন্ত্রনার উপশম। আবার ঘুরে ফিরে মৃত্যুর কথা মনে আসছে তার। মৃত্যুর কথা হচ্ছে

তার কি অব্যাহতির উপায় নেই। আশ্চার্য্য! অকটোপাশের মতো তাকে বেঁধে ফেলেছে যেন।

কতক্ষণ এ ভাবে ছিল ঠিক নেই। তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রীনিবাস। হঠাৎ এক সময় মনে হল ঘুম ভেঙে গেছে। রাত কটা হল তা কে জানে। চারিদিকে আবছা অন্ধকার। সারি সারি রোগীদের মশারী খাটানো বেড্। আর একেবারে ওদিকে - ওই ধারের একটা মাত্র বাল্ব জ্বলছে। রোগীদের ঘুমানোর ব্যাঘাত না হওয়ার জন্য আর সব নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বড় জল পিপাসা পাচ্ছে। মাথার কাছে ছোট টেবিলটার ওপর রাখা গ্লাসটা হাত-বাড়িয়ে নিয়ে দেখল - জল নেই - খালি। ওয়ার্ড বয়কে ডাকবে ডাকবে ভাবছে - হঠাৎ মনে হল কে যেন অস্পষ্ট ভাবে তার মশারীর আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীনিবাস জিজ্ঞেস করল, - কে?

- 'আমি' - বলে এগিয়ে এল সে। শ্রীনিবাস দেখল একটা ওয়ার্ড বয়। যতদিন হসপিটালে আছে—তার মধ্যে একে দেখে নি এর আগে। হয়ত অন্য কোন ওয়ার্ড কাজ করছিল। দিন রাত্রিতে তিনটে করে শিফট্ আর ওয়ার্ড তো দশ বারোটা। কার কোন্ শিফ্টে কোন্ ওয়ার্ডে ডিউটি রোগীদের হিসাব রাখার কথা নয়।

—এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো?

নিশ্চয়। বলে জল এনে দিল শ্রীনিবাসকে।

শ্রীনিবাস ঢক ঢক করে জলটুকু নিঃশেষ করল এক নিমেষে। তারপর গ্লাসটা রাখতে রাখতে বলল—আজ আর ঘুম হবে না তার। তবু ভাগ্যি ভাল - একটু ঘুমুতে পেরেছে - এই যা। তার চেয়ে সে একটু কথাবার্ত্তা বলুক - একটু গল্প করুক তার সঙ্গে।

হঠাৎ কি মনে হতে শ্রীনিবাস প্রশ্ন করল তাকে, - আচ্ছা, রোগীদের নিয়ে তো কাজ তোমাদের - জল দিচ্ছ, খাবার এনে দিচ্ছ। কিন্তু তুমি কোনদিন রোগী হয়ে প'ড়ে থাকনি?

—কেন থাকব না। অনেকবার অসুখে পড়েছি, বেডে আপনাদের মতো দিনের পর দিন শুয়ে থাকতে হয়েছে। ভিজিটিং আওয়ারে মা দেখে দেখে গিয়েছে।

- আর কেউ দেখে যেতনা?

একটু করুণ হাসি হাসল সে। না, আর কেউ দেখে যেত না। মা ছাড়া আর কেউ দেখে যাওয়ার ছিল না।

অনেকক্ষণ গল্প করেছিল দু'জনে। শ্রীনিবাস জেনে নিয়েছিল - তার নাম রতন বিশ্বাস। পূর্ববঙ্গের কোন এক অখ্যাত গ্রামে পদ্মা নদীর ধারে বাড়ী ছিল রতনের। মা বাবা ভাই বোন নিয়ে পরিবার। ছোট ভাইকে হারিয়েছিল পদ্মার চোরাবালির গর্ভে। চোখের সামনে ঝিনুক কুড়াতে কুড়াতে তলিয়ে গিয়েছিল বালির পাতালে। ছোট বোন বাণের জলে, আর বৃদ্ধ বাবা রোগে ভুগে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। তারপর বিরাট ওলট পালট। নিজেদের বাস্তুভিটা ছেড়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছে বড়দি ও মাকে নিয়ে শিয়ালদায়। ষ্টেশনে প্লাটফর্মে বেশ কয়েক মাস কাটাতে হয়েছে অনাহারে অর্দ্ধাহারে। একদিন দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেল না,— বাঁচার তাগিদে কোথায় তলিয়ে গেল কে জানে? মা,— মা আছে শেষ পর্য্যন্ত মহীরূহের মতো— রোদ বর্ষা শীত সহ্য ক'রে— শোক দুঃখ লজ্জা ঘৃণার বিষ কণ্ঠে ধারণ করে তার হতভাগ্য সন্তান রতনকে নিয়ে।

নির্জন রাত। রোগীরা নিঃশব্দে ঘুমুচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা রোগীর যন্ত্রনা ব্যাকুল কাতরোক্তি। ভয়ঙ্কর লাগছে পরিস্থিতি। অস্পষ্ট আলোয় রতনের আবছা মুখের দিকে তাকিয়েছিল শ্রীনিবাস। সমবেদনার স্বরে বলেছিল,—খুব দুঃখের কথা। তারপর!

—তারপর। হ্যাঁ— তারপর। একটু কেসে নিল রতন বিশ্বাস। ওয়ার্ড বয় রতন। বস্তির এক ঘিঞ্জি পরিবেশে একটা মাথা গোজবার ঠাই করে নিয়েছিলাম অনেক চেষ্টায়। আর ভাগ্যের অনেক নিপীড়নের পর এই হাসপাতালের এই চাকরী।

বেশ চলছিল। মা আর ছেলের। কিন্তু ভগবান তা আর করতে দেবে কেন? আমার অসুখ করল। অসুখ মাঝে মাঝে কার না হয়। আমারও হয়েছে এর আগে।

—কিন্তু—, শ্রীনিবাস রতনের কথার খেইটা ধরে রেখে দিল।

—শেষ বারে অসুখে মুস্কিল হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রতন, বলল, আমি ছিলাম একমাত্র সম্বল। সবদিক দিয়েই। উপার্জনের দিক দিয়ে যদি বলেন, আমার অল্প আয় ছিল কায়ক্লেশে খাওয়া পরার একমাত্র পথ। আর যদি অন্যদিকে ধরেন, ছারখার হয়ে যাওয়া সংসারে - একমাত্র আমি ছিলাম অবশিষ্ট। মায়ের একমাত্র সান্তনা।

উপরে ফ্যান ঘুরছে। মশারীগুলো থরথর করে কাঁপছে। বাতাসে অদৃশ্য আলোড়ন। দূরের লাইটের শেষ আভাটুকু যে স্বল্প

আলো আঁধারির সৃষ্টি করেছিল—তা যেন মৃদু মৃদু নাচছে।

রতন বলে চলল,— মাস খানেক আগে ঠিক এক মাস হবে এই বেডে আমি শুয়ে ছিলাম। ক'দিন ভুগে শরীর ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? বুঝতে পাচ্ছি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি। ডাক্তার শুধু স্টেথিস্কোপ্ দিয়ে দেখে নিল একটু। নার্সকে কি যেন বলল নিচু গলায়। দেখলাম—অক্সিজেন সিলেণ্ডার আনা হচ্ছে আমার জন্যে।

আমি তো মাস খানেক হল এসেছি এখানে। তা' হলে তোমার পরে বোধ হয় এ-বেড্ আমি দখল করেছি। তাই না? শ্রীনিবাস তাকালো তার দিকে। এবং মনে হল—হ্যাঁ, বড় রোগা রোগা লাগছে রতনকে। দীর্ঘ রোগ ভোগের বাস্তব স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে দেহে। চোখ দুটো কোটরাগত। আবছা আঁধারে দেখা যাচ্ছে তা' যেন জ্বলছে। এ রকমই হয়। শীর্ণ চোখের দৃষ্টি অনেক সময় প্রখর হয় বৈকি!

রতন বলল,—হ্যাঁ। আমার পরে আপনি এসেছেন। তারপর যা বলছিলাম। একটু থামল রতন। অনেক ক্লান্তি জড়িয়ে যেন তাকে পরিশ্রান্ত করে তুলেছে। হাঁপিয়ে উঠেছে সে।

—পরে ব'লো, বসো না একটু টেনে নিয়ে। একটু বিশ্রাম যেন দিতে চাইলো শ্রীনিবাস। দুর্বল শরীর নিয়ে ডিউটিতে না এলে কি পারতো না? মাত্র এক মাস আগে অসুখ থেকে উঠেছে।

সমবেদনার কোমল স্পর্শ রতন পেল না যে তা নয়। একটু চুপ করে রইলো। হয়তো ভাবছে, হয়তো বলতে চাচ্ছে—কাজ না করলে চলবে কেন? মা আর তাকে উপোস করে দিন কাটাতে হবে। আর রোগা শরীর? ও এই মাত্র! মার যে কত দুঃখ তোমরা তা বোঝ না!

ধীরে ধীরে রতন মাথা তুলল,—জানেন বাবু, ডাক্তার কিছু করতে পারে না। অক্সিজেন দিক আর স্যালাইন ওয়াটার শরীরে বোতল বোতল ঢোকাক যার বাঁচবার নয় সে বাঁচবে না। না—না বাঁচবে না সে। ডাক্তার আমাকে বাঁচাতে পারলো না। মানে? আঁতকে উঠল শ্রীনিবাস। কি বলছ আজে বাজে। ডিউটি করছ না তুমি?

একটু হাসল রতন বিশ্বাস। হেসে বলল, অভ্যেস হয়ে গেছে তাই। ভুলতে পারি নি আজও কাজটা কিনা? রাত্রে আঁধারে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াই।

ভয়ঙ্কর চীৎকার করে উঠেছিল শ্রীনিবাস। এক ভয়ার্ত স্বর, সে কি ? তাই নাকি ?

রতন বিশ্বাসকে আর দেখা গেল না হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেল এক মুহুর্তে। এক বিশ্রী অশরীরী আতঙ্কে বাবা বনে গেল শ্রীনিবাস। মনে হলো যেন এক তীব্র হিমেল স্রোত শিরদাড়া দিয়ে বয়ে গেল।

এই কি ভুল বকছেন আপনি! নার্স নারা দিতে চাইলো শ্রীনিবাসকে। বাঁ হাতটা দিন। ইন্‌জেকশন দিয়ে দেবো।

ইনজেকসন্? চোখ পিটপিট করে শ্রী-নিবাস। না জাগা না স্বপ্ন না ঘুম চোখে।

হ্যাঁ ইনজেকসন্। একটু মৃদু হাসল নার্স। মনে মনে ভাবল বোধ হয় বাচ্চা ছেলেদের মতো বড়োরা ভয় পায় দেখছি ইন্‌জেকশন্ নিতে।

রতন বলে কাউকে চেনেন? রতন ওয়ার্ড বয়। ওয়ার্ডবয়? ওঃ, রতন বিশ্বাস। তার কথা বলছেন তো? বেশ বিনয়ী, অনু-গত। মাস খানেক আগে মারা গেল। এই হসপিটালে। এটা কত নং বেড। ছত্রিশ নং? হ্যাঁ, আপনার এই বেডে ছিল সে। নার্স এক নাগাড়ে বলে গেল কথাগুলো। তা কেন বলুন তো?

বলার আর কি আছে? হুবহু মিলে যাচ্ছে না। রতন বিশ্বাস ওয়ার্ড বয় রোগা ক্রান্ত ছত্রিশ নং বেড।

একমাস আগে মরে গেছে। তবে কি রতনের অশরীরী আত্মা।

তারপর কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল নার্সের মুখের দিকে। তার হাতের সিরিঞ্জের সরু নিডেলের ডগার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো, নাঃ এমনি বলছিলাম রতনের কথা আমার পরিচিত ছিল কিনা।

জাগ্রত না স্বপ্নে উষ্ণ মস্তিকে না স্বাভা-বিকে, ভ্রান্তে না অভ্রান্তে, শরীরী না অশরীরী সাক্ষাত ঘটে ছিল সে প্রশ্নের আর কোন মানে নেই। যে ভাবে হোক এক মুহূর্তের জন্য এবং মাত্র একবারের জন্য হলেও যে আলাপ আলোচনা তা সত্য রূপে প্রতিভাত হওয়ায় তাতে 'পরিচিত' না বলে পারে নি শ্রীনিবাস।

স্বর্গাদপি

গরিয়সী

গীতা সিন্‌হা
কলি ৯

॥ শনিবার ॥

হ্যালো, থ্রি ফাইভ থ্রি টু ওয়ান ফোর। ..... হ্যাঁ, আমি রেবেকা বলছি। ..... তাই নাকি? এক্‌সকিউজ মি সুনন্দ, কাল একটু বেরিয়ে ছিলাম। তারপর, কি মনে করে? আমি কি তাই বলছি? সত্যি বলতে কি, তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আজকের দিনে এ রকম ইনোসেন্ট দেখাই যায় না।

.........আমার সম্বন্ধে তোমার এত উচ্চ ধারণা কেন? কলেজে তো সবাই এর উল্টো কথাটাই বলে। ....এ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না। ...... না, আজ তো বেরোতে পারব না। দেখনা কি জ্বালা, দিল্লী থেকে আমার এক মাসিমা আসছেন, মার অর্ডার, আজ বাড়ীতে থাকতেই হবে।

...ডোণ্ট মাইণ্ড, কালও সিনেমার টিকিট আছে। আচ্ছা পরশু তুমি ফ্রি আছ? থাক্, খুব হয়েছে।

.... তাহলে পাঁচটায় সময় এসো। মেট্রোর সামনে, বুঝলে? এসব ব্যাপারে আমি কিন্তু খুব পাংচুয়াল। ......তুমিই ভেবে রেখো কোথায় যাবে। ভাল কথা, তুমি যেন গাড়ী নিয়ে এসো না। আমি আবার নিজের অষ্টিনখানা ছেড়ে এক পা চলতে পারি না। ..... আচ্ছা ঐ কথাই রইল।

বা—ই। বাই

॥ মঙ্গলবার

হ্যালো, কে পরিমল? ...... ও সরি, পরিমলকে ডেকে দিন না। ......আমাকে চিনবেন না। আমি ওদের ক্লাশে পড়ি। রেবেকা আমার নাম। থ্যাঙ্ক ইউ। ......

পরিমল নাকি? .... কি করছিলি? ... রেখে দে, তোর আবার পড়া। আমাদের মতো তো আর গাধা নও তুই। একবার চোখ বুলালেই হয়ে যাবে। আমারও তো পড়া হয় নি। বিকেলটা বাড়ীতে বসে বডড বোরিং ফিল করছি। চল একটু ঘুরে আসি। আচ্ছা আচ্ছা। এখন তুই চটপট বেরিয়ে পড়তো। মেট্রোর সামনে চলে আয়। ... দূর, তুই এখনও বাচ্চা আছিস। মাকে বল না, অলোকের বাড়ীতে যাচ্ছিস। রেখে দিচ্ছি। ছটার মধ্যে আসবি কিন্তু।

॥ বুধবার ॥

হ্যালো থ্রি ফাইভ থ্রি টু ওয়ান ফোর। হ্যাঁ আমিই বলছি। কি ব্যাপার, ভুল করে নাকি? ও কলকাতার বাইরে ছিলে? কোথায় কোথায় ঘুরলে? তাজমহল দেখেছো। ফুল মুনে? খুব ভাল। আমারও ওসব ঘোরা হয়ে গেছে। আচ্ছা দীপক, তোমার সঙ্গে কে ছিল? ওসব চালাকি মারবার জায়গা পাওনি? ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি রেবেকা সেন। করবী ছিল না বলতে চাও? ও হো হো, খুব ভাল বলছো। তোমরা দুজনে যদি একজন হও তা হলে আ.ম হার মানলাম। এঁ্যা কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। দুত্তোর কি খট খট করে শব্দ হচ্ছে। হ্যালো তুম শুনতে পাচ্ছ? আমিও না। দীপক, নিশ্চয় ক্রশ কানেকশান হয়েছে. হ্যালো লাইনটা ছেড়ে দিন, আপনি ছাড়বেন কিনা। দীপক' তুমি একটু থাম, দেখুন ছেড়েদিন বলছি ভাল হবে না ইস্, জরুরী দরকার আমাদেরও জরুরী দরকার। হি হি কি বলছেন শুনছ! মোটেই আমরা প্রেমালাপ করছি না। আর যদি করেই থাকি সেটা কি বেয়াইনি নাকি। দু মিনিট সময় দিলেন। কে হে আপনি সময় দেবার? আমরা দু ঘণ্টাপর ছাড়ব। আহা বাপের বয়সী. আমার বয়স কত জানেন? দীপক. ছাড়বেনা কিন্তু, উনি নিজেই বোর হয়ে ছেড়ে দেবেন।

— হ্যাঁ, তুমি কি যেন বলছিলে? ব্যাটা লাইন ছেড়ে দিয়েছে বোধ হয়।

— হ্যাঁ, না অবজেকসন কিসের? তবে এ সপ্তাহে আর হচ্ছে না. একেবারে এন্‌গেজ্‌গ। — আচ্ছা সানডেটা তোমার জন্য রাখলাম। শনিবার রাত্রে একটা রিমাইণ্ডার দিয়ে দিও রিং করে।

ডায়মণ্ডহারবার? তা হলে তাড়াতাড়ি এসো, — ধেৎ আ চ্ছা, আমাকে আর বলে দিতে হবে না। বা ই।

॥ শনিবার ॥

হ্যালো, থ্রি ফাইভ থ্রি টু ওয়ান ফোর।... হ্যাঁ, রেবেকাই বলছি। সুরজিৎ দাস? ডোণ্ট মাইণ্ড, ঠিক চিনতে পারছিনা। ··থার্ড ইয়ারে পড়েন? হয়তো চিনি' নাম জানি না।.. লম্বা, মুখে বসন্তের দাগ? ওহ-হো, আবৃত্তিতে ফার্ষ্ট হয়েছিলেন, না? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আপনাকে তো সবাই 'তেলেভাজা' বলে। ··তা' হঠাৎ আমাকে ফোন করলেন কেন? রেশনের দোকান থেকে? রেশন নিতে এসে ফোনটা খালি দেখে আমার নাম্বারটাই মনে পড়ল? আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, তা তো হয়েই গেল।... বন্ধুত্ব? দেখুন; আমি স্পষ্ট কথা পছন্দ করি। সব ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়না। আর আপনিই বা এতটা আশা করলেন কি করে? আমাদের বাড়ীতে আসতে চান, আসুন। কিন্তু নিজের রেস্‌পন্সে আসবেন। আমার বাড়ী খুব কনজারভেটিভ। ··আর একটা কথা, যখন তখন এভাবে বিরক্ত করবেন না। ··আচ্ছা,

নমস্কার।

॥ বুধবার ॥

হ্যালো; রেবেকা বলছি।··· ও মিষ্টু'র বাগচী! কি খবর? হ্যাঁ; ওই চলে যাচ্ছে কোনরকমে। মিসেস কেমন আছেন? ···আমি তো আপনাকে বলেইছি, বিকেলে আমাকে বাড়ীতে পাওয়াটাই আশ্চর্য্য। রাত দশটার পরে ফোন করবেন। ···তাতে কি হয়েছে? বন্ধুত্বের আবার বয়স আছে নাকি? আমি তো তা মনে করিনা। তাই নাকি? একথা অবশ্য অনেকেই বলে। আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি থাকতে পারি। ··সার্কাস আমি আজই দেখে এলাম এক কাকার সঙ্গে। আই মিন পিসেমশায়ের ভাই। এলিটে কি চলছে এখন? ও, ওটা আমার দেখা হয়ে গেছে। আচ্ছা; আপনার সঙ্গে না হয় আর একবার দেখব। তবে একটা কণ্ডিশন, সেই হোটেলটায় ডিনার খাইয়ে দিতে হবে। কালকের টিকিট পাওয়া যাবেনা? সত্যি; বইটা দুবার দেখার মত। কিন্তু পরশুও হবেনা। আমার এক বন্ধুর বার্থ-ডে পার্টি আছে। না না শনিবারে আমার অন্য প্রোগ্রাম নেই। জানেন তো, আমার কথার নড়চড় হয় না। হি হি হি, আপনি এ বয়সেও এত রসিক। বাপরে··· ওদিকে মা আবার ডাকাডাকি শুরু করেছেন।··· ও-কে। গুড্ নাইট।

॥ রবিবার ॥

হ্যালো, থ্রি ফাইভ থ্রি টু ওয়ান ফোর।··· ইয়েস্, রেবেকা স্পিকিং। ও সুনন্দ। তোমার যে আর পাত্তাই নেই।

মাঝে মাঝে ডুব মারো কেন বলত ? এসব লেম এক্সকিউজ আমার বেশ ভালই জানা আছে। এ খবর তোমার কানে গেল কি করে ? দীপকের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম, এ তো আমি ডিনাই করছিনা। কিন্তু তাতে হয়েছে কি ? আফটার অল, সে আমার বন্ধু। তুমি কি যাওনা তোমার বন্ধুর সঙ্গে !

হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ গার্ল ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড এ বয় ফ্রেণ্ড ? মনটাকে আর একটু উদার কর সুনন্দ। এভাবে তুমি নিজেকেই ছোট করছ। ··· হ্যাঁ, বেড়াতে আমি ভালবাসি, নো ডাউট। কিন্তু তোমার সঙ্গে বেড়ানোতে একটা আলাদা চার্ম আছে। দীপকের থেকে তুমি অনেক ভাল।

এই তো ভাল ছেলের মত কথা।··· হ্যাঁ আজ একটা প্রোগ্রাম আছে বটে। বাট আই ক্যান ক্যানসেল ইট ওনলি ফর ইউ সুনন্দ। তাহলে মেট্রোর সামনে তোমাকে পাচ্ছি জাষ্ট পাঁচটায়। কি দুষ্টু তুমি ! আগেই টিকিট কেটে রেখেছ ? ও কে।

গুড্ বাই।

॥ পাঁচ বছর পর ॥

হ্যালো; কাইণ্ডলি একটু পরিমলকে ডেকে দিন না। ও; পরিমল। আমি রেবেকা দাস বলছি। তোদের ক্লাসে পড়তাম রে।··· তবু ভাল; মনে পড়েছে।

এই শোন্; তুই তো বেশ ভাল চাকরি করিস্ শুনেছি। বিয়ে টিয়ে করেছিস নাকি ?

স্বাগতাই পার্মানেণ্ট–কনগ্রাচুলেশন। ··· কেন সুরজিতের সঙ্গে আমার বিয়ের খবর তুই জানতিস না ? তিন বছর তো হয়ে গেল। ···নেভার মাইণ্ড পরিমল। বাড়ীর অমতে বিয়ে, বিশেষ কাউকে জানাতে পারি নি ··· তা বলতে নেই, সুখেই আছি ·· তুই ভুল করছিস। আমিই বরং সুরজিতের যোগ্য নই। ওকে তোরা চিনতে পারলিনা।

···আমার মত একটা মেয়ের জীবনে যা কিছু কাম্য, তার চেয়ে অনেক বেশীই ও আমাকে দিয়েছে। ···সেই কথাই তো বলছিলাম, সুরজীতের স্কুল মাষ্টারিটা গেছে। আমাকেও চাকরী করতে নেয় নি।

অবস্থা বুঝতেই পারছিস। ·· নারে, এ আমার ভুলের মাশুল নয়। তোকে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। তুই তবু আমার কথগুলো শুনছিস সুন্দর, দীপক ওরা তো প্রথমেই চিনতেই পারল না বলে বেড়াতে যেতে চাও, একদিন না হয় নিয়ে

যাব। সাহায্য টাহায্য করতে পারব না।

শেষে তুইও একথা বললি পরিমল? ভেবে দ্যাখ এত অপমান সয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি।

···না ডাক্তারখানা থেকে বলছি। বাচ্চাটার শক্ত অসুখ নিজে রক্ত দিয়েছি। ··· ডক্টর মুখার্জী তো অনেক দয়া করেছেন। আর কত করবেন। না হয় ধার হিসেবে দে।

প্লীজ পরিমল, এত নিষ্ঠুর হোস না। আমার সোনামনিকে তুই বাঁচা। ওকে ছাড়া আমি বাঁচবনা।

—:—

চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নূতন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয় যারা চিরকাল অবিচ্ছেদ ২৪ ঘণ্টা কাছাকাছি আছে যাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখির অবসর ঘটেনি তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে।

—রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক—বি ২০৬১ গোপা মুখার্জী।

বাজে কথা এবং বাজে খরচে মানুষকে যতটা চেনা যায় ততটা আর কিছুতে নয়

—রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক -বি ৪৫৮৭ সুধীর পান।

লাখপতি

শ্রীরাজমোহন সরকার
বীরভূম

দূরে বিন্দুর মত কি একটা চোখে পড়তেই লাখপতি সজাগ হয়ে উঠল। আসছে নিমাই দুপুরের খাবার নিয়ে। মাথার ঘটিতে রোদ পড়ে চিক্ চিক্ করছে। ক্রমশঃ কিছুটা এগিয়ে আসছে। ঐতো মানুষের অ.স্তত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সকালে তাড়াতাড়িতে কিছু খাওয়ার অবকাশ পায়নি সে। তাই একটু সকাল সকাল পাঠিয়ে দিতে বলেছিল নিমুকে দিয়ে খাবারটা। বড্ড দেরী হয়ে গেল কিন্তু। তেষ্টায় ছাতি ফাটবার যোগাড়। মাথার উপর সূর্য্য অকৃপন ভাবে রশ্মি বিতরণ করে চলেছে। মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির।

জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে এলো তবু এক ফোটা বৃষ্টির দেখা নেই। পাঁজি দে.খ বামুন ঠাকুর বলেছেন, "আষাঢ়ের প্রথমেই প্রবল বেগে বর্ষণ।" তাই তো লাখোপতি আগের ভাগেই জমিগুলানে একটা চাষ দিয়ে রাখছে। এক পশলা বৃষ্টি হলেই চাষ দিতে বেশ জুত হবে। পাঁক-সার, আর গোবর দিয়ে রাখবে। একটা চাষ দিলেই জমিটা বেশ তেজী হবে। তারপর প্রথম বর্ষাতেই রুয়ে দেবে ধান। জল পড়লেই মাটি ঠাণ্ডা থাকবে আর তাতেই ধান চারাগুলো লকলকিয়ে উঠবে। ভবিষ্যতের আরো কত ভাবনা এসে জড়ো হল। ধান বড় হলেই 'বাচ' দিতে হবে। একা একা পারা যাবে না জন মুনিষ নিতে হবে কয়েকজন। ধানগুলো ফুলে বেরুবে আর বাতাসের তালে তালে নেচে উঠবে। তারপর ....

এই বাবা. খাবার লিয়ে এইচি গো ছেলের গলা শুনে লাখপতি গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়ায় এসে বসে পড়ল। সারা দেহে দরদর করে ঘামের স্রোত বে.য়ে চলেছে। ধুল মাখা হাত জোড়া দিয়ে ঘটিটার গলাধরে এক নিমেষে শেষ করে দিলে প্রায় আধঘটি জল। জানটা বাঁচলে রে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাবার যোগাড়। এক-টুকুন্ তাড়াতাড়ি আসতে পারলি নেই? ছেলে তার প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না।

"কই দেখি কি এনেছিস, মাছটাস পেলিনি? 'না' মুড়ি এনেচি এক কোচড়। ভাত রান্না হলো নেই।

ক্যানে?

ঘরে চাল্ নেই যে।

চাল নেই? সব ফুরিয়ে গেল?

মা তো বললে —

মা বল্লেই হলো? পাঁচ কেচি চাল নিয়ে এইলাম সেদিনকা সব খেয়ে শেষ করে দিলে?

কখন কোথা থেকে চাল কি করে আসে তার হিসাব নিমাইয়ের রাখার কথা নয় তবুও এবার যেদিন চাল আনে নিমাই সঙ্গে ছিল। এক সপ্তাহ আগে পাচ কেচি চাল এনেছিল ওর বাবা। ওর বেশ মনে আছে তাই বললে, সেই কবে পাচ কেচি চাল আনলি সে বুঝি এখুন থাকে।

থাকে না? ঘরে বসে শুধু ভাত গেলা কাজের বেলায় অষ্টোরম্ভা। আমি মুড়ি খাবনেই, যা লিয়ে যা। বাটিটা ঠেলে দিতেই বাটি ওল্‌টে মুড়িগুলো পড়ে গেল। লাখপতি বাকী আধঘটি জল খেয়ে উঠে পড়ল। নিমাই উল্‌টানো বাটিটা তুলে নিল। কাঁদতে কাঁদতে মুড়িগুলো সব তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল?

নিমাই চলে গেলে লাখপতি গাছটার দিকে তাকিয়ে দেখলো একটা কাক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই চারটে যা পড়ে ছিল সেগুলো মুখে তুলে নিচ্ছে। তার ইচ্ছা হল সে দৌড়ে গিয়ে কাকটাকে ধরে ফেলে। তারপর এমনি চুরি করে খাওয়ার প্রতিশোধ নেয়। দূরে ছেলের গমন পথের দিকে তাকিয়ে দু চোখ দিয়ে জল ঝড়ে পড়ে। খামোকা ছেলেটাকে বকে দিলাম। উর কি দোষ? উকে তো দুবেলা দুমুঠো খাবারও আমি দিতে পারলাম না। চাষ বন্ধ করে আবার দিয়ে সে গাছের ছায়ায় বসল, পেটটা জ্বলছে। এই তো ওদের জীবন, ক্ষুধার সময়ে দুটো খেতে পায় না। বছরের ছমাস ওরা খেতে পায় না পেটপুড়ে। মাথার ঘাম পায় ফেলে রোদে পুড়ে জলে ভিজে যাদের জমিতে ফসল ফলাচ্ছে। তারাই সুযোগ পেলে আঘাত হানতে ছাড়ে না। সেদিন মুনিব বাড়ী গিয়ে ধান চাইতেই মুনিব বলে উঠলে, কত আর ধার লিবিরে।

আর কি আছে? ধার শুধবি কি দিয়ে আর তো কোন জমি জমা নেই যে বন্ধক রাখবি। থাকার মধ্যে আছে শুধু বসত বাড়াটা ওটাও যে যেতে বসেছে।

লাখপতি বলেছিল এবার ফসল উঠলেই আপনার দেনা পাওনা সব চুকিং দেব; দেখে লিও। এখুন না দিলে বৌ ছেলে সব না খেতে পেয়ে মারা যাবে গো বাবু।

মুনিব বললে, যদি তুর বসত বাড়ীটা লিখে দিস। লাখপতি বুঝতে পারল মুনিবের আসল কথা এমনি করে ওরা কেড়ে নিয়েছে সব। বাপের দেওয়া বিঘে পাঁচেক জমি ছিল; সব এমনি করে ওর কাছে বাধা পড়েছে। না আর সে বাধা দেবে না। সেদিন সেই কমরেড বাবু এসে বলে গালো জমি চাষ করিস তোরা জমির ফসলও তোদের। ভোটে আমাদের জিততে দে, দেখবি ঐ সব জোতদারদের মাথা কেমন করে ভাঙ্গি।

সেদিন সারারাত বসে মিটিং করে ওরা। কমরেড বাবু বসেছিল সবার মাঝখানে উচু চেয়ারটায়। লাখপতি বসেছিল তার খুব কাছেই ওর গায়ে হাত দিয়েই তো বাবু বলে গেল, তোকেই এদের মোড়ল করে গেলাম। তোর যুক্তি নিয়েই এরা চলবে।

হ্যা চলেছে ওরা ওর কথা মতো। কোলকাতাতে সবাই মিলে ওকেই পাঠালে দলের প্রতিনিধি হিসাবে। আর গেইছিল বুধন। সে কি আজব শহররে বাবা; কত বড়ো বড়ো সব বাড়ি ঘর, কত গাড়ী কত সব তার দিয়ে আকাশটাকে বেঁধে রেখেছে। টেন থেকে নেমেই তো অবাক।

এ কুথায় এলামরে লাখপতি? কোন রাজার ঘরকে? প্রশ্ন করেছিল বুধন। লাখপতি জবাব দিলে এসব আমাদের রাজার বাড়ি। তারপর ঠেলা খেতে খেতে যখন সবাই মিলে এক জায়গাতে এসে থামল তখন দেখলে লাখপতি হাজারে হাজারে লোক। সবার হাতে লাল ঝাণ্ডা, সবাই বোলছে ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ কমরেড জিন্দাবাদ – জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

তারপর কত লোক উচু টিবিতে ওঠে কত কি যে বললে বুঝতে পারলাম সবাই বোললে ওদের ভুট দিলেই জমি মোদের হবেক। ভুট দিলেম জমি আমাদের হলেক কই? বুধন বলেলিছ, হবেকরে সবাই যখুন বোলছে।

এই বাবা ভাত লিয়ে এইছি; ছেলের ধাকায় লাখপতির ঘুম ভাঙ্গল। চেয়ে দেখে নিমাই তার জন্য ভাত নিয়ে এসেছে। গরুগুলো লাঙ্গল সমেত কখন এসে ছায়াতে দাড়িয়েছে। ভাত কোথা পেলিরে?

মা দিলে আমি যখুন সব কথা বোললুম মা তখন কোথা যেন গেইলো। তারপর রান্না করে দিলে। আমি লিয়ে এলুম। তুকে খেতে দিলে নেই?

মা বললে তু পরে খাইবি। তোর বাপকে আগে দিয়ে আয় কেনে।

আয় তু আর আমি তুজনে মিলে খেয়ে লি। তারপর একসাথে ঘরকে যাবো। তুই বাপ বেটাতে খেল। তারপর লাখপতি আবার লাঙ্গলের মুটি ধরে গরুর পিঠে লাঠি ছোয়াতেই গরু সে ইঙ্গিত বুঝে নিল। ধরণীর বুক চিরে লোহার ফাল এগিয়ে চললো আবার ফিরে এল। বসুমতী তবু নীরব। যে সন্তানদের সে বুকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের জন্য এটুকু ব্যাথা যে তাকে সইতেই হবে, নইলে এরা যে উপবাসী রয়ে যাবে। পৃথিবী মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে সোনার ফসল আর মানুষ তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আর এ ভাবেই কত জীবন শেষ হয়ে গেল, রক্তে ভেসে গেল মাঠ। পৃথিবী শিউরে উঠল। তবু মানুষের মন গললো না। দিনের আলো নিভতেই ওরা ফিরে এল বাড়ীতে। ওদের কুটীরে তখনও আলো জ্বলেনি। সারাজীবনই তো ওদের অন্ধকারে কেটেছে। তাই অন্ধকারকে ভয় ওরা করে না। লাখপতির ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেছে। এক ফোটা কেরসিনের পয়সাও ওদের জুটলো না।

"চাল কোথায় পেলি?" লাখপতি প্রশ্ন করল নিমাইয়ের মাকে।

ও পাড়ার বাগদী পিসীরটেনে লিয়ে আলাম। নিমাইয়ের মা জবাব দিল!

ও পাড়ার বাগদী পিসীর ছেলে মেয়ে কিছুই নেই। ভিক্ষা করে যা আনে তাতেই দিন চলে যায়। যে দিন কিছু বেশী পায় জমিয়ে রাখে। সেখান থেকে চাল এনেই এদের মাঝে মাঝে কাটাতে হয়। সেও নিমাইয়ের মুখ চেয়ে নিমাইয়ের মায়ের হাতে তুলে দেয়। লাখপতির এ খবর জানতে বাকী নেই।

লাখপতি "মুনিবের ঘর থেকে আসি" বলে চলে গেল ওরা তুই মা-ছেলেতে বসে যে গল্প করল সেটা কোন রাজপুত্তুর রাজ-কন্যার নয় সে ওই বাগদিপিসীর নিমাইয়ের প্রতি ভালোবাসার কাহিনী।

অনেক রাত করে লাখপতি ঘরে ফিরল। নিমাই তখন ঘুমিয়ে গেছে। নিমাইয়ের মা ঘুমে ঢুলছে। লাখপতির গলা শুনে ঘুম পালিয়ে গেল। শালার কুত্তার বাচ্চা এক কুনকি ধানও দিতে চাইছে না। করব

না শালার জমি চাষ। কোমরেড বাবুকে কাল খবর দিতে হবে। দেখি উ ধান না দিয়ে কোথা যায়।

সকালে ইচ্ছে করেই জমিতে গেল না লাখপতি। কি হবে জমিকে যতন করে? ওর ফসলের দাবী করতে গেলেই মাথা কাটবে। গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। বেশী কিছু করতে গেলেই ভিটে ছাড়া হতে হবে। চোখের সামনে সে দেখেছে কতজনকে গ্রাম ছাড়া হতে।

বেলা দশটার সময় একজন দারোগা সমেত কয়েকজন কনষ্টবল এসে হাজির ওদের গাঁয়ে পুলিশ ঢুকতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

পুলিশ কেনে গো? কি জানি বাবু? নানা রকম প্রশ্ন আর নানা রকম জবাব। শেষ কালে ভিমু এসে খবর দিলে, হারু মোড়লের বাড়ীতে রাতে নাকি চুরি হয়েছে। সবাই গিয়ে হাজির হারু মোড়লের বাড়ী। পুলিশ কেনে?

ব্যাটা লেখো রাতে চুরি করতে এইছিলি দেখছিস না উঠোনে ধান পড়ে রইছে। গোলা কেটে ধান লিতে এইছিলি। বাবুর বৌ নাকি দেখে চীৎকার করে উঠল তো ওরা সব পালিয়ে গেল। লেখকে কিন্তু ঠিক চিনে লিয়েছে।

খবর শুনে কেউ বললে হেই বাপ, লেখো করলে চুরি এ ক্যামন কথা গো? কেউ বললে উ ব্যাটা তো পাকা চোর গো।

এবার কিন্তু ফাকি দিতে পারলেন না। ওরা দেখল কয়েকজন পুলিশ লাখপতিকে ধরে নিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে রুলের গুতো মারছে। লাখপতি নীরব হয়ে সহ্য করে যাচ্ছে দানবের অত্যাচার।

তা ছাড়া ওর কিছুই করার নেই। সে শুধু ভাবছে এ কেমন করে হোল? মনে পড়ল গতকাল রাতের ঝগড়ার কথা।

সে রাগ করেই বলে ফেলেছিল, গোলা ভর্তি ধান থাকতি দিলে নেই এক মুঠো? সব ছিনিয়ে লেবো। এটাই তার মহা অপরাধ। আর তার সাজা এ ভাবেই দিতে চায় হারু মোড়ল। বুদ্ধি আছে লোকটার।

নিমাইয়ের মা আর নিমাই ওদের পিছনে পিছনে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল। উ, চুরি করে নাই গো, উকে তুমরা ছোড় দাও। উ

চুরি করে নাই

ওদের কান্না শোনবার মত অবসর পুলিশের ছিলনা। যাবার সময় লাখপতি বলে গেল কাঁদিস না, আমি ফিরে এসে এর বদলা লেবো।

পুলিশের গাড়ী তখন চোখের আড়ালে চলে গেছে।

(রচনা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত ছোট গল্প।)

——

ঘেরাও

—অসিতকুমার সাহা।
কলিকাতা—৩

ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের দেশ। ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। শ্রেণী ধর্ম্মনির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককেই নিজের ক্ষমতার পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতায় শিল্প বাণিজ্য, কলকারখানার শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, বিবাদ প্রভৃতি দেখা যায়। শ্রমীকশ্রেণী মনে করে যে তাদেরকে ন্যায্য মুজরী থেকে মালিক বঞ্চিত করে আর মালিকশ্রেণী মনে করে যে তারা বেশী মজুরী দিয়ে থাকে। ধর্ম্মঘট, লক-আউট প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রমিকগণ তাদের দাবী পূরণ করার চেষ্টা করে। শ্রমিক লাঞ্ছনার অবসানকল্পে বিগত শতাব্দীতে সূচিত হয়েছিল শ্রমিক সংঘর্ষ আন্দোলন।

স্বাধীন সরকারের কাছে ভারতের শ্রমিক সংঘসমূহের প্রত্যাশা ছিল সুপ্রচুর। কিন্তু তাদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। সম্প্রতি ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমনীতির পরিবর্ত্তনের ফলে শ্রমিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে 'ঘেরাও' কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৭ সাল শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের তিক্ততম বর্ষরূপে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো।

ঘেরাও কি?—কিছু সংখ্যক শ্রমিক তাদের দাবী আদায়ের জন্য মালিক পক্ষ বা তাদের প্রতিনিধিবর্গকে ঘিরে রেখে যে আন্দোলন করে তা'ই 'ঘেরাও' নামে পরিচিত। এই

ঘেরাও আজ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে আতঙ্কের বস্তু হয়ে উঠেছে। বিচারপতিগণ বলেন, ঘেরাও শব্দের অর্থ এই যে ঘিরে ফেলে জোর বা দখল করে কোন লক্ষ্য অবরোধ করা। ঐ লক্ষ্য কোন স্থান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক সুপারভাইজিং ষ্টাফ ও হতে পারে? আটক ব্যক্তিদের প্রহার, গালিগালাজ অত্যাচার করা হয় এবং এমন কি অনেক সময় মলমূত্র ত্যাগ করতে দেওয়া হয় না? উদ্দেশ্য হল শিল্প পরিচালকদের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের দাবী মানতে বাধ্য করা।

এই ঘেরাও এর ফলে অনেক সময় শ্রমিকদের দাবী পূরণ হয়ে থাকে। শ্রমিকগণ তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবী শীঘ্রই আদায় করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে এই ঘেরাও আন্দোলনের ফলে পশ্চিম বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে দেখা যায় চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। ১৯৬৭ সালে কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গেই ৮৪১টি ঘেরাও আন্দোলন হয় আর বিহারে ৩৪টি এবং উত্তর প্রদেশে ৭টি।

এই ঘটনাগুলি কেবলমাত্র বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, সরকারী উদ্যোগেও পৌঁছায়। এর ফলে দেশের বাণিজ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। এবং নীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় পরম সংকট। ঘেরাও এর ফলে দেশের বেকার সমস্যা তীব্রতর আকার ধারণ করে।

এই ঘেরাও আন্দোলনের ফলে বহু কলকারখানায় দ্রুত ঝাঁপ পড়তে থাকে? দুঃখের বিষয় জীবন যন্ত্রণায় দিশেহারা শ্রমিক এক দুর্ভাগ্যজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নিরূপায় ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'ঘেরাও' এর মতো একটি বিপজ্জনক পথে। মালিক শ্রমিক বিরোধের এই পর্যায়ে অধিকাংশ মালিকই ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে থাকেন। শিল্পপতিগণ নূতন করে ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ রেখেছেন। এতে যে শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন হচ্ছে তা নয় সাধারণ ভাবে দেশের অর্থনীতিতে দারুণ বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে।

ঘেরাও আন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠেছে আজ এখানে ঘেরাও, কাল ওখানে ঘেরাও ঘেরাও আজ শ্রমিকদের হাতিয়ার রূপে প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে।

'ঘেরাও আন্দোলন' ভীষণ হয়ে উঠেছে— আজ এখানে কাল ওখানে ঘেরাও। ঘেরাও আজ শ্রমিকদের একমাত্র হাতিয়াররূপে প্রবলআকারে দেখা দিচ্ছে।

এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান ব্যতীত

শিল্পক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন হবে না। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বলেছিলেন "উৎপাদন বাড়াবার দায়িত্ব কেবল শ্রমিকদেরই নয়। বরং মালিক পক্ষের ব্যবহারের উপর তা বেশী নির্ভর করে। উৎপাদন বাড়লে যে বাড়তি আয় হবে, তাতে শ্রমিকদেরও একটা বিশেষ প্রাপ্য অংশ থাকবে, এ রকম প্রতিশ্রুতি মালিকপক্ষের কাছ থেকে পেলে শ্রমিকরা উৎসাহিত হবে এবং আরো বেশী-উৎপাদনে আগ্রহী হবে।"

ঘেরাও আন্দোলন বন্ধ করার জন্য শিল্পপতিগণ দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতের হাইকোর্ট শরণাপন্ন হন। কিন্তু গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ সালে হাইকোর্টের এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে "ঘেরাও"কে বে-আইনী ও অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।

বিচারপতিগণ মনে করেন যে, "ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের মতে ঘেরাও বে-আইনী নয়। কিন্তু যেখানে আটক করা, চলাচলে বাধা দেওয়া অথবা দেশের ফৌজদারী আইন মোতাবেক অন্যান্য অপরাধ করা হয় সেখানে তা কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা করলেও এবং তা সমবেতভাবে দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলেও বে-আইনী। দেশের আইনের আওতার বাইরে বিশেষ কোন সুবিধা দাবী করা চলে না। ঘেরাও-এর নামে পরিচালন বিভাগের যে কোন লোককে বে-আইনী ভাবে বাধা দান অথবা বে-আইনী ভাবে আটকের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৯ এবং ৩৪০ ধারা অনুযায়ী সমস্ত ঘেরাও আন্দোলনকারী কর্মীই অপরাধী।"

শ্রমিকগণ সর্বদা ন্যায্য দাবী আদায়ের অধিকারী। তারা যে ন্যায় সঙ্গত পারিশ্রমিক পাবে না, এটা কল্পনাতীত। কিন্তু তাই বলে গণতন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধিনতা হরণ করাও উচিত নয়। উপরন্তু শিল্প উৎপাদনকে ব্যাহত যদি করতেই হয়, তা তা করা উচিত বিধিসংগত ভাবে। দেশের নানাবিধ আপোষ পর্ষদ এবং শ্রম আদালতের মাধ্যমে গুরুত্ব সম্পন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান করা উচিত। সরকারকে এ-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

দেশে যদি বেকার সমস্যার সমাধান এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করতে হয়, তা হলে শ্রমিক মালিক বিরোধ বন্ধ করা দরকার। কল-কারখানার উৎপাদন অধিক পরিমাণে বাড়ানো দরকার। শিল্পে অশান্তি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পথে ত্যাগ করে শ্রমিক এবং মালিকের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে দেশের অর্থনীতির কাঠামোর সমৃদ্ধি সাধন প্রয়োজন।

প্রেম

পুতুল সাহা
নদীয়া

জান শুক্লা প্রেম আর ভালোবাসা জিনিষটা ঠিক এক নয়। প্রেম আর ভালোবাসার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। যেমন শোন—ভালবাসা; প্রিয়জনকে সর্বদা আপনার করে নিতে চায়; স্নেহ সাহচর্য্য প্রতিপক্ষ প্রণয় সহ্য করতে পারে না।

ভালোবাসা স্বার্থ নিয়ে চলে কিন্তু প্রেম নিঃস্বার্থ। সে সুখী করে সুখী হয়। প্রেম কোনদিন প্রতিদান আশা করে না, প্রেম কামনা বাসনাহীন। এর মধ্যে নাই কোন ভয়, নাই কোন দ্বিধা নাই কোন উদ্বেগ নাই কোন চিন্তা; এর মধ্যে আছে শুধু আছে অব্যক্ত আনন্দ। প্রেমের মূল কথা হল সে আমার প্রিয়জন সে যেন সুখে থাকে। সে যেন সুখী হয়। তার সুখেই আমার সুখ তাই বলছি শুক্লা তোমার বাবা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন না তো কি হোল? এতে আমি একটুও দুঃখ পাব না যদি তুমি সুখী হও। সত্যি বলছি শুক্লা তোমার ওপর আমার একটুও লোভ ছিল না, কোন স্বার্থে তোমাকে ভালবাসি না তাই তো তোমাকে প্রেম করি। প্রেম পবিত্র একে কলঙ্কিত করোনা। শুক্লা তুমি সুখে থাকলেই আমার সুখ।

লেকের ধারে সন্ধ্যাবেলা বসে বীরেন শুক্লাকে এই কথাগুলো বলছিল। এর পূর্বে তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন কথা হয়নি। শুক্লা তাকে ভালবাসতো। বীরেনও তাকে নিজের ভাষায় প্রেম করত। আজ যখন শুক্লা জানতে পেরেছে যে তার বাবা তার বিয়ের জন্য পাত্র ঠিক করেছে তখন সে আর নিজেকে ঠিক করে ধরে রাখতে পারেনি, ছুটে এসে বীরেনের কাছে সে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বীরেনের কাছে যে উত্তর পেল তাতে সে অবাক হয়ে গেছে। কিছুই বলতে পারছে না। তার হৃদয় মরুর মত শুকিয়ে গেছে। শন্ধ্যবেলায় গোধূলির যে রাগ ছড়িয়ে পড়েছে তাতে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। লেকের নীল রঙের জলগুলি যেন ক্রমে লাল হয়ে যাচ্ছে। শুক্লা আর বীরেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেই জলরাশির দিকে। পায়ের

নীচ থেকে একটা ছোট ঢিল নিয়ে ছুঁড়ে মারল শুক্লা লেকের সেই স্থির জলরাশির দিকে। সৃষ্টি হল তরঙ্গ। শুক্লার মনে মনেও তরঙ্গ। তার কত আশা ছিল সে বীরেনকে বিয়ে করে ঘর পাতবে সুখী হবে। কিন্তু আস্তে আস্তে সব যেন হারিয়ে গেল যেমন করে হারিয়ে গেল লেকের জলে সেই তরঙ্গ।

সে ভাবতে থাকে; আজ থেকে তিন বছর আগেকার কথা যখন সে এসেছিল বীরেনদের পাড়ায়; যখন নতুন বাড়ী তৈরী করেছিল বীরেনদের বাড়ীর পাশে। তার মনে পড়ে যায় বীরেনের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের কথা। হঠাৎ একদিন বীরেনের বোনের সাথে সোজা বীরেনের ঘরে। শুক্লাই বীরেনের সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল 'ঘরে আসবো বীরেন দা ?

হ্যাঁ এসো, মুখ নীচু করেই বীরেন বলেছিল, আরোও বলেছিল—সবাই যখন এসেছে তখন তোমাকেই বা আর না করি কেমন করে। দ্বিধাহীন চিত্তে শুক্লাও ঘরে ঢুকে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। বাঃ বেশ ছবি আঁকেন তো আপনি' আমায় একটা এঁকে দেবেন। বড্ড কঠিন কাজ এই ছবি আঁকা, মনের মধ্যে যদি কখনও কারো রূপ ফোটাতে পারি তখনই তার ছবি আঁকা সার্থক হয়। ছবি আঁকতে আঁকতে বীরেন বুঝিয়েছিল।

দেখুন না একবার আমার দিকে—আমার রূপ মনে গাঁথার মত কিনা? বলার সঙ্গে সঙ্গে শুক্লার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল বীরেন তখনও তার দিকে দেখে না মুখ নীচু করেই এবারও বীরেন বলল রূপ অরূপ কোন কথা না, যার ছবি আঁকবো তাকে যেন চোখ বন্ধ করেলও........

আর বলতে পারেনি, শুক্লা লক্ষ্য করে ছিল বীরেনের হাতের তুলি থেমে গিয়ে ছিল আর মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে অনেকক্ষণ পরে নাম জিজ্ঞেস করেছিল। কথাও দিয়ে ছিল ছবি এঁকে দেবার।

তারপর থেকে শুক্লা রোজ যেত বীরেন তাকে ইচ্ছামতো করে বসিয়ে ছবি আকতো ছবি আঁকা শেষ হলে বীরেন তাকে টাকা দিচ্ছিল। কিসের টাকা আশ্চার্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো শুক্লা।

আমরা কারো মডেল নিলে টাকা দিই—প্রত্যুত্তরে বীরেন বললো।

শুক্লা সেদিন টাকা নিতে পারিনি। শুধু নিয়েছিল তার ছবিটা। বীরেনও এককপি

রেখেছিল, আজও তার ঘরে বোধ হয় ছবিটা টানানো আছে। শুক্লার স্মৃতির পর্দায় সব জেন আজও জ্বল্ জ্বল্ করে ভাসছে। তার মনে পড়ছে সে কত স্বপ্ন দেখেছিল বীরেনকে নিয়ে। সে বিয়ে করবে। বীরেন হবে মস্ত শিল্পী আর শুক্লা হবে গায়িকা। বাড়ী গাড়ী সবই করবে ওরা। কিন্তু সেই মাঝে এসে জুটেছে আর একটি স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের নায়ক বীরেন নয় অন্য একজন যে শুক্লার স্বামী। কেমন হবে ভগবানই জানে কিন্তু নায়িকা থাকতে হবে তো শুক্লা-কেই যে শুক্লার স্বপ্নের নায়ক বীরেন। তাই সে ভাবে যে স্বপ্ন স্বপ্ন বাস্তব স্বপ্ন আর যে স্বপ্ন স্বপ্নে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন বাস্তবে বাস্তব। মনের মণি কোঠায় সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হতে লাগে পৃথিবীটা যেন তার চোখের সামনেই ঘুরছে। এমন সময় বীরেন তাকে বললো শুক্লা অনেক রাত হোল বাড়ী চলো। শুক্লা নিজের অজ্ঞাতেই বলে বাড়ী ?

হ্যা বাড়ী চলো অনেক রাত হয়েছে। হ্যাঁ চলুন।

বাড়ী ফিরে শুক্লা নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো। তার আর ঘুম আসতে কিছুতেই চাইছে না। তবু মনকে মানাতে গিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকতে হল। হারান স্মৃতি কথা তার মনকে নাড়া দিতে লাগলো।

মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা. যেদিন বীরেনের বোন স্বপ্না তাকে বলেছিল— শুক্লাদি দাদা বুঝি তোমাকে খুব ভাল-বাসে তাই না ?

কেন রে স্বপ্না ? শুক্লা জিজ্ঞেস করে ছিল। না তাই বলছি তুমি দাদাকে খুব ভালবাস সেই জন্যেই বললাম।

শুক্লা তখন কিছুই বলতে পারেনি। শুধু মুখ নীচু করে সেলাইয়ের কলটা চালাচ্ছিল।

শুক্লাদি আচ্ছা তা হলে তো তুমি আমার বৌদি হবে ? স্বপ্নার প্রশ্নের হাত থেমে যায় শুক্লার। মুখে একটা অস্ফুট উচ্চারণ করলো 'বৌদি ? বলে জড়িয়ে ধরলো স্বপ্নাকে।

হ্যাঁ দাদা মুকুট মাথায় দিয়ে তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে আসবে। যদি তুমি দাদার বৌ হও তবে তো আমার বৌদি হবে। বলে পালিয়েছিল স্বপ্না। সে কথা শুক্লা-

কি ভুলতে পারে? কখনই না। তাই আজ বিছানায় শুয়ে আজকে বীরেন যা বলছিল তা ভাবতে লাগে। তারপরই সে বুঝতে পারে—

The glory of life is love not to be loved, to give not to get; to serve not to be served.

কার দোষে

মিনতি ঘোষ
মুর্শিদাবাদ

(নাটকের পাত্র বাবা, মা, পুত্র ও রিতা)

প্রথম দৃশ্য—খোকা পায়চারি করছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে অভিনব কায়দায় ধরাল। পরনে চুঙ্গপ্যান্ট, সাপ-মার্কা জামা, পায়ে আকাশ মুখো জুতো। হঠাৎ পাশের বাড়ীর জানালায় চোখ পড়তেই

পুত্র—হাসলো রিতা, তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, বাবা আসার আগেই সিনেমা পালাতে হবে।

রিতা (নেপথ্যে)—আচ্ছা গো আচ্ছা আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি। তুমি এখনই চলে এস

পুত্র—ক্ষান্ত হও বান্ধবী হে আছে মোর সময় জ্ঞান, যথাকালে হইব বিদায় (এমন সময় বাবা প্রবেশ করলেন।) বা-বা-বাবা তুমি অসময় (কথা শেষ না করে তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে দিল)

বাবা—অ্যাঁ-হাঁ। তা খোকা! তোর ঘরের মধ্যে মেয়েছেলের গলা পেলাম, তুই তার সংগে খুব কথা—

পুত্র—না-না-না বাবা। তা কেন? মানে

আমাদের স্কুলে একটা নাটক হবে কিনা তাই মানে-

বাবা - তাই কি ?

পুত্র - আমাকে মেয়ের পার্ট করতে হবে। এই যেমন ধর রাম বলছে- 'সীতা তুমি কেন বনে মোর হবে অনুগামিনী। তখন সীতা বলছে—(মেয়েলী গলায়) না দেব ! সেই আমার হবে স্বর্গ সুখ। আমার বারন করো না। "

বাবা - ওঃ এই ব্যাপার। তা এখন সাহেবের যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

পুত্র - এই একটু—

বাবা - বলি একটু টা কোথায় ?

পুত্র - বললাম তো একটু-

বাবা - আশ্চর্য্য ! আডডা আর আডডা। ঐ অনল বাবুর ছেলে প্রতিবার প্রথম হয়ে আসছে আর আমার ছেলে এক ক্লাশ থেকে অন্য ক্লাশে হামাগুরি দিয়ে উঠছে। লজ্জা করে না। বলি স্কুলে গিয়েছিলি আজ ?

পুত্র - (একগাল হেঁসে) আজ্ঞে হঁা

ববা - তবে যে তোমার মাষ্টার বললে স্কুলে যাওনি।

পুত্র - মাষ্টার মশায়। আমার মাষ্টার মশায় ?

বাবা - (খেচিয়ে) তবে কি আমার মাষ্টার মশায়।

পুত্র - ও। ও ! এই কথা। তা স্কুলে যাচ্ছিলাম হঠাৎ খবর পেলাম চাঁদু কাকা মারা গেছে।

বাবা - সে কি আমি যে এখনই দেখলাম চাদু হাসপাতালের আউট ডোরে পায়চারি করছে।

পুত্র - আ-হা-হা চাঁদু কাকা মরবে কেন ? ওর ওই পিসতুতো ভাই এর ছেলের ছেলে তার ছেলে মরেছে।

বাবা- ওহোরে। বড়ই দুঃখের কথা। তা তুমি কি—

পুত্র - ওই শোক সভায় যাব।

বাবা - শোক সভায় কি হবে ?

পুত্র- কি হবে আবার কীত্তন।

বাবা - কীর্ত্তন। আহা—আহা-আঃ (চোখ বুঝে) আমাদের সেই রাধারাণীর প্রেম কি মধুর কি মিষ্টি। কি মন মোহিনী (চোখ মুলে) তা বাবা। আজ যখন এসে পড়েছি তখন চল তোর সংগে যাই।

পুত্র - এই রে সেরেছে (জানান্তিকে) তুমি ক্ষেপেছো বাবা ? আজকাল কার কীর্ত্তন মানে পপ সং। ঐ যে লা লা-(পুত্র দেখিয়ে পাওয়া

যায় এমন সময় পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট পড়ে যায় ।)

বাবা—এ সব কি ?

পুত্র—মা-মানে-ঐ তো—ইসে ও টা শোক-সভার—

বাবা - সাট্ আপ্ ! ও ! আমার ছেলে তলে তলে এত নিচে নেমে গেছে ? ছিঃ ছিঃ কি হল সব ?

পুত্র - বিশ্বাস কর বাবা ওটা শোক সভায় লাগবে তাই। (খোকা প্যাকেট তুলতে যায় কিন্তু চুস্ত প্যান্টের জন্য পারে না।) বাবাগো প্যাকেট'টা তুলে দাও না। বড্ড অসুবিধা।

বাবা - (তুলে দিয়ে) নাও, যত সব। তা তোমার পপ্ ভাষায় এ প্যান্টকে কি বলে ?

পুত্র - ড্রেন - নর্দমা।

বাবা - অ্যাঁ !!? নর্দমা ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ। দেখ বাপু আমাদের কালে এ সব দরকার হয়নি, তোমরা কেন দরকার বোধ করছ ? তাছাড়া বাজারে ভাল জামা প্যান্ট নেই নাকি ?

পুত্র - কি যে বল বাবা। আমি কেন, জগতের সবাই এ সব পড়ছে এ সব পড়লে কি সুন্দর—

বাবা - চুপ কর। জগতের সবাই এর সঙ্গে তোমার মিতালি হয়েছে আজ জানলাম।

পুত্র - তা হলে এখন আসি বাবা ?

বাবা - কোথায় যাবে ?

(পুত্র উত্তর না দিয়ে যাবার চেষ্টা করে)

বাবা - আশ্চার্য্য এরা কথার পর্য্যন্ত দেয় না। এরা সব হল কি ? অথচ আমাদের কালে বাপ মায়ের কথায় কেঁপেছি থরথর করে।

পুত্র - উত্তর দিতে পারনি, এইত ? এখন আমরা বুক ফুলিয়ে চলি, বুক ফুলিয়ে কথা বলি। শুধু আমরা কেন, এ বিষয়ে মেয়েরা আরও এগিয়ে গেছে। কেন শোননি চন্দ্রশেখর ঘোষের লেখা প্রশ্ন নাটকে কি বলেছে ?

বাবা - কি বলেছে ?

পুত্র - বলেছে "মোরা নতুন যুগের নারী
লজ্জা সরম দূরে রেখে
বুক ফুলিয়ে লাভ করি।"

বাবা - চোপরাও উল্লুক বাবার সামনে—

পুত্র - নো চিন্তা ডু ফুর্ত্তি ফাদার

আমি উদাহরণ দিচ্ছিলাম।

বাবা - যাও পনের মিনিট সময় দিলাম। হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসবে।

পুত্র - দেখা হলেই পড়তে বস পড়তে বস্। সে দায়িত্বটুকু আমার নেই? আমি যে বড হয়েছি তা জান না? আমি বেড়াতে যাইব।

বাবা - আচ্ছা! তা তোমাদের ঘর বলে কি কিছু নেই?

পুত্র - নেইত আছে আমার একখানা প্রাইভেট ঘর? যে ঘরে গোপনে রাখা হবে চিঠি পত্রাদি। যেখানে মনের সঙ্গে কথা বলা হবে। তা নয় একই ঘরে রেডিও বাজছে; শোয়া হচ্ছে।

(রাগে বাবার বাকরোধ হয়ে আসে)

বাবা - ও-ও তাহলে তোমার প্রাইভেট ঘরের দরকার? আমরা কাকা মামাদের ঘরে মানুষ হয়েছি। আমাদের তো কোন প্রাইভেট ঘর ছিল না।

পুত্র - (হাতঘড়ি দেখে) এইরে - চলি বাবা। (প্রস্থান)

বাবা - চলে গেল? গোল্লায় গেল আজকালকার ছেলেগুলো গোল্লায় গেল। আচ্ছা ফিরে আসুক

ড্রপ

—২য় দৃশ্য—

(রাত দশটা। বাবা পায়চারি করছেন। খোকা হিন্দি গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে ঢোকে। বাবাকে দেখে চমকে যায়)

পুত্র - বাবা বাবা!! তুমি এখনও ঘুমোওনি?

বাবা - শোকসভা কি রাত দশটায় শেষ হল?

পুত্র - (নায়িকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে) শোকসভা? কিসের শোকসভা?

বাবা - গানটা কে গেয়েছে?

পুত্র— লতা, সায়রাবাণু গেয়েছে। ও! কি গান বাবা!

বাবা— কোন সিনেমার গানটা হল?

পুত্র - "হিয়া আও আউর প্যার করো" বুঝলে বাবা— গানটা শোনা অবধি মনটা আমার কেমন যেন করছে, গা শুধু শির শির করছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে গুঁড়িয়ে ফেলি অথবা এমন কিছু কার -

বাবা - তবে যে বললে শোকসভায় যাবে।

পুত্র - ও, ও ! ও !! তাইতো মনে ছিলনা

বাবা - বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। বোম্বে গিয়ে ঐ সব সায়রা-বানুদের জুতো পালিস করগে। আবার হিঁয়া আও আউর কি বললি

পুত্র= "প্যার করো"

বাবা— বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ো তোমার মত ছেলে চাইনা।

পুত্র— আমার মত ছেলে চাওনা? বেশ যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি! পরে যেন কাগজে বিজ্ঞাপন দিওনা "খোকা ফিরে আয় বাবা।" আর এটাও জেনে রেখ এবার ফিরে এলে তোমার সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ হবে— আমি হব উত্তমকুমার।

বাবা - আচ্ছা, আচ্ছা— তুই এখন তো বেরিয়ে যা। তারপর উত্তমকুমার অধম কুমার যা হবি হতে পারিস।

[মা নেপথ্যে] খোকা আয় বাবা। তোর জন্য আজ রাজভোগ তৈরি করে রেখেছি, খাবি আয়।

পুত্র - (কেঁদে) কি কিন্তু মা বাবা যে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন। (মায়ের প্রবেশ)

মা - থামত; বুড়ো বয়সে আর আদিখ্যেতা দেখতে পারিনে। তুমি কি গো। অফিস থেকে এসে বকবে খেতে বসে বকবে, ছেলেটা একটু শান্তি পাবে না? তোমার জন্য ছেলেটা সব সময় মন মরা হয়ে থাকে ওর কথা ছাড়, তুই আয় বাবা খাবি আয়।

পুত্র - যাই মা বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। [বাবার দিকে তাকিয়ে] বাবা বাবা গো। গেলাম, গেলাম খেতে [প্রস্থান]

বাবা - দেখলেন, ছেলের মায়ের কাণ্ড দেখলেন? ওর মাই ছেলেটাকে আস্কারা দিচ্ছে। আবার বলে কিনা আমার দোষ। আচ্ছা আপনারাই বলুন এই যে শ্রীমানের মত ছেলেরা রকে বসে চারমিনার প্যাকেটে বিড়ি রেখে ফোঁকে, আর মাথায় ফণা তুলে মস্তানি করে বেড়ায় এর জন্যে কার দোষ? বাবার, মায়ের না ছেলের?

ড্রপ

—:—

জয় বাংলা

গোপা মুখোপাধ্যায়
হাওড়া

বুকের রক্তে আলপনা দেয়
সারা দেশ জুড়ে কে
বাংলা মায়েরই বীর সন্তান
ওরা যে বাঙালী রে—।
সোনার বাংলা শ্মশান করেছে
দরিয়ার পানি রক্তে ভরেছে
'জয় বাংলার' মন্ত্র তবুও
কাড়তে পেরেছে কে—!
জঙ্গী শাসক দেখ ঐ চেয়ে
মুজিবরে আজ দেশ গেছে ছেয়ে
শত সহস্র রোশেনারা আসে
রুখবে তাদের কে।
সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণ
ন্যায়ের বলেতে হয়ে বলীয়ান
রচনা করেছে নব ইতিহাস
এই মহা বিশ্বে......।
বাংলার জয় বাঙালীর জয়
মুক্তি যজ্ঞে আয় ওরে আয়
হৃদয় পদ্ম উপাড়িয়া তোরা
অঞ্জলি দিবি কে।
এপার বাংলা গর্বে ও দুঃখে
চেয়ে আছে শুধু ওপারের দিকে
যেথা তারি ভাই; হাঁকে চল যাই
শহীদ হবিরে কে।

জল্লাদ

শান্তনু চৌধুরী
উত্তরপাড়া

দৈত্য কুলের নহি প্রহ্লাদ
আমি জল্লাদ।
কষাইখানার সেজেছি আজিকে খুনী।
আমি নিভিয়ে চলি যে প্রাণ অকাতরে
কাতারে কাতারে,
তামাম যত দেশের জ্ঞানী ও গুণীর।
মরদ বাচ্চা সবসে আচ্ছা
এইতো আমার কৃত্য যা কিছু কাজ,
মৃত্যু আনিয়া শ্মশান জাগাতে
কিছু মোর নাহি লাজ।
হা হা হা হা—হো হো হো হো-
উল্লাসে আমি হাসি,
আমি অমরায় সমাধি রচিতে
নিত্য যে ভালবাসি।
আমি আপনার হাতে জ্বালিয়ে চলেছি
আজ, সুবর্ণময়ী লঙ্কা
আমি ঘা দিয়ে বাজাই
ঘন ঘোর রবে বিশ্ববিজয়ী ডঙ্কা।
আমি মত্ত আজকে দুনিয়াকে দেখাই
হি হি হি হি
কেইসান্ লব ডংকা।
সৃষ্টির বুকে
আমিই বহে আনি
নিত্য কালের ধ্বংস,
আমি সৃষ্টিনাশন মহাবলীয়ান কংস।

—:—

শেষ বিচারের ভার

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া

ছোট কথা সংগ্রাম
আর একটা কথা স্বাধীনতা
দুয়ে মিলে যা' হয় তার
সমষ্টি দেখে এলাম স্বাধীন বাংলায়।
সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ এক
দাবি চায়—নেতা এক কিন্তু
এরই জন্যে নির্বিচারে ঘাতকের দল
হত্যা করছে যুবা, বৃদ্ধ, ছাত্র,
শিশু, মাতা; নারীর নিচ্ছে ইজ্জৎ।
এটা কি ইজ্জতের লড়াই
নাকি পেটের জন্য!
এক কথায় দেওয়া যায় এর উত্তর বোধ হয়
এ লড়াই সকলের বাঁচার লড়াই।
এই নির্বিচার গণহত্যার কি নেই শেষ
নিষ্ঠুর জহ্লাদকে কি কাঠগড়ায় দাঁড়
করাবার মত নেই কোন বিশ্ব আইনের
সংজ্ঞা?
বেদনার ব্যথা ভরা রুদ্ধ অভিমানে
জানাই আকুতি বারবার—ভগবান!
তুমি কেড়ে নিওনা মানুষের স্বাধীনভাবে
বাঁচার অধিকার,
তোমাকেই দিলাম বিচারের ভার।
নিষ্ফল আক্রোশে মাথা ঠুকি
বলি, "ওহে, স্বার্থান্বেষীর দল।
জেনে রেখ,—স্বাধীনতা সংগ্রামের
একই নাম বাংলাদেশ ও ভিয়েৎনাম।

আদিম

শেখ নজরুল ইসলাম

হাওড়া

সাজ সাজ রব, আমরা সেজেছি
আদিম পোষাকে। আধুনিকা।
একালের রুক্ষ লিপষ্টিক; চোঙা পাৎলুন
ভিতরে বাহিরে আমরা আধুনিক।
নরম মাংস সর্বত্রই উপাদেয়।
উপহার প্রীতিতে, বিবাহ বিবাহ বাড়ী
রেষ্টুরেন্ট হোটেলে দেখা একটিবার,
মেনু দিয়ে অর্ডার নয়, স্রেফ চোখের ইসারায়
আদিম রসের স্রোত বয়ে চলে
শতাব্দী নীরব দর্শক।
ড্রাগনের মুখে আদিমের ইতিহাস
মুখ আর মুখোসের অভিনয়
ব্যাধিতে সমাজ দেহ নির্বাক।
ইতিহাস চলেছে হেঁটে পিছনের দিকে।
অপারেসন টেবিলে তুলে না দিলে
মৃত্যু অনিবার্য্য।
আদিম যুগের শেষ প্রান্তে হাটার প্রচণ্ড গতি
যাওয়ার চমকপ্রদ কাহিনী
যেখানে বিলুপ্ত হবার কারখানা,
জানিনা এটাকেই নতুনত্ব বলে কি না
অথবা যুগ চেতনা।

উত্তরণ

সঞ্জীব কুমার দাশ
শিলচর

কেন যে জানিনা
মাঝে মাঝে আমরা
খুব কাছাকাছি এসে পড়ি ;
একই বাসে চড়ি, স্কুলে যাই, খেলা করি
তারপর হঠাৎ কখন
বীণার তার ছিঁড়ে গেলে
সূর্য্যটা আমার থেকে অনেক দূরে চলে যায় ?
আবার আমার পথের পাশে
নতুন ঘাস গজায়
ঘাসের হলুদ ফুল ফোটে।
কিন্তু তাও ঝরে পড়ে
অথবা আমি মোড় ঘুরি,
তাই বাঁকের মোড়ে
হাত তুলে বিদায় জানাতে
হঠাৎ মনটা কেমন করে
পৃথিবীটা যদি গোল না হয়।
এখনও ফেলে আসা
অনেক কিছুই ভুলতে পারিনি
তবু খুঁজতে গেলে
সেগুলো আর পাই না।
তা হলে কি
পৃথিবীটাই হেটে চলে গেছে
সামনের দিকে
অথবা মৃত্যুর পানে।
আর কখনো আমরা
ফিরে যেতে পারবো না নাভিমূলে।

=:—

অনুক্ষণ

সাধনা সামন্ত
মেদিনীপুর

অনুক্ষণ ভাবি কত না চালচিত্র......
ডুবে যাই মনের প্রত্যন্তদেশে.. ...
খুঁজে ফিরি সাধের আকাঙ্খিত দ্রব্য...
বার বার কেবল উঠে আসে নুড়ি।
শুভ্র বলাকা মন পাখা মেলে চায় উড়িতে
অসীম অনন্ত নীলিমা মাঝে।
ছোট্ট খুপরি বাসা হতে, মাটি মাকে দেখি
অপলোকে
কচি দুটি ডানা দুর্বল অশক্ত অসমর্থ...
হে সর্বশক্তিময়ী জননী !
তোমারি গাহিব গান কণ্ঠে দাও ভাষা...
দুর্গম পথের যাত্রীটিরে...
দাও তবে এক কণা দুর্জয় সাহস...
পথিকের পাথেয় হবে ছিন্ন ঝুলিতে।

—:—

ক্লান্ত সৈনিক

শিবকান্তি ভট্টাচার্য্য
নদীয়া

জীবন সমুদ্রে আমরা ক্লান্ত সৈনিক
যুদ্ধের পালা এবার শেষ।
ঘরে ফেরার পালা এবার,
কিন্তু কী পেলাম?
হয়তো পেয়েছি অনেক।
হয়তো পেয়েছি বাঁচার আশ্বাস
কিংবা রাইফেলের গুলি
তাও তো পেয়েছি।
জীবনের শুরু আর শেষের দীর্ঘ পথে।
শুধু দেখেছি সৈনিক,
কাউকে ছুড়তে দেখেছি গুলি
রাইফেলের বেয়োনেট উঁচিয়ে
বাঁচতে চাই—বাঁচতে দাও।
দেখেছি আরও রাজ পথে
সৈনিকের মিছিল,
বাঁচতে দাও বাঁচতে চাই
আমরা মানুষ আমরা সৈনিক
বাঁচতে দাও দাও এক টুকরো রুটি॥

কৃষক

বিষ্ণুভক্ত সরকার
দেওচড়াই, কোচবিহার

হে কৃষক!
তোমরা ধন্য; তোমরাই দেশের মঙ্গল।
অতি কষ্ট, জলে ভিজে
ফলাও ফসল।
শ্রাবণের ধারা যখন বয়ে যায়—
তব আঙ্গিনায়।
উছলে উঠে জল নদী কিনারায়।—
তখন তোমরা সবে
ধেয়ে যাও মাঠ পানে
ভূমি করিতে কর্ষণ।
রৌদ্রে জলে খেটে খেটে
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
করিতে পারনা তবু উদর পূরণ।
যতটুকু শস্য পাও,
মহাজনে ঠেল দাও
অতি কষ্টে কর পরিবার পালন।

—:*:—

স্মৃতির ধোঁয়া

নরেন্দ্র দেবশর্ম্মা
রাজস্থান

জানি না কটা বাজে এখন
ঘুমটা ভেঙ্গে গেল হঠাৎ
রবিবারের অলস বিকেল ;
'রাম' বা ব্রীজের আসর
বা বীয়ারের গ্লাস হাতে
বিলিয়ার্ডে সময় কাটানো !
কোন এক বিলুপ্ত রাজার
বিশাল এই প্রাসাদে
আধুনিক প্রাচুর্য্যের মধ্যে
এক উন্মত্ত প্রতিযোগিতা
অতীত আর বর্ত্তমানের
নিরলস মূক ঝগড়া
ঘুম ঘুম চোখে আর বিষাদ মন
যেন কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া
জীবনের বিস্তৃত পরিধি ,
হঠাৎ তোমার কথা মনে হল
যেমন কাঁচা কয়লা দিয়ে
বেরিয়ে আসা ভেজা তেতো ধোঁয়া
আমি এক 'যাযাবর'
যে তোমার কেউ হইনা
যার পথ সীমাহীন,
তুমি এক অসূর্য্যম্পশ্যা
যেন তুষের আগুন
মনের অদৃশ্য বেড়াজাল।
কথামালার মহাভারতে
আরো কত পরিচ্ছেদ বাকী
যে কোন নিয়ম মানে না,
আমি যে মরণ যজ্ঞে উৎসর্গ
দাউ দাউ জ্বালার যূপ কাষ্ঠে
একি আত্মাহুতি ?
বিষণ্ণ—

এ কথা কখনও ভুলো না যে অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করে চলার মত ঘৃণ্য পাপ আর কিছু নেই। সব সময় মনে রেখো এই শাশ্বত সত্য জীবন দিয়েই জীবনকে পেতে হয় ; মূল্যের ভাবনা ভেবেই অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

নেতাজী
সংগ্রাহক— বি ২১৯২ সৌরেন্দ্র রায়

(১১৬ পাতার শেষাংশ)

কেষ্ট ঢোক গিলে বলে লা দাদাবাবু তবে মনে হয় দাপাদাপি কমলেই ফেরবেন।

আমি হতাশ মনে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম, ঠিক করলাম আজ আর কোথাও বেরোব না। আবার সেই বাইজী পাড়া ঘরে ঘরে চলছে শনিবারের জমাটি মজলিস। রকমারি শব্দ, গন্ধ সুর, বাজনা, রংঢং আরও কত কি। আলাদা মোটা কাপড়ের মধ্যে একখানা রঙিন ফাইন রেশমী রুমালের মত হঠাৎ এক মধুর মেয়ে-কণ্ঠ কানের পর্দায় ঢেউ তুললো, সে গাইছে—

'নয়ন যদিন রইবে বেঁচে
তোমার পানে চাইবো গো
কইতে কথা পারবো যদিন
তোমারই গান গাইবো গো

গলাটা মিষ্টি, কিন্তু মনটা হঠাৎ আঁতকে উঠলো আবার সেই নয়ন, হয়তো এখনই কোন বেরসিক চিৎকার করে বলে উঠবে দোহাই রঙ্গিলা, জীবন ভোর যত খুশী গান গাও আপত্তি নেই কিন্তু আমার নয়ন পানে আর নয়ন হেন না। নয়ন জোড়ে অদৃশ্য জড়াজড়ি হোলে তার ফল বড় মারাত্মক জোরে পা চালিয়ে দিলাম তারপর বাসযোগে সশরীরে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন।

কুঞ্জে ঢুকে দেখি আমার তিলোত্তমা পাকশালার এক কোণে বসে কি করছে। ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে। আমি দ্বার দেশ থেকে সাড়া নেবার চেষ্টা করলুম। তিনি বললেন 'ভেতরে ঢুকো না কাজল করছি।' আমি বললাম হঠাৎ আবার কার কাজল পরার সখ হোল। গিন্নী বললেন—

সখ নয় সখ নয়। চারিদিকে সব চোখ উঠছে তাই ও বাড়ীর মাসিমা বল্লেন, রসুনের কাজল পড়লে আর চোখ উঠবার ভয় থাকে না—তাই রসুনের কাজল করছি, সকলকে পরিয়ে দেবো বলে। আমাকেও নাকি? বিব্রত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম। তিনি শান্ত কণ্ঠে বল্লেন তোমাকে বাদ দিয়ে কোন কাজটা করে থাকি বল। আমরাও নেব তোমাকেও নিতে হবে।

ধোঁয়া একটু ফিকে হয়ে যেতে দেখি গিন্নির একটু দূরেই একটা ছোট্ট কয়লা চাপা একটি দশ টাকার নোটের একটি অংশ। মৃদু হাওয়ায় ঈষৎ দুলছে। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম,

যে আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অরবিন্দ হাওড়া থেকে হিন্দমটর ডেলি প্যাসেন-জারীর জন্য মান্থলি টিকিট কাটতে গিয়েছিল। কিন্তু বুকিং অফিস বন্ধ থাকায় কাটা সম্ভব হয় নি। বুকিং-এর লোকদের চোখে নাকি জয় বাংলা। আমি অরুর খোঁজ করলাম। অরুর মা বল্‌লেন আর বল কেন, সে অফিস থেকে ফিরেই হাতে পায় আর মুখে বোরো-গ্লিসারিন মালিশ করে শুয়ে আছে।

মশার কামড়ের জ্বলুনি সহজে কি আর কমবে? সবিস্ময়ে শুধালাম কি ব্যাপার গিন্নী বললেন হিন্দমটরের নালা নর্দমা পায়খানা কোথাও হপ্তাখানেক ধরে মেথর জমাদার খাটছে না। সকলের চোখে ঐ একই রোগ ফলে সারা অঞ্চল জুড়ে মশার মচ্ছব চলেছে। মিনিটে মিনিটে কোটি কোটি জন্মাচ্ছে আর মানুষের রক্ত খেয়ে হাজার গুণ বংশ বিস্তার করছে।

অবশেষে হাত মুখ ধুয়ে বৈঠকখানা ঘরে এসে কেদারায় দেহখানা এলিয়ে দিলাম। শ্রান্ত দেহ, হতাশ মন আর ভাঙ্গা মেজাজ-টাকে একটু মেরামত করে নেবার চেষ্টা করছি। ঘড়িতে সাড়ে ছটা, চা আর জল খাবার নিয়ে রমা এসে হাজির। এতক্ষন বলিনি রমা আমার গিন্নীর নাম।

জলযোগ শেষ করে আবার গা এলিয়ে দেবার চেষ্টা করছি এমন সময় রমা বেশ মিঠে গলায় অনুনয়ের স্বরে বল্‌লে চলনা সিনেমায়। রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই বইটি কাল চলে যাবে। চলেগেলে আর দেখা হবে না। আমি একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বললাম দেখে আর দরকার নেই। মন মেজাজ বড় খারাপ। আজ আমি কোথাও বেড়োব না। রমার ডান হাতটা আমার কপালের উপর ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিতে দিতে বললে অফিসের বড়বাবু বুঝি আজ কিছু বলেছে? আমার মনটা সহজেই গলে যায়। রমাকে বললাম না, বড়বাবুর চোখে জয় বাংলা হয়েছে। হপ্তাখানেক অফিসে আসবেন না বলে জানিয়ে-ছেন। একটু থেমে বেশ নরম সুরে বললাম বইটা যখন কাল চলে যাবে চল ঘুরেই আসি। লক্ষীটি তাড়াতাড়ি নিও। আজকাল আবার সাড়ে সাতটায় আরম্ভ।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সিনেমায় উপস্থিত হয়ে দেখি দারুন হৈ চৈ। শো হবে না। কর্ম্ম-চারীরা নাকি ষ্ট্রাইক করেছে। দেখলাম কিছু পুলিশও এসেছেন। বুঝলাম ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রম। হঠাৎ কর্ম্মচারীরা ষ্ট্রাইক

করলো কেন? একজন গেট-কীপারকে একান্তে পেয়ে কারণ কি জানতে চাইলাম। সে বললে, আগের শোতে হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছবি দেখানো থেমে যায়। জায়গাটি দারুন ইন্টারেষ্টিং। লোকে শুনবে কেন? দর্শকদের ভেতর থেকে কয়েকজন গুণ্ডা বেড়িয়ে এসে সিনেমার লোকদের মধ্যে যাদের সামনে পেল প্রচণ্ড মার দিতে লাগলো। জিনিসপত্র কিছু ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে, তাই কর্তৃপক্ষ আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমরা কাজ করবো না এবং বাইরের কাউকে কাজ করতে দেব না। তা ছাড়া আমাদের টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে মালিক আর তার যোগান দেয় না। তাই আমাদের আর একটা দাবী হোল যে প্রত্যেক মাসে দুটো করে টর্চের ব্যাটারি দিতে হবে।

অগত্যা রমা ও আমি আবার বাড়ী মুখো হলাম। হঠাৎ বৃষ্টিটা জোরে এলো। তাই সিনেমার গাড়ী বারান্দায় বৃষ্টি আসার জন্য একটু অপেক্ষা করছি। সামনেই একটা কার দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরেই দেখি সিনেমা থেকে জনার্দন বেরিয়ে এসে মোটরে উঠছে। জনার্দন সিনেমা মালিকের ভাগনে। অফিসের কাজে অনেকদিন আগেই জনার্দনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। মোটরে ওঠবার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে বললে কি দাদা সিনেমা দেখতে নাকি। আমি বললুম ইচ্ছে তো ছিল হোল আর কই। হ্যাঁ হে ব্যাপারটা কি বলতো? শুনলাম কর্ম্মচারীরা নাকি নিরাপত্তার জন্য ষ্ট্রাইক করেছে। জনার্দন এবারে আমার দিকে একটু সরে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, আরে দাদা ষ্ট্রাইক ফাইক সব সাজানো, আসল ব্যাপার হোল ক দিন থেকে সিনেমায় মোটে ভিড় হচ্ছে না। প্রতি শোতে শতখানেক দর্শকও আসেন না। বুঝলেন সব জয় বাংলা দাদা সব জয় বাংলা। হাউস খুললেই তো একটা খরচা আছে। সে খরচা যদি না ওঠে ছবি চালিয়ে চালিয়ে লাভ কি বলুন। জনার্দন চলে গেল।

বৃষ্টি একটু থামতেই আমরা গাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম।

বাড়ীর কাছে আসতেই দেখি সংসদে কি নিয়ে খুব তর্ক লেগেছে। তরুণ সংসদ আমাদের বাড়ীর পাশের একটি ক্লাব। আমাকে দেখতে পেয়েই দু চারজন হৈ হৈ করে উঠল। আসুন

দাদা আপনার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। আপনার কাছ থেকে একটা রাইট ডিসিস্যান্ চাই। তারা এক রকম হাত ধরে টেনে আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। রমা ইতিমধ্যে স্বগৃহে প্রস্থান করেছে।

আমি শুধালাম তোমাদের কি নিয়ে হৈ হৈ হচ্ছে, বিষয়টা কি। তাদের মধ্যে মণি একটু সর্দার গোছের সেই জানালে, দাদা একটা বিয়ে নাকচ করতে হবে। আমি তো অবাক! তাদের সকলের মুখ থেকে শুনে যা বুঝলাম তা হোল এই—সমীর সুধাকে ভালবাসতো। দু জনের মধ্যে বিয়ে হবে ঠিক হয়েছিল। হঠাৎ পিত্রাদেশে সমীর মার্কিন মুলুকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চলে যায়।

পাঠ শেষ করে বছর তিনেক পর ফিরে এসে দেখে দিন চারেক আগে সুধার সঙ্গে যোগেশের বিয়ে হয়ে গেছে। সমীর তো ক্ষ্যাপা। যে করেই হোক এ বিয়ে নাকচ করতেই হবে। আমি সব শুনে প্রশ্ন করলাম, বিয়ে এমনিতে তো নাকচ হবে না। উপযুক্ত পয়েন্ট থাকা চাই, তোমরা কোন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেছো কি? হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে সমীর বলে উঠল। বিয়েই হয়নি তো বিয়ে নাকচ?

আমি বল্লাম তার তো প্রমাণ চাই? এবারে মণি বল্লে একটা পয়েন্ট আমরা পেয়েছি দাদা। আমি বল্লাম কি শুনি, মণি বলতে লাগলো পাত্র পাত্রীতে শুভদৃষ্টি না হলে বিয়ে সিদ্ধ হয় না। সেই রাত্রে দুজনের মধ্যে কাউরই শুভদৃষ্টি হয় নি। কারণ দুজনের চোখেই জয় বাংলা হবার জন্য দৃষ্টিপথ রুদ্ধ ছিল এবং চোখে রঙিন চশমা আঁটা ছিল। আমি কোন রকমে হাসি চেপে মুরুব্বিয়ানা কণ্ঠে বললাম পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এইজন্য ঠিক পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না কারণ আমাদের কালতো অনেক দিন পার হয়ে গেছে। রাখাল বললে আপনার স্যার চুল পেকে গেছে অভিজ্ঞতা অনেক।

পাকা চুলের কাছ থেকেইতো পরামর্শ নেওয়া উচিত। আমি হেসে বললাম তোমার যুক্তি মানা চলতো কিন্তু বর্তমান-কালে আর মানা সম্ভব নয়। তোমরা এমন এক উকলের কাছে যাও যার মাথায় কাল চুল কিন্তু মগজের চুল পেকে গেছে। এই বলে আমি উঠতে যাচ্ছি এমন সময় শেখর জিজ্ঞাসা করলে দাদা আপনার জয় বাংলা হয়নি। আমি বললাম নারে ভাই এখনও তো হয়নি; তাইতো আপশোষ

সে সোৎসাহে জানালো যে জুলাই

মাসের মধ্যে যদি আপনার জয় বাংলা না হয় তা হলে সরকার আপনাকে নিখরচায় কাশ্মীর ঘুরিয়ে আনবে।' রাখাল বল্লে একদল চক্ষু চিকিৎসক জানিয়েছেন যে যাদের চোখে জয় বাংলা হবে না তাদের চোখ পরীক্ষা করে একটা ভ্যাকসিন আবিস্কার করার চেষ্টা করবেন। আমি সোৎসাহে জবাব দিলাম তোমরা আশির্বাদ কর আমি যেন দুটো ফ্যাসনেই যোগদান করতে পারি। আচ্ছা ভাই চলি। বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দেখি রমা আমার কেদারাটিতে গা এলিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা রুমাল দিয়া ডান চোখটা পুঁচছে। মনে হোল ডান চোখটা একটু লাল হয়েছে। রমা আমায় দেখে বল্লে দেখতো আমার ডান চোখটা যেন মনে হচ্ছে বালি পড়েছে, কড়কড় করছে, এই বলে তার আয়ত লোচন আমার দিকে বিস্ফুরিত করে ধরল। হঠাৎ আমার অন্তর গেয়ে উঠলো—

'চেয় না সুনয়না আর চেয় না এ নয়ন পানে'। রমার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চকিতে বল্লাম বসে নুন জল দিয়ে ধোও আর রসুন কাজল লাগাও। একটু থেমে করুণ কণ্ঠে বল্লাম, রোগটা বড় ইন্ফেকসাস্। তুমি ছেলে মেয়ে বা সবার থেকে কয়েকদিন একটু পৃথক থাকবার চেষ্টা করবে।' সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বল্লুম বলে রাগ করলে না তো, ১৮ই জুন আবার মেয়েটার ইস্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। তাই বলছিলুম একটু ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলাই ভাল। রমা চাপা ক্ষোভ জানায় সে হুস আমার আছে।

তারপর সে কেদারা ছেড়ে উঠে কক্ষান্তরে চলে যায়। বুঝলুম ওর মনের কোণে অভিমানের ছোট এক টুকরো মেঘ ভেসে উঠেছে। ওটা মেয়েদের সহজাত তাই আর আমল দিলুম না।

টি - পয়ের উপর সংবাদ পত্রটা উপেক্ষিত উদাসীন হয়ে পড়ে আছে। নানান ঝামেলায় সকালে আর কাগজটার ওপর ভালো করে চোখ বুলোন হয় নি। কাগজটা নিয়ে কেদারায় গা ঢেলে দিলুম। প্রথম প্রথম পাতার হেড লাইনে দেখি বড় বড় করে লেখা রয়েছে।

কোলডেষ্ট সামার ইন ইণ্ডিয়া! আদ্যপান্ত পাঠ করে জানলাম ভারতে এই বৎসর শীতলতম গ্রীষ্মকাল এসেছে। তারই ফলে চোখের রোগ ব্যাপক ভাবে সারা দেশ ছেয়ে

ফেলেছে। যে বৎসর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লাগে অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এইরকম কোলডেষ্ট সামার পড়েছিল্ এবং চোখের রোগও চারি-দিকে দেখা দিয়েছিল।

কোন রকমে নৈশ ভোজন শেষ করে শয্যা নিলাম। বিছানায় আজ আমি একা। আশেপাশের সমস্ত স্থান শূন্য যেন নিরস সাহারা। অনেক দিনের ভুল যাওয়া একটা কবিতার কয়েকটা চরণ মনে পড়ে গেল,—

'বিরহ যামিনী কেমনে যপিবে
বিচ্ছেদ তাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে
ফণেতে আমায় কেবলই সাপিবে।'

ভাবছিলুম এখানেই আমার বাস্তব আলেখ্যের শেষ টান দিয়ে ছেড়ে দিই। নাইবা তুলে ধরলুম আমার অন্তিম ট্রাজেডির করুণ ছবিটি কিন্তু অবাধ্য তুলি যবনিকার শেষ দৃশ্যটুকু নিবেদন না করে থাকতে পারলো না।

সকালে দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বাজতে শুনলুম, কাকের কর্কশ ডাক, চড়াইয়ের কিচির মিচির কর্ণ থেকে জল পড়ার ছড় ছড় শব্দ। জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া এক ঝলক রোদের উত্তাপ সবই শুনছি অনুভব করছি কিন্তু মনে হচ্ছে রাতের আঁধার তখনও কাটেনি। শুয়ে সবিস্ময়ে ভাবছি ভোর হোল তবু রাতের আঁধার কাটলো না কেন? রমার গলা শুনতে পেলুম, সে বলছে,—ছটা বেজে গেল—ওঠার নাম নেই। বাজার অফিসে যেতে হবে না আজই। সত্যই তো আর শুয়ে থাকা চলে না। কিন্তু একি! চাইতে পারছি না কেন? চোখের পাতাগুলো একেবারে সেটে লেগে গেছে। বুঝলুম নিখরচায় কাশ্মির যাওয়া আর হোল না। আই স্পেশালিষ্টদের ল্যাবোরেটারীতে আদর্শ মডেল হয়ে অলিম্পিকের বাহাদুরি নেওয়াটা স্বপ্নের মত উবে গেল। এত দুঃখেও প্রাণ গেয়ে উঠল,—

'হায় গো সখি মোর দুঃখের নাহি ওর,
নিশি চলে যায় তবুও হয় না ভোর
নয়নে নয়নে বিরাজে নয়ন চোর
মোর আখি ভরি ঝুরে শাওন লোর।'

সবচেয়ে ট্রাজেডি হোল চোখের মধ্যে তাক করে নরম্যাল স্যালাইনের ড্রপ দেবার মত একটা জীবও বাসায় খুঁজে পেলাম না। সবাইকার চোখেই জয় বাংলা। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া হুগলী

আষাঢ় - শ্রাবন - ১৩৭৮

পুরাতন মিতাদের পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা

১৩৭৮ সাল ১২শ বর্ষ ২য় সংখ্যা।

সদস্য সংখ্যা প্রথম থেকে ৬০৫০ পর্য্যন্ত পুরাতন মিতা-দের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

অসাবধানতা বশতঃ যদি কোন মিতার পরিচয় তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়ে থাকে, তবে সংঘকে জানালে লিপি-মিতার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ—

ক—সমাজ, খ—রাজনীতি, গ—সাহিত্য, ঘ—শিল্প, ঙ—বিজ্ঞান, চ—ব্যবসা-বাণিজ্য, ছ—ধর্ম্ম; জ—গান ঝ—বাজনা, ঞ—ভ্রমণ, ট—আলোক চিত্র, ঠ—ডাকটিকিট, ড—খেলাধূলা, ঢ=চলচ্চিত্র, ণ—সাঁতার, ত—বাগান করা, থ—হাঁস-মুরগী পালন, দ—অভিনয়।

৫৬০৪ অজিৎ কুমার বিশ্বাস সান্যাল, E-N—33. J. C Bose Ave. East Durgapur-5 burdwan ২১ ছাত্র জ খ ঞ ইলেকট্রনিক্স ড্রাইভিং

৫৭৬১ অমল চক্রবর্ত্তী 16 Peace Road, Po. Lalpur Ranchi—1 bihar ২১ ছাত্র গ গ ড ঢ

৫৯২০ অরবিন্দ মণ্ডল Military Collage faculty of electronics secunderabad-15 A. P ২১ চাকুরী খ ঞ ট ঢ shooting

পুরাতন মিতাদের পরিচয়ের তালিকা

৫৯৩২ অতুল চন্দ্র সরকার রায়গঞ্জ ক্ষত্রিয় হোষ্টেল উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ পশ্চিম দিনাজপুর ১৯ ছাত্র ১ম বর্ষ কলাবিভাগ জ ঝ ঞ গ ক খ ঙ ঙ ঘ ঢ ট

৫৯৪০ অশ্বিনী মাইতি রাধামোহনপুর খড়গপুর মেদিনীপুর ২৭ হোমিও চিকিৎসক ক জ ঝ ছ

৫৯৪৮ অশোক কুমার সিংহ 4 A Disti Lahiri 3rd by lane mahesh Hoogh'y ২০ ছাত্র ক গ জ ঝ ঞ ঢ ড

৫৯৮৯ অশোক কুমার চৌধুরী আর জি কর মেডিকেল হোষ্টেল ৬৪/বি বেলগাছিয়া রোড কলিঃ ৩৭; ১৭ ছাত্র ঙ ঞ ঢ কবিতা পঠ

৬০৪৩ অভিজিৎ সেন c o এল বি সেন পাটাকুরা কুচবিহার ১৮ ছাত্র (২য় বর্ষ বিজ্ঞান) খ জ ঝ ঢ

৬০৭১ অমরেশ দত্ত 08 building F. F. P, Ranchi—4 bihar ৩৫ চাকুরী ঠ মুদ্রা

৬১২২ অমিত মিত্র c/o অক্রুর দত্ত লেন বৌবাজার, কলি-১২, ১৯ ছাত্র সাঁতার আবৃত্তি অভিনয়

৬১২৬ অজয় কুমার পান n r s male hostel 138 L, C Road Cal-14 ২০ ছাত্র (ডাক্তারী) ঠ ঢ

৬১৩২ ডাঃ অজিৎ কুমার সেন a. m. o tori E. Rly Health unit po. Chandwa Palamou ৫১ চাকরী (ডাক্তারী) ঞ ক

৬১৪৬ অসিত কুমার আঢ্য মাধবীতলা রোড, চুঁচুড়া, হুগলী, ২৪ চাকুরী, খ গ ঢ

৬১৪৯ অঞ্জলি মুখার্জী কালনা বর্দ্ধমান ২৪ শিক্ষিকা বই পড়া গান শোনা

৫৬১৩ আশিষ কুমার বর c/o নকুলচন্দ্র বর রাজবাড়ী কলোনী বিরাটী কোলকাতা-৫১ ২০ ছাত্র (bs. c) ঙ ড জ ঝ ঞ ঢ গ

৫৬৬৩ আশিষ কুমার ব্যানার্জী বুদ্ধ কলোনী 262/a b c Rly colony Asansal burdwan. ১৭ ছাত্র ড ঞ ট গ পত্রমিতালি

৫৬৭৭ আশিষ কুমার মুখোপাধ্যায় ৪৫/এ আপার হরনাথপুর রোড ভদ্রকালী হুগলী ২০ ছাত্র গ ঘ ঢ ঙ ঠ অভিনয়।

৬১২১ নন্দ কুমার সরকার vill Mirzapur P. o. gankar, murshidadad ১৮ ছাত্র (২য় বর্ষ অনার্স) গ ক ঘ

৫৯২৪ আলপনা রায় বেহালা ১৮ ছাত্রী গ ঞ ঢ ক

৫৯৫৮ ইলাদেব রায় কলি ৫০ ২৯ ছাত্রী, তালিকা অনুযায়ী

৫৯১৭ উৎপল চট্টরাজ, পোঃ কুলটী নিউরোড বর্দ্ধমান ১৯ ছাত্র ঢ জ ঙ ঞ ট ঝ

৫৯৫৮ উৎপল মজুমদার c/o শচীন্দ্র মজুমদার সাব্রম ত্রিপুরা ১৬ ছাত্র চ জ ঝ ঞ ড ঢ

৫৬৫৯ কাজল বিশ্বাস ১৪ বিনোদ বিহারী হালদার লেন শিবপুর হাওড়া-২ ১৮ ছাত্র ক গ ছ ড ঢ

৫৬৮২ কল্যাণ কুমার বিশ্বাস 48/1 ordnance Road ordnance state kirkie Poona-3 maharastra ২২ ফ্যাক্টরী ট্রেনিং ঙ গ ট ঢ ঞ

৫৯৩৩ কাশীনাথ দাস Tool Room O. F. Chanda m. s. ২৪ চাকুরী জ ঞ ঢ

৬০৭২ কুণ্ডু প্রসাদ কর্ম্মকার গ্রা, পোঃ কেওড়াতলা ভায়া করঞ্জলী, ২৪ পরগণা ২৮ শিক্ষকতা গ ক জ

৬০৯৫ করুণাময় কর c/o রসময় ঘোষ শিলচর-৪ কাছাড়, আসাম ১৬ ছাত্র ঘ চ জ ঝ ড ঢ

৬১০৬ কমল কুমার চক্রবর্ত্তী Ac-chakravarty k. k 54 A. s p. (a f station) Dist Gurgoon Haryana ১৭ ছাত্রী ট ঠ ভিউকার্ড সংগ্রহ

৫৭৫৬ গৌরীবালা সামন্ত পিলর্থা ১৯ গৃহস্থালী গ ঙ জ ঝ ড ছ

৫৮২৫ গৌতম ঘোষ ৯ বি দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট কোলকাতা ২৬, ২০ ছাত্র [মেডিকেল] ক খ গ ঙ জ ঝ ঞ ড ণ

৫৯১৮ গুড়াকেশ চৌধুরী vill- Ba bari po: Chaitainayangar cachar assam ৩৩ ব্যবসা খ গ ঘ চ ছ জ ঞ শিক্ষা

৬১০৮ গোবিন্দচন্দ্র দাস central state (Hirakud) At: lachipali. p. o. samarabag via: Be'pahar Rly station sambalpur, orissa ২৫ চাকুরী খ গ জ ঝ ড ঢ

৬১৩৯ দেবাশিস সাহা ২৩৬ জি টি রোড রিষড়া হুগলী

৬০৩৫ চিত্তরঞ্জন চৌধুরী Equipment section, No: 11 wing a f station c/o 99 a p o ২৮ চাকুরী গ ক

৫৬৮৪ জীবন ভদ্র stewarts and Lloyds of India L T D, c/o fact udyogamandal, po: udyogamandal, Dt: Ernakulam, kerala ২৮ চাকুরী ঞ ক ড গ

৬১০৫ জীবনকৃষ্ণ দাস chasnalla colliery po: palhardih; Dt dhanbad bihar ৩০ সিনিয়র ইলেকট্রিসিয়ান ক ঘ ঢ

৬১১২ জগন্নাথ দাস at/po: Gurpai, dist: balasore via chandipur, orissa ১৫ ছাত্র ক গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঢ

৬০২৫ ডি বি ব্যানার্জী c/o micro wave station S. E. Rly. po AnupPur Dt: Sahdal, M p ২৮ ইঞ্জিনীয়ার জ ঞ

৫৮০৫ ডি পি চক্রবর্ত্তী c/o u p chakrabarty m R s bhansar Dhanbad (E Rly) (প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি)

৫৭১৮ তাপসরঞ্জন বাগ R G Kar medical College Hostel 64/b Belgachi Road Cal-37 ১৮ ছাত্র ঙ জ ঞ ড গল্প ও কবিতা পাঠ

৫৭৮৪ ত্রিদিবনাথ ভট্টাচার্য্য B Dey Road Hooghly ২৪ ছাত্র Eng তালিকা অনুযায়ী.

৫৯১৬ তপন কুমার দাস c/o অতুলচন্দ্র সরকার গ্রাম: শংকরপুর পোঃ গাজল জে: মালদা ২১ ছাত্র গ জ ঝ ঘ ঙ ক ছ ঠ বৈদেশিক সংস্কৃতি.

৬০৭০ তপন চ্যাটার্জী ৫ গদাধর মিস্ত্রী লেন পোঃ সাঁতরাগাছি হাওড়া ৪ ১৯ ছাত্র (বি কম) ড গ অভিনয় অঙ্কন উপহার বিনিময়

৬১৪৭ তারাপদ মজুমদার গ্রাঃ আস্তাড়া পোঃ ভিমারীহাট, মেদিনীপুর ২৬ ছাত্র ক খ গ গ ঢ

৫৪৭০ দিলীপ কুমার মণ্ডল মুরলীধর রতনলাল ২৮ আমড়াতলা ষ্ট্রীট কলি-১ ২৭ চাকুরী ঞ ঠ ফটোগ্রাফী ঝ ঙ ঢ

৫৯৬৩ দিলীপ কুমার সেনগুপ্ত C T O S block No 14 wing A F c/o 99 A P O

৬০৬৬ দীনবন্ধু দত্ত ২/সি কুপার ষ্ট্রীট কলি-২৬ ৩০ চাকুরী [ইঞ্জিনীয়ার] ফটো ঞ

৬০৮২ দেবকুমার চ্যাটার্জী Khonapara lane po: gondalpara Chandannagar Hooghly ১৬ ছাত্র ঘ চ ছ ঞ ঠ ড ঢ

৬১৪৩ এন সি সরকার Sta- wksp E M E po: Chandipore Balasore orissa ২৫ চাকুরী ঞ

৬১৪৪ দুর্গাপদ বাঁক c/o কমলা বস্ত্রালয় ২ দীননাথ ঘোষ ষ্ট্রীট পোঃ লিলুয়া হাওড়া

৫৮৫৬ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পোঃ মানবাজার পুরুলিয়া ২১ বেকার ঢ ট ক্যারাম সাঁতার গাছে চড়া

৬১২৮ ধূর্জটী ভট্টাচার্য্য পারুল ভিলা পরমার্থ টোলা পুড়াটুলি পো, জে, মালদা ২২ চাকুরী ঞ ফটোসংগ্রহ

৫৬৫৭ নেপালচন্দ্র কুণ্ডু c/o জে এন কুণ্ডু গ্রঃ, পো পোলবাং হুগলী ১৯ ছাত্র ঙ ঢ ঞ

৫৭৭৮ নীতা দে শিলং - ১ ১৮ ছাত্রী জ গল্পের বই

৫৮৩৫ নারায়ণচন্দ্র সাহা ৬৯ সেণ্ট্রাল রোড শ্যামনগর ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র ক ঘ ছ ড ঢ ট চ খ ঞ

৫৯৮২ নীহারেন্দু ঘোষ Qr no L R M 175 A V b Colony Durgapur-6 burdwan ২৪ চাকুরী জ খ গ নাটক উদ্ধৃতি সংগ্রহ

৬০৬৭ নিরঞ্জন ঘোষ Nepali station po: Raxaul Dt: Champaram bihar ২০ ছাত্র ঙ ছ ঞ গ ঢ

৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিংহ c/o Utpal sinha L S E O batadraba panchayet po: dhing Nowgong Assam ১৬ ছাত্র ঞ জ ঢ সাঁতার ক্রিকেট

৫৮৬৫ পুতুল সাহা তেজপুর ১৯ গৃহস্থালী গ খ ছ জ ঝ ড ঢ ঞ আবৃত্তি অভিনয় সূচীশিল্প

৫৮৮৫ প্রদোষ কান্তি বিশ্বাস Ancy Coy/PL 2 3 Advance base work shop [E m E] c/o 56 A P O ২৫ চাকুরী অজানাকে জানা বিদেশী বন্ধুত্ব বিদেশের জীবন যাত্রা

৫৯১২ প্রবীর ভট্টাচার্য্য c/o সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২১ সারদা পল্লী, সারদা হুগলী ১৬ ছাত্র ট ঙ ঢ

৫৯৭৫ পরমানন্দ মাহাত গ্রাঃ পোঃ কাল্‌হার পুরুলিয়া ২৬ শিক্ষকতা গ চ

৬০২৬ পূরবী সরকার কালিঘাট ২৪ ছাত্রী ঠ বৈদেশিক ব্যাপারে কৌতুহলী

৬০৫২ প্রভাতেন্দু শেখর চৌধুরী ৩।২৪।১ আর কে চ্যাটার্জী রোড কসবা কলি-৪২ ২৩ ছাত্র (ডাক্তারী ২থ´বর্ষ) ড ঘ খ চ ঙ ঞ জ ঝ

৬০৮৪ পরিমল কুমার চন্দ্র chanchal Electric supply W b state Electricity board po; Chanchal malda ২৪ চাকুরী ঙ জ ট ড

৬ ৯৬ পরিমল কাঞ্জিলাল senhati Colony po: bishnupur bankura ২১ চাকুরী ছাত্র গ চ

৬১২৩ প্রদীপ কুমার দত্ত ২৭ ভুবনমোহিনী রোড শিবপুর হাওড়া—২ ১৫ ছাত্র ড (ক্রিকেট] ঞ ট

৬১৩৬ প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল ৬ এ সি ব্যানার্জী রোড আড়িয়াদহ কলি-৫৭ ১০ চাকুরী জ ঠ ড ঞ

৬১৪১ প্রতাপ সিং বর্মন clo Upendra N barman vill Westnarar thali po: kamakhyaguri Jalpaiguri ১৭ ছাত্র অরণ্য ভ্রমণ বই সংগ্রহ ফুলবাগান ব্যায়াম

৫৮১৬ বভ্রবী ঘোষ কলিকাতা-৩২ ২১ ছাত্রী ঠ জ বইপড়া

৫৯০৮ বিমলেন্দু সাহা clo বীরেন্দ্র নারায়ণ সাহা গ্রাঃ অরুণাচল পোঃ সোদপুর ২৪ পরগণা ১৯ ছাত্র কারিগরী তালিকা অনুযায়ী

৫৯৮৫ বিশ্বরঞ্জন রায় 12 krishna Colony west Ghamapur Jamb alpur m p

৬১৩১ বাসব ব্যানার্জী Aeronauties Hakimpet secunderabad-14 A. p ২৪ গ্রাউণ্ড টেকনিসিয়ান ঞ

৫৬৫০ ভুবন ভৌমিক ৬৮ যশোর রোড; ২৯ অমর পল্লী কলোনী দম দম ক্যাণ্ট; কোলকাতা-২৮; ২০ ছাত্র ফুটবল

৫৭৪২ ভবানী গাঙ্গুলী শান্তিপুর ১৬ ছাত্রী ঞ জ খ চ যন্ত্রসঙ্গীত

৬১২৭ ভারতী কুণ্ডু শান্তিপুর নদীয়া ১৯ জ

৫৩৭১ মিনতি রাণী ঘোষ মুর্শিদাবাদ ১৩ গৃহস্থালী গ চ ক

৬১০৯ প্রশান্তকুমার দাসগুপ্ত হরিসভাপাড়া নবদ্বীপ নদীয়া ১৫ ছাত্র ড ট।

৫৯৪১ কালীপ্রসাদ রায় Parasea Collery po: Kajoragram Burdwan ২৫ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ঙ ড ঢ গ ক প্রয়োগবিদ্যা

৫৫০১ মনোরঞ্জন পাল c/o জগন্নাথ ঠাকুর হায়াৎপুর বাটানগর ২৪ পরগণা ২১ ছাত্র ছবি ট ড ঞ অভিনয়

৫৭০৬ মিতাদাস শিবগঞ্জ ১৭ ছাত্রী ক গ ছ ঞ ঠ ছবি আঁকা

৫৮০৬ মাণিকলাল রায় I N S pulicat Andaman nicobar Islands port blair

৫৮১১ ডাঃ মৃণালকান্তি মজুমদার গ্রাম সেবক ট্রেণিং সেণ্টার নরেন্দ্রপুর ২৪ পরগণা ২৭ চাকুরী ঢ ঞ

৫৮৪৮ মহঃ আজিজুল হক গ্রাম ত্রিমোহানি পোঃ পরেশনাথপুর মুর্শিদাবাদ ১৬ ছাত্র ক খ গ ঙ চ ছ জ ট ঠ ড ঢ ফুলের বাগান

৬০৩৬ মানবেন্দ্রনাথ মণ্ডল পোঃ কলসুর গ্রাঃ কলসুর জেঃ ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র ক ঙ ঞ

৬০৪৮ শ্রীমতি মণিষা ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরা ৩৩ গৃহস্থালী গ ঘ ঞ

৬১০২ মনুয়া মুখার্জী পোঃ বসিরহাট ২৪ পরগণা ২১ ছাত্রী ঠ

৫৬৭২ রাজমোহন সরকার সৎসং কলোনী পোঃ কড়িধ্যা বীরভূম ২১ বেকার গ ছ ঞ খ ড

৫৯৭৬ রবীন্দ্রনাথ দরজী 26 Kotla Road New Delhi ২৩ চাকুরী ক গ ছ

৬০০১ রঞ্জন কুমার মিত্র ১৮ মনসাতলা রোড কলিকাতা-২৩ ২১ ছাত্র ঙ ঝ ঘ ঞ ড ঢ

৬০৪৬ রামচন্দ্র ছেত্রী শিক্ষক c/o লালবাহাদুর ছেত্রী জি বি চৌমহনী আগরতলা পোঃ কুঞ্জবন ত্রিপুরা ২৬ শিক্ষকতা ঞ ঢ জ ড ঝ ঘ ঙ ট ম্যাজিক বাগান

৬০৫১ রাধাকৃষ্ণ সাহু বল্লভপুর আদর্শ মেস পোঃ জেঃ মেদিনীপুর ২১ ছাত্রী গ জ ঝ ড

৬১২০ রীতা রায় কলি-৬ ১৮ ছাত্রী (২য় বর্ষ সাহিত্য) গ ঘ ঙ জ আঁকা সাঁতার

৬১৩০ রনেন ঘোষ n a s garuda Air engineering dept cochin-4 ২৪ চাকুরী জ ঝ ঞ ড ঢ

৬১৩৮ রেখা রায় চন্দননগর হুগলী ১৩ ছাত্রী গল্পের বই গল্প লেখা সেলাই আঁকা

৬১১৯ সহস্রাংশু মণ্ডল ১২/বি উমাকান্ত সেন লেন কলি ৩০ ২০ ছাত্র গ ঙ ঞ জ ড ঢ অভিনয় বাগান

৫৬৬১ শ্রীকান্ত শীল Hasting mill Ltd. Coir & felt Division 6/2 G T Road konnagar Hooghly ২৩ চাকুরী জ ঝ ঢ

৫৯১২ শ্যামল কুমার চৌধুরী গ্রা: কালীতলা po: ধানকইল Dhankail পশ্চিম দিনাজপুর ১৫ ছাত্র ঙ ড ঢ ঞ জ ট অভিনয় গ ছ ঝ ঠ ড ঢ

৫৯১৩ শোভানা ঘোষ কোদালিয়া ১৭ ছাত্রী জ ড নাচ পড়াশুনা

৫৯৫৭ শান্তি মিশ্র c/o K p mishra goilkera treatment plant po: Goilkera singhbhum bihar ২১ ছাত্র বি এ পার্ট ওয়ান জ ঢ ট ঠ ঝ

৫৯৯৮ শিপ্রা ঘোষ সাহাগঞ্জ ১৭ ছাত্রী গ

৬০৬৩ শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১ কুতুবপুর নয়াগ্রাম রোড পো: জে: মালদা ২৭ চাকুরী ক ঘ ঞ ড

৬১১৫ শীলা সেনগুপ্তা ২৪ পরগণা ১৭ ছাত্রী ক ঙ গ ঠ ঢ

৫৫০০ সাধনা সামন্ত বয়াল ১৬ গৃহকর্ম্ম গ ঘ ছবি আঁকা জ

৫৬৯৫ সুভাষ ব্যানার্জী S S Cirls high school po: pusa Dt: Darbanga Bihar ২৪ চাকুরী ও শিল্পী গ জ ঝ

৫৭১৩ সরোজ গাঙ্গুলী H 148 unit 4 Bhubaneswa Orissa ৫০ চাকুরী গ ঞ দর্শন

৫৭৫৭ সিমন্তিনী সাহা কোলকাতা-২৩ ১৮ ছাত্রী গ জ ঝ ঢ ট

৫৮০২ সমীর সরকার ২০১ বি টি রোড কলি ৩৫ ২৫ গবেষণা (তালিকা অনুযায়ী)

৫৮৬২ স্বপন কুমার চৌধুরী c/o Indian oil Blending L T D p. 68 C G R Diversion Road paharpur cal-43 ২৬ চাকুরী ক খ ড ঢ

৫৯৮৭ সুনীতা বড়ুয়া কলিকাতা-১২ ১৭ ছাত্রী ছবি সংগ্রহ জ ঢ ছবি আঁকা

৫৮৮৭ সুভাষচন্দ্র সাহা [253754] No: 62 squadron A F c/o 56 A P O ২৮ চাকুরী গ ঞ

৫৯০৪ স্বপন কুমার মল্লিক ১১ রায় লেন কলিকাতা-৭ ২০ ছাত্র [স্নাতক ১ম বর্ষ] গ ঙ ট ড ঢ

৫৯৭৪ স্বপন কুমার দত্ত Tisco B F Q po: belpahar R s Sambalpur Orissa ২১ ছাত্র ঢ

৫৯৭০ সুকান্ত দত্ত c/o জোনাকি পত্রিকা পোঃ হাটকৃষ্ণ নগর বাঁকুড়া ১৯ ছাত্র গ চ জ ঞ খ চ ঙ গল্প কবিতা

৫৯৯৩ সুভাষচন্দ্র দাস project manager Office D V C ctps po: Chandrapura Hazaribagh bihar ২৭ চাকুরী (তালিকা অনুযায়ী)

৬০০২ সুকুমার ভট্টাচার্য্য Head quarter Nagaland ২৫ চাকুরী থ গ ছবি আঁকা চিঠি লেখা

৬০০৩ সদানন্দ বসু p k HQ 969 T P T Coy Asc (3 ton) c/o 99 A P o ১৩ চাকুরী ড জ ঞ ঢ

৬০২৫ সুর্য্যেন্দুবিকাশ সাহু গ্রাঃ তমুয়া পোঃ তমুয়া মেদিনীপুর ২০ ছাত্র ক খ গ ঞ ঢ

৬০২৭ সুধাংশু দাশ c/o সুধেন্দু দাস শংকর দিঘী (পশ্চিম) পোঃ শিলচর ১ কাছাড় আসাম ১৯ চাত্র ড

৬০৩৩ স্বপন কুমার ঘোষ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ ৩৮ মহাতাব রোড বর্দ্ধমান ১৭ ছাত্র বিজ্ঞান ঙ ঞ ঘ জ নাটক

৬০৪০ স্বপন কুমার দাস গ্রাঃ বৈকণ্ঠপুর পোঃ রাজপুর ২৪ পরগণা ১৮ ছাত্র ঝ ঞ ড

৬০৪১ সমরজিৎ সেনগুপ্ত c/o ওরিয়েণ্টাল ফায়ার এণ্ড জেনারেল্ ইন্সুরেন্স কোঃ লিঃ ৪ লায়ন্সরেঞ্জ কলি ১ ২৮ চাকুরী গ জ ঞ ট আড্ডা রবীন্দ্র সংগীত

৬০৪২ স্বপন দত্ত সি/৪৭ বাঘাযতীন পল্লী যাদবপুর কলি—৩২ ২১ ছাত্র [বি কম দ্বিতীয় বর্ষ] ঠ জ ঝ ড ঢ মুদ্রাসংগ্রহ

৬১২৫ স্নিগ্ধা সরকার আসানসোল বর্দ্ধমান ১৮ ছাত্রী জ ঘ ঙ

৬০৪৫ দুলাল কৃষ্ণ সাহা state bank of India Tezpur Assam ২৬ চাকুরী ঞ ট ঢ

৬০৬৮ সুব্রত বিশ্বাস c/o কানাই সাধুখাঁ ১৩ জানমহম্মদ ঘাট রোড নৈহাটী ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র (বি কম) ঞ গ ট

৬০৭৩ সুব্রত কুমার চক্রবর্ত্তী c/o R K chakravarty steno to G M D V C damodar valley corporation bhabani bhaban Alipur cal 27 ১৮ ছাত্র ঙ জ ট ড ঢ

৬১১৩ সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টচার্য্য গ্রাঃ পোঃ চুরুলিয়া বর্দ্ধমান ১৭ ছাত্র খ গ ঙ ঞ ড ঢ অভিনয়

৬১৩৪ সুধাংশু মণ্ডল পোঃ গ্রাঃ নবগ্রাম ভায়া আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ ২০ ছাত্র ট ড ঢ ঞ

৬১৩৫ সুহাসচন্দ্র কর শহীদ কমলা রোড শিলচর ২ কাছাড় আসাম ২৬ শিক্ষক গ খ ঞ

৬১৩৭ সন্দীপ সেনগুপ্ত ১১এ বাওয়ালী মণ্ডল রোড কালিঘাট কলি ২৬ ২১ চাকুরী জ ড ঢ ক্র

৬১৪০ সোমনাথ দত্ত ২০ চিন্তামণি দে রোড হাওড়া-১ ২০ ছাত্র ইঞ্জি

৬১৪২ সূর্যকান্ত সাধুখা পোঃ গ্রঃ উত্তর কাপড়দহ জেঃ হাওড়া ১৬ ছাত্র জ ঝ ট ঠ ড

৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু c/o s kundu 46 Hospital Road tangla darrang Assam ১৭ ছাত্র ঙ খ গ

৫৭৬৯ হেনা মিত্র সাতরাগাছি হাওড়া ১৬ ছাত্রী ক ছ ঢ জ্ঞান আহরণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

৬০৩২ হরিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী b 6/31 pitambar Para varanasi ১৯ চাকুরী গ ঘ ঙ চ ছ টেলিগ্রাফি সাইকোলজি প্যারাসাইকোলজি

৬১২৯ হিমাংশু চ্যাটার্জী ১২ বসন্ত বোস রোড কলি-২৬ ২০ ছাত্র (b com) ক খ গ ঘ চ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ জ্যোতিষশাস্ত্র

৬১৪৫ হিমাংশু ভট্টাচার্য হোয়াইট ভিলা বড় বাজার চুঁচুড়া হুগলী চাকুরী ঞ ট ক

কয়েকজন বিশ্বমিতার পরিচয়

স্থানাভাব বশতঃ লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় যে কয়জন বিশ্বমিতার পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তাদের পরিচয় এখানে প্রকাশ করা হল।

❋ চিহ্ন মিতাকে ৮২ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে।

৩৪১৮ অমল কুমার বসু ৯ মহিতোষ বিশ্বাস লেন কাঠুরিয়া পাড়া কৃষ্ণনগর নদীয়া ২৪ ছাত্র ঝ ট ঞ গল্প লেখা কারিগরী

৫৯৫২ অর্চনা চৌধুরী হুগলী ২০ ছাত্রী গ ক জ ঝ ভিউকার্ড সংগ্রহ

৬৪৪ উথ্থানপদ বিজলী গ্রাঃ নারিকেলডাঙ্গা পোঃ বেনীপুর ভায়া মগরাহাট ২৪ পরগণা ২৮ ছাত্র (এম এ) ক গ ছ সৌন্দর্য্যানুভূতি কবিতা গল্প লেখা

৬০৫৩ কল্যাণ চক্রবর্ত্তী 136 Malabya bhawan B I T S pilani Rajasthan ২৪ ছাত্র ঘ ভ চ ভিউকার্ড ফার্ম্মেসী

৬০৭৪ চন্দন গাঙ্গুলী গাঙ্গুলী ভিলা মহাপ্রভু পাঁড়া রানাঘাট নদীয়া ১৯ ছাত্র ক ও চ ঞ ট ঠ

৪৯২৪ তরুণ কুমার সাহা c/o Meameco L T D post box no 33 barua Road po, Dt. Dhanbad bihar ২৪ ইঞ্জিনীয়ার (মেকাঃ) ট ঞ ঘ বাগান গল্পের বই ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়

১১৪১ দীপঙ্কর মাইতি c/o চন্দ্রশেখর মাইতি গ্রাঃ শংকর আড়া তমলুক মোহিনীপুর ২৪ ছাত্র ক খ গ ও কম্পাউণ্ডার

৬১৪৮ দুলাল দে 213 Field work shop coy E m E c/o 99 A P O

৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেবশর্ম্মা ১৬৭ ফিল্ড রেজিমেণ্ট c/o ৫৬ এ পি ও ২৭ চাকুরী গ জ চ ক ঘ ঞ

৫৭২১ পরিমল ব্যানার্জী Eg. Offr P banerjee officers mess 18 Wing c/o 56 A P o ২৭ চাকুরী গ ঞ ও ট ড ইতিহাস

কয়েকজন বিশ্বমিতার পরিচয়

৫৭৮৮ প্রণব মহাপাত্র কাণ্ডারী হাউস কেরাণীতলা মেদিনীপুর ১১ ছাত্র ড জ এ ঢ ট শিকার

৬০১৩ পার্থ সারথি ব্যানার্জী Cashier stats bank of India Asansol burdwan ২৬ চাকুরী ঢ অভিনয় গ জ ঝ

৬০৮৬ পবিত্র পাল চৌধুরী T C building Hill cart Road siliguri

৫০৭৯ বিশ্বজিৎ চৌধুরী রেণু ভিলা ১৪১/১০ মেঘনাথ সাহা রোড দমদম কলিকাতা-২৮ ১৯ ছাত্র গল্প লেখা এ ট

৬১১২ ব্যোমকেশ দাস c o ধীরেন্দ্রনাথ দাস গ্রাঃ জালাল খাঁবাড় পোঃ কাঁথি জেলা মেদিনীপুর ২০ ছাত্র ক গ ঙ এ জ ড

৬৩৮৪ ডাঃ রণেন্দ্রনাথ দে 11 Lake st wilmington massachusetts 01887 ২৮ ডাক্তারী এ ঢ

৫০১০ সুভাষ সেন ডি পি ব্যানার্জী রোড বলরামপুর পোঃ রাঙ্গাড়ি পুরুলিয়া ২৩ ছাত্র ড ঢ গ এ ট

জগৎ যা কিছু বলুক আমার কর্তব্য কার্য করে চলে যাব— এই জানব বীরের কাজ, নতুবা একি বলছে ওকি লিখছে ওসব নিয়ে দিন রাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।

— বিবেকানন্দ।

সংগ্রাহক - ৫৭৫৫ বিশ্বনাথ সিন্‌হা।

পত্রিকা পরিচয়

পাঞ্চজন্য — সম্পাদক মৃগনাভি, ষান্মাষিক সাহিত্য পত্রিকা। ভূমিষ্ঠ সংখ্যা। কার্য্যালয়ের ঠিকানা :— সম্পাদক, পাঞ্চজন্য, গাজোল মালদহ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।

পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভে ও যুদ্ধান্তে পাঞ্চজন্য বাজিয়ে ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে পাঞ্চজন্য একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ছিল। এই পৃথিবী একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র। প্রতিটি জীবকে অহরহ জীবন সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে। এই জীবন সংগ্রামকে অনন্ত প্রাণশক্তি দান করে যুগবাহী কৃষ্টি বা সংস্কৃতি।

সম্পাদক মৃগনাভি ঠিকই বলেছেন 'সৃষ্টির মূলমন্ত্রই কৃষ্টি'। শ্রী, রুচি। মাধুর্য্য, চেতনা ও ঐশী শক্তি কৃষ্টির উপাদান বা সম্পদ। প্রগতির ধারায় এর শ্রীবৃদ্ধি কৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি সার্থক হয়ে ওঠে। সৃষ্টিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে বহু বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয়। সেই বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানায় এই পাঞ্চজন্য।

পত্রিকাটির আকার ছোট হওয়ার জন্য রচনার সংখ্যা অল্প। গোটা দুই গল্প একটি প্রবন্ধ কয়েকটি কবিতা ও কিছু মজার ধাঁধা আছে। শ্রীনরহরি দাসের প্রবন্ধটি সত্যই মূল্যবান। গল্প কবিতাগুলি মোটের উপর মন্দ নয়। প্রথম পদক্ষেপের পক্ষে আশাপ্রদ। মাঝে মাঝে কিছু মুদ্রাকর ত্রুটি চোখে পড়ল। মৃগনাভির সৌরভে পত্রিকাটি উত্তরোত্তর আরও বেশী সুরভিত হয়ে উঠুক।

চলমান— ৪র্থ বর্ষ ৭ম সংকলন মূল্য ১৫ পয়সা। সম্পাদক— সচ্চিদানন্দ মণ্ডল। কার্য্যালয়ের ঠিকানা সম্পাদক চলমান, বুড়মুন বর্দ্ধমান।

মিনি পত্রিকা— এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে কয়েকটি পত্রিকার সমালোচনায় বিশদভাবে আলোচনা করেছি। গরীব দেশে হবু সাহিত্যিকদের আত্ম প্রকাশের পথ মোটেই সুগম নয়। সাহিত্য সাধনার পথকে মসৃণতর করবার জন্য কিছুকাল আগে মিনি পত্রিকা এদেশে আত্ম প্রকাশ করেছে। অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না। গল্প কবিতা প্রবন্ধ সবগুলি প্রায় কঙ্কালের উপর ক্ষীণ মাটি প্রলেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আঙ্গুরটি দ্যোতনায় ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা সাহিত্য রসিকদের (লেখক পাঠক উভয়ের ক্ষেত্রে) কতখানি তৃপ্তি দিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যা হোক চলমান

পত্রিকাটি ৪ বৎসর ধরে চলে আসছে। ভবিষ্যতে আরও অনেক বৎসর চলবে আশা-করি, তত্রাচ চলমানকে যারা যুগবাহী ধারায় প্রবাহিত করতে চান তারা যেন পত্রিকাটিকে সুযোগ সুবিধামত স্বাভাবিক আয়তন দেবার চেষ্টা করেন। পত্রিকাটিতে কয়েকটি কবিতা ও দুটি গল্প আছে। অধিকাংশ কবিতা স্বাধীন বাংলাকে নিয়ে লেখা শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর 'আগন্তুক' ও শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়ের 'পূজারিণী এই কবিতা দুটি সত্যই খুব ভাল হয়েছে। অন্যান্য কবিতা মন্দ নয়। ছোট্ট দুটি গল্পের মধ্যে মূল বক্তব্যের ইঙ্গিতটুকু চমৎকার ফুটে উঠেছে। বিস্তৃততর হলে একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য গড়ে উঠতে পারত। চলমান চিরকাল চলুক, এই কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার— সমালোচনার জন্য দুই-খানি কাব্যগ্রন্থ আমরা পেয়েছি। একটি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের 'সিগারেট এবং অপরটি সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আসছে জীবন'। লিপিমিতার আসন্ন পূজার সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।
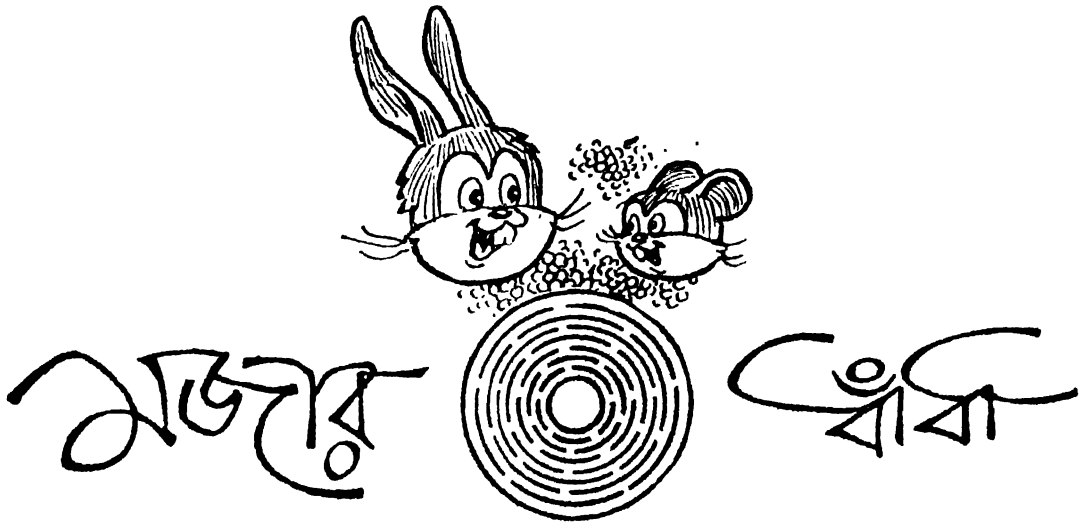
দ্বিতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়েছে। লিপিমিতা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ (১২—১) সংখ্যা থেকে। যাঁর একটিও ভুল যাবে না তিনি পাবেন ৫০ টাকা। একটি মাত্র ভুল গেলে পাবেন ২৫ টাকা। দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে

পাবেন ১০ টাকা। উত্তরগুলি নির্ধারিত সময়ে আসা চাই। প্রায় প্রত্যেক মিতাকে সাধারণ ডাকে লিপিমিতা পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১ টাকা পাঠিয়ে দিলে সঙ্ঘ সঙ্গে সঙ্গে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে মিতাকে পত্রিকাটি পাঠিয়ে দেবে। যাদের চাঁদার মেয়াদ ২ মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরোটাকাটাই দেবে। পত্রিকায় প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ৩০শে শ্রাবন ১৩৭৮ এর মধ্যে সংঘের কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

৬। তিনে মিলে পূর্বে ছিলাম
প্রথম ছেড়ে রই পূবে
অন্ত ছেড়ে পূর্ব হলাম
মধ্য ছেড়ে রই জীবে
—বি ৫৫৩১ শিবরঞ্জন মণ্ডল।

৭। দেখছি তারে রাস্তাঘাটে বুঝিনে তার কথা,
কাটলে মাথা শোনায় বুলি কেমন ধারা প্রথা।
পেট কাটলে কালো বরণ লেজ কাটলেই বাবু,
এমন জীবে চিনলে তবে সাবাস বলি বাবু।
—৫৭৪৯ হারু মল্লিক

৮। লাল যদিও নামের বেলায়
আসলে তা সবুজ।
বলতে তুমি পারবে ঠিকই
নয়তো তুমি অবুঝ।
—বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ।

৯। পদতলে এসে যারা
করে মাথা নীচু
সমান ভাগে ভাঙলে পরে
পাবে তারা অনেক কিছু।
শেষের ভাগে ওরা সবাই
করে গো স্মরণ
আগের ভাগে আঁধারে যাদের
করি আলো বিকিরণ
দুই চার ছেড়ে দিয়ে
খুশি হও আমায় নিয়ে।
পার যদি বলো না
পশ্চিমে ছাড়া খুঁজলে তো পাবে না
—৫৯০৭ অসিত সাহা

১০। কোন একজন পাহাড়ের ঢালু রাস্তা দিয়ে ওপরে যাওয়ার সময় ঘণ্টায় দেড় কিলো-মিটার হাটতে পারে এবং নামবার সময় ঘণ্টায় সাড়ে চার কিঃ মিঃ হাটতে পারে। সে একদিন নীচের একটি শহর থেকে হেটে ওপরের একটি শহরে গিয়ে ছিল একটি চিঠি পৌছে দিতে। যেতে আসতে তার মোট সময় লেগেছিল ৮ ঘণ্টা। সে মোট কয় মাইল হেটে ছিল বলতে পারেন? এ্যাল্‌জাবরা ব্যবহার না করে এবং খুব সোজা ভ.ষায় উত্তর পাঠাতে হবে।

—বি ৫১৬০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতা ১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকা-শিত ধাধাগুলির উত্তর এইরূপ :—

১) দাদরা, ২) প্রভাত, ৩) র, ৪) চরণ ৫) চা-পাতা।

পাঁচটি উত্তর পাওয়া গেছে—

সর্বশ্রী —বি ৫১৫৭ হিরন্ময় রাহা, ৬৩০৬ জয়ন্ত কুমার দেব, ৬০০২ সুকুমার ভট্টাচার্য্য ৬৩৫১ অনিল কুমার চাটার্জী, ৬১৭৬ বিশ্বনাথ মণ্ডল, বি ৪৯২৪ তরুণ কুমার সাহা বি ৬৪৪ উথ্থানপদ বিজলী বি ৩২৩২ মিনতি মজুমদার ৬০৫৯ রত্নাঘোষ, ৬২৫৩ দীপকচন্দ্র পোদ্দার, ৬৩১১ সুমন্ত ব্যানার্জী, ৬৩৩৭ শক্তি মুখার্জী বি ৩৪১৮ অমল কুমার বিশ্বাস; ৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড়, ৬২১৬ অশেষরঞ্জন দাস, ৬১৩৯ অশোক কুমার নায়ক, বি ৫৯৫২ এ চৌধুরী।

চারটি উত্তর পাওয়া গেছে—

সর্বশ্রী ৬২৩৩ অবণী ভূষণ বসাক, ৬৩৭৭ অরুণ মুখার্জী বি ১১৪১ দীপঙ্কর মাইতি বি ৪১৩৫ সুরেশ চৌধুরী ৬৪২৬ সন্ধ্যা বেরা, ৫৯৫৭ শান্তিপ্রসাদ মিশ্র, বি ৫৫০১ মনোরঞ্জন পাল ৬৩১৬ ইলা সেন, বি ৩৯০২ সুব্রত সেনগুপ্ত, বি ৩৯৬৮ আসন্ত কুমার সাহা ৬৩৭১ সুপ্রতিম দেব ৫৮৬৫ পুতুল সাহা ৬২২৯ অশোক মজুমদার ৬৪১৩ সুভাষ চক্রবর্তী ৬১০১ শ্রীপর্ণা সেনগুপ্ত ৫৩৮৪ তন্ময় কাঞ্জিলাল বি ৫৪৭৮ শ্যামল কুমার নন্দী ৬৪৪১ চতুর কুমার কবিরাজ ৩০১৮ গীতা সিন্‌হা।

তিনটি উত্তর পাওয়া গেছে—

৫৯১২ শ্যামল কুমার চৌধুরী, ৬০৫১ রাধাকৃষ্ণ সাউ ৬১৭৯ সুনীর্ল কুমার খাঁ ৫৭২৩ উল্কা-সিদ্ধা ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিন্‌হা ৬১৯৭ বিকাশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০৭৩ সুব্রত চক্রবর্তী ৬৩৮২ বরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৬৩৪৯ প্রশান্ত কুমার গোস্বামী ৬৩৬৯ শম্ভুনাথ দাস ৬১২৮ ধূর্জটী ভট্টাচার্য্য বি ৫৭৪৬ রবীন্দ্র-নাথ রাউত ৬৩৩৬ গোপা ভট্টাচার্য্য ৬৩৬৭ প্রণতি তরাৎ বি ৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য্য

দুটি উত্তর পাওয়া গেছে—

৬৩৮৫ মধুসূদন রায় ৫৯৩৩ কাশীনাথ দাস।

মনোনীত রচনাবলী

লিপিমিতায় প্রকাশের জন্য যে সকল রচনা সংঘে এসেছে সেগুলির মধ্যে মনোনীত রচনাবলীর লেখক লেখিকাদের নাম দেওয়া হল। লেখাগুলি পর্য্যায়ক্রমে লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে।

সর্বশ্রী ৬০৫৪ সুপর্ণা চ্যাটার্জী বি ৪৫৫৮ প্রদীপচন্দ্র রায় ৫০৩২ বিজয়া রাণী পাঁজা ৬০০২ সুকুমার ভট্টাচার্য্য ৫৮২৫ গৌতম ত্রিবেদী বি ২৯৪৬ নির্ম্মলকান্তি দেবনাথ বি ৬১৪৮ দুলাল দে বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা ৫৪৩০ প্রিয়তোষ দে ৩৭১৭ শেখ নজরুল ইসলাম বি ৪৬৬৩ পঙ্কজাক্ষ চট্টরাজ বি ৫৮৯৭ নরেন শর্ম্মা ৫৮৬১ সোমনাথ

চ্যাটার্জী বি ৫২৫৮ নীহার রঞ্জন ঘোষ ৫৯৯৪ প্রবীর কুমার সিন্‌হা বি ৫৪৪২ সনৎকুমার তাঁতি ৫৭৮১ ত্রিদিবনাথ ভট্টাচার্য্য বি ৬৪৪ উথ্‌থানপদ বিজলী ৫৩০৫ বিষ্ণুভক্ত সরকার বি ৯৯৩ অমিয় মুখার্জী বি ৪০২৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ ৫৩৪৩ মন্‌মথ হাওলাদার বি ৫২৭৪ রঞ্জিত সামন্ত ৬৩১৯ সুনীল কৃষ্ণ দত্ত ৫৫৪৬ প্রণব রায় বি ৫৬৯৫ সুভাষ ব্যানার্জী বি ৫৩৮৪ তন্‌ময় কাঞ্জিলাল ৫৯৭৬ রবীন্দ্রনাথ দরজী ৫৫৬৬ সুবীর নাথ বি ৫১৩২ সঞ্জিত ব্যানার্জী।

অমনোনীত রচনাবলী

লিপিমিতায় প্রকাশের জন্য বহু মিতার রচনা এসেছে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি অধিকাংশ রচনাই অমনোনীত হওয়ায় পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না সমস্ত অমনোনীত রচনার আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে কয়েকজন মিতার রচনা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। এরদ্বারা বাকী মিতারা অমনোনীত হওয়ার কারণ অনায়াসে বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে তারা রচনা পাঠাবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। এখানে অমনোনীত রচনার নাম ও রচয়িতার আদ্যবর্ণ উল্লেখ করা হল।

শিকার— দীঃ বিঃ

গল্পাংশ অত্যন্ত মামুলী।

ঝোপ বুঝে কোপ— মিঃ ঘোঃ

নাটিকাটি গতানুগতিক ভাবধারায় লিখিত আধুনিক কালে এই ধরণের আবেগধর্মী নাটকীয় নক্‌সা অচল।

মর্ম্মব্যথা— ব্যোঃ কেঃ দাঃ

কবিতাটির মধ্যাংশে কিছু শব্দ বিন্যাসের অসংগতি রয়েছে এবং তাতে ভাবও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

আমরা আজ— পঃ মঃ বাঃ কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হয় নি।

গ্রাম:— গৌ: বা: সা:

শব্দ বিন্যাস ঠিকমত হয়নি। মাঝে মাঝে বর্ণাশুদ্ধি আছে।

দাগ— ক: ক:

আকারে বড় হওয়া সত্বেও রসোত্তীর্ণ হয়নি।

অবাঞ্ছিত ব্যক্তি— ব: চ: দে:

পদগুলি আরও একটু সুসংবদ্ধ হলে রসোত্তীর্ণ হত।

এপার বাংলা ওপার বাংলা= সু: সে: গু

পূর্বে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেছে।

প্রতীক্ষা— অ: কু: ঘো:

গল্পাংশে অভিনবত্বের অভাব তবে প্রকাশ ভঙ্গি ভাল।

পল্লীবাংলার কৃষি জীবন— নি: ঘো:

প্রবন্ধটি সুলিখিত কিন্তু নুতন কথা বা সুষ্ঠু পরিকল্পনা কিছুই নেই।

লিপিমিতা— স্ব: কু: ম:

গল্পাংশ ভাল কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকাশ ভংগি রুচি সম্মত হয়নি।

স্মরণ— দি: সে: গু:

কবিতাটি সুলিখিত কিন্তু ভাব কিছুটা মামুলি তাছাড়া আনুপ্রাসিক এর সুষ্ঠু ব্যবহার আংশিক ভাবে ব্যাহত।

হতাশ কাকটা— আ: কু: ম:

প্রকাশ ভংগি আর একটু সংক্ষিপ্ত হলে কবিতাটি প্রকাশ যোগ্য হত।

৺শান্তিদেবী স্মরণে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

বিশ্বমিতালি সংঘের প্রথম সম্পাদিকা ৺শান্তিদেবীর স্মরণে প্রতি বৎসরের মত এবারেও অঙ্কণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আধখানা পোষ্টকার্ড মাপের এক-টুকরো কাগজে চাইনিজ ইঙ্ক বা কালো কালির সাহায্যে যে কোন শ্রেণীর বন্য জন্তুর একটি ছবি এঁকে পাঠাতে হবে। নির্ধারিত মাপ অপেক্ষা বড় কাগজে আঁকা বা পেনসিলে স্কেচ করা কোন ছবি প্রতিযোগিতায় গৃহীত হবে না।

পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই আশ্বিন ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ। ছবিগুলি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে লিপিমিতা সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ছবির পেছনে প্রতিযোগীর নাম ও সদস্য সংখ্যার উল্লেখ থাকা চাই। প্রতিযোগিতার শেষ ছবি ফেরৎ পেতে হলে রেজিষ্ট্রী খরচা বাবদ ১'২৫ পয়সা ডাক-টিকিট পাঠাতে হবে। এই অঙ্কন প্রতি-যোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে প্রথম পুরস্কার ২০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১০ টাকা। প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিটি লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে। বিশ্বমিতালি সংঘের সভ্য-সভ্যারাই কেবল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবেন।

স: লি:

বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ও মুক্তি ফৌজের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার

লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যার ১২—১ মাধ্যমে অদুর ও সুদুর মিতা ভাই বোনদের কাছে পাক হানাদারদের দ্বারা অমানুষিক ভাবে নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ও সংগ্রামে তৎপর মুক্তি ফৌজদের সাহায্য কল্পে একটি আবেদন পত্র পাঠিয়ে ছিলুম। ভেবেছিলুম বিশ্বময় বিশ্বমিতালি সংঘের শত শত মিতা ভাই বোন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য লাভে সংঘ সমর্থ হবে। এবং নূনপক্ষে হাজার খানেক টাকা তহবিলে জমা পড়বে। এই রূপ পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে সেই অর্থের সাহায্যে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে উদ্বাস্তু ও মুক্তি ফৌজদের সাহায্য করতে পারবো। যেমন, কেরোসিন, শাড়ী, শিশুদের জামাকাপড়, বেবীফুড, ঔষধ-পত্র, ইত্যাদ ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন সভ্য সভ্যা আমাদের উল্লিখিত আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। প্রত্যহ পূর্ব বাংলা থেকে যে ভাবে অগণিত উদ্বাস্তু আসছেন তাতে পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বার কথা। অথচ এদেরকে আহার, বাসস্থান, পরিধানের বস্ত্র ও চিকিৎসার সুবিধাদান দিতেই হবে, নচেৎ তাদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। একথা ভুলে গেলে চলবে না। তারাও আমাদের ভাই বোন, পিতৃ-মাতৃ স্থানীয়। আমরা যদি দু বেলা দু মুঠো খেতে পাই ওদেরকেও তা থেকে ভাগ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রতিটি সভ্য সভ্যার কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ তারা যেন সাধ্যানুযায়ী অর্থ পাঠিয়ে আমাদের দেশের, জাতির ও সংঘের সুনাম বজায় রাখতে সক্ষম হন। এই সাহায্য ভাণ্ডার ১৩ই আশ্বিন ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ৩০শে সেপঃ ১৯৭১ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এরপর কোন অর্থ এলে তা সংঘ কর্তৃক গৃহীত হবে না।

যে কোন মণি অর্ডার, চেক পোষ্টাল অর্ডার কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে না পাঠিয়ে Secretary Biswamitali Sangha এইনামে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। চেক ও পোষ্টাল অর্ডার যেন ক্রশ করে পাঠান হয় সংঘের লিপিমিতায় দাতার নাম ও অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করা হবে। কোন সভ্য বা সভ্যাকে প্রদত্ত অর্থের রসিদ পাঠান সম্ভব হবে না, কারণ অযথা ডাকমাশুলে অর্থ ব্যয় করা এ ক্ষেত্রে উচিত হবে না। আশাকরি সংঘের প্রতিটি মিতা ভাই বোন বাংলা দেশের অগণিত নর নারীর দুঃখ মোচনের জন্য মুক্ত হস্তে দান পাঠাবেন।

১৩ই আষাঢ় ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ২৮শে জুন ১৯৭১ পর্যন্ত যাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু ও মুক্তি ফৌজদের সাহায্য বাবদ যে অর্থ সংঘে এসেছে তার তালিকা নীচে প্রকাশ করা হল। প্রতি দাতাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বশ্রী বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে ৫০ টাকা ৫৪৯৫ মঞ্জুলিকা চক্রবর্ত্তী ১১ টাকা বি ২০৬১ গোপা মুখার্জী ১০ টাকা ৪৪৭১ অর্ণব কুমার ঘোষাল ১০ টাকা ৫৯৭৬ রবীন্দ্রনাথ দরজী ১০ টাকা বি ৬.৬৩ শাহিম সুলতানা ১০ টাকা ৬৩৮৩ রবীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ১০ টাকা ৬১২৫ স্নিগ্ধা সরকার ৮ টাকা বি ৩৬১১ উমেশচন্দ্র বিশ্বাস ৫ টাকা ৪০২৮ অনন্ত

কুমার বিশ্বাস ৫ টাকা বি ৩৪৭৭ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য ৫ টাকা ৬২১৪ রণজিৎ কুমার ব্যানার্জী ৫ টাকা ৬২৮৮ পংকজ সরকার ৫ টাকা ৬২২৮ লালমোহন সেন ৫ টাকা ৫৯৩৪ স্বপন কুমার দত্ত ৫ টাকা ৬২৯৭ বিকাশ ব্যানার্জী ৫ টাকা ৫৫৪৬ প্রণব কুমার রায় ৩ টাকা ৫৮৩৪ অমলেন্দু বিকাশ দে ৩ টাকা ৬২৪৩ জ্যোতিরঞ্জন রায় ১ টাকা ৬৩৫১ অনিল কুমার চাটার্জী ২ টাকা ৬১৯৭ মানবেন্দ্র মুহুরী ২ টাকা ৫৯৫৭ শান্তিপ্রসাদ মিশ্র ২ টাকা বি ৯৯৩ অমিয় কুমার মুখার্জী ২ টাকা বি ৮৬৮ রাখাল পাত্র ২ টাকা বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ ২ টাকা বি ৫৩৮৭ বিমান কুমার সাহা ২ টাকা বি ৬১১৭ চিত্রা ভট্টাচার্য ২ টাকা ৬২৩৩ অবণী ভূষণ বসাক ২ টাকা ৬৩০৪ রণজিৎ দত্ত ১ টাকা ৬৩৩৯ বঙ্কিমচন্দ্র দে ১ টাকা ৬২৬৯ শম্ভুনাথ দাস ১ টাকা ৬৩৪০ নারায়ণ মণ্ডল ১ টাকা বি ৫০৪৪ শিব-কান্তি ভট্টাচার্য্য ১ টাকা ৬০১৭ শুধাংশু দাস ১ টাকা ৬৪১৪ গৌর হরি দত্ত ১ টাকা ৫৮৬৫ পুতুল সাহা ১ টাকা এ পর্য্যন্ত মোট ১৯৩ টাকা পাওয়া গেছে। স: লি:

সুসংবাদ—

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বি ৬২৮৪ ডা: রনেন্দ্রনাথ দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এবং বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ইংলণ্ডে বিশ্ব-মিতালি সংঘের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি রূপে কাজ করতে সম্মত হয়েছেন তাঁদের পূর্ণ ঠিকানা :—

১) বি ৬৩৮৪ ডা: রনেন্দ্রনাথ দে Hartnett Hall 1426 21st Street N. W. Washington D. C. 20036 U. S. A.

২) বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় 29 Digby Crescent London N. 4. U. K.

অনুরোধ—

সাহিত্যের নানাদিক সম্বন্ধে খবর রাখেন বাংলা সাহিত্যের সেবক; ভাষার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন মিতার সংগে বি ৫৫৭৬ অরুণাভ ঘোষ পত্রালাপ করতে চান।

বাংলা দেশ (পূর্ব বাংলা) থেকে আগত

মিতা ভাই বোনদের সংগে বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা পত্রালাপ করতে চান।

যে সব মিতা ভাই মটর গাড়ীর বিষয়ে জানতে বা জানাতে ইচ্ছুক তারা যেন বি ৪৩৭৩ কান্তিরঞ্জন বিশ্বাসের সংগে পত্রালাপ করেন।

৬৩৬৯ শম্ভুনাথ দাস পত্র মিতালি ও ডাক টিকিট বিনিময় করতে ইচ্ছুক এমন মিতার সংগে পত্রালাপ করতে চান।

সংঘে আর নেই—

৫৬০৮ সুশান্ত কুমার চক্রবর্ত্তী ২৮২০ শ্রীপতি চরণ পাণি ৬৩০১ শিখা মণ্ডল ৬১৮১ দীপংকর সেনগুপ্ত ৫৯৯৮ শিপ্রা ঘোষ ৬৩১২ স্বপন মুখার্জী।

পত্রালাপে বিরত—

বি ৫৯৫২ অর্চনা চৌধুরী

ঠিকানা পরিবর্তন

১। ৬১৫৮ বিপ্লব কুমার ব্যানার্জী c/o কালাচাঁদ ব্যানার্জী কংসাবতী কলোনী হাউস নং বি/৩ কেন্দুয়াদিহি, বাঁকুড়া বয়স ১৭।

২। ৬২১৫ স্বরাজ কুমার নন্দী 3/93 Central Fuel Reseaich Colony po: Fuel Research Dt: Dhanbad Bihar

৩। ৫৯৮৫ বিশ্বরঞ্জন রায় 19 Krishna Coloney West GhamaPur Jabalpur M P

৪। ৬৩৭৮ দিলীপ কুমার দত্ত c/o Bankim chandra dutta Bank of barada panbazar Gouhati Assam

৫। ৬:৮৪ ডাঃ রংশন্দ্রনাথ দে Hartnett Hall 1426 21st street N W Washington D, C. 20036 U. S. A

৬। ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় 29 Digby Crescent London N 4 U K

৭। ৫৬৮২ কল্যাণ কুমার বিশ্বাস 48/1 Ordnance Road Ordnance state Kirkee poona-3 Maharastra

৮। বি ৫৫২৭ বিশ্ববন্ধু সরকার ৩৬০/বি পেয়ারা বাগান পোঃ জেঃ হুগলী।

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের ত্রু বছরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ীসভ্য হয়েছেন, তাদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করব। গত ৬ই আষাঢ় ১৩৭৮ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম সদস্য সংখ্যা নিচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী—৬০৭৪ চন্দন গাঙ্গুলি, ৫৪৭০ দিলীপ কুঃ মণ্ডল, ৫৭২১ পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫৮৭ বিমান কুঃ সাহা, ৫৫০১ মনোরঞ্জন পাল, ৫৬৭২ রাজমোহন সরকার ও ৬৩৮৪ ডাঃ রনেন্দ্র নাথ দে।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র-পত্রিকার -ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট-টাকা পাঠালেই চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নিচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী—বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে ৮'০০ বি ৫৭২১ পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪'০০ টাকা ৬১৩২ ডাঃ অজিত কুমার সেন ৪'০০ টাকা বি ২১০৫ সুবোধ কুমার নাথ ২'০০ টাকা বি ৪৪৩৬ সনৎ মুখোপাধ্যায় ২'০০ ৬১৯৭ মানবেন্দ্র মুহুরী ২'০০ টাকা ৬৩৫১ অনিল কুমার চাটার্জী ২'০০ টাকা বি ৪৩২ অমর কুমার দাস ১'০০ টাকা বি বি ৫৫৪ জগদীশ চন্দ্র সাহা ১'০০ টাকা বি ১৬০২ শুকদেব সাউ ১'০০ টাকা বি ৩৫১৬ কীর্তিপদ ভৌমিক ১'০০ টাকা বি ৪১১০ রমেন্দ্র নাথ অধিকারী ১'০০ টাকা বি ৪৯১৪ তরুণ কুমার সাহা ১'০০ টাকা ৬৩৩৮ মিতা চাটার্জী ১'০০ টাকা ৬৩৬৯ শম্ভু নাথ দাস ১-০০ টাকা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৩২-০০ টাকা পাওয়া গেছে। গতবারে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৮৮১-২৮ টাকা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্য্যন্ত —সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৯১৩-২৮ পয়সা জমা রইল।

সভ্য—সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পাত্রকার সমস্ত ব্যয় ভার বহণ করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্ক্ষী উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

ভ্রম সংশোধন—লিপিমিতা —১১/১ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭৭ ৬ষ্ঠ লাইনে বৃত্তি বেকার এর স্থলে ছাত্র (বাণিজ্য ১ম বর্ষ) হবে, পৃষ্ঠা ১০৫ ৯ লাইনে ১৭৭৮ এর স্থলে ১৩৭৮ হবে।

লিপিমিতা ১১/৫—এর ধাঁধার উত্তরের ফলাফলে মিতা বি ৫৯১২ এ চৌধুরীর নামটা ভুলক্রমে ছাপা হয়নি। উক্ত মিতার ৪টি ধাঁধা ঠিক হয়ে ছিল।

লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যা

আগামী আশ্বিনে লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। এই সংখ্যার জন্য মিতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কোন মূল্য গ্রহণ করা হবে না। এতে বিশেষ আকর্ষণীয় সব থাকবে তা হোল এই যে (১) ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত ও বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় যে সকল রাষ্ট্রদূতের নাম প্রকাশ করা হয়নি এই সংখ্যায় সেগুলি থাকবে) (২) চতুষ্পাঠীর চত্বরে (প্রশ্নোত্তর বিভাগ) (৩) স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয় ধারাবাহিক ভাবে চলবে (৪) ইংরাজী বিজ্ঞান ও সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা ধারাবাহিক ভাবে চলবে। ঐগুলি ছাড়া গল্প, কবিতা প্রবন্ধ ধাঁধা পত্র সাহিত্যের টুকিটাকি ইত্যাদি থাকবে।

বিশ্বমিতাদের আলোকচিত্র

লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যায় বিশ্বমিতাদের আলোকচিত্র প্রকাশ করা হবে যারা উক্ত সংখ্যায় আলোক চিত্র প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ৫ই ভাদ্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে তাঁদের পাসপোর্ট সাইজের আলোকচিত্র এবং ব্লক ও মুদ্রণ বাবদ ১২ টাকা সম্পাদকের নামে সংঘের কার্য্যালয়ে পাঠিয়ে দেন।

শারদীয় সংখ্যার বিজ্ঞাপন

লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যায় যারা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে চান তারা লিপিমিতার অধ্যক্ষ শ্রী বি, জাটিকে চিঠি লিখে বিজ্ঞাপনের হার জেনে নিতে পারেন। অর্থ সহ বিজ্ঞাপন ১৫ই ভাদ্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। যাবতীয় অর্থ সংঘের সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। চেক ড্রাফট্ বা পোষ্টাল অর্ডার সেক্রেটারি বিশ্ব মতালি সংঘ এই নাম লেখা হবে। সব গুলি যেন ক্রস্ করে পাঠান হয়। ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা কলিকাতার বাইরের চেক হোলে উপযুক্ত ব্যাঙ্ক—কমিশন যেন দেওয়া হয়।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

ভাদ্র— আশ্বিন — কার্ত্তিক— ১৩৭৮

দ্বাদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

পর পৃষ্ঠায়

সূচীপত্র

—: ভ্রমসংশোধন :—

১৯৩ পৃঃ ১মঃ কলমে ১৮ লাইনে—ম্যাকা-ডোলানেডর এর স্থলে—ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের হবে।

২০১ পৃঃ ১মঃ কলমে—১৩ লাইনে নময় এর স্থলে — সময় হবে।

২০৮ পৃঃ ১য় কলমে ১৩ লাইনে - প্লাই-সাউথ এর স্থলে — প্লাইমাউথ হবে।

২০৯ পৃঃ ১য় কলমে ২১ লাইনে—রানালু এর স্থলে - রামালু হবে।

ঃ উন্মোচন ঃ

পত্রালাপী মিতাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় উদ্ঘাটনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল আলোক নীচে কয়েকজন বিশ্বমিতার প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হল। আশাকরি অদূর ভা মিতাদের সাক্ষাৎ আলাপের সূচনা অধিকতর সহজ ও সরল হবে। - বা

বি ৬০৭৪ চন্দন গাঙ্গুলী।

বি ৬১১৪ প্রভাস চন্দ্র পাল।
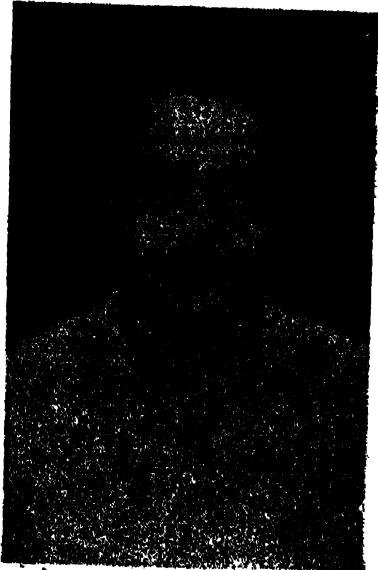
বি ৫২৮৬ ষষ্ঠীচরণ দে
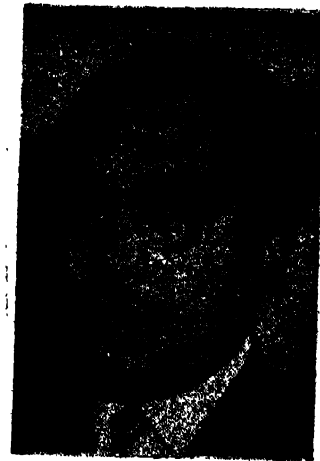
বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
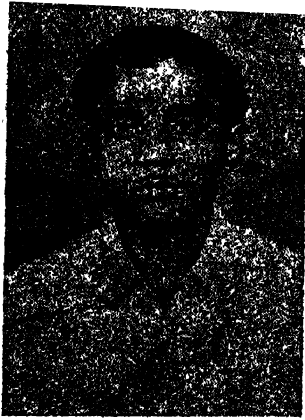
বি ৫৪৭০ দিলীপ মণ্ডল।
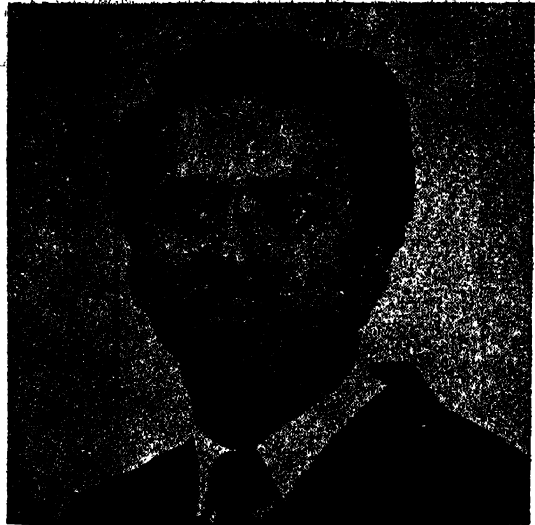
বি ৬৩৮৪ ডাঃ রণেন্দ্র নাথ দে

বি ৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেব শর্ম্মা।

বি ৪৫৭৯ সুধীর দাস

শারদোৎসব

ঋতুর দেশ বাংলা, ছয়টি ঋতুর সজীব মূর্তিকে বারোমাস আমরা লীলাচঞ্চল দেখতে পাই সমগ্র বাংলার জলে স্থলে আকাশে বাতাসে। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে বঙ্গজননী শারদীয় শোভায় হয়ে উঠেন পরমা রূপসী। নদী নালা, খাল বিল সবেতেই জাগে যৌবন-জলধিতরঙ্গ লীলায়িত রূপ; গ্রামে গঞ্জে, পথে প্রান্তরে দিগন্তব্যাপী সবুজের মেলা; দীঘি আর পুষ্করিণী কাকচক্ষু জলে কমল সুন্দরীরা শতদল মেলে আপন প্রতিবিম্ব দেখে আর সমীরের অংগে গা ঢেলে দিয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসে হেলেদুলে নৃত্য করে, সেই নাচের তালে তালে সমানে মাথা নেড়ে তাল দিয়ে যাচ্ছে চারপাশের সাদা কাশের অজস্র গুচ্ছ। নির্মল আকাশের তলায় ভেসে যাচ্ছে কয়েকটি খণ্ড মেঘ; ওরা যেন কোন্ সাধনায় আত্মহারা; বেল, যুঁই, কদম, কেতকী, বকুল ইত্যাদির সৌরভে চরাচর উদ্ভ্রান্ত, নদীর কুলুকুলু নাদ, অরণ্যের মর্মর শব্দ, ভ্রমর ও মৌমাছিদের গুঞ্জন ইত্যাদি সব মিলিয়ে শরতের আবাহন সঙ্গীত গীত হচ্ছে। রূপে রসে গন্ধে শব্দে শরতের ভাবমূর্তি ব্যক্ত হয় লক্ষ-কোটি ছাঁদে। শরৎ বাংলার নিজস্ব সম্পদ।

বাংলার শরৎ একান্ত আপন। কবিগুরু তাঁকে আবাহন করতে গিয়ে গেয়েছেন :

'এস গো শারদলক্ষ্মী
তোমার শুভ্র মেঘেরও রথে
এস নির্মল নীল পথে
এস ধৌত শ্যামল আলো ঝলমল
বনগিরিপর্বতে।''

শারদ বঙ্গের আত্মাকে ঘিরে সত্ত্বঃরজঃ-যোগে এক ওজঃশক্তির উদ্ভব হয়। এই দিব্য শক্তির মূর্ত প্রতীক হলেন দনুজদলনী দুর্গতিনাশিনী দশভুজাঃ দুর্গা।

ইনি একাধারে শক্তিস্বরূপিনী ও চৈতন্য দায়িনী। আত্মসুখ পরায়ণ জড়বাদকে বিনাশ সাধন করার জন্যই আমাদের মায়ের এই বার্ষিক পরিক্রমা। চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাড্যবোধের লয় হয়। তাইতো সচ্চিদানন্দ রামের হয়ে বস্তুসর্বস্ব জড়বাদী রাবণের বিনাশ ঘটালেন।

অভিশপ্ত পৃথিবীর জড়কণাগুলিকে আশ্রয় করে আমাদের বৎসরের ক্লেদ জমে উঠে বিরাট মেঘের আকারে। কলুষনাশিনী মা দুর্গার আবির্ভাবে ও তাঁর স্নেহস্পর্শে সমস্ত ক্লেদাক্ত মেঘ প্রেম প্রীতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে দ্রবীভূত হয়ে অঝোরে ঝরে পড়ে সমগ্র মানবসত্তার উপর। শত্রু ভুলে যায় শত্রুতা, হিংসুক হিংসা, লোভী লোভ, ঘৃণক ঘৃণা, পাপী পাপ। ক্ষণিকের জন্য মর্ত্যধাম হয়ে উঠে স্বর্গপুরী, বাংলার ও বাঙালীর আত্ম-শুদ্ধি ঘটে। তাইতো যেখানে বাঙালী সেখানেই শারদোৎসব, সেখানেই দুর্গাপূজা। সুদূর ইংল্যাণ্ড আমেরিকা থেকে সুরু করে জাপান সিংহল পর্যন্ত প্রায় সর্বদেশে বাঙ্গালী যথাসময়ে মায়ের আরাধনা করে থাকে।

ঋষি বঙ্কিম গেয়েছেন :—
'বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'

শেষে শারদোৎসবের প্রাণস্বরূপা বিশ্ব-মোহিনী জগজ্জননী দুর্গাকে লক্ষ কোটি প্রণাম জানিয়ে আজকের দিনে এই প্রার্থনা রাখছি,—

মা! বিপথগামী বাঙ্গালার মনে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলো; আত্মঘাতী সংগ্রাম থেকে তাকে বাঁচাও, চরিত্রহীনতার গ্লানি থেকে তাকে মুক্ত কর, আর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে স্বদেশে স্বগৃহে ফিরে যাবার মত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করো! তোমার জয় হোক!'

এই শুভ লগ্নে সমস্ত মিতা ভাই বোনকে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

—::—

আজি হতে শত বর্ষ আগে

শতবর্ষের প্রদীপমালায় রচিত শতনরী হার আজ মহাকালের মানমন্দিরে জমা পড়েছে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ আজ থেকে শতাব্দীর নায়ক হয়ে গেলেন, দুই শতাব্দীর দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট স্বর্ণযুগের সোনার পাহাড়টা প্রথম রচনা করতে শুরু করেন রাজা রামমোহন, পরে পূর্ণতা দানের জন্য যোগান দিয়ে যান ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ মণীষীগণ। সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত রূপদান করেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। রূপকারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এরপর স্থান হোল অবনীন্দ্রনাথের।

ঠাকুর পরিবারে সৌন্দর্য্যবোধও তার প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্ব বংশপরম্পরগত রক্ত-ধারার মধ্যে প্রবহমান ছিল। সেই সঙ্গে ছিল প্রতিভাদেবীর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। প্রিন্স্ দ্বারকানাথের সম্পদ ও প্রতিপত্তি ছিল অপ্রমেয়; বাদসাহী আড়ম্বরের অভাব ছিল না, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন মিশিয়ে দিলেন তাতে বৈরাগ্যের রক্তরাগ। মহর্ষি বলতেন, ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝি না, চোখ চাইলেই দেখতে পাই প্রকৃতির সারা অঙ্গে রূপ ও রসের মহোৎসব; এই পরম পরি-ব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যশ্রীকেই আমার কাছে ব্রহ্ম ও সচ্চিদানন্দ; একেই বুঝি ও চিনি আমার আরাধ্য দেবতা হিসেবে, এরই সাধনায় আমার হৃদয় মগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে। এই অনুপম ভাবমূর্তিও রস উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল বংশধরদের মানসপটে।

এই সুন্দরী প্রকৃতির অঙ্গ থেকে রূপ ও রসকে সংগ্রহ করে ধরে রাখবার জন্য ঠাকুর পরিবারে শুরু হল অঙ্কণ, সংগীত, নৃত্য ও সাহিত্য অনুশীলন। ঠাকুর পরি-বারের অনেকেই রূপ ও বাণী মিলিয়ে এক চমৎকার জগৎ সৃষ্টি করলেন যা নাকি সারা বিশ্বের কাছে চির - আদ্রিত হয়ে থাকবে।

প্রাচীন রাজপুত ও মুঘল চিত্রাবলী এবং রবি বর্ম্মার পাশ্চত্য ঢংয়ে আঁকা নিছক ইমেজ ভারতের শিল্পক্ষেত্রকে যখন নিষ্প্রভ করে রেখেছিল, সেই সময় অবনীন্দ্রনাথের তুলি ও রঙ বহিয়ে দিলে সারা ভারতের বুকে অপূর্ব প্রাণবন্যা।

১৮৯৬ সালে মিঃ হ্যাভেল কলকাতা

সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ভারতের অতীত শিল্পসম্ভারের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের কথাও তাঁর কানে যায়। ১৮৯৭ সালে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এই সাক্ষাত বিশেষ তাৎপর্য্যময় কারণ আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য থাকায় উভয়ের সম্বন্ধ মধুর ও ঘনিষ্টতর হয়। ভারতীয় শিল্পকলার বৈশিষ্ট বিষয়ে হ্যাভেল সাহেব নানা প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লেখেন ও সেই সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পকলা পুনরুদ্ধারে নানাভাবে উৎসাহিত করেন। ইতিমধ্যে ১৯০২ সালে অনুষ্ঠিত 'দিল্লীর' দরবারে শাজাহানের মৃত্যু' ছবিটির জন্য অবনীন্দ্রনাথ পুরস্কার লাভ করেন। হ্যাভেল সাহেবের প্রচেষ্টাতেই অবনীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে সরকারী আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কণ শিক্ষা দেবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম আর্ট স্কুলে একটি নতুন ক্লাশের প্রবর্তন করেন।

এইবার তাঁর অঙ্কণ পদ্ধতি নিয়ে কিছু বলা যাক। তাঁর রচনাবলীতে প্রধানতঃ মোঘল, জাপানী ও পাশ্চাত্য অঙ্কণরীতির সুসমন্বয় দেখা যায়। প্রাচীন ধারার দিক থেকে বিচার করলে তাঁর ছবিতে ইউরোপ ও জাপানের ন্যাচারালিষ্টিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। অপর পক্ষে প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে তাঁর ছবি মোঘল রাজদরবারের শিল্পীদের আঁকা ছবির মত বাস্তবধর্মী। সুতরাং বিভিন্ন রীতির সমন্বয় করে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পকলার সম্পূর্ণ নতুন; স্বচ্ছ ও সাবলীল রূপ ও ছন্দের আরোপ করে গেছেন এবং মূলতঃ এই ধারা অবলম্বন করে তাঁর শিষ্যবর্গ ভারতীয় শিল্পের নতুন বিন্যাস করেন।

স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ তাই তাঁর অঙ্কণ সম্বন্ধে এইখানেই ইতি টেনে এবারে তাঁর রচিত কিছু শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে আলোকপাত করবার চেষ্টা করব। সাহিত্যিক মনে মনে ছবি এঁকে তাকে কালি কলমে ফুটিয়ে গেলেন গল্প কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে। আর শিল্পীরা মনে মনে কাহিনী রচনা করে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন অপূর্ব ছবি রং ও তুলির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের পথ বেয়ে হয়েছেন শিল্পী আর অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের পথ ধরে হয়েছেন সাহিত্যিক। এখানে শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কিছু অংশ ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের দেশ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি অবন ঠাকুরের শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করেছেন। 'নতুনকে দেখবার জানবার শিখবার আগ্রহে কোনদিন এতটুকু কুমতি ঘটেনি। শিশু-

মনের সরলতা সরসতা সজীবতা বরাবর বজায় রেখেছেন। ছবি আঁকার ফাঁকে লেখায় যখন হাত দিলেন তখন শিশুদের নিয়েই শুরু করলেন। শিশুদের জন্যে শিশুদের মতো করে লিখলেন শকুন্তলার কাহিনী আর রূপকথার আমলে ক্ষীরের পুতুল। সঙ্গে নিজের হাতে আঁকা ছবি। যেমন প্রাণ মাতানো ভাষা তেমনি চোখ জুড়ান ছবি। এমনটি এর আগে আর হয়নি।

শিশুদের চোখের সুমুখে এক নতুন জগতের দোর খুলে গেল, সে কাহিনী অবনীন্দ্র-নাথের অপূর্ব ভাষায় চিত্রিত, রবীন্দ্রনাথ, যখন কথা ও কাহিনীকে রাজপুতানার শৌর্যগাথা রচনা করছেন অবনীন্দ্রনাথ তখন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে রাজকাহিনীর গল্পে রাজপুতনা রাণাদের কাহিনী বলতে শুরু করেছেন। কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সব চাইতে জমকালো রূপ তাঁর 'রাজকাহিনী'তে। ঐতিহাসিক নন, ইতিহাস লিখতে বসেন নি। তিনি নিজেও গল্প বলিয়ে। আখ্যানের চাইতে উপাখ্যানের প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশী। লোকমুখে প্রচলিত যে সব কাহিনী তাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। সেকালের ভুলে যাওয়া কাহিনী একালের ছেলেদের কাছে লুফে নেওয়ার মতো করে বলেছেন। চিতোরের দুর্গ, কৈলোরের কেল্লা, রাণা মহারাণাদের বাদবিসম্বাদ, ভীল সর্দারদের কথা; রাজপুতানার পাহাড় জঙ্গল, পথঘাট চোখের সুমুখে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল।

আর্টিষ্ট মানুষ যখন লিখতে বসেন তখন অনেক সময় মনে হয়, কলম ছেড়ে যেন তুলি দিয়ে লিখছেন। এই যেমন চিতোর দুর্গের বর্ণনা — সূর্যের আলোয় সকাল বেলায় সোনার আকাশপটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়াল দেবমন্দিরের সোনার চূড়া নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠতো — মনে হতো ঠিক যেন একখানি জাহাজ আকাশ সমুদ্রে ভেসে রয়েছে।'

শ্রদ্ধেয় দত্ত কবি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আর এক স্থানে চমৎকার ভাষায় বলেছেন 'কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের মন অনেকটা যেন ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর মনের মতো। যিনি বলেছিলেন, উপকরণে আমার কি হবে যদি অমৃতের স্বাদ না পেলাম। মৈত্রেয়ীর কাছে যা অমৃত সাহিত্যিকের কাছে তাই রস।

মৌমাছির সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীর তুলনাটি একাধিক অর্থে সঙ্গত। শিল্পী সাহিত্যিকের মন একটি যেন মৌচাক, তাতে একদিকে সৃষ্টি হয় মধু, অপরদিকে মোম। একটিতে দেয় মাধুর্য, অপরটিতে আলো—

ইংরেজ কবি সমালোচক যাকে বলেছেন— Sweetness and Light. বহু সম্ভারে পূর্ণ সে মন একটি যেন ঐশ্বর্য্যের খনি। সে ঐশ্বর্যের মাধুর্য (Sweetness) হয়ে দেখা দেয়। আর সে ঐশ্বর্যের যে দ্যুতি সেটি তাঁদের সকল সৃষ্টি কর্মের উপরে একটি আভা (light) বিস্তার করে। বলাবাহুল্য এখানে ঐশ্বর্য বলতে শুধু পাণ্ডিত্য নয়। এ হল গুণপনার কথা। কবি শিল্পীর মন বহু গুণে গুণান্বিত।

অপ্রচুর স্থান ও অক্ষম লেখনীর সাহায্যে অবন ঠাকুরের পূর্ণ আলেখ্য রচনা করা সম্ভব নয়। সবশেষে আমাদের সরকার ও জনসাধারণের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি যে, শিল্পরসিকদের ও তরুণ শিল্পীদের জন্য তাঁর আঁকাচিত্রাবলীর একটি স্থায়ী গ্যালারী যেন সত্বর স্থাপন করা হয়, এবং সেই সঙ্গে তাঁর শিশুসাহিত্য, বাগেশ্বরী, বক্তৃতা-মালা, এবং অন্যান্য রচনা ও তাঁর জীবনী একত্রিত করে সুলভ গ্রন্থাবলী যেন প্রকাশ করা হয়। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ অসংখ্য প্রণতি জানাচ্ছি।

ভাল কাজের তো অন্য কোনও পুরস্কার নেই, একাজ নিজেই নিজের পুরস্কার আর বন্ধু যদি পেতে চাও তো বন্ধু হতে শেখো। একমাত্র তাহলেই বন্ধু মিলবে।

- ইমার্সন।

সংগ্রাহক :- বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ।

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত

গত লিপিমিত্রা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় যে সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকানা যায়নি এই সংখ্যায় সেইগুলি প্রকাশ করা হল।

আফগানিস্তান — Ataollah Nasser - Zia, 24 Rate - ndon Road, New Delhi - 11.

আলজিরিয়া — Ali Lakhdarj, 13 Sundar Nagar New Delhi - 11.

আর্জেন্টিনা — Adolfo A. BOLLINI, C - 27/28, South Extension, (part II), New Delhi - 3.

বেলজিয়াম — Jean Leroy, 7, Golf Links, new Delhi - 3

ব্রেজিল — Wladimir de Amaral Murtinho, 8, Aurangzeb Road, New Delhi - 2

ক্যাম্বোডিয়া — Nong Kimny, 25, Golf Links, New Delhi - 3

চীন — Charge 'D' Affaires. Chen Chao - Yuan. Shantipath. Chanakyapuri, New Delhi - 21.

চেকোস্লোভাকিয়া — Richard Dvorak, 45 - 46, Sundar Nagar, new Delhi - 11

ডেনমার্ক — Hans Adolf Biering, 6, Golf Links Area, New Delhi - 3.

ইথিওপিয়া — Assefa Gabre Mariam, 29, Prithviraj Road, New Delhi - 11

ফিনল্যাণ্ড — Frederik Wilhelm Schreck, 42, Golf Links, New Delhi - 3,

গ্রীস — John Yannakakis, 188, Jor Bagh, new Delhi - 3.

ইরাক — Hussain Ali - Dujaili. 33, Golf Links, new Delhi - 3

আয়ারল্যাণ্ড — Valentin Iremonger. 55. Sundar nagar, new Delhi - 11

জর্ডন — Anwar Nashashibi, 120 Maloha Marg Chanakyapuri new Delhi - 11

কুয়েৎ — Sulaiman Abu Ghosh. 19. Friends west. new Delhi - 14.

লাওস — Phagna Oun Hueun Norasingh, 4, Circular Road. S. W. Extn. Ghanakyapuri. new Delhi - 11.

মরক্কো — Abdellah Lamarani, 199, Jor Bagh, new delhi - 3.

নেপাল — Bhim Bahadur Pandey. Barakhamba Road. new delhi - I

পেরু — Eduardo Sarmiento C d - 290, defence Colony, new delhi - P.

ফিলিপাইনস — L. M. Guerrero B - 66, Greater Kailash I, new delhi - 14.

পোল্যাণ্ড — Romual Spaswski, 22, Golf Links area, new delhi - 3

স্পেন — Guillermo nandal Blanes, 12, Prithiraj Road, new delhi - II

সুইডেন — Gunner E. Heckscher. nyaya Marg. Chanakyapuri, new delhi - 21.

সুইজারল্যাণ্ড - Dr, Marcel Heimo, nyaya Marg. Chanakyapuri, new delhi - 21.

তুর্কী - Osman Olcay, 27. Jor Bagh, new delhi - 3.

(১২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অন্তরের জিনিষকে বাহিরের ভাবের জিনিষকে ভাষায়; নিজের জিনিষকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ।

— রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক :- ৬৩৩৬ গোপা ভট্টাচার্য

রাখুদা

তন্ময় কাঞ্জিলাল
(বর্ধমান)

রাখহরি—বড়রা ডাকতেন রাখু আমরা ডাকতাম 'রাখুদা'। আজও কোন আনন্দের দিনে রাখুদার কথা খুব মনে পড়ে। আমাদের পাড়াতেই একটা ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যেই রাখুদার একার সংসার। কুঁড়ে ঘরটির সামনে তারই নিজের হাতে তৈরী বাগান। নানা ফুলে ভরে থাকতো এই ছোট্ট বাগানটি। আশ্চর্য্য মানুষ এই রাখুদা। মনটা ছিল শিশুর মত সরল। কোথায় বাড়ী জানিনা, তবে মা-ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম—অন্য গ্রামে তার বাড়ী ছিল। মা-বাপ ছোটতেই মারা গেলে সে নাকি বাঁচবার তাগিদে আমাদের গ্রামে এসে-ছিল। তাকে দেখে সকলের মায়া হয়।

আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের বাইরের সামান্য জায়গায় তাকে থাকতে দেয়। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীতেই একদিন করে তার খাবার ব্যবস্থা হয়, এতে কেউ বিরক্ত হয় না।

এভাবে থাকতে থাকতে, নিজেই পাড়ার মধ্যে খালি জায়গা পেয়ে কোনরকমে থাকবার মত একটা ঘর তৈরী করে নেয়। তারপর পাড়ার লোকের সঙ্গে মিশে যায়।'

পাড়াতে কিছু হলে ডাক পড়ত রাখুদার। প্রাণ দিয়ে কাজ করত যখন যার বাড়ীতে প্রয়োজন। সব কাজই যেন সে সহজেই হাসিমুখে করতে পারত। বেশ মনে পড়ে সেদিনটা—আমরা তখন ছোট। সারাটা দিন ভীষণ দুর্যোগ চলছে। আমার দাদুর কি একটা অসুখ করেছিল। অসুখটা সন্ধ্যার দিকে খুব বেড়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না। বাবা বাইরে চাকরী করতেন, আর কাকা ছিলেন গ্রাম থেকে আট দশ মাইল দূরে এক কলিয়ারীর ডাক্তার।

ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে রাখুদার কাছে গিয়েছিলেন কাকাকে বাড়ীতে আনার ব্যবস্থা করতে। রাখুদা ঠাকুমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'কোন ভয় নেই গো। যতদিন এই রাখু বেঁচে আছে, আপনাদের সেবা করে যাবে।' এই বলে সে একটা সাইকেল যোগাড় করে এই দুর্যোগের মধ্যে বেড়িয়ে পড়ল। বাইরে বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ চমকানোর জন্যে সামনের কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু রাখুদার সাইকেল বেগে এগিয়ে গেল। একঘণ্টার মধ্যে কাকা ওষুধপত্র নিয়ে গাড়ী করে হাজির হলেন। তাকে বিশ্বাসও

করত সবাই। পাড়ার যদি কেউ কখনও কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যেত, রাখুদাকে থাকতে বলত তার বাড়ীতে। সারারাত্রি জেগে পাহারা দিত রাখুদা।

মাঝে মাঝে হারিকেনের সামনে রামায়ণ খুলে সুর করে পড়ত। কারও পূজো আছে —পূজোর যোগাড় করবে রাখুদা. অসুখে ডাক্তার ওষুধ আনবে রাখুদা, এমন কি কারও গরু-ছাগল হারিয়ে গেলে রাখুদা ঠিক খুঁজে নিয়ে আসবে।

আমাদের গ্রামের শেষে হাট বসে। হাট বা বাজার যাবার সময় আমাদের পাড়ার প্রায় সব ঘরেই চিৎকার করে রাখুদা বোলত; 'কার কি আনতে হবে বলো, পয়সা দাও শীগ্‌গীর। দেরী করলে চলে যাব।' বিকেলে গোটা পাড়ার হাট বাজার করে ফিরতো রাখুদা। জানিনা কিসের স্বার্থে রাখুদা এসব করত?

পাড়ার সকলে রাখুদাকে খুব ভালবাসত। কোনদিন কারও বাড়ীতে চুরি করেনি। সামান্য লেখাপড়া জানতো। বিকেলে আমাদের সঙ্গে খেলতে আসতো রাখুদা। আবার সন্ধ্যা হয়ে গেলেই সকলকে ধমকাত, 'যা তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে হাত পা ধুয়ে পড়তে বোসগে।' আমরা মার্বেল খেলতাম—সকলে পড়া শেষ না হতেই যদি খেলতে আসতাম, তখন মার্বেলগুলি সব ছুঁড়ে ফেলে দিত আর খুব ধমক দিত। রাখুদা আমাদের গ্রীষ্মের দিনে দুপুরের দিকে আম জাম আর শীতকালে কুল পেড়ে এনে দিত। সে আমাদের যেমন শাসন করত তেমনি ভাল বাসত। মনে হতো রাখুদা যেন আমাদের সকলের নিজেদের লোক। আমার বেশ মনে পড়ে গ্রামেই একটা সখের যাত্রা হয়েছিল, তাতে রাখুদা এক সৈনিক সেজে নেমেছিল। সেই সৈনিকের পোষাক পড়ে, কোমরে তলোয়ার নিয়ে রাজার কাছে সেলাম করে শুধু বলবে, 'মহারাজ শত্রুপক্ষ এগিয়ে এসেছে।' তাতে যে কি আনন্দ রাখুদা পেয়েছিল প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের বারবার তার যাত্রাটি দেখার জন্যে যেতে বলত. আর কিভাবে রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথাটা বলবে সেটা দেখাত। এইভাবে হাসি - আনন্দে তার দিন কাটত।

হঠাৎ ভগবান যেন তার এভাবে আনন্দে মিলেমিশে থাকাটাও সহ্য করতে পারলেন না। একদিনের কথা—দিনটা ছিল রবিবার। বাড়ীতে সেদিন বাবা, কাকা - প্রত্যেকেই আছেন। বিকেলে বাজার যাবার কথা রাখুদার। সকলে তাই ভাবছে এখনও

আসছে না কেন? সে তো এভাবে সময় নষ্ট করে ফাঁকি মারে না। একটু খোঁজ করার পর সকলেই দেখলো রাখুদা পাড়াতে নেই। কেউ বলল বেড়াতে গেছে, কেউ বলল ছেলেদের সঙ্গে খেলছে।

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে আসতে না দেখে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। যার বাড়ীতে আজ সকালে তার খাবার কথা ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারা গেল আজ সে নাকি খেতেও যায়নি। তবে কি রাখুদা চলে গেল। সারা পাড়ায় থম্‌-থমে ভাব, প্রত্যেকের মন খারাপ। প্রত্যেকের মুখে রাখুদার গল্প আর নানা আলোচনা শুনতে পেলাম।

এইভাবে রাত্রি কাটলো। পরদিন ভোরে ঠাকুমার সেই পাড়া মাতানো চিৎকার করে কান্না শুনতে পেলাম। কান্নার আওয়াজটা মনে হোল পুকুরের দিক থেকেই আসছে। পাড়ার কাছেই পুকুর। ঠাকুমার প্রতিদিন ভোরে সেই পুকুরে স্নান করা অভ্যাস। চিৎকারটা শুনে অনেকেই পুকুরে গিয়ে দেখে রাখুদা পুকুরের জলে ভাসছে। খবরটা ক্রমশঃ চারিদিকে প্রকাশ হয়ে গেলে পুকুরের চারিপাশে ভীড় জমে গেল। আমিও গেলাম —দেখলাম রাখুদাকে কিছু লোক তুলে ঘাটের উপর নিয়ে এলো। রাখুদা হাতে একটি সরু খড় আঁকড়ে ধরে আছে—ডুবে যাবার সময় শেষ বাঁচবার চেষ্টা। রাখুদার শরীরটা জল খেয়ে ফুলে গেছে। রাখুদা বেঁচে নেই' — এটা যেন বিশ্বাস করা যায় না। এ কি করে সম্ভব, রাখুদা মরতেই পারে না। পাড়ার প্রতিটি লোকের চোখেই জল। এক নিমেষে রাখুদার প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি কাজ, হাসি, গান, ছোটাছুটি সব মনে পড়ে গেল।

পরে রাখুদার মৃতদেহটা তার কুঁড়ে ঘরটার সামনে এনে নাবিয়ে রাখা হয়েছিল। তার বাগানে সদ্য ফোটা গোলাপ, গন্ধরাজ, জবাফুলে সারা দেহ ঢেকে দিয়েছিল মেয়েরা। রাখুদার কুঁড়েটার দিকে তাকিয়ে দেখি শূন্য পড়ে আছে আর বাগানের গাছগুলো যেন শুকিয়ে পড়ে আছে. যেন ওখনে আর কখনও ফুল ফুটবে না। বেলা বাড়লে পাড়ার প্রায় সব লোক এসে রাখুদাকে খাটের উপর শুইয়ে নিয়ে চলে গেল। বাবা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "রাখু স্বর্গে যাচ্ছে।" সেদিনের সেই মুহূর্তটা মনে পড়লে আজও চোখে জল আসে। আর মাঝে মাঝে নিজের মনটাকে প্রশ্ন করি—পৃথিবীতে কত মানুষ আসছে, এই ভাবেই চলে যাচ্ছে; অথচ রাখুদার মৃত্যুটা আমাদের কাছে এতটা বেদনাদায়ক কেন?

-::--

একটি চিঠি

—সুকুমার ভট্টাচার্য
কোহিমা (নাগাভূমি)

মিতা,

আজ আবার আকাশটা গৈরিক রঙের মেলায় হারিয়ে গেছে। কাটখোট্টা প্রকৃতির বুক চিরে উপ্‌চিয়ে উঠছে এক ঝলক দীনতার নিঃশ্বাস। সবটাই একটা কি যেন রুক্ষতার ছাপ। সব হারার বেদনায় অভিভূত নিঃসংগ এ' আকাশটা। দূরের ঐ ফুল গাছগুলোর মাথায় অনেক রঙের বাহার। তার এই বে-হিসেবী শোভা যেমনি বেখাপ্পা, বে-মানান, তেমনি কাব্যহীন। মনে হয় যেন আজকালকার আধুনিক কবিতার মতই অর্থ-হারা। ছন্দ-ছাড়া ভাষা।

আমার মত একটা ছাপোষা কেরাণীর মুখে এসব তার হীন মনে হবে। কিন্তু আজ যে তোমাকে আমার বলতেই হবে। যদিও তোমার সাথে নেই কোন যোগাযোগ, আজ দীর্ঘ তিন বছর, তবুও মনে হয় এত সে-দিনের কথা। কারণ যেখানে হৃদয়ের সম্পর্ক প্রবল সেখানে সময়ের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা চলে না। হৃদয়টা সব কিছু যুক্তি ও তর্কের বাইরে তাইতো সে সীমাহারা।

যাক্, কি লিখতে বসেছিলাম, হ্যাঁ—মনে পড়ে এক কালে তোমায় 'মধুমিতা' এই নামে ডাকতাম। ঐ নামটাও আমারই সৃষ্টি। আজ বিশেষণটুকু ছেটে 'মিতা' এই ছোট্ট নামেই ডাকবো। পারো যদি মেনে নিও আমায় তোমার মিতা বলে।

আলো আর আঁধারের লুকোচুরি খেলা মাঝে এ' জীবনটা ভারী বে-রসিক হয়ে উঠেছে 'মিতা'। মনে পড়ছে আমার শিল্পি মনটা তাঁর হৃদয়ের সবটুকু রঙ উজাড় করে কল্পনার তুলিতে তার মানসী প্রতিমাকে রূপ দিতে চেয়েছিল। আর সে মানসী প্রতিমা যে তুমিই, তা তুমি আমার চেয়ে ভালই জানতে। তবুও তুমি স্বীকার করে নিতে পারলে না অবশেষে। সেজন্য দায়ী আমি নই। আমার দারিদ্র্য। মনে পড়ে মিতা সেবার আমি প্রাক্ বিশ্ব বিদ্যালয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক নিয়ে পড়তে গেলাম কোলকাতায়। তোমার চোখে সেদিন কি স্বপ্ন, আমাকে এয়ার পোর্ট পর্যন্ত এসে শেষ অভিনন্দন

জানালে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এমনি যে একটা বছর যেতে না যেতেই আমাকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে আসতে হলো। সংসারের ঘানি টানবার জন্যে চাকুরীর আশ্রয় নিতে হলো।

তুমি ধনীর দুলালী। আমার এ কেরানীর পেশা মেনে নিতে পারলে না। আমার ছবি আঁকা আর হলো না। রঙের ভুল আঁচড় পড়লো ছবিতে। রেখে দিলাম অর্ধ সমাপ্ত। অনুভূতি — প্রবল মনটা আমার বিষিয়ে উঠলো বিশ্ব শিল্পীর রচনায়। আমি হারিয়ে গেলাম তোমার কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে।

তুমি হয়ত বা ভুলে গেলে আমায়। অন্য কোন নবাগতের স্বপ্ন বিলাসে ডুবে রইলে। আমি কিন্তু ভুলতে পারলাম কৈ? বার বার আমার মন তোমাকে কেন্দ্র করে কত খেই হারা ভাবনার স্রোতে পাড়ি জমাতো। দূরে সরে গিয়েও ভুলতে পারলাম না তোমায়।

আবার এলাম তোমার কাছে। এবার কিন্তু ছদ্ম সাজে। গোপনে অলক্ষ্য থেকে লক্ষ্য করলাম তোমায়। মনে হলো অনেক পরিবর্তন এসেছে তোমার মাঝে। সেদিনের তুমি আর আজকের তোমাতে অনেক তফাৎ। তুমি তোমার জীবনের সব বিলাসের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে গ্রামের পাঠশালায় মাষ্টারী নিয়ে নিতান্ত সাদা সিদে জীবন পরিচালনা করছো। তোমার মুখে দেখলাম কি এক অজানা বিষাদের ছায়া। তোমার মুখে চোখে আগের সেই চাঞ্চল্য নেই। তাই আজ আমার এ' লেখার অবতারনা। তোমার ভুবনে যেদিন দেখবো আমি হাসি আর রঙের মেলা — সেদিন সফল হবে আমার সাধনা। আমার আধা আঁকা ছবিখানি পাবে পূর্ণতা। জীবনে তোমায় সুখী দেখে যেতে পারলে আমি সব চেয়ে সুখী হবো।

আজ আমার বলতে কোন সংকোচ নেই। মায়ের জাত তোমরা মিতা, ছোট-বেলা থেকেই তোমাদের পুতুল খেলার সখ। বড় হয়েও তোমাদের সেই সখের নেশার ঘোর বুঝি কাটিয়ে উঠতে পারো না। আমার সাথেও যে তুমি এমনি খেলায় মাতবে তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে! এজন্যে তোমায় আমি দোষ দেবো না।

বলছিলাম কি, হ্যাঁ — আমি হয়ত বা থাকবো না কোনদিন। কিন্তু থাকবে আমার গান। বাতাসের কোলে কান পাতলে শুনতে পাবে, কি তার ভাষা। রাতের ব্যর্থ প্রহর-গুলো যখন বেদনায় ঝুরে ঝুরে নিঃশেষ হয়ে যাবে তখনও যদি তোমার নিদহারা

একটি চিঠি

চোখে ঘুম না আসে, সিথানের পাশে অনুভব করো কোনও বন্ধুর সান্নিধ্য তাহলে চুপি চুপি বলো আমায় - না - হয় — চলে এসো গোপন পায়। আকাশের হাজারো তারার মাঝে আমি একটি হয়ে থাকবো। চিনে নিতে বেগ পেতে হবে না। পথ ভুল হলে শুধিয়ে নিও রাতের তারাদের, ওরা তোমায় পথ বলে দেবে।

আমার গান আর কবিতা ছড়িয়ে দেবো আমি সেই মায়াবী রাতের নাক্ষত্রিক আকাশের শূন্যতায়। ভীরু কান পেতে শুনলে শুনতে পাবে তারাদের সেই সুরেলা কণ্ঠ। যা' শুনতে শুনতে একদিন তন্ময় হয়ে যেতে তুমি। কিন্তু আজ সেই সুরে তুমি নিজেকে তেমন করে জড়িয়ে নিতে পারবে না হয়ত বা। কারণ আমার বুকের - গোপন অভিমান - চিরন্তন জগতের সবটুকু হাসি কান্নাকে ছাপিয়ে যে সুর তুলেছে, এ হচ্ছে তারই অনুরণন। শুধু এ' জন্মেরই নয়। জন্ম-জন্মান্তরের এক বিরহী আত্মায় শাশ্বত বেদনার্ত বাণী।

ক্ষতি নেই; আমাকে যদি মেনে নিতে পারো তোমার সখা বলে। আমি রচবো গান আর তুমি দিবে তাতে সুর ঢেলে। আমি গাইব সে গান আর তুমি নাচবে তালে তালে। বিশ্বের ছন্দহারা কাব্যে আবার হবে মিত্রের মিল।

—রাজবন্দী

সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো — কত বড়ো একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সে কি নিবিড়, কি নিগূঢ়. কি আনন্দময়, কোন ক্লান্তি নেই, ভাবা নেই, দীনতা নেই।

— রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক — ৬১৯০ সজল কান্তি সাহা।

মহীয়সী নারী

ম্যাডাম কামা

— মিনতি মজুমদার
(কানপুর)

স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সব মণীষীরা নিজের জীবন তুচ্ছ করেও দেশবাসীর দুঃখ মোচনের গুরু দায়িত্ব বহন করবার তাগিদে ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছিলেন আমি আজ তাঁদের একজনের কথা এখানে বলছি। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, সুভাষ বোস, গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, এবং আরো অনেকের নাম আপনারা জানেন।

কিন্তু একথা হয়ত অনেকেই জানেন না, দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করবার প্রথম পরিকল্পনা, প্রথম স্বাধীনতার বিপ্লবের বীজ ভারতের বুকে ছড়িয়ে ছিলেন একজন নারী।

মহীয়সী নারীই প্রথম সমস্ত ভারতীয়-দের ঐক্যবোধে বহ্নিতে আহুতি দেবার মূল-মন্ত্র শিখিয়ে ছিলেন।

এই মিলন শক্তিকে দৃঢ়ভাবে রূপায়িত করার জন্য ইনিই ভারতে একটি জাতীয় পতাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তা বাস্তবে পরিণত করেন।

আজ আমাদের যে জাতীয় পতাকা দেখছি এর পরিকল্পনা করেছিলেন ইনিই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতা থেকে এই শক্তিময়ী বিপ্লবী নারীর নাম মুছে যেতে বসেছে। আজ বহু পত্র পত্রিকায় অসংখ্য বিপ্লবী নর-নারীর কথা শুনতে পাই কিন্তু এই নারীর নাম সেখানে অনুপস্থিত। এ ঘটনা বহুদিন থেকেই আমার অন্তরে পীড়া সৃষ্টি করে চলেছে, তাই আজ কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। আমি লেখক নই; সাধ্যে যা কুলোয় তা লিখতে চলেছি।

এই মহীয়সী নারীর নাম ছিল 'ম্যাডাম ভিকাজী কামা'। জাতিতে ছিলেন পার্শী। ইং ১৮৬১ খৃঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর বিখ্যাত এক

পার্শী পরিবারে ইনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। নয় ভাই বোনের মধ্যে ইনি অন্যতমা। বাবার নাম ছিল সোরাবজী প্যাটেল এবং মায়ের নাম জাজী প্যাটেল। ধনী ব্যবসায়ীর দুলালী হলেও ইনি বিলাসিতার ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। প্রয়োজনে ইনি বজ্রের মত কঠোর হতে পারতেন অথচ স্বভাবে কোমলা নারী।

নিরন্ন, দরিদ্র অপমানিত এবং লাঞ্ছিত, দেশবাসীর জন্য এঁর অন্তর কেঁদে উঠত। দেশের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দূর করতেই হবে — এই দৃঢ় পণ নিয়ে ইনি ঘর ছেড়ে বৃহত কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কাজে নেমেই ইনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই দীন অবস্থা দূর করতে হলে প্রথমেই ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে হবে।

বোম্বে সহরে এনার ছাত্রজীবন সুরু ও শেষ হয়। ছাত্রজীবন শেষ হবার সাথে সাথে মা, বাবা এঁর বিয়ে ঠিক করেছিলেন, কেননা মেয়ের মতিগতি তাঁদের ভাবিয়ে তুলেছিল। এই প্রস্তাব শুনে 'ম্যাডাম কামা অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিন্তু মাতা-পিতাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন ভালবাসতেন তাই তাঁদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তিনি বিবাহে সম্মতি দিলেন। এনার স্বামীর নাম ছিল শ্রীরুস্তম কে, আর, কামা। বিয়ের পরও ইনি সংকল্পচ্যুত হন নাই। সংসার জীবনে প্রবেশ করে কামা দেখলেন তার ভুল হয়েছে। এই সাধারণ সুখ দুঃখের স্রোতে ভেসে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। দেশে ৩৬ কোটি মানুষ তারই মুখ চেয়ে বসে আছে। এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন ভারতমার মুখ। সে মুখ বিষণ্ন, অশ্রু ছলছল নেত্র। কামা নিজেকে ধিক্কার দিলেন মনে মনে। এবং সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন করলেন। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের মুক্তি সাধনের কাজে।

এদিকে তার দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের গোপন প্রচেষ্টা ইংরাজ সরকারের বিষ নজরে পড়ল। এরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কামা বিদেশে নির্বাসিতা হলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে অনিয়মিত আহার, নিদ্রার জন্য তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কিছুকাল ইংল্যাণ্ড এবং তারপর প্যারিস গিয়েছিলেন। সরকার মনে করেছিল বিদেশে নির্বাসন দণ্ড দিলেই এর বিপ্লবী জীবনের অবসান ঘটবে। কিন্তু সরকার মহা ভুল করেছিলেন। ঐ নির্বাসন দণ্ডই কামার জীবনে সাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্যারিসে বসেই ইনি প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটি দল গড়ে তুলেছিলেন এবং দলের সবাইকে দিয়েছিলেন বিপ্লবী মন্ত্রে

বীর সাভারকর, শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মা,

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিপ্লবী দলের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

ম্যাডাম কামা বিদেশে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন শুধু দেশের মুক্তির কথা চিন্তা করেই। তার এই দলই সমস্ত ইউরোপে ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবের পরিচালনা দিল। ভাবতীয় সৈন্য দলের জাতীয় ভাবধারা প্রচার ও বিপ্লবীদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করার গুরু দায়িত্ব ইনি গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৭ খৃঃ ১৮ই আগষ্ট জার্ম্মানীতে এক আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ম্যাডাম কামা নিজে। এই অধিবেশন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জগতে এক বিরাট সম্ভবনাময় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই সভাতেই সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব হয়েছিল॥ তখনকার গুণজাত নেতা 'রামসে ম্যাকাডোলানেডর — প্রবল বিরোধিতা সত্বেও ম্যাডাম কামার প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছিল। এই সভাতেই কামা পরিকল্পিত ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়েছিল। সেই পতাকাটি ছিল সামান্তরাল ভাবে লাল, সবুজ ও হলুদ রঙের কাপড়ের তৈরী। উপরের লাল অংশে আঁকা ছিল একটি ছোট পতাকা ও সাতটি তারা। পরে এই পতাকাই কিছু পরিবর্ত্তিত হয়ে ভারতের জাতীয় পতাকায় মর্য্যাদা লাভ করে॥ অতএব 'ম্যাডাম কামা ভারতের জাতীয় পতাকায় জননীও বটে॥ কোন কোন ইতিহাসে ভুল লেখা আছে। ম্যাডাম কামার আগে ভারতে অন্য কেহ জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেন নি॥ সুবিপুল জনসমাবেশে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে ইনি সেই পতাকা তুলে ছিলেন সভায়। সেই অনুষ্ঠানে গুহস্বিনী ভাষায় ইনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম ছিল — 'ভারতের স্বাধীনতার বাহক এবং ধারক এই পতাকা — আপনারা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখুন। আজ এর জন্মদিন। একে মাথা নত করে অভিবাদন করুন। ভারতীয় যুবকদের রক্তে এই পতাকা পবিত্র হয়েছে। আসুন এই শুভদিনে আমরা একে অভিনন্দন জানাই। এই পতাকা যেন ভারতকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা এনে দেয়।'

ম্যাডাম কামার যে কেবল বৈপ্লবিক দলই ছিল তা নয়, এর অন্তর অত্যন্ত কোমল ছিল। দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন চিন্তায় কখনো রণচণ্ডী, কখনো করাল মহাভয়ঙ্করী রূপ নিতে বাধ্য হতেন। রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা বিপ্লবীদের তিনি কিছুতেই ঘাইল করতে পারতেন না। কঠোর শাস্তি দিতেন। তাই সাধারণ মানুষ মনে

করতেন এঁর হৃদয়ে বুঝি স্নেহ, মমতা, বলে কোন্ বস্তু নেই।

কিন্তু ১৯০৩ খৃ: বোম্বেতে পেলেগ্ মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল তখন তিনি ভগ্নি-নিবেদিতার আহ্বানে দেশের যন্ত্রনাকাতর আর্ত রুগীদের সেবার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর সেই কল্যাণময়ী সেবাপরায়ণা মাতৃমূর্তি দর্শন করে দর্শক মাত্রই বিস্ময় বোধ করে ছিলেন। ইনি কি সেই ভারতের চির-কল্যাণময়ী, স্নেহময়ী, জননী!

স্বদেশের স্বাধীনতার স্বার্থে বহুদিন কামাকে বিদেশে থাকতে হয়েছে। প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন আর তারই মাঝে প্রায় প্রতিদিন কামা কেঁদেছেন আপন জন্মভূমির জন্য, সরকারের নির্মম নির্বাসন দণ্ডের কাছে নিজের মনে মনেই পাগলের মত মাথা ঠুকেছেন। কতদিন আর কতদিন জন্ম-ভূমি থেকে দূরে থাকতে হবে? এ প্রশ্ন তীক্ষ্ণ শরের মত সমস্ত মনটাকে তার ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে।

অবশেষে দিন এলো। সেটা ইংরাজীর ১৯৩৫ খৃ:। সরকার নির্বাসন দণ্ড তুলে নিল। আনন্দিতা হলেন কামা স্বদেশে ফিরবেন। তিনি তখন বৃদ্ধা ও রুগ্না হয়ে গিয়েছিলেন। আনন্দের ভার সহ্য করতে পারলেন না। দেশের মাটিতে পা দিয়েই অসুস্থ হয়ে এবং বম্বে শহরে একটি হাসপাতালে শয্যা নিলেন। বহু সাধের ও স্বপ্নের মাতৃভূমিকে ভাল করে দেখবার আর অবসর পেলেন না। সেই শয্যাই তার অন্তিম শয্যা হয়েছিল।

অবশেষে ৭৫ বছর বয়সে ১৯৩৬ খৃ: ১৩ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পূজারিণী; ভারতের জাতীয় পতাকার জননী 'ম্যাডাম কামা হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার শেষ বাণী ছিল 'বন্দেমাতরম'।

আশ্চর্য্য আজ তিনি জনসাধারণের কাছে বিস্মৃত, এমন কি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে যখন পতাকা তোলা হয় তখনও এনার নাম কেউ করেন না।

বিধাতা রুদ্ররোষের কাল গর্ভে এনার নাম কি বিলিন হয়ে গেছে? আসুন, আমরা এই মহীয়সী নারীর নাম স্মরণ করে তাঁকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

—::—

নীরব অশ্রু

—সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
(দ্বারভাঙ্গা, বিহার)

প্রাইভেট বাস কোম্পানীর ভাঙ্গা গ্যারেজে বাস করে কয়েকজন বিহারী মজুর পরিবার। কেউ বাঁশের খড়কি টেনে নিজের অংশ পৃথক করে নিয়েছে — কেউ ছেঁড়া বস্তা সেলাই করে। ভোর পাঁচটায় উঠে কেউ রাস্তা পরিষ্কার করে — কেউ বা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাস্তায় রোলার ঠেলে।

সন্ধ্যে বেলায় গ্যারেজে সকলে ফিরে আসে। কেউ গাঁজায় দম দেয়; কেউ বা দেশী মদ খেয়ে ঝিমোয়। জনা - কয়েক ঢোল বাজিয়ে বেসুরো গান ধরে। এদের দুনিয়া পৃথক। জীবনের বিচিত্রতা এদের নিজের। সভ্য সমাজে কী হ'ল, কী গেল এই সব নিয়ে এদের মাথা ব্যথা নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুটির জন্য এরা করুনা চায় না — অনুকম্পা ভিক্ষে করেনা, দুটি অন্নের জন্য এরা কারও মুখাপেক্ষী নয়।

প্রায় বছর তিনেক হল, রামু এসেছে কলকাতায়, রুটির সন্ধানে। বিহার প্রদেশে সমস্তিপুরের গোয়ালা। লম্বা - চওড়া, জোয়ান পুরুষ — মুটে মজুরের কাজ দু' একদিন করে ভাল লাগেনি। তা ছাড়া আয়ও অল্প। ঠিকেদার মজুরী বেশী দেয় ব'লে রাস্তায় রোলার চালায়। বিশ - পঁচিশজন একসাথে মিলে রোলার চালাতে অপূর্ব আনন্দ পায়। হল্লা করে এরা এক সাথে রোলার চালাতে রোমাঞ্চ জাগে মনে। রামুর সাথে সকলে ঐকতান তোলে —

'বারে জোয়ান হেঁইসা
লাগে জোর হেঁইসা' ......

বাম হাতের তর্জনীর সাহায্যে কপালের ঘাম মুছে রামু পিছনে ফিরে দেখে — রোলারের চাকা কতদূর গড়িয়েছে — তারপর আবার চিৎকার করে —

... ... বারে জোয়ান হেঁইসা ... ...

এদের জীবনের এই কোরাস। এই কোরাসে ধরিত্রী আন্দোলিত হয়েছে — রাজ সিংহাসন কেঁপেছে। এই কোরাসে যুগ

পাল্টে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে একাধিক।

এহেন ভাঙ্গা গ্যারেজের বাসিন্দা রামু। পুরোনো প্যাকিঙ্গ বাক্স দিয়ে ঘিরে নিজের অস্তিত্ব পৃথক করে নিয়েছে।

ঘরের বিছানার ওপর ছেঁড়া মাদুর পাতা, এক কোণে রঙ চটে যাওয়া সুটকেশ আছে তেল সাবান, চিরুনী, আয়না। আর আছে ধর্ম্মগ্রন্থ 'হনুমান চালিশা' ও সযত্নে তুলে রাখা পোষ্টকার্ড সাইজের রামু ও তার স্ত্রী শিলুয়ার ছবি। লাজুক শিলুয়ার মিটি মিটি হাসি অপূর্ব ফুটে উঠেছে — ব্রোমাইড পেপারে। বিয়ের কয়েক মাস পরে শিলুয়াকে ছেড়ে আসতে হয়েছে জীবিকার জন্য। সঙ্গে আসতে চেয়েছিল কিন্তু অজানা শহরে তাকে নিয়ে আসতে সাহস করেনি রামু। কথা দিয়েছিল — তিন মাসের মধ্যে কলকাতায় নিয়ে আসবে। কিন্তু তিন বছর হতে চলল — আজও শিলুয়াকে নিয়ে আসতে পারেনি।

মাঝে মাঝে রামু স্বপ্ন দেখে — ধানে ধানে ভরে গিয়েছে মাঠ - ঘাট। হাল্কা হাওয়ায় ঝিম ধরেছে ধানের শিষে। আর সব মেয়েদের সাথে শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে কাস্তে হাতে ধান কাটছে শিলুয়া, আর গান গাইছে। সুন্দর লাগছে শিলুয়াকে। আবার এলোমেলো চুলগুলি কপালের ঘামের সঙ্গে মেখে লেপটে গিয়েছে। ধর্মাক্ত পেটি কোটের বাইরে বেরিয়ে আসতে চায় আঠারো বছরের পূর্ণ যৌবন।

ঘড় ঘড় ট্রাম বাসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় — স্বপ্ন আর শেষ হয় না। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে রামু। কখনও বা স্বপ্ন দেখে আনন্দ মুখর হোলির রাত্রি। শিলুয়ার সাথে সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে মাঘে। লজ্জায় লুকিয়ে বেড়ায় শিলুয়া। রামুর মতি গতি পূর্বেই হয়ত কিছুটা আন্দাজ করে নেয় শিলুয়ার অলক্ষ্যে জাপটে ধরে গালময় আবিরে লাল করে দেয়। তারপর ... ...। মনে হয়, সেদিন যেন ঘটেছিল — তবু সব স্বপ্ন হয়ে গেছে।

প্রত্যেক শনিবারে রামু সপ্তাহের মজুরী পায়। রবিবার ছুটি। সচরাচর ঠিকেদারী কাজের এই নিয়ম। শনিবারের সন্ধ্যায় এক ভাঁড় হাঁড়িয়া নিয়ে এসে গুলাবীর ঘরে আড্ডা জমায়। গুলাবীর প্রতি কেমন যেন একটা মায়া বসে গেছে। গুলাবীর সঙ্গে শিলুয়ার অনেকটা মিল আছে। তবু শিলুয়া গুলাবীর চেয়ে সুন্দরী — ভ্রূ দুটো তার ধনুকের মত টানা। শিলুয়ার লাজুক নম্রভাব তাকে আরও যেন কমণীয় করে তোলে। গুলাবীর স্বামী কামেশ্বর রোজ বৃষ্টি, শীত,

গ্রীষ্মে, রিক্সা টেনে আর হাফাঁনিতে ভুগে বার্দ্ধক্যে এসে পৌঁছেছে। রামুর সাথে মদ খেয়ে আর ছিলিম টেনে অল্পেই কাত হয়ে পড়ে। কামেশ্বর ঘুমিয়ে পড়লে রামু আর গুলাবী অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে। নেশার ঝোঁকে রামু বলে তোমায় আমি প্যার করি — আমার শিলুয়ার মত দেখতে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে গুলাবীর দিকে। গুলাবীর মুখে চোখে ছাপিয়ে পড়ে ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, দ্বেষ। কেন এমন হল, বুঝতে পারে না রামু। গুলাবী বলে, 'আমি চায় না কারও পূরক হতে, আমি নিজেই সম্পূর্ণ। হোক না বৃদ্ধ — তবুতো আমার স্বামী, যে আমাকে নিজের মনে করে, তার ভালবাসা আমার কাছে অনেক মূল্যবান'। রামু ভাবে, মেয়েদের হয়ত এমনিই স্বভাব, প্রশ্রয় দিয়ে দূরে সরে যাওয়া।

মোড়ের মাথায় কে যেন বাস চাপা পড়েছে। পুলিশ ভীড় সরাচ্ছে। মজুররাও রোলার টানা বন্ধ করে ভীড়ের দিকে চেয়ে দেখে। রামুর এ' সবে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কলকাতা শহরে দু' একটা এমনিই রোজ মরে — কে কার খোঁজ রাখে। রোলারের দিকে মজুরদের ধ্যান ফেরাবার জন্য রামু চীৎকার করে ওঠে ... ... বারে জোয়ান হৈঁসা

বিকেল বেলায় পুলিশ দু'বার রামুকে খুঁজে গিয়েছে। পুলিশ কখনও ঐ গ্যারেজে কারও খোঁজ নিতে আসেনা, সেইজন্য ভাঙ্গা গ্যারেজের দুনিয়ায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে॥ কেউ বিশ্বাস করতে পারেনা, রামুর মত লোক কোন খারাপ কাজ করতে পারে।

সন্ধ্যেবেলায় আজ একটু দেরী করে রামু ফিরেছে। গুলাবী তাকে জানায়„ তোমায আজ পুলিশ খুঁজছে। রামু ভাবে কারও পাকা ধানে সে'ত মই দেয়নি। অজানা আশঙ্কায় সে শিউরে ওঠে। খোঁজ নিতে নিতে পুলিশ পুনরায় এসে হাজির হয়।

কাপড়ের একটা ছোট পোঁটলা নামিয়ে দিয়ে বলে — আজ সকালে বাসে চাপা পড়ে যে মহিলাটি মারা গিয়েছে — তার আঁচলে ঠিকানা লেখা এই খাম. আর এই কাপড়ের পোঁটলাতে রয়েছে রূপোর পাঁইজোর হাঁসুলি। রামু চিনতে পারল — এই খামে নিজের ঠিকানা লিখে প্রায় পনেরো দিন পূর্বে আদরের শিলুয়াকে চিঠি পাঠিয়েছিল। বহু চেষ্টা করা সত্বেও পুলিশ কিছুতেই মৃত দহ — আইডেন্টিফাই করবার জন্য রামুকে মর্গে নিয়ে আসতে পারল না। কপালের

রগদুটো চেপে বসে পড়েছিল রামু, আর একাকী মদের ভাঁড় নিঃশেষ করেছিল। ভোর রাত্রে যখন ঘুম ভাঙ্গল — মনে পড়ল অভাগী শিলুয়াকে। হয়ত সে ট্রাম থেকে রামুকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে পড়েছিল। কপালের রগ দুটো দপ্ দপ্ করছে। গা-টাও একটু গরম। ভুলে থাকবার জন্য রামু কাজে বেরিয়ে পড়ল। নিস্তেজ ব'হুতে আপ্রাণ শক্তি প্রয়োগ করে চীৎকার করে উঠল — বারে জোয়ান হৈঁসা ... ... কিন্তু আজ আর রোলার ঠেলতে পারল না — সহজেই তার লম্বা - চওড়া জোয়ান চেহারা মাটিতে পড়ে গেল। চোখ থেকে ঝরে পড়ল কয়েক বিন্দু নীরব অশ্রু।

—::—

অঙ্কে যারা কাঁচা

— জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
(ডিগবাই ক্রিসেণ্ট, লণ্ডন)

[লিপিমিতা ফাল্গুন - চৈত্র সংখ্যায় ১ম স্তবক প্রকাশিত হয়েছে]

অঙ্কের কচ্‌কচি শুরু করবার আগে এবার একটা গল্প ব'লে নিই। গণনার সব রকম কাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে পারেন ব'লে কোন এক ভদ্রলোকের খুব নাম আছে। একদিন তিনি রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। হাটতে হাটতে তিনি এক মাঠের কাছাকাছি এসেছেন আর অমনি কতকগুলো ছেলে তাকে জিজ্ঞেস করল — আচ্ছা, আপনি তো খুব তাড়াতাড়ি হিসেব করতে পারেন, বলুন তো ঐ মাঠে এখন কতগুলো গরু চড়ছে। ভদ্রলোক বললেন, এ আর এমন কি কঠিন, মাঠে এখন ১৩৭টি

গরু চড়ছে। ছেলে কয়টি তো অবাক। বিস্ময়ের ভাবটি কেটে যেতেই তারা জানতে চাইল যে কীভাবে অত তাড়াতাড়ি উনি মোট গরুর সংখ্যা বের ক'রতে পারলেন। তিনি বললেন এ' তো খুব সোজা। প্রথমে গুণে দেখেছি, মাঠে কয়টি পা দেখা যাচ্ছে এবং তাকে চার দিয়ে ভাগ ক'রে পেয়েছি মাঠে কতকগুলো গরু আছে।

আপনারাও যদি অত তাড়াতাড়ি গুণতে এবং হিসেব করতে প্যারেন তাহলে আমার এই লেখা প'ড়ে নতুন কিছু শিখতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যারা তাড়াতাড়ি অঙ্ক করতে পারেন না তাদের জন্যই আমার এই লেখা।

এর আগে যোগ, বিয়োগ এবং গুণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আবার যোগ থেকে শুরু করছি। তবে এবার কেবল মাত্র দুটি সংখ্যার যোগফল নয়; একসঙ্গে অনেকগুলি সংখ্যার যোগফল কী ভাবে সহজে এবং কম ক'রে নির্ণয় করা যায়. তাই ব'লে শুরু করছি। যোগ করবার পর যোগফল সঠিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করবার নিয়মটি হয়তো অনেকে জানেন না। সে সম্বন্ধেও আজ কিছু বলবো।

১১) অনেকগুলি সংখ্যার যোগ—

ক) মনে করুন ৪৫, ৩৯, ২৩১, ৭৫, ১৩৭, ৬৪৪, ৬৩, এবং ৩৯৮ এই ৮টি সংখ্যা যোগ করতে হবে। পাশাপাশি (অর্থাৎ ঠিক যেভাবে এখন লেখা আছে) যোগ করবার অভ্যেস অনেকের হয়তো নেই, আমারও নেই। তাই প্রথমেই সংখ্যাগুলোকে সাজিয়ে একটি অপরটির নীচে রাখছি। এবার যদি যোগ করতে বলি তাহলে কীভাবে যোগ করবেন বলুন তো? ওপর থেকে নীচে না নীচ থেকে ওপরে? আচ্ছা মনে করুন ওপর থেকে নীচে করছেন।

তাহলে কি আপনি এভাবে করবেন— "৫ আর ৯ এ ১৪, ১৪ আর ১ এ ১৫, ১৫ আর ৫ একুড়ি, ২০ আর ৭ এ ২৭, ... '? এ নিয়মের অনেক অসুবিধে আছে।

যেমন অনেকগুলো সংখ্যা হ'লে শেষের দিকে "৬৯ আর ৭ এ ৬৬" ধরণের ভুল হবার খুবই সম্ভাবনা এবং আর একটি অসুবিধে হ'ল একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে সেই হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা। তাছাড়া একই যোগ দ্বিতীয় বার করতে হলে সেই প্রথম থেকে শুরু করতে হবে — "৫ আর ৯ এ ১৪, ... '।

যারা এই নিয়মে ওপর থেকে নীচে বা নীচ থেকে ওপরে যোগ করেন তারা অপেক্ষাকৃত সহজে যোগ করতে পারবেন, নীচের এই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে

৪ ৫
৩´ ৯´
২ ৩ ১
৭´ ২´
১ ৩ ৭
৬´ ৪ ৪´
৬´ ৩
৩ ৯´ ৮´

১ ৬ ৩ ২

ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী ৫ আর ৯ এ ১৪ হবার সাথে সাথে ৯ এর পাশে একটা চিহ্ন দেবেন (এক্ষেত্রে একটা রেফ্ চিহ্ন ব্যবহার করেছি)। এর অর্থ হ'ল যোগফল ১০ কিংবা ১০ এর বেশী হয়ে গেছে।

এবার ১৪ মনে রাখবার প্রয়োজন আর নেই শুধু মনে রাখুন এককের ঘরের ৪ এবং যোগ করতে থাকুন যেমন ৪ আর ১ এ ৫, ৫ আর ৫ এ ১০ পর্যন্ত ৫ এর পাশেও একটি চিহ্ন পড়ল। এ ভাবে যোগ করতে থাকলে, এই উদাহরণের এককের ঘরের শেষের দিকে হবে ৪ আর ৮ এ ১২ এবং তাই একটি চিহ্ন পড়বে ৮ এর পাশে এবং নীচে যোগফল হিসেবে পাওয়া যাবে ২। এবার লক্ষ্য করে দেখুন মোট চার বার ঐ রেফ্ চিহ্নটি বসান হয়েছে। এর অর্থ চারবার আমরা ১০ পেয়েছি। এবার ২য় সারিটি যোগ করবার সময় এই ৪ ও যোগ করতে হবে। অর্থাৎ যোগ ওর হবে এভাবে — ৪ আর ৪ এ ৮, ৮ আর ৩ এ ১১ (একটি চিহ্ন আর ১), ১ আর ৩ এ ৪ প্রভৃতি। এই উদাহরণে নেওয়া সংখ্যাগুলোর যোগফল ১৬৩২।

খ) দশের অঙ্ক—

ওপরের ঐ উদাহরণ লক্ষ্য ক'রে দেখলে দেখতে পাবেন যে কয়েক জোড়া অঙ্কের যোগফল দশ হয়। যেমন, (ওপরের থেকে) ২য় সংখ্যাটির এককের ঘরের ৯ (এটি একটি অঙ্ক) আর ৩য় সংখ্যাটির এককের ঘরের ৯ (এটি আর একটি অঙ্ক) মিলে যোগফল হয় ১৯। তেমনি ৭, ৩ এ দশ, আর ৫, ৫ এ দশ। অনেকগুলো সংখ্যা যোগ করবার সময় সংখ্যাগুলো একটু বিশ্লেষণ করলে খুব সহজে এই দশের গুচ্ছগুলো চোখে পড়বে। এই উদাহরণে এককের ঘরের অঙ্কগুলিতে এ রকম তিনটে দশের গুচ্ছ আছে। এই তিনটে দশের গুচ্ছ ৫ + ৫, ৯ + ১ এবং ৭ + ৩। তিনটে দশের অঙ্কের যোগফল ৩০ এবং এ ছাড়া বাকী যে অঙ্ক দুটি আছে ৮ আর ৪, তাদের যোগফল ১২। এই ১২ আর তিনটে দশের গুচ্ছ মিলে হ'ল ৪২। ৪২ এর বসল ২, হাতে থাকল ৪।

এবার বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক দশকের ঘরে কয়টি দশের গুচ্ছ পাওয়া যায়। ওপর থেকে আছে ৪, ৩, ৩, (একটি), ৭, ৩ (দুইটি), ৪, ৬ (তিনটি) — মোট তিনটে গুচ্ছ। এই তিনটে গুচ্ছের যোগফল ৩০ আর বাকী আছে ৯ এবং হাতে ছিল ৪ অর্থাৎ সব মিলে হ'ল ৪৩। ৪৩ র নামল ৩, হাতে রইল ৪।

শতকের ঘরে আছে মাত্র একটি দশের ১+৬+৩। বাকী আছে ২ আর হাতে ছিল ৪, সবে মিলে হ'ল ১৬। নির্ণেয় যোগফল হ'ল ১৬৩২।

এই পদ্ধতির বিবরণ দিতে যে সময় প্রয়োজন হ'ল তার থেকে আরও অনেক কম সময়ে এই নিয়মে অঙ্ক করা যায়। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে স্বীকার করি, কিন্তু এই নিয়মে যোগ করবার একটা বিশেষত্ব হ'ল, মাথা কম ঘামাতে হয় এবং ভুল কম হয়।

১২) যোগের যথার্থতা নির্ণয়—

খুব বড় বড় যোগ করতে গিয়ে মাথা অনেক সময় গরম হয়ে যায়। শুদ্ধতা পরীক্ষা করতে গিয়ে এক এক সময় এক এক উত্তর পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে নীচের পরীক্ষা পদ্ধতি আপনাদের প্রয়োজনে আসতে পারে।

ক) নয় ৯) এর গুচ্ছ—

যে সংখ্যাগুলো যোগ করা হয়েছে তার প্রতিটি পৃথক ভাবে নিয়ে অঙ্কগুলো যোগ করতে হবে অর্থাৎ প্রতিটি সংখ্যার জন্য একটি ক'রে যোগফল পাওয়া যাবে। নীচের উদাহরণে ২৩১ সংখ্যাটির অঙ্ক তিনটি যোগ করে পাওয়া গেছে ৬ কারণ, ২+৩+১ = ৬। যোগফল যদি ৮ এর বেশী হয় যেমন ৩৯ এর ক্ষেত্রে ৩+৯ = ১২ তাহলে এই যোগফল থেকে ৯ যতবার যায় বাদ দিতে হবে। বিয়োগ করবার পর যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তা সংখ্যাগুলোর পাশে পাশে লিখুন।

এবার এই সংখ্যাগুলো আবার যোগ করে যোগফল থেকে ৯ বাদ দিয়ে যা পাওয়া যাবে তা লিখুন। এক্ষেত্রে পাওয়া গেছে ৩। এই যোগ অংকের যে যোগফল পাওয়া গেছে (এক্ষেত্রে ১৬৩২), তার অঙ্কগুলো (১, ৬, ৩ এবং ২) যোগ ক'রে প্রয়োজন হলে ৯ বাদ দিয়ে দেখুন এখানেও একই যোগফল এক্ষেত্রে ৩ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। পাওয়া গেলে বুঝতে হবে অঙ্ক ঠিক হয়েছে।

৪৫	০
৩৯	৩
২৩১	৬
৭৫	৩
১৩৭	২
৬৪৪	৫
৬৩	৭
৩৯৮	২
১৬৩২	৩

খ) এগার (১১) এর অবশিষ্ট

অনেকে হয়তো লক্ষ্য করবেন যে আমাদের উদাহরণের যোগফলটি ১৬৩২ না হয়ে যদি ভুলে ১৩৬২ বা ১৫৪২ হ'ত তাহলে "৯ এর গুচ্ছ" পদ্ধতিতে ভুল ধরা পড়তো না। এরকম ধরণের ভুল সাধারণতঃ বেশী হয় না। হ'লে এই 'এগার এর অবশিষ্ট পদ্ধতিটি ব্যবহার করা উচিত। এই নিয়ম অনুযায়ী, যে সংখ্যাগুলো যোগ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিকে ১১ দিয়ে ভাগ করে যে অবশিষ্ট থাকে তা নিতে হবে। ১১ দিয়ে ভাগ না করেও অবশিষ্ট বের করা যায়। সে সম্বন্ধে একটু বলে নিই।

যে কোন সংখ্যার একান্তর অঙ্কগুলি [যেমন একক, শতকের ঘরের অঙ্ক] চিহ্নিত করবার পর চিহ্নিত অঙ্কগুলোর যোগফল থেকে যদি অচিহ্নিত অঙ্কগুলোর যোগফল বাদ দেওয়া হয়, তবে ঐ সংখ্যাকে ১১ দিয়ে ভাগ করে যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তা পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে ৩১'৪৭' যদি নেওয়া হয়, তাহলে চিহ্নিত অঙ্কগুলোর যোগফল ৮ (=১+৭) থেকে অচিহ্নিত অঙ্কগুলোর যোগফল ৭ [৩+৪] বাদ দিলে ১ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ১১ দিয়ে ৩১৪৭ কে ভাগ করলে ১ অবশিষ্ট থাকবে।

ওপরের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি সংখ্যার ১১ এর অবশিষ্ট গুলো যোগ করুন এবার। যে যোগফলের শুদ্ধতা পরীক্ষা করতে হবে তারও এভাবে '১১ এর অবশিষ্ট' বের করতে হবে। অবশিষ্টের যোগফল এবং যোগফলের '১১ এর অবশিষ্ট' সমান হলে বুঝতে হবে যোগফল ঠিক হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশিষ্টের যোগফলেরও '১১ এর অবশিষ্ট' নিতে হতে পারে।

নীচের উদাহরণে অবশিষ্টের যোগফল ১৫ এবং এই যোগফলের ১১ এর অবশিষ্ট ৪ (=৫—১)। যোগফল ১৬৩২ এর ১১ এর অবশিষ্ট = (৬+২)—(১+৩) = ৪

অর্থাৎ ১৬৩২ যোগফলটি ঠিক হয়েছে

৪৫	১
৩৯	৬
২৩১	০
৭৫	−২
১৩৭	৫
৬৪৪	৬
৬৩	−৩
৩৯৮	২
১৬৩২	১৫
	= ৪

১৩] ১১ থেকে ১৯ এর যে কোন দুটি সংখ্যার গুণফল —

দুই অঙ্কের দুটো সংখ্যা যদি গুণ করতে হয় এবং দুটো সংখ্যাই যদি ১০ এর বেশী এবং ২০ এর কম হয়, তাহলে এই নীচের নিয়মে খুব সহজে উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

১৩×১৮ এর গুণফল কত?

এই নিয়ম অনুসারে দুটোর যে কোন একটি সংখ্যার এককের ঘরের অঙ্কের সঙ্গে অন্য সংখ্যাটি যোগ করতে হবে। এই উদাহরণে ১৩ এর সঙ্গে ৮ কিংবা ১৮ এর সঙ্গে ৩ যোগ করলে উভয় ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় ২১। এই যোগফলকে এখন ১০ দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে উভয় সংখ্যার এককের ঘরে যে যে অংক আছে তাদের গুণফল যোগ করলেই ১৩×১৮ এর গুণফল পাওয়া যাবে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

১৩	১২	১৫
১৮	১৭	১৯
২১০ [= ১৮+৩) ×১০]	১৯০	২৪০
২৪	১৪	৪৫
২৩৪ নির্ণেয় উত্তর	২০৪	২৮৫

মনে মনে করলে হিসেবটা হয় অনেকটা এরকম — ১৩ আর '১৮ এর ৮' এ হয় ২১ কিংবা ১৮ আর '১৩ এর ৩' এ হয় ২১ অর্থাৎ ২১০ এবং এর সঙ্গে ৩×৮ এর গুণফল যোগ করলে উত্তর ২৩৪। সংক্ষেপে ১৩, ১৮, ৮০ ২১, ২১০, ২৪, ২৩৪। তেমনি ১২, ৭, ১৯, ১৯০, ১৪, ২০৪।

১৪। ২১ থেকে ২৯ যে কোন দুটো সংখ্যার গুণফল—

এই পদ্ধতিটি ১৩ নম্বর নিয়মের মত। পার্থক্য হ'ল এই যে প্রথমবার যোগ এর

পর ২০ দিয়ে ১০ দিয়ে নয় গুণ করতে হবে। উদাহরণ, ২৩×২৮ = কত ?

উত্তর—

২৩
২৮
৩১   ৬২০ [= (২৩+৮) ×২০]
 ২৪ (=৩×৮)
 ৬৪৪ নির্ণেয় উত্তর।

গুণনের অন্য কোন পদ্ধতি আয়ত্ত করবার পূর্বে আমি আপনাদের অনুরোধ করবো এই দুটো পদ্ধতি ভালোভাবে অভ্যেস করতে। একটি পদ্ধতি ভালভাবে আয়ত্ত না করে অন্য কোন পদ্ধতি শুরু করলে ভুল হবার সম্ভাবনা।

এই দুটো গুণন পদ্ধতিতে যে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি গুণফল নির্ণয় করা যায় তা আপনারা পরীক্ষা করতে পারেন। পরিচিত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এমন দুজনকে সংগ্রহ করুন যারা দুজনেই অংকে এক রকম পারদর্শী। তাদের একজনকে পদ্ধতি দুটো শেখান। ঠিক এক ধরণের ছাত্র ছাত্রী না পেলে যে একটু কাঁচা তাকেই এই পদ্ধতি দুটো শেখান। সপ্তাহ দুয়েক সময় দিয়ে দু'জনকে একই সময়ে পরীক্ষা করে দেখুন কে তাড়াতাড়ি করতে পারে। যে পুরনো পদ্ধতিতে গুণ করবে তার হয়তো কাগজ কলমের প্রয়োজন হতে পারে। সেজন্য দুজনকেই কাগজ কলম ব্যবহার করতে দেবেন।

এবারের মত এখানেই বিরতি দিচ্ছি। আমার লেখা পড়ে কেউ উপকৃত হ'লে আমি আমার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করবো।

বুঝতে কারও কোন প্রকার অসুবিধে হ'লে আমায় জানাতে দ্বিধা বোধ করবেন না।

(ক্রমশঃ)

সুখের আশা রেখো, তাই বলে সুখের সাগরে ডুব দিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলো না।

—রামকৃষ্ণ

সংগ্রাহক— বি ১১৯০ সরোজ কুমার চক্রবর্ত্তী।

— জিষ্ণু শর্মা

১৫২। কদমতলা, হাওড়া থেকে শ্রী-সুকুমার সরকার প্রশ্ন করেছেন — কলিকাতা মহানগরীর প্রথম পত্তন কবে হয়?

উঃ ১৬৯০ খৃীঃ, ২৪শে আগষ্ট জব চার্ণক কর্তৃক প্রথম কলিকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫৩। শিবসাগর, আসাম থেকে শ্রী-বিজয়া বড়ুয়া জিজ্ঞাসা করেছেন, — বাংলা দেশের প্রথম ইংরাজী অভিনয় শিক্ষক কে?

উঃ সুপ্রসিদ্ধ ঘড়ি মেরামতকার জর্জ গ্র্যান্ট সর্বপ্রথম হিন্দুকলেজের ছাত্রদের ইংরাজী নাটকের অভিনয় শিক্ষা দেন, এই ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ডিরোজিওর ভক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি।

১৫৪। ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগনা থেকে সীতেশ মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছেন, — ডিম কি প্রকারে দীর্ঘ সময় ভালভাবে রাখা যায়?

উঃ তেল কিংবা চুনের জলে তাজা ডিমকে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখবার পর তাকে ভাল করে পুঁছে একটু ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিলে ডিম বেশ কিছুদিন ভাল থাকে অর্থাৎ পচে না, ১২০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তপ্ত জলে ডিমটিকে কয়েক মুহূর্ত ডুবিয়ে রাখবার পর ঠাণ্ডা জায়গায় তুলে রাখলেও কিছুকাল ভাল থাকে।

১৫৫। কার্শিয়াং, দার্জিলিং থেকে সুধাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেছেন — কলকাতায় প্রথম টেলিফোন কবে আসে? এবং কতজন টেলিফোন পান?

উঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম টেলিফোন আসে এবং প্রথম মাত্র পঞ্চাশ জন টেলিফোন পান।

১৫৬। তাম্বারাম, মাদ্রাজ থেকে শ্রীঅশ্বিনী কুমার মিত্র প্রশ্ন করেছেন, — পূর্বে বহু স্থানে বাবুরা পায়রা ওড়ার প্রতিযোগিতায় মোটা বাজী ধরতেন। এই পায়রা ওড়ার প্রতিযোগিতা কবে থেকে শুরু হয় এবং কে তার প্রথম গোড়াপত্তন করেন?

উঃ ১৯১২ খৃঃ কলকাতার একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, নাম জো ম্যাডাইরা পিজিয়ন রেসিং সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পায়রা ওড়ার প্রতিযোগিতার প্রথম সূত্রপাত করে। দু-বৎসর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লাগে, তখন সামরিক বিভাগ শিক্ষিত পায়রাগুলিকে যুদ্ধের কাজে লাগাবার জন্য নিয়ে যায়। ১৯২৮ খৃঃ পুনরায় পিজিয়ন রেসিং সোসাইটির কাজ চালু হয়। ১০ বৎসর চলার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সামরিক বিভাগ পুনরায় পায়রাগুলিকে নিয়ে যায়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাতা মিঃ ম্যাডেইরা মারা যান। পুত্র মিঃ সি, ম্যাডেইরা সোসাইটির কাজ চালাতে থাকেন। ১৯৫৭ তে তিনিও মারা গেলেন। তখন এই সোসাইটির দায়িত্ব বর্তাল জো ম্যাডেইরার জামাতা মিঃ চ্যুর উপরে।

১৫৭। মহীশূর থেকে শ্রীচন্দ্রকান্ত নন্দী জিজ্ঞাসা করেছেন — রেগুলেটরের সাহায্যে বৈদ্যুতিক পাখার ঘূর্ণন - বেগ হ্রাসবৃদ্ধি করা হয়। এই হ্রাসবৃদ্ধির দরুন খরচার তারতম্য ঘটে কি?

উঃ বৈদ্যুতিক পাখা বা রেডিও সেট কোন থেকেই কমানো বাড়ানোর ফলে খরচার কোন তারতম্য ঘটে না; কারণ current সমান খরচা হয়, কেবল voltage কমান হয়, তবে ব্যাটারী চালিত রেডিও সেটের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। রেডিও জোরে চালালে ব্যাটারী বেশী খরচা হয়, কমিয়ে দিলে অল্প খরচা হয়।

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

— শ্রীডুবুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(লিপিমিতা ১১/৩ সংখ্যা। শারদীয়া সংখ্যা)

'স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়' এর প্রথম স্তবক ভূমিকা সহ প্রকাশ করা হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যা চতুর্থ স্তবক প্রকাশ করা হোল, মহাসাগরের বুকে ডুবুরিরা নেমে যেমন মণি মুক্তা বিভিন্ন রত্ন আহরণ করে এনে তুলে দেয় তাদেরই আপনজনের হাতে, তেমনি আমিও মহাকালের গর্ভ থেকে স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করে মিতা-ভাইবোনদের করপুটে উপহার দিতে মনস্থ করেছি। আমার আহরণে কিছুটা এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে। পাঠক পাঠিকারা সেগুলি তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন।

খৃঃ পূঃ ৩০০০ — সিন্ধুনদের উভয় তীর ধরে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে ওঠে। ভারতীয় সভ্যতার প্রথম স্তর হলো এই সিন্ধু সভ্যতা, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সভ্যতার সমসাময়িক। পাকিস্তানে অবস্থিত হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো খনন করে সিন্ধু সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, পোড়া ইটের তৈরী একতলা, দোতলা বাড়ী, জগতের সরল প্রশস্ত পথ, শস্যভাণ্ডার, রাস্তার তলা দিয়ে নর্দমা প্রভৃতি দেখা গেছে কিন্তু কোন মন্দির বা দেবালয়ের চিহ্ন দেখা যায়নি।

খৃঃ পূঃ ৬১১ — দার্শনিক এ্যানাক্সিম্যানডারের মতে দুনিয়ার সমস্ত কিছু তৈরী হয়েছে অনির্দিষ্ট একটি বস্তু দিয়ে বস্তুটির পরিমাণ অসীম। বস্তুটি যে আসলে কি তাহা তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন নি।

খৃঃ পূঃ ৩২৭ — আলেকজাণ্ডার তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে অভিযান করেন।

খৃঃ অঃ ৫২ — খৃষ্টের আপন শিষ্য প্রেরিত দূত সাধু থোমা (সেন্ট টমাস) কেরলে খৃষ্টের বাণী ও ধর্ম বহন করে

আসেন। বহুদিন ধরে কেরলবাসী — খৃষ্ট-ধর্মীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল মধ্য প্রাচ্য ও পারস্যের সঙ্গে।

খৃঃ অঃ ৪৯৭ - মহীশূর থেকে এসে গঙ্গগণ শ্রীকাকুলাম অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন – ঐ সময় থেকে তাঁরা গঙ্গাব্দের গণনা করতে থাকেন। এরা ছিলেন প্রাচ্য-গঙ্গ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্য গাঙ্গেরা ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

খৃঃ অঃ ৬৬৮ - চীনা গ্রন্থ 'ফা - য়ুআন্ - চৌ - লিন্' প্রণীত হয় গ্রন্থে খরোষ্ঠী বর্ণের প্রথম সাক্ষাত পাওয়া যায়।

খৃঃ অঃ ৭৯৩ - রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সিংহাসনে আরোহন করেন। ইনি ভারতের বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। গোবিন্দ উত্তর ভারতে অভিযান চালিয়ে নাগভট্ট, ধর্ম্মপাল প্রভৃতি রাজাদের পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণাপথে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করার পথে মালব, দক্ষিণ কোশল কলিঙ্গ, ওড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ জয় করেন।

খৃঃ অঃ ১২০৩ - বাংলার শেষ হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন পাঠান সেনা নায়ক বক্তিয়ার খিলজীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে দেশোত্যাগ করেন

১৫২৭ খৃঃ, ১৬ই মার্চ – আগ্রার ৬০ কিঃ মিঃ পূর্বে খানুয়া নামক স্থানে বাবরের সঙ্গে সংগ্রাম সিংহের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নিহত ইব্রাহিম পুত্র সিকেন্দর লোদী সংগ্রাম সিংহকে সাহায্য করেন। এই যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেন এবং ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এই সংগ্রাম 'খানুয়ার যুদ্ধ' নামে বিখ্যাত।

১৬২০ খৃঃ, ২৫শে সেপ্টেম্বর — পিউ-রিটান সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টানদের প্রথম দল 'মে ফ্লাওয়ার' নামক জাহাজে চড়ে ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ বন্দর থেকে আমেরিকার অভি-মুখে যাত্রা করেন।

১৬৯৯ খৃঃ — দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সমাজে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করেন যথা জাতিভেদ প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ, পঞ্চ - 'ক' — কেশ, কৃপাণ কাড়া. কচ্ছ, কঙ্গ ধারণ। শিখ-সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে' ঐক্যসূত্র গ্রথিত করা ঐ সকল সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। গুরু গোবিন্দই হলেন এই সম্প্রদায়ের জন্মদাতা।

খৃঃ অঃ ১৮৫৫ – স্বভাব কবি গোবিন্দ

চন্দ্র দাস পূর্ববঙ্গের ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভাওয়াল রাজ-পরিবারের দাক্ষিণ্যে এঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। পরে রাজকুমার দে এবং ম্যানেজার সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় ভাওয়াল থেকে বিতাড়িত হন। কলকাতায় এসে তিনি 'নব্য ভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং 'মগের মুল্লুক' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটি রচনা করেন। ইনি সংস্কৃত বা ইংরাজী ভাল জানতেন না। আমরণ তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক ঝর্ণা, গভীর বাস্তব-বোধ এবং প্রগাঢ় পল্লী প্রেম। কবিতার ভাষাতে ও আঞ্চলিক রীতি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নূতন স্বাদ এনেছে।

১২১৮ খৃঃ অ; - স্বভাব কবি গোবিন্দ-চন্দ্র দাস ইহলোক ত্যাগ করেন। এঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ; 'প্রসূন', 'প্রেম ও ফুল', 'কুসুম',, 'মগের মুল্লুক' 'কস্তুরী' 'চন্দন', 'ফুলরেণু,' 'বৈজয়ন্তী', 'শোক ও সান্ত্বনা, 'শোকেচ্ছাস।

১৯২৪ ১লা মার্চ্চ - স্যার চার্ল্স টেগার্ট গ্রামে কিলবার্ণ কোম্পানীর -
ডে সাহেবকে হত্যা করার অপরাধে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়।

১৯৪১ খৃঃ ১৭ই জানুয়ারী - নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শেষবারের মত তাঁর কলকাতাস্থ এলগিন রোডের বসত বাটি থেকে রাত ১টা ৫০ মিঃ সময়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেন। তিনি মৌলবি জিয়াযুদ্দিন ইনসিওরেন্স-এজেন্ট এই নামে আত্মগোপন করে পেশোয়ার অভিমুখে যান। গোমো পর্যন্ত তিনি মোটরে গমন করেন। মোটর চালনা করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ডক্টর শিশির কুমার বোস। গোমো থেকে তিনি ট্রেনযোগে পেশোয়ার যান।

১৯৪৩ খৃঃ, ২১শে অক্টোবর — সিঙ্গা-পুরের মাটিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীনে সর্বপ্রথম ভারতের সার্বভৌম স্বাধীনতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'আজাদ হিন্দ সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারকে স্বীকার করে নেয় জাপান, জার্মান, ইতালি প্রভৃতি বহু দেশ।

১৯৫২, ১৫ই ডিসেম্বর — পট্টি শ্রী-রামালু পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ সৃষ্টির দাবিতে মাদ্রাজ শহরে আমরণ অনশন সুরু করেন। শ্রীরামালুর আত্মত্যাগের পর পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ সৃষ্টির আন্দোলন এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, সরকারকে শেষ

পর্যন্ত এই আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়

১৯৭১, ২৫শে মার্চ — গভীর রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের পাঠান বাহিনী পূর্ব বাংলার ঢাকা ও চট্টগ্রামে আক্রমন ক'রে বহু ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। শেখ মুজিবুর রহমানের অধিনায়কত্বে চালিত আওয়ামি লীগকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। মুক্তিফৌজ আনসারবাহিনী পুলিশবাহিনী প্রভৃতি সকলে মিলে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম শুরু করে।

১৯৭১, ১৩ই মে — ভারতের প্রায় ১০৬টি সাধারণ বীমা কোম্পানীকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়।

আমার মনে হয় দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির কারণ।

— বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক— ৬০৭৩ সুব্রত কুমার চক্রবর্ত্তী।

বিবর্ত

— সেখ নজরুল ইসলাম
(হাওড়া)

ছেলেটাকে নিয়ে সত্যিই বিপদে পড়তে হ'ল। নিজের নাম ছাড়া আর কিছুই সে বলতে পারে না। তোর নাম - বাবার নাম - বাড়ী কোথায় - কোথায় গিয়েছিলে? নানান প্রশ্ন করে চলেছে নানাজনে। জবাবে ছেলেটি কাঁদছে, আর নিজের নামটা বলছে সলিল! ঐ নাম ছাড়া ওর কাছ হ'তে অন্য কিছু জানা আমাদের কারুরই সম্ভব হয়নি। বয়স বড়জোর তিন কি চার হবে। রঙটা ফরসা - লম্বাটে মুখ, বাঙালী ঘরের ছেলে - তা তার বাইরের রূপটাতেই প্রকাশ পাচ্ছে।

আমি ফিরছিলাম দার্জিলিং হ'তে। আমার জীবনে এটা আর নূতন কোন ঘটনা নয়। সময় পেলেই মাঝে মাঝে এমনি দূর দেশে পাড়ি জমাই। ছোট ট্রেন হতে নেমেছিলাম নিউ জলপাইগুড়িতে, বারটার কিছু পরে। খেয়ে দেয়ে একটু পায়চারি করছি, দেখতে পেলাম একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে কয়েকজন লোক জটলা করছে। ছেলেটি এখানে কোথা হ'তে এলো — তার হদিশ করতে পারলাম না। আর কিছু না বুঝলেও ভাল করেই বুঝেছিলাম ছেলেটা বাঙালী অবশ্য আমি ছাড়া অন্য যারা ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বাঙালী ছিলেন।

অনেকেই সহানুভূতি জানালেন, অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই এগিয়ে এলেন না সলিলের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। ওর ওই চোখ মুখ দেখে আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল। ওর বাবা মার কাছ হতে কিভাবে ও হারিয়ে গেল তা আমি জানি না, কিন্তু বুঝলাম ওর উপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছে। কে জানে ওর বাবা মা এতক্ষণে কত কি চিন্তা করছেন, অথবা পাগলের মত ঘুরছেন কিনা।

আমার মনে পড়ে আমার প্রথম সন্তানে - র মৃত্যুর পরের দিনগুলির কথা. খোকনের বয়স মাত্র বছর দুই হয়েছিল। নীলাকে পেয়ে আমার মন এতটুকু ভরেনি। বাবা মার পছন্দ করা মেয়ে নীলা। আধুনিক শিক্ষার মেটেই শিক্ষিত ছিল না। আমরা

একে অপরকে সহ্য করতে পারতাম না। তবুও আমরা মানিয়ে নিয়েই চলছিলাম। অথচ সে চলাটা যেন ছিল হোচট খেয়ে চলার মতই। আমাদের এই অবস্থার মধ্যেই এলো খোকন, রচনা করল সেতু। বিস্তর ব্যবধানটা হয়ে এলো সহজ। খোকনকে নিয়ে আমরা প্রতিদিন নূতন নূতন স্বপ্ন দেখতাম। নীলা বলত, খোকন আমার বড় ডাক্তার হবে। আর আমি বলতাম, ওকে আমি সাহিত্যিক করবো। নীলা আমার কথাতে খুশী হতে পারতো না; এক প্রকার রেগেই বলত।

সাহিত্যিক হয়ে কী উপকারটা হবে শুনি? আমার খোকনকে আমি ওসব হতে দেবো না। কী আশ্চর্য্য! আমি নীলার উপর এতটুকু রাগ করতে পারতাম না তখন। আমার খোকনের জন্য নীলাও চিন্তা করে এটা ভাবতে আমার ভীষণ আনন্দ হ'ত। হাসতে হাসতে আমি বলতাম, তাই হবে, তাই হবে। প্রথম কথা বলতে শিখেই ও আধো আধো সুরে বলেছিল 'মা'।

বাবা না বলে মা বলতে আমি এতটুকু খুশী হতে পারি নি। নীলা বলত, কী হিংসুটেরে বাবা! ছেলে মা বলে ডেকেছে সেটা আর সহ্য করতে পারো না! ঠিক আছে বাব্বা। ছেলে আমাকে মা বলবে না; আমাকে দাসী - বাঁদী বলবে, তাহলে হবে তো? তারপর কৌতুক করে ছেলেকে কোলে তুলে বলত — খোকা সোনা, আমাকে তুমি 'মা - মণি' বলে ডাকবে না, আমাকে বলবে — বাঁদী। আমি ভীষণ রেগে গিয়ে বলতাম, কেন তোমাকে বাঁদী বলবে, ও তোমাকে মা - মণি বলেই ডাকবে।

এই খোকনই সমস্ত স্বপ্নের ইমারত ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে এক শীতের প্রভাতে আমাদের ছেড়ে চলে গেল! আমি বিশ্বাস করতে পারিনি সেদিন, খোকন আমাদের মাঝে নেই। এক পাশে খোকন যেন ঘুমিয়ে আছে, আর তারই কিছুটা দূরে নীলা 'খোকন - খোকন' বলে আছাড় খেয়ে কাঁদছে। আমি ছিলাম নীরব দর্শকের মত। সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার হারিয়ে গিয়েছিল। এরপর কতদিন চলে গিয়েছে— কিন্তু নীলা খোকনের কথা এতটুকু ভুলতে পারেনি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি, নীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জানি না সলিলের মা - বাবারও এখন সেই রকম কিছু হচ্ছে কিনা, অথচ ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আমার ট্রেন রাত্রি আট টায়। তাই ব্যস্ত ছিলাম না। ভাবলাম ওর একটা ব্যবস্থা করেই দিই।

ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে ছেলেটাকে নিয়ে

গেলাম। মাষ্টার মশাই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে বৃদ্ধ বাঙ্গালী বলেই মনে হল। কাজ সেরে আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। বললাম তাঁকে সলিলের কথা। তিনি বললেন, ঠিক আছে, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। — ব্যবস্থা তো করবেন, কিন্তু ছেলেটা নিজের নাম ছাড়া অন্য কিছুই বলতে পারছে না। আপনাদের রেলওয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলে ছেলেটির সুরাহা কিছুই হবে না। আমার বিশেষ অনুরোধ, ছেলেটাকে আপনার কাছেই রাখুন। তারপরে ওর মা - বাবার খোঁজ পেলে তাদের হাতেই তুলে দেওয়া যাবে। ছেলেটা বাঙালী, তাই আপনার কাছে এই অনুরোধ করছি।

দেখলাম আমার বক্তব্য শুনে তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত হয়েছেন, না, না, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই। আমাকে ওসব অনুরোধ করবেন না। স্যার! আমার ভুল হয়েছে। নিশ্চয়ই আপনার বাড়ীতে অনেকজন মেম্বার?

না, সংসারে আমি একা। এতদিন আমার মা ছিলেন, বৎসর দশেক আগে তিনি গত হয়েছেন, — আপনি একা থাকেন, আপনার পক্ষে এটা কি খুবই অসুবিধাজনক হবে স্যার? দেখলাম ভদ্রলোকের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন। আমাকে বিনীত ভাবে বললেন, আমার খুব শিক্ষা হয়েছে।

জীবনে যে ভুল করেছি, নূতন করে সে ভুল করতে চাইনা। 'পর কোনদিন আপন হয় না'। এসব তিনি কেন বলছেন বুঝতে না পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মনের কথা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন।

তুমি বুঝবে না আমার কথা, তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরনা, আমার ছেলে তোমার থেকে সে বড়ই হত। এরপর তিনি তাঁর জীবনের যে অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন — তারজন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

সতীশ সেন তখন অন্যত্র ছিলেন। সেটাও ছিল এই রকম পাহাড়ী এলাকা, বিহার রাজ্যে অবস্থিত। আজ হতে সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর পূর্বে তাঁর কাছে একটি বছর দুই বয়সের ছেলেকে এনে হাজির করেছিল ষ্টেশনের গার্ড দুখিয়া চরণ। সতীশ সেন বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু দুই বৎসর হতে না হতেই তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যান।

সেন দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা

ভাবেন নি। বন্ধুদের কেউ কেউ দ্বিতীয়বার বিয়ের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সংসারে একমাত্র মা ছাড়া অন্য প্রাণী নেই। ছেলেটিকে দেখে তাঁর কেমন মায়া হয়।

অতটুকু ছেলে কি ভাবে ট্রেনের মধ্যে থেকে গেল, কে বা কারা তাকে ঐ ভাবে ফেলে গেছে, ওসব ভাবার সুযোগ পান নি। হাওড়া — গয়া এক্‌সপ্রেসের বগিতেই ছেলেটিকে পাওয়া গিয়েছিল। ছেলেটি — বাঙালী এ ব্যাপারে সতীশ বাবু নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। ছেলেটি খুব বেশী কথা শেখেনি ।কন্তু নিজের নামটা বলতে শিখেছিল, — মনীষ। বাঙালীর ছাড়া অন্য কারও এ নাম আর এমন উচ্চারণ হতে পারে না এইটাই ভেবেছিলেন। এই ঘটনার পর মনীষ, সতীশ সেনের কাছেই থেকে গিয়েছে।

ক্লান্ত হয়ে তিনি কোয়ার্টারে ফেরার পর মনীসকে স্নেহে আদরে ভরিয়ে তুলতেন। মনীষের হাসি দেখে তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যেত। মনীষ জানত সতীশ সেনই তার বাবা, তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে তার জন্মের পরেই। ছেলেকে ভালভাবে লেখাপড়া শেখাতে তিনি কোন প্রকার ত্রুটি রাখেন নি। জীবনে তিনি কিছুই পান নি। খুব ছোট বেলাতেই তিনিও বাবাকে হারিয়ে ছিলেন। অনেক কষ্টে লেখা - পড়া শিখে তাঁকে বড় হতে হয়েছে। বাবা - মার অভাব মানুষের জীবনে কত প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে, সতীশ বাবু সেটা তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হতে ভাল করেই জানেন। মনীষকে তাই তিনি রেখেছিলেন দার্জিলিং - এর নাম করা স্কুলে।

দিনগুলি কাটছিল ভালই। প্রতি সপ্তাহেই উভয়ে উভয়ের খোঁজ খবর নেওয়া চলত পত্রের মাধ্যমে। মনীষের ছুটির দিনগুলি কাটত সতীশ সেনের কাছেই।

বছর দুই আগে সতীশ সেন তখন অন্যত্র বদলি হয়ে গিয়েছেন, সেই সময় শীতের ছুটিতে মনীষ বাড়ীতেই ছিল। হঠাৎ এক দিন রাত্রে সতীশ সেন বাড়ীতে ফিরতেই সে প্রশ্ন করেছিল, এতদিন কেন আপনি মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এসেছেন ? আমি আপনার কেউ নই, একথা কেন আপনি বলেন নি ? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন সতীশ সেন। ছেলে কী করে সব কথা জানল তা তিনি ভেবেই পেলেন না। তবুও প্রশ্নটা না - করেই পারেন নি। কে বলেছে এ সব বাজে কথা ? — আপনি মিথ্যে আমার কাছে গোপন করছেন। আপনার পুরনো চিঠীপত্র ঘাটতে ঘাটতে আপনার এক বন্ধুর লেখা চিঠি হতেই সব জানতে পেরেছি।

সতীশ সেন কোন অপরাধই করেন নি। একটিই মাত্র অপরাধ করেছিলেন মনীষকে ছেলের মত ভালবেসে। এরপর সতীশ সেনের ভাষাতেই বলি — জানো, পরদিন ওকে বাড়ীতে খুঁজে পেলাম না। পেলাম ওর লেখা একটা চিঠি। চিঠিতে লিখেছিল, 'আমাকে মানুষ করে তুলবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। জীবনে আপনার এ ঋণ শোধ করতে পারব না। কিন্তু মানুষ না করে সেদিন যদি আমাকে মেরে ফেলতেন তবে আপনি একটা কাজের কাজ করতেন। কে জানে আমি হয়ত কোন অবৈধ সন্তান।

বলা শেষ করে সতীশ সেন প্রশ্ন করেছিলেন, বলতো, পর কখন আপন হয়? ওঁর গল্প শুনতে শুনতে অনেকক্ষণ সময় চলে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। শেষের দিকে কথাগুলো বলার সময় লক্ষ্য করেছি, তিনি বলতে বলতে তাঁর জীবনের পুরনো দিনগুলোতে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁর ব্যথাতুর হৃদয়ের কাহিনী আমাকেও ব্যথিত করে তুলেছিল।

সলিলকে পুলিশের হাতে দেওয়া হল। আসার সময় বললাম, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, ক্ষমা করবেন। তিনি কৌতুহল বশতঃ জানতে চাইলেন আমার নাম ও ঠিকানা। একটি কার্ড রেখে ফিরে এলাম।

বিকালের আবহাওয়াটা ভারী সুন্দর লাগছিল। আমার ট্রেন আসতে অনেক দেরী। ওদের কথা মন হ'তে মুছে ফেলার চেষ্টা করে ওয়েটিং রুমে এসে বসলাম। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ওদের কথা ভুলতে পারলাম না। মনে পড়ছিল আমার খোকনের মুখ। মনে পড়ছিল মনীষের কথা, মনে পড়ছিল সলিলের কান্না ভেজা দুটি নীল চোখ। বারবার আমি শত চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারলাম না, ওদের স্মৃতি।

গল্প হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যেত। মানব - মন এমনই বৈচিত্র্য যে, তার মনে এমনই রহস্য লুকিয়ে থাকে যা খুব সহজে চট্ করে আবিষ্কার করা যায় না।

কলকাতায় ফিরে এসে কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম সেদিনের ঘটনার কথা। এদিকে আমার জীবনেও একটা নূতন ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আগে হতেই লক্ষণটা একটু একটু প্রকাশ পেয়েছিল, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ভবতোষ রায় আমাকে জানিয়ে ছিলেন, এ ধরণের একটা কিছু ঘটতে পারে। মাস খানেক আগে নীলা সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে গেল। ভবতোষ রায়কে এনেছিলাম বাড়ীতে। তিনি দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিলেন — নীলা পাগল হয়ে গিয়েছে।

অগত্যা ওকে নিয়ে রাঁচীতে গিয়েছিলাম। সেখানে ওর ব্যবস্থা করে বাড়ী ফিরে এসে কয়েকখানা চিঠি পেলাম, দেখলাম একটি চিঠি লিখেছেন সতীশ সেন, নিউ জলপাইগুড়ি হ'তে। আশ্চর্য্য হয়ে পড়লাম তাঁর চিঠির কয়েক লাইন — 'পরও আপন হয়। মনীষ আমার কাছে ফিরে এসেছে। সে যে আবার আসবে ভাবতেই পারি নি। বিধির অমোঘ চক্রে সে তার বাবা মার পরিচয় জেনেছে। ওর বাবা মা হিমানীশ রায় ও মীনাক্ষী দেবীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ শুরু হ'তে ওরা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছিল — মনীষ। মনীষ তার বাবা মার অতীতের কাহিনী জেনেছে দীর্ঘ একটি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে। মনীষকে ওরা ট্রেনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আপদ বিদায় করতে চেয়েছিল। ঘটনা চক্রে ওর সঙ্গে মীনাক্ষী দেবীর এক বন্ধুর দেখা হয়েগিয়েছিল। তার ছেলেও পড়ত দার্জিলিং কন্ভেণ্টেও স্কুলে। ওখানেই ওদের দেখা। মনীষ আমার কাছে ফিরে এসে কী বলেছিল জান? বলেছিল, 'আমি ভুল করেছি বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন।' এত কথা লিখছি — কারণ, বড় দুঃখ করে সেদিন বলেছিলাম, পর কখনও আপন হয় না।'

চিঠি পড়া শেষ করে আমি ঘরের চারদিকে একবার তাকালাম। শূন্য ঘরে আমার দৃষ্টিটা প্রতিহত হল না কোন নীল চোখের কাছে।

মানুষের প্রকৃত অভাব অতি কম কল্পিত অভাবই সর্বনাশের মূল।

— রামকৃষ্ণঠাকুর

সংগ্রাহক—৫৯৩৮ উৎপল মজুমদার

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

গত লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় কয়েকজন বিদেশীয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছিল।

এবারে বাকীগুলি দেওয়া হল। প্রত্যেকটি ঠিকানায় Embosay of India কথাটি যেন যোগ করে দেওয়া হয়।

আলজিরিয়া — Md. Yunus, 119, Ter, Rue Didouchb Maurad Algiers.

আর্জেন্টিনা — Bimalendu K. Sanyal, Paraguay 580 (3rd floor) Buenos Aires

বেলজিয়াম — T Swaminathan, 585, Avenue Louise, Square du Bois, Brussels.

ব্রেজিল — S. V. Patel, Rua Barao - do - Flamengo, 22, Aptos 801 & 802 Rio - de - Janeiro.

কাম্বোডিয়া — P. N. Menon, 3 F / 2-A, Boulevard Tchecceslovaguto. Phnom Penh.

চেকোশ্লোভাকিয়া — Sailen Hiralal Desai, Valdstejnska - 6, Prague - 1

ডেনমার্ক — A. H. Safrani, 8 - 11 Amagertorv, 1600 Copenhagen.

ইথিওপিয়া — O. V. Alagesan, Woizero Woleto Yohannes Street, P. B. no, 528, Addis Ababa.

ফিনল্যাণ্ড — C. J. Stracey, Kanaskoulukatu 5b 14, Helsinki - 10

হাঙ্গেরী — Dr. Sumal Sinha, 14 buzavirag Utca. Budapest - 2

আয়ারল্যাণ্ড — A. G. Meneses, 58, Upper Leeson St. Dublin,

লাওস — Alfred S: Gonsalves. Rue Pong Khan p, b, No. 225 Vientiane

চিলি — K. L. Mehta. Santiago, Chile.

থাইল্যাণ্ড — Dr. P. K. Banerjee 39, Pan Road Bangkok

সুইজারল্যাণ্ড — M. D. Azim Hussain. 20, Kal-cheggwag, Berne.

পুস্তক পরিচয়

সিগারেট — কবিতার বই — লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। মূল্য — দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান — গ্রন্থগৃহ। ৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

বইটিতে মোট ৩৫টি কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাই আধুনিক গদ্য-কবিতার ছাঁদে লেখা। গদ্য কবিতা শুনলেই মনে হয় সোনার পাথর বাটি বা কাঁঠালের আমসত্ত্বের কথা। আধুনিক কবিতা যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁরা অনেকেই গদ্য কবিতাকে ঐরূপ আখ্যায় ভূষিত করে থাকেন। বিদ্রোহী মধুসূদন বাংলা কাব্য-লক্ষ্মীকে পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী পঞ্চ-চামর ইত্যাদি ছন্দের গতানুগতিক অনু-প্রাসের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে গেছেন; কিন্তু সে আংশিক মাত্র, শুধু চরণের শৃঙ্খল মুক্ত হয়েছিল।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা কাব্যলক্ষ্মীকে বন্দীদশা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দান করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই উন্মো-চনের ভার নিয়ে ছিলেন। এখন তাই কবিতাকে মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রথমটি গদ্য কবিতা এবং দ্বিতীয়টি পদ্য কবিতা। পদ্যে আছে অক্ষর মাত্রা, যতি, স্বর ইত্যাদি ছন্দোবদ্ধ মিল। গদ্যে আছে ছোট-বড় চিত্রকল্প ভাবের সুসংবদ্ধ সন্নিবেশ। অনেকের ধারণা গদ্য কবিতা লেখা খুব সহজ। কিন্তু তা নয়। অনেকে অপ্রচলিত বা বিদেশী শব্দের আচমকা ব্যবহার করে পাঠকের মনে চমক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে থাকেন। সিগারেটে লক্ষ্য করলাম সেরূপ কোন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা নেই।

সিগারেট নাম দিয়ে বইটি লেখার কি উদ্দেশ্য তা কবির ভাষাতেই বলি। 'হ্যাঁ, সেই সব বন্ধুদের আমার সিগারেট অফার করলাম যারা মারা গেছে। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, ওদের মেরে ফেলা হয়েছে। ... ... এরা আর পারে না! ভবঘুরে বেকার জীবন নিয়ে উপোষ ক্লিষ্ট চোখ এদের, মনে একরাশ হতাশার অন্ধকার। শেকড় গেড়েছে অবক্ষয়ের একটা কালো পাহাড়। আজ চব্বিশ বছরের স্বাধীন ভারত লক্ষ লক্ষ বেকার কোলে নিয়ে অবিরত চোখের জল ফেলছে। ... ... আমি এ সবের

মুখে কুৎসিত ঘৃণা নিক্ষেপ করে সেই সব
বন্ধুদের আমার 'সিগারেট' অফার করলাম
যারা মারা গেছে।'

সিগারেট ক্ষণিক নেশার বস্তু। মাত্র দু-তিন মিনিট তার আয়ু। ফুঁকে দিলে কায়াটা শেষ হয়ে যায় বটে, তবে মগজের মধ্যে তার মায়াটা স্থায়ী হয় স্বল্পক্ষণ। তাও পরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাংলার বেকার তরুণ তরুণীদের অবস্থাও তাই। ওরা যেন সরকার আর রাজনৈতিক দলা-দলির' দাবা খেলার ঘুঁটি। মাতামাতির আসরে ওদের নিয়ে মাতন জাগিয়ে খেলা হয়। তারপর একদলের পালা শেষ। আর এক দলকে নিয়ে শুরু হয়। ওরা যেন প্যাকেট ভর্তি সিগারেট। একটা প্যাকেট শেষ হলো তো আর একটা প্যাকেট শুরু। আসলে সব ধোঁয়া, সব শূন্য

কবির 'সিগারেট' শীর্ষক কবিতাটি তাৎপর্য পূর্ণ। অংশ বিশেষ তুলে দিলাম :—

'আমি সিগারেট!
নিকোটিনের তীব্র ঝাঁজ ভরা তামকূট কটুগন্ধী
বঞ্চিতের শূন্যতার বিন্দু স্বপ্ন সৌধ
বিন্দু তবু সিন্ধু আমি প্রেমিক আশ্লেষে
আমি সিগারেট!

'আমি সিগারেট
আমি এলাচ দেওয়া ভালবাসা,
রঙীন পাতলা কাগজের টুকরো টুকরো
নকল চাঁদ,

আমি অরণ্য আদিম মুহূর্তের কিঙ্কলীন
রমণী মাংসের স্বাদ —
'আমি সভ্যতা..... যে সভ্যতা আদিম আধুনিকী
মুখ ও মুখোশের কপট পাশার চালাচালি,
তবু আমি মানুষের তীব্রতম আনন্দ অপার —
চেতনার নির্জন প্রান্তরে অপার্থিব স্বপ্নসৌধ
আমি সিগারেট।'

প্রথম কয়েকটি কবিতা স্বাধীন বাংলাকে নিয়ে লেখা। কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলি বহু পত্র - পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং তা পাঠক সমাজে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতা পড়বার মত। আশা করি রসিক সমাজ সিগারেটের স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

—:: —

আসছে জীবন — কবিতার বই — লেখক — শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। মূল্য — ১'০০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান — সবুজ - অবুঝ প্রকাশনী। আমিনপুর, পোঃ - দেগঙ্গা, ২৪ পরগণা।

বইটিতে মোট ১৫টি কবিতা আছে। কতকগুলি গদ্য ও কতকগুলি পদ্য কবিতা।

পুস্তক পরিচয়

কবিতাগুলিতে ফুটে উঠেছে আধুনিক কালের বুভুক্ষিত, বিক্ষুব্ধ তরুণ আত্মার মর্মভেদী আর্তনাদ। আবার এই আর্তনাদের পাশেই আছে অনাগত ভবিষ্যতের মৃত্যুহীন জীবনের স্বপ্নময়ী আশা। লেখক তরুণ হলেও কাব্যে মুন্সিয়ানা আছে। লেখক 'আসছে জীবন' সম্বন্ধে তাঁর প্রথম কবিতায় যে আভাস দিয়েছেন তা এইরূপ :–

আর নয় এবার হৃদয়ে জেগেছে বিদ্রোহ
ক্ষুধার্ত মানুষের কান্নায়
বিক্ষুব্ধ করে নিয়েছি আমি
আমার সত্ত্বাকে।
এগিয়ে যাচ্ছে যারা
আমরা তাদের পেছনে,
তাদেরই মূল মন্ত্র – আমরা ছড়াই
দিকে দিকে।
বুকে আমাদের জাগ্রত অগ্নি
মনে অটুট শক্তি –
ক্ষুধার্ত ও বিচ্ছিন্ন মানুষের
মুখে আনব অটুট প্রেরণা।
শুধু ভাব নয়, ভাষা নয় –
আসছে জীবন।
যার মধ্যে নেই কোন
মৃত্যুর মূর্চ্ছনা।

তরুণ কবি যদি তাঁর কাব্য সাধনা নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারেন, ভবিষ্যৎ তাঁর উজ্জ্বল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর প্রতিটি কবিতা সুধীজনের কাছ থেকে উপযুক্ত সম্মান আদায় করে নিতে সক্ষম হবে।

জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয়। কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গর্তরূপে শূন্য হয়, সুধার রসে ভরে উঠলে তত বেশী করে পূর্ণ হয়।

*

– রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক : ৬১২১ তুষার কান্তি চট্টোপাধ্যায়।

পত্রিকা পরিচয়

সাহিত্য সেতু :—

সম্পাদক :—শ্রীশুভেন্দু সেনগুপ্ত।

—: কলিকাতা দপ্তর :—

১/এ, রামময় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা - ২৫

ফোন : ৪৭-৯৩৮৫

মূল্য :— ৫০ পয়সা।

চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। সাহিত্য রসিক পড়ুয়াদের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা রাখে। শুধু গল্প বা কবিতা নয়, কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধও আছে। গল্পগুলিও সুখপাঠ্য। শ্রী-অসীমা ঘোষালের 'যোগ বিয়োগ' গল্পটি অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। শ্রীসোম দত্তের 'ডাকটিকিট সংগ্রহের দু - চার কথা' শীর্ষক ছোট রচনাটি কিশোরদের ডাকটিকিট সংগ্রহে নিঃসন্দেহে উৎসাহিত করবে, ঐ সঙ্গে ডাক-ঘর ও ডাকটিকিটের ইতিহাস কিছু জুড়ে দিলে ভাল হত। সৌখিন পত্রিকাকে সত্য-কারের সৌখিন করে তোলার মধ্যে সম্পা-দকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য্য। পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

নবরাগ :—

সম্পাদক :— শ্রীমেঘনাথ দাস।

কার্য্যালয় :— ২/২, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী।

মূল্য :— ২০ পয়সা।

মিনি পত্রিকা—প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

আগষ্ট, ১৯৭১

কয়েক মাস আগেও পশ্চিম বাংলা মিনি পত্রিকায় ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ তাতে ভাঁটা পড়েছে। জানি না, 'নবরাগ' এই ভাঁটার টানে জোয়ারের অনুরাগ জাগাতে পারবে কি না। মিনি পত্রিকার সবই মিনি। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বড় বড় পত্রিকার দরবারে যাঁরা কলকে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত, সেই সব হবু সাহিত্যিকেরা এই দুর্মূল্যের বাজারে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে ও সুলভে কিছু নাম জাহির করতে নিজের পেট বা পকেট মেরে কখনো কখনো অপরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে মিনি পত্রিকা প্রকাশ করতে বাধ্য হন। সূচনায় কয়েক-জন নামজাদা লেখক - লেখিকা তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত রচনার ছিটে ফোঁটা দান করতে মিনির মান ও মান্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নবরাগ কয়েক টুকরো গদ্য ও পদ্যের সমষ্টি। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসার যোগ্য আরও কিছু বয়স বাড়লে আলোচনার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেষ কথা এই যে আজ যা অনুরাগের রঙে রঞ্জিত করে গড়ে 'তোলা' হল দুদিন পরে যেন তা বৈরাগ্যের অস্তরাগ মাখিয়া বিদায় না করা হয়
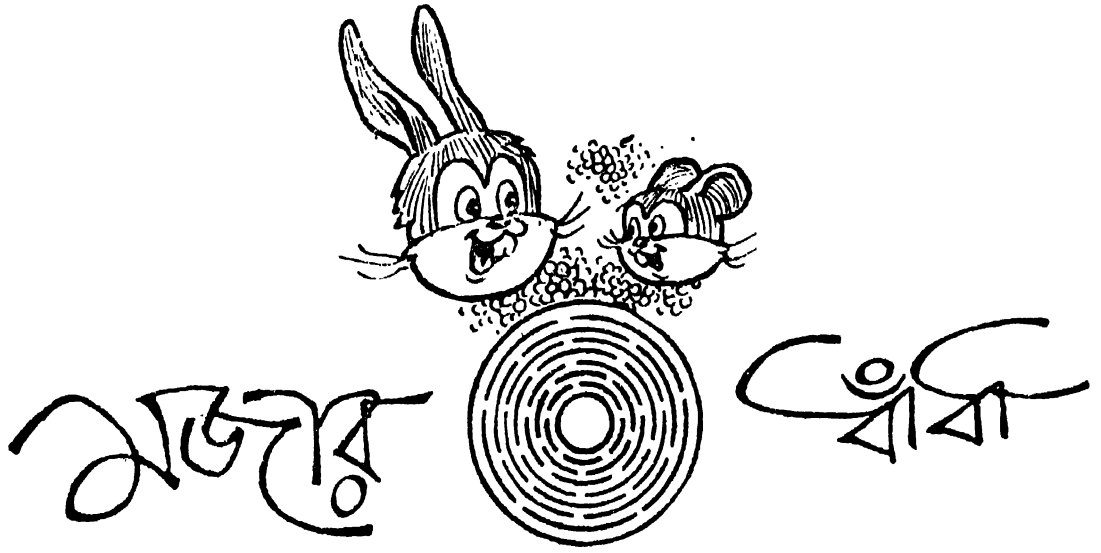
দ্বিতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়েছে লিপিমিতা বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ (১১/১) সংখ্যা থেকে। যাঁর একটিও ভুল যাবে না তিনি পাবেন ৫০ টাকা, একটিমাত্র ভুল গেলে পাবেন ২৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে পাবেন ১০ টাকা। উত্তরগুলি নির্ধারিত সময়ে আসা চাই। প্রায় প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ এক টাকা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রী করে মিতাকে পাঠিয়ে দেবে। যাদের চাঁদার মেয়াদ ২ মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। পত্রিকায় প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য - সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্ন লিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ১৫ই কার্তিক ১৩৭৮ এর মধ্যে সংঘের কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তরসহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

১১। তিন অক্ষরে আমি এক সঙ্গীতের নাম,
সর্বশেষ ছেড়ে দিলে হই এক ছায়া
ছবির নাম।
বেদে বেদেনীরা করবে আবিষ্কার,
আমা থেকে যদি কর মধ্যমাকে ছাড়,
বুদ্ধি দিয়ে বল মোর নাম
৬২৫৩ দীপক চন্দ্র পোদ্দার।

১২। মাথা কেটে দিলে
হই আমি জন্তু
পেট বাদে হই
আমি মানুষের বন্ধু
৬২৯৭ বিকাশ কুমার ব্যানার্জী

১৩। প্রথমটা কেটে দিয়ে
পরে করলে দেরী,
ইংরাজী এক খাবার জিনিস
দেখ বাহির করি।
বি ৫১৫৭ হিরন্ময় রাহা।

১৪। তিন অক্ষরের নাম
মাটির নীচে ধাম
প্রথমটিতে হেঁটে এলাম
শেষ দুটিতে ফল পেলাম
গাছের শোভা শেষটি গেলে
বল দেখি তার কি নাম পেলে।

৬১২৮ ধূর্জটি ভট্টাচার্য্য।

১৫। লেজ কাটা মোরে দিয়ে
মাপে সবে জমি
রং সব যাবে চলে
যদি পেট ঢাকি আমি।
সবটুকু পাও যদি
জিভে জল ঝরবেই
গরমে কাটাতে ছুটি
হবে মোরে চিনতেই।
বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতা ১২শ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ:—

৬) প্রাচীন, ৭) কাবুলি. ৮) পান্না লাল, ৯) সোমনাথ, ১০) নেমে আসার গতি বেগ উপরে যাবার গতিবেগের ৩ গুণ বেশী। উপরে যাবার সময় যে দূরত্ব হাঁটতে হয়েছিল নীচে নামবার সময়েও তাই হাঁটতে হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে নীচে নামতে যে সময় লেগেছে, উপরে যেতে সময় লেগেছে তার তিনগুণ অর্থাৎ মোট ৮ ঘন্টার মধ্যে ৬ ঘণ্টা লেগেছে উপরে যেতে আর ২ ঘণ্টা নীচে নামতে। অতএব মোট ৬ × ১-১/২ + ২ × ৪-১/২ = ১৮ কিঃ মিঃ

পাঁচটি উত্তর পাওয়া গেছে :—

সর্বশ্রী— বি ৩৪১৮ অমল কুমার বসু ও ৬০২১ রাধাকৃষ্ণ সাউ, ৬৩২১ অনিল কুমার চ্যাটার্জী, বি ৫৯৫২ এ, চৌধুরী।

চারটি উত্তর পাওয়া গেছে :—

সর্বশ্রী— বি ৫৫০১ মনোরঞ্জন পাল, ৬৩৭১ সুপ্রতিম দেব।

তিনটি উত্তর পাওয়া গেছে :—

সর্বশ্রী— বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা, ৬৩৩৭ শক্তি মুখোপাধ্যায়, ৬৪১৭ বিশ্ব নাথ ভড়, ৬২২৮ লাল মোহন সেন, ৬৩৫৯ রত্না ঘোষ, ৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়ক, ৬২৫৩ দীপক চন্দ্র পোদ্দার, বি ৪৯২৪ তরুণ কুমার সাহা।

দুটি উত্তর পাওয়া গেছে :—

৬৪৪১ চতুর কুমার কবিরাজ।

রান্নাঘর-

— দ্রৌপদী

মাছের - লেবু ঝোল

উপকরণ :— এতে লাগবে (আপনার প্রয়োজন মতন) বড় ইলিশ মাছের টুকরো কয়েকখানি এবং সেই আন্দাজে মাংস রান্নার মশলা যা যা লাগে তাই। কিছু লেবুর রস।

প্রস্তুত প্রণালী :— প্রথমে মাছের টুকরো গুলিতে ঐ মাংস রান্নার মশলা দিয়ে মাংসের মতন করে মেখে রাখুন।

এবার কোন সাদা এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে আন্দাজ মতন তেল ও ঘি গরম করে নিয়ে গরম-মশলা ও তেজপাতা কশে নিয়ে নামান।

এখন ওতেই কিছুটা পেঁয়াজ ও রসুন কুঁচা দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিয়ে সামান্য ভাজা ভাজা মতন হলে ঐ মশলা মাখান মাছ-গুলি সাজিয়ে দিয়ে ঐতেই আন্দাজ মতন লেবুর রস ও মিষ্টি (যেন বেশ টক ও মিষ্টি সমান হয় দেখবেন) দিয়ে যতটুকু ঝোল দরকার হবে ততটুকুই জল দিয়ে উনানে চাপান। মাছ বেশ সিদ্ধ হলেই নাবিয়ে ফেলবেন।

ডিমের বড়া—

উপকরণ :— খেঁসারী বা মটর ডাল ৫০০ গ্রাম, ডিম ৪টি, আদা, পেঁয়াজ ২/৩ টি, রসুন ১টি, লঙ্কা ও হলুদ, আন্দাজ মত নুন এবং ২৫০ গ্রাম সরষের তেল।

প্রস্তুত প্রণালী :— প্রথমে ডালগুলো ৬/৭ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে বেশ মিহি করে বেটে নিন। তারপর আদা, লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুনও বেটে নিন।

এবার ঐ বাটা ডালের সঙ্গেই বাটা মশলা ও ডিম ৪টি ভেঙে মিশিয়ে খুব ভালভাবে ফেটান। এবার ঐতে আন্দাজ

মতন নুন ও সামান্য হলুদ দিয়ে মিশিয়ে দিন।

তারপর এবার কড়ায় তেল গরম করে তাইতে বড়ার আকারে বেশ লাল লাল করে ভাজুন, এবং গরম থাকতে থাকতে, চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন ভালই লাগবে।

[আবার ইচ্ছা হলে এই বড়া 'ডিমের ডালনা'র মতন করে রেঁধে নিয়ে ভাতের সঙ্গেও পরিবেশন করা চলে।]

ডালমুট :—

উপকরণ :- ভাল ছোলার ডাল, তেল, সামান্য সোডা, পাঁপড়, আলু, চিনে বাদাম, চিঁড়ে, হলুদ গুড়ো সামান্য; ভাজা নুন, জিরে, লঙ্কা, বিটনুন ও আমচুর কিছু।

প্রস্তুত প্রণালী :- প্রথমে ডালগুলি বেছে জলে ৭/৮ ঘণ্টা ভিজতে দিন। তারপর (ডালগুলি খুব নরম ও বড় হয়ে গেলে) জল ঝেড়ে একটি থালায় তুলে বা কাপড়ে করে বেঁধে জলটা ঝরিয়ে নিন।

তারপর ঐ জলে অল্প সোডা ও সামান্য হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে জলটা ওর গায়েই একেবারে শুকনো করে নিতে হবে।

তারপর তেল গরম হলে ছাঁকা তেলে ঐ ডালগুলি ভালভাবে অল্প অল্প করে দিয়ে ভেজে তুলে রাখুন।

এবার পাঁপড় (ছোট ছোট করে কুঁচিয়ে বা ভেঙে নিয়ে) ভেজে নিন। ঐ ভাবেই আলু (খুব পাতলা করে কেটে) বাদাম, চিঁড়ে প্রভৃতি বেশ ভাল ভাবে ভেজে নিয়ে সমস্ত ভাজা জিনিষগুলি এক সঙ্গে করে নিয়ে ঐতেই পরিমাণ মত ভাজানুন, ও বিটনুন, জিরে ভাজা ও লঙ্কা ভাজার গুঁড়ো, আমচুরের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখবন্ধ শিশিতে বা জারে ভরে রাখুন।

-::-

মল্লিকা-

উপকরণ :- ময়দা ২৫০ গ্রাম. চিনি ২০০ গ্রাম, ঘি পরিমাণ মতন, সোডা অল্প।

প্রস্তুত প্রণালী :- প্রথমে চিনি মিহি করে গুঁড়িয়ে রাখুন। এবার ঐ চিনি, ময়দা (১/৩ চামচ) সোডা একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে বড় চামচের এক চামচ ঘি ময়ান দিয়ে অল্প জল দিয়ে ভালভাবে মেখে ফেলুন। দেখবেন মাখা ময়দা যেন খুব নরম বা শক্ত না হয়।

এখন ঐ মাখা ময়দাটা ভাল করে চাকির ওপর দিয়ে পিটে পিটে সমান করে দিন। এবার ছুরি দিয়ে ঐ ময়দাটা চৌক করে কেটে ফেলুন (গজার মতন করে)।

এবার ঘি গরম করে নিয়ে তাতে ঐ টুকরোগুলো দমে দিয়ে, ভেজে আরশুলার মতন. রং হলে ছেঁকে তুলে নিন।

এটি খেতেও ভালই লাগে এবং এগুলি একটি হাওয়া বন্ধ পাত্রে বা কৌটায় রাখলে বেশ কয়েক দিন পর্য্যন্ত ভালই থাকে।

আনন্দময়ীর আগমনে

– রাজমোহন সরকার

(বীরভূম)

কি হবে মা বাংলায় এসে ? বাঙালী মরিছে ডুবে ।
বন্যার জলে ভেসে গেছে দেশ, যুদ্ধ লেগেছে পূবে ।
রক্তে রাঙা বাংলার বুকে কি নিয়ে এলে মা তুমি ?
বোমা ছোরা আর বন্দুক ছাড়া এতটুকু নাই জমি ।
কাশবন নাই সাদা সাদা হয়ে, নাই সে সেফালি ফুল
হা-হুতাশ আর বেদনার মাঝে বুক ভরা শুধু ভুল ।
ক্ষুধায় মরিছে বাংলার যুবক, পেশায় বেকার এরা
কর্ম্মহীনের চর্মের ঢাকে মাগো, আজি এ বাংলা জোড়া ।
পথ খোঁজে ওরা তাই সর্বহারা পথ্য জোটে না মোটে
সুযোগ বুঝিয়া শোষক সমাজ আপন স্বার্থে লোটে ।
কবে কোন্ দিন বাংলার বুকে ফলেছিল বুঝি সোনা
চাষার ঘরে আতপের স্বাদ আছে কি তোমার জানা ?
জঙ্গীশাহীর রোষানলে পড়ি' নামিয়া আসিল ধ্বংস
মাথা দিয়ে চাড়া, গ্রাস করিতে চায়, ইয়াহিয়ার বংশ ।
তুমি নাকি মা মহাশক্তি, অসুর নাশিলে রণে
বেকার যারা ক্ষুধায় মরে কোন্ শক্তি দেবে তাদের মনে ?
দেয়ালে দেয়ালে লিখন দেখিয়া যাই মনে কর তুমি,
চিনতে পারো কিনা দেখ না চেয়ে সেই সে বঙ্গভূমি ?
জীবন মোদের শুকায়েছে মা, এতটুকু নাই বাকী
অর্ঘ্য সাজায়ে প্রদীপ জ্বালায়ে কেমনে তোমারে ডাকি ?
দেখ না বাঙালী, খ্যাংড়াকাঠি, বাতাসের সাথে দোলে,
মরা ছেলে যেন ঘুমায় নীরবে বিধবা মায়ের কোলে ।
স্কুল কলেজ পড়ে হল ছাই, দেশজোড়া শুধু কান্না ।
শূন্য হাঁড়িতে জল দিয়ে শুধু যায় কি অমৃত রান্না ?
বাতায়নে যার এই সমাচার শূন্য মনের মন্দিরে,
অমাবস্যার অন্ধকার যেন হৃদয়ে রয়েছে ঘিরে ।
এসেছো যদি শুধু দেখে যাও বাংলা, বাঙালীর দেশ
আমরা দিয়াছি দুয়ার খুলিয়া, ভালোবাসার নাই লেশ্ ।

–::––

আগমনী

রাখাল চন্দ্র পাত্র
(মেদিনীপুর)

কোথা মাগো ওমা উমা
এখনো পড়ে না মনে।
দিশেহারা পথহারা,
এসো ত্বরা দুঃখ হরা
অসুর নাশিনী তুই মা,
কে রক্ষিবে তোমা বিনে?
সিদ্ধিদাতা গণেশেরে,
আর নারায়ণী কন্যাটিরে
এনো বাণী, কার্ত্তিকেরে
সিংহ পৃষ্ঠে স্ব-বাহনে।
জামাই সেত ভাঙ্গড় ভোলা,
উচিত নয়তো তোমার ভোলা
আকুল যে আজ সারা বাংলা,
ত্রি-নয়না ভুলিস্ নে।
বাঙালীর আজ জোটে না ভাত.
আমেরিকার গমে হয় দিনপাত
বাজারের সব জিনিসে ভেজাল,
লাইন দিয়ে তাকেই আনে।

গাচ্ছে এখন দুধ, ঘি ফলে,
নাম রেখেছে দালদা বনে
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা জোটে না আর
শুধু নামই শোনে।
খাদ্যাভাবে তিলে তিলে,
জরাগ্রস্ত সবাই মিলে
শক্তিহীনে দাও মা শক্তি,
এসো ত্বরা ত্রিলোচনে।

সারা বাংলার ঘরে ঘরে
অসুরেরা নৃত্য করে
কখন তুই যে আসবি মাগো,
চেয়ে আছি পথ পানে।

তুই যে আমার নয়ন তারা,
ত্বরায় এসে তরাও তারা
বৃদ্ধ পিতার শেষ আহ্বান
পৌঁছাবে কি তোমার কানে।

ঝড় উঠাও

— শান্তনু চৌধুরী
(উত্তরপাড়া)

ঝড় উঠাও ঝড় উঠাও ঝড় উঠাও !
অন্ধ তামস রুদ্ধ দুয়ার
আজ টুটাও !
রাত কাটাও !
সূর্য উঠুক আঁধার ভেদি
সব আচরণ বর্ণ ছেদি'
সোনার আলোর পরশ দানি—
সব কুঁড়িকেই আজ ফুটাও।
ঝড় উঠাও - ঝড় উঠাও - ঝড় উঠাও !!
ওরে আঘাত হান বারে বারে
সবল মুঠায় রুদ্ধ দ্বারে,
জাগাও ভোরে ঘুম কাতুরের
যতেক - আজি ঘুম ছুটাও !
ঝড় উঠাও - ঝড় উঠাও – ঝড় উঠাও !!
ওরে হেরছো না ওই কে আজ দ্বারে
কেমন করে' যুদ্ধ করে,
আলোর গতি রুদ্ধ করে—
ওই হানাদার আজ আসি'
সোনার বাংলা আজ পুড়ায়ে,
ছাই উড়ায়ে —
উল্লাসে আজ সব নাশি—
শক্তিতে আজ সবাই নাচি' ধরেই কাছি
জয় জগন্নাথ রথ ছুটাও।
আঘাত হানি ওই লুঠেরার
নিঃশেষেই আজ শির লুটাও।
ঝড় উঠাও - ঝড় উঠাও – ঝড় উঠাও ॥

আগমনী

– গোপা মুখার্জী
(হাওড়া)

বছরান্তে বারেক তরে
আয় মা উমা, আয় মা ঘরে
মা হয়ে বল মায়ের ব্যথা
ভুলে আছিস কেমন করে ॥

এসে না হয় যাস মা চলে
তিনটি দিন অবসান হলে,
ইচ্ছাবিনা ইচ্ছাময়ীর —
পারি কি বল রাখতে ধরে ॥

সারা বছর কইনা কথা,
মনেই রাখি মনের ব্যথা,
(তবু), শরৎ ফিরে এলে পরে—
প্রাণ যে প্রবোধ মানে না রে

শুনতে কাহার চরণ ধ্বনি
বিশ্ব গাহে আগমনী,
প্রকৃতি ঐ সাজায় ডালি
তোরই চরণ পূজার তরে ॥

পূর্ব্ব বাংলার স্মরণে

— রবীন্দ্রনাথ দরজী
(নিউ দিল্লী - ৮)

স্মৃতির কুসুমগুলি মম মন - মাঝে
জাগিতেছে আজ যেন নব নব সাজে।
যত মোর দিদিগণ নিয়া কত বেশ
খেলিত সেথায় সবে ওগো মোর দেশ
সুদূর প্রবাসে বসি' আজ মনে মনে
প্রণাম জানাই আমি তোমার চরণে।
পর্ণ কুটিরে বসি জননী আমার
শুনাইত গল্প কত বন্ধ করি দ্বার।
স্নেহ মাখা হাতখানি শিরোপর রাখি
চুম্বিত ললাট মোর অশ্রু ভরা আঁখি।
কেমনে ভুলিব আমি ছোট বোনটিরে
যাকে লয়ে যাইতাম ছোট নদী - তীরে।
কুড়াইতাম ফুলরাজি বন বনান্তরে
লভিতাম সুখ কত দাখনা সমীরে।
অদূরে সুশীতল ঝিলের জলে
অস্ত যায় দিবাকর নিত্য সন্ধ্যাকালে।
অরক্তিম আভা তার হৃদয় — মাঝারে
চিতাসম জ্বলিতেছে আজ বারে বারে।
কে ফিরায়ে দিবে আজ ছোট বোনটিরে
ছোট খেলাঘর মোর ছোট নদী তীরে।
প্রবাসী তনয় আমি থাকি অতি দূরে
জননী জন্মভূমি ভুলিও না মোরে।

বন্ধুকে

— নীহার রঞ্জন ঘোষ
(কলিকাতা - ৫)

আজ আছি কাল নাই এ করাল স্রোতে
মৃত্যুবেশে কালস্রোত আসে কোথা হ'তে।
যদিও চলিয়া যাই আর নাহি আসি,
যদিও মুছিয়া যায় স্মৃতি রাশি রাশি;

তুমি তো রয়েছো বন্ধু চিরদিন পাশে,
তুলিয়া ধরিও তারে জগৎ সকাশে।
নাহি যদি কিছু পাই জগতের কাছে,
হৃদয় ভরিয়ে দিও যা তোমার আছে।

জীবন পাথেয় আমি তাই মনে করি,
ভরে নেব সযতনে মোর শূন্য তরী।
যদি গো ফিরিয়া আসি বিশ্বদ্বার হ'তে,
পারিবে না বন্ধু তুমি মোরে স্থান দিতে?

তোমার অঞ্চল প্রান্তে শয্যা পাতি দিও,
চিরদিন পাশে থেকো ওগো মোর প্রিয়।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

ভাদ্র + আশ্বিন + কার্ত্তিক — ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ
দ্বাদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা।

এই তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৬৩৫১ থেকে ৬৪৫০ পর্য্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে এ সকল মিতাকে সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধায়কত্বে আর চিঠি প্যাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কত্বে প্যাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা এরপর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন। নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণলিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ :-

ক - সমাজ, খ - রাজনীতি, গ - সাহিত্য, ঘ - শিল্প, ঙ - বিজ্ঞান, চ - ব্যবসা-বাণিজ্য, ছ - ধর্ম্ম, জ - গান, ঝ - বাজনা, ঞ - ভ্রমণ, ট - আলোকচিত্র, ঠ - ডাক-টিকিট, ড - খেলাধূলা, ঢ - চলচ্চিত্র, ণ - সাঁতার, ত - বাগান করা, থ - হাঁসমুরগী পালন, দ - অভিনয়।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরূপ সাজান হয়েছে :-

সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি, ও সখের বিষয়।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৩৫১ অনিল কুমার চ্যাটার্জী – কোয়ার্টার নং – ই, এন, – ১৬, কোক ও ভেন কলোনী, দুর্গাপুর – ২ বর্দ্ধমান, ৩৯, করনীক, গ, বাগান।

৬৩৫৬ অশোক মিত্র – হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ২৮ ব্যবসা, এ মিতালি

* ৬৩৫৮ অমলেশ কুমার সরকার — Chemical Engineering Dept. University of Kansas Lawrence, Kanas 66044, U. S. A. ২৭ চাকুরী ক গ ঘ ঙ ছ জ ঝ চ

৬৩৭০ অশোক সরকার – c/o Sri Dhirendra Gh. Sarker. No. – 2, Edakhan Lane. Po. – Pattan Bazar, Ganhati – 8, Assam, ১৭ ছাত্র ঙ ঝ এ ট ঠ ড ঘ।

৬৩৭৭ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় — সিউড়ী ময়ূরাক্ষীলজ, সিউড়ী. বীরভূম, ১৮ ছাত্র, ঙ এ দ

৬৩৯০ অমল কুমার বিশ্বাস — গ্রাম ও পোষ্ট :— চাকলা, ২৪ পরগনা, ২০ ছাত্র ক খ ঙ এ ড চ ট।

৬৪০৫ অশোক কুমার সেনগুপ্ত – ক্যাপটেন, 3. Infantri Div, O. M. C. c/o 56. A. P. O, ২৬ চাকুরী ক গ চ জ এ ড থ।

৬৪১৫ অসীম কুমার কুণ্ডু — ১৭/৩ ওলাইচণ্ডী রোড, বেলগাছিয়া, কোলকাতা – ৩৭ ২২ ছাত্র, ক এ চ দ

৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়েক — হোষ্টেল – ১৬, বি, ই, কলেজ, হাওড়া – ৩ ২০ ছাত্র গ জ (কবিতা)

৬৪৪৬ অলক ঘোষ — ২১, বারোয়ারীতলা রোড, কলি: ১০, ১১ ছাত্র, এ ঠ ড

৬৩৯৭ আরতি রাহা — দুর্গাপুর – ২, ২৪ চাকুরী, খ গ জ এ ড চ

৬৪০১ আশিষ কুমার ঘোষ — No. 505. Signal unit. Air Force. c/o 56. A. P. o. ২৪ চাকুরী, খ গ জ ঝ এ ট ঠ ড পত্রমিতালি।

৬৪৩১ আশিষ কুমার সেন – c/o মধুসূদন সেন, পূর্ব বাজার, পো: – করিমগঞ্জ; কাছাড়; আসাম; ২৫ ব্যবসা; চ ঝ এ ট চ

৬৪৪২ ইন্দ্রনীল মজুমদার; c/o; ভারত চন্দ্র বৈদ্য, শক্তিগড়; বনগাঁ; ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র, খ গ এ ড চ

৬৩৮০ উমা রায় — মালদা, ৩৮ শিক্ষিকা গ ছ গ এ।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৪৩০ এস, এম. ফজলুর রহমান পোঃ ও গ্রাঃ - বড় চাঁদঘর; ে - নদীয়া ভায়া পলাশী ১০ ছাত্র ঠ ঘ পড়াশোনা।

৬৩৮৯ কাজলেন্দু চ্যাটার্জী - c/o রাজেন্দ্র কুমার চ্যাটার্জী গ্রাম - জোনপুর পোঃ কাটাগঞ্জ (কাঁচড়াপাড়া) ২৪ পরগনা ১৯ ছাত্র সববিষয়।

৬৪১৮ কমল কর — c/o **United Cycle Mart. Po. Dhekiajuli. Darrang Assam.** ১৭ ছাত্র, খ জ এ ঠ ড

৬৪৩১ কল্যাণ কুমার ঘোষ — ৩৮, গিরিশ মুখার্জী রোড, কলিঃ ২৫ ১৯ ছাত্র গ

৬৪৪৪ কনক মজুমদার - কালনা ২৮ শিক্ষিকা, বাগান করা সেলাই করা।

৬৪৪৮ কণকলতা সিংহ - কুলটী, ১৮ বেকার খ ঙ ছ জ ঝ ড ঢ থ

৬৪৪৯ কমল চ্যাটার্জী - **744. Gandhi Road Ahmedabad** ৩৫ ইঞ্জিনীয়ার ও সাংবাদিক জ গ চিত্র।

৬৩৭৪ গোপাল দাস - c/o ঋড়েশ্বর নন্দী স্কুল বাজার তামুলীপাড়া মেদিনীপুর - ১৮ ছাত্র সব বিষয়।

৬৪১৪ গৌরহরি দত্ত - c/o অনুকূল চন্দ্র পাল ২২/১ ফকির চন্দ্র ঘোষ লেন হাওড়া - ৪ ২৫ চাকুরী জ ঝ ড ঢ

৬৪৩৭ গৌতম ভট্টাচার্য্য — c/o অরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য, অচলা বালা লেন, হিউটন রোড, আসানসোল, বর্দ্ধমান ১৪ ছাত্র ঠ ড ঢ

৬৪৪১ চতুর কুমার কবিরাজ - দুবরাজপুর, বীরভূম ১৬ ছাত্র ঙ এ ঠ ড ঢ ট ভিউ কার্ড সংগ্রহ।

৬৩৬৪ জগদীশ চন্দ্র রায় - c/o বি. বি. দাস, পাত্তিকলোনী শিলিগুড়ি দার্জিলিং ৪০ ক ঙ

৬৩৭৯ জগন্নাথ গোস্বামী - ১৯ ছাত্র ক ঙ **vill – Katan. Po: Nimtala, Dt: - Midnapore**

৬৩৮৭ জয়শ্রী চৌধুরী - শিলং ১৬ চাকুরী গ

৬১৯৮ ঝুনু মোদক - নবদ্বীপ নদীয়া ১৭ ছাত্রী গ এ বাগান করা।

৬৩৮১ ঝড়েশ্বর ঝুল্কী - c/o মেসার্স অনিয় কুমার জানা এণ্ড ব্রাদার্স শংকর আড়া তমলুক মেদিনীপুর ৩০ চাকুরী ক গ ছ জ এ

৬৩৮৬ ঝর্ণা দাসগুপ্ত - যাদবপুর ২০ ছাত্রী ক গ ঙ জ এ ড ঢ ঠ

৬৪৮৭ ঝর্ণা রায়চৌধুরী - শিলিগুড়ি ১৭ ছাত্রী গ জ বাগান করা।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৩৫৪ তিমিরেন্দু বিশ্বাস — Rly. Qr. no. - T, 276 B - Emergency Colony. Po.: Katihar. Purnia. Bihar. ১৩ ছাত্র. ক খ গ ঘ ঙ ঞ ট ঠ ড ঢ চ ছ

৬৪১৮ তপন সরকার — c/o এইচ, কে, সেনগুপ্ত, রিটায়ার্ড ডি. এস. পি. কলেজ রোড, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

(প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি)

৬৪৩৮ তারাপদ দে — সেটেলমেন্ট অফিস, পুরুলিয়া ৩১ চাকুরী গ ড ঢ

৬৩৫৭ দীপ্তেন্দু শেখর ঘোষ — Orissa School of Mining Engineering. Keonjhar Orissa. ২০ ছাত্র, খ ঙ ঞ ড ঢ দ

৬৩৬৮ দেবাংশু ঘোষ — ৩০৭ - ডি, প্যাটেল হল, খড়গপুর টেকনোলজি, মেদিনীপুর, ২৪ ছাত্র, ড ঢ ঞ

৬৩৭৮ দিলীপ কুমার দত্ত — c/o Chittaranjan Dutta. Durrang. T, E, Po. - Bindukuri. Darrang Assam. ২০ ছাত্র, ক গ ঞ ড ঢ

৬৪১০ নীপা চ্যাটার্জী — কলিঃ - ৫৬, ১৫ ছাত্রী, জ সেলাই ছবি আঁকা।

৬৪১৩ নন্দদুলাল দে — মবরবা মিষ্টান্ন মন্দির, পোঃ - সিউড়ী বীরভূম, ১৮ ছাত্র, [বি কম, ৩য় বর্ষ, অনার্স] গ চ ঢ ড

৬৩২৯ নরেন রায় — সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি; দার্জিলিং, ২৯ চাকুরী, ঘ জ ঝ ঢ নাটক

৬৪৪৩ নিখিল রঞ্জন চৌধুরী — Sgt. S. N. C. O. S Mess, 501. S. U. A F c/o 56 A. P. O. ১৭ চাকরী, ড ঢ শরীর চর্চা।

৬৩৪৯ প্রশান্ত কুমার গোস্বামী — Vill & Po. Aniya, Hooghly. ১৮ ছাত্র জ ঝ গ ছ ঞ ঠ নাটক।

৬৩৫৫ প্রদীপ ভট্টাচার্য্য — ৪৬, পঞ্চাননতলা লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী ১৬ ছাত্র. খ গ ড ঢ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ছবি।

৬৩৬৭ প্রণতি তরাৎ - বাগবাসা; ২০ বেকার, ক খ জ ঝ ঞ ট ঢ

৬৩৭৬ প্রণব কুমার মণ্ডল - প্রতচী হোষ্টেল, Po: জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ১৭ ছাত্র. খ গ ঞ ত

৬৩৮৮ প্রেমনাথ মুখোপাধ্যায় - ২, সাউথ রোড, সন্তোষপুর, কলি: - ৩২, ২২ ছাত্র (এম, কম) গ জ বাণী সংগ্রহ।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৩৯৪ পুলিন চক্রবর্ত্তী - Assam Agricultural University. Hostel - no 3; Jorhat - 4. Assam. ২০ ছাত্র, গ জ ঢ আবৃত্তি, অভিনয়, মিতালী।

৬৩৯৯ পুলক দাস - c/o দেবেন্দ্র কুমার দাশ, দেবেন্দ্র ভবন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি দার্জিলিং ১৭ ছাত্র XI, জ ঝ ঞ ঙ ঠ ঢ গীটার।

* ৬৪০৬ পল্লব চক্রবর্ত্তী - Burnpur Rly Qr. no. - T - II - A. Po: - Burnpur, Burdwan. ১৮ ছাত্র চ ঠ ভিউকার্ড।

৬৪০৮ প্রভাত পাল - ১৮৮, এস, এন, রায় রোড, সাহাপুর, কলিকাতা - ৩৮, ২৪ পরগনা, ৩৫ চাকুরী, ক খ গ ঘ ঙ জ ঝ

৬৪৪৫ প্রণব শংকর চ্যাটার্জী - Scientific Asstt. Instruments Division. Meteorological Office. Poona - 5. ২৪ চাকুরী, ক ঙ ঞ

৬১৬৪ বিশ্বজিৎ দেবরায় - ১, রাম গোপাল ঘোষ রোড, কলিকাতা - ২, ২৫ চাকুরী গ ঞ ড ঢ

৬৩১৮ বাদল চন্দ্র চৌধুরী - Qr no. 47/F Type - 3, O. F. V. Estate. Po: O F Varangaon; Dt - Jalgaon; Maharastra ১৯ চাকুরী খ ছ আঁকা

৬৩৮২ বরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী - জি, এম, সপ্, দি ফোর্ট উইলিয়ম জুট কোং প্রাঃ লিঃ, ৪৭ এবং ৪৮ রাজনারায়ণ রায় চৌধুরী ঘাট রোড; শিবপুর হাওড়া ২২ চাকুরী জ ঝ ঞ ড ঢ

৬৪০২ বৃষ্টি মুখার্জী, হুগলী,

॥ প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি ॥

৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড় — c/o শিবরাম ভড়, ভোলানাথ দাস রোড, লালবাগান, চন্দননগর হুগলী ২১ চাকুরী ক গ ঙ ঠ ড জ

৬৪২২ বীরেন দাস — c/o এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার পল্লীশ্রী [এগ্রিঃ মেকাঃ] পোঃ - আরামবাগ হুগলী ২৪ চাকুরী গ

৬৪৩৬ বরুণ কুমার দত্ত — c/o গণেশ চন্দ্র দত্ত প্রধান শিক্ষক; বহুলা স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ - বহুলা; বর্দ্ধমান ২০ ছাত্র ক গ ঙ ড দ

৬৪৪০ বাসনা দত্ত — মেদিনীপুর, ১৮ ছাত্রী, গ ড হাতের কাজ।

৬৪১৯ ভারতী বসু — কলিঃ ৩৮, ২২ বেকার; ক গ জ ঝ ঞ ছ ঠ ঢ

৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য্য — রামনগর, ১৮ ছাত্রী, খ জ ঞ ঢ ত

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৩৭৫ মালবিকা গাঙ্গুলী – বেলুড়মঠ, ১৬ ছাত্রী গ জ ঞ ড ঢ ত

৬৩৮৫ মধুসূদন রায় - রসপুঞ্জ, ১৮ ছাত্র (B. Sc. 1st yr) ক খ গ ঙ ছ জ ঞ ট ঢ

॥ সংঘের অবধায়কত্বে চিঠি যাবে ॥

৬৩৯৫ মণিদীপা ব্যানার্জী - নাগপুর ১৯ ছাত্রী খ গ জ ঝ ঞ ড ঢ

৬৪১১ মনোজ দেব বর্মন - c/o অনন্ত বিজয় দেব বর্মন, কৃষ্ণনগর ঠাকুর পল্লী রোড, পোঃ - আগরতলা ত্রিপুরা ১৭ ছাত্র [১ম বর্ষ বি এস সি] ঙ ক গ ড ঞ ছ দর্শন ব্যক্তিগত চিন্তা ও আদর্শ

৬৪২৪ মোঃ কামাল উদ্দিন - গ্রাম : ছোট আলুন্দা পোঃ বড় আলুন্দা ভায়া সিউড়ী বীরভূম ১৮ ছাত্র গ জ ঢ ঘ

৬৪১১ মালা মুখোপাধ্যায় - কোলকাতা - ৫৫ ১৬ ছাত্রী ক খ চ ছ ঠ ণ থ

৬৪১৭ মায়া বসু - ২৪ পরগনা ৩৩ শিক্ষিকা জ ছ

৬৪৩৭ মঞ্জু গাঙ্গুলী - বোম্বাই - ৫২ ২৭ বেকার জ গ ঢ

৬৩৫৯ রত্না ঘোষ - বাটানগর ১৭ ছাত্রী গ জ ড ঢ

* ৬৩৬৬ রবীন্দ্র কৃষ্ণ রায় - 64 King Edward Road Coventry Cvi 5 B J England u k ২৩ ছাত্র [Production Engg] ঞ ট গল্পের বই

৬৩৮৩ রবীন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য - S P (north) Office police Office (old Reserve) Agartala Tripura ৩৫ চাকুরী ঞ

৬৩৯২ রত্না পাল – জেকা ১৭ ছাত্রী ঙ ঞ ড ঢ

৬৩৯৮ রথীন্দ্র নাথ দে - জি/৯ বাপুজী নগর যাদবপুর কোলকাতা - ৩২ ২৩ চাকুরী ট

৬৪০০ রথীন্দ্র নাথ ঘোষ - ১২৬ বাকই পাড়া লেন আলম বাজার কোলকাতা - ৩৫ ২০ ঙ ড ফুটবল।

৬৪১৫ রফি কুল ইসলাম - c/o কে আমীর হোসেন ৩৫/১ হিউটন রোড আসানসোল বর্দ্ধমান ১৯ ছাত্র গ ১ জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ দ

৬৩৫২ শংকর ব্যানার্জী - গ্রাম - বাসুদেবপুর পোঃ বাণীপুর জেঃ হাওড়া ২৯ চাকুরী গ জ ঝ ট ঠ ড ঢ মাছ ধরা।

৬৩৫৩ শান্তিরাণী চ্যাটার্জী – কলিকাতা - ৪৭ ৪৭ গৃহস্থালী ঘ ছ ঠ কৃষি

৬৩৯৬ শুক্লা চ্যাটার্জী - ঝাড়গ্রাম ২০ ছাত্রী জ ঝ ঠ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৩৬৯ শম্ভুনাথ দাস - গ্রাম - দ্বীপ পোঃ দলপত্তিপুর জেঃ হুগলী, ১৭ ছাত্র ঠ ভিউ কার্ড মিতালী।

৬১৭৬ সৈয়দ ফাউজুল কবির - বামুন্সী বর্দ্ধমান ১০ ক গ ছ ড

৬১৯৬ সমীর কুমার সাহা - ১৯ রাম কমল সেন রোড. গরিফা ২৪ পরগনা ১৬ ছাত্র ঠ মিতালি

৬৩৫৭ সৌমেন্দ্র নাথ গোস্বামী - planning & Development Civil Disign Office po: Sindri Dhanbad Bihar ২৫ চাকুরি গ জ ড ঢ ঙ ঞ

৬৩৬০ সোমনাথ দত্ত — ওয়ার্ড নং - ৫, দিনহাটা কুচবিহার, ১০, ছাত্র, ক খ গ ছ

৬৩৬২ স্বরাজ কান্তি দত্ত — c/o P B Parial - (S O) MV 17 po: Sikhpalli, Malkangiri, Koraput, Orissa ২১ ছাত্র ঢ

৬৩৬৫ প্রশান্ত কুমার ঢাক্কা — Govt Housing Estate - Block - F Flat - 4 ৩৭, বেলগাছিয়া রোড কোলকাতা = ৩৭' ২২ ছাত্র গ ট ড

৬৩৭১ সুপ্রতিম দেব — ৫/৩৩ শহিদ নগর, ঢাকুরিয়া কলিকাতা - ৩১, ১৮ ছাত্র গ ঘ ঙ ঞ ঢ ড্রইং পাথর সংগ্রহ।

৬৩৭২ সোমেশ দাস — ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, আসানসোল বর্দ্ধমান, ১৩ চাকুরী গ জ ঞ

৬৩৭৩ সিদ্ধার্থ গৌতম বসু — Satellite System Div, S S T C Po: 2 S R O Trivandrum, Kerala ২৩ চাকুরী খ গ ঙ ঞ ট ঢ

৬৪০৩ সন্তোষ কুমার বর্ম্মণ — গ্রাঃ = ভগবানপুর, পোঃ = মালিক পাড়া, জেঃ = মালদা, ১১ ছাত্র ক খ গ ছ ঢ

৬৪০৪ সিতাংশু ব্যানার্জী — B, P. Agarwalla Colony, po : - Dhansar Dt : Dhanbad, Bihar ২৬ চাকুরী গ জ ঢ

৬৪০৭ সতীনাথ দাস — ৬৬, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬, ১৫ ছাত্র, ঢ ঝ ঠ ঞ ইংরাজী ও বাংলা ভাষাজ্ঞান।

৬৪০৯ সুশান্ত সেন — ৫১।এ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬, ২১ ছাত্র,, ঙ ঞ ঠ ড ঢ

৬৪১২ স্বপন সরকার — নারায়ণ ভবন রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ ২১ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঠ ঞ ট ড ঢ ণ ত থ দ

৬৪১৩ সুভাষ চক্রবর্ত্তী — ধর্মনগর, রাধাপুর, ত্রিপুরা (নর্থ) ২৪ চাকুরী, গ শিকার, ছবি সংগ্রহ, রসায়ণ।

৬৪১৬ সমর চৌধুরী — Qrt. no. E. N. 197. [B. Zone] Coke Oven Colony. Durgapur - 2. ২৫ চাকুরী, ক খ ড ঢ

৬৪২০ সঞ্জিৎ কুমার সাহা — D/22, O. N. G. C. Colony. Sibsagar. Assam, ১৩ ছাত্র, জ ঝ ঞ ট ঠ ড ছবি আঁকা।

৬৪২৫ সন্দীপ কুমার বর — গ্রাঃ ও পোঃ - হরিপাল, হুগলী, ১০ ছাত্র, ঞ ট ঠ

৬৪২৬ সন্ধ্যা বেরা — রাঁচি, ১৮ ছাত্রী, গ ঠ;

৬৪৩৭ স্বপন কুমার বিশ্বাস — Engineer's Hostel no: 1. Room - 10. Po : - Dhurwa. Ranchi - 4. Bihar, ২৫„ ইঞ্জিনীয়ার. গ ঙ ঘ খ ড

৬৪৫০ সুজিত কুমার সেনগুপ্ত — ৮১/১ সি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৬ ২০ চাকুরী, গ জ ঠ ড ঢ

৬৩৯৩ হরি কুমার পোদ্দার — Dacca, Juelary Works. 2203, ৫৫ ব্যবসা
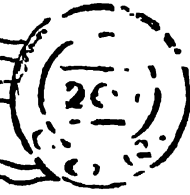
অনুরোধ—

৬৩৫৯ রত্না ঘোষ, স্কুলের ছাত্র - ছাত্রী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

মুর্গী পালনে অভিজ্ঞ মিতাদের সঙ্গে বি ১১৪১ দীপঙ্কর মাইতি পত্রালাপ করতে চান।

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এমন নারী মিতার সঙ্গে যাদের ছবি ড্রয়িং ও পত্রবন্ধুত্ব ৬৩৩৫ তপন দাশগুপ্ত পত্রালাপ করতে চান।

অবাঙালী মিতাদের সঙ্গে বি ৪৬৬৪ অরুণ কুমার ঘোষ পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক।

—::—

পত্রালাপে বিরত :-

বি ৫২২৭ সুধাংশু মজুমদার, ৬৩১৬ ইলা সেন

সংঘে আর নেই :—

৬২৭৩ বরেন্দ্র মোহন লাহিড়ী

:::

ঠিকানা পরিবর্তন

১। ৬১৫৮ বিপ্লব কুমার ব্যানার্জী, Central Jambad Colliery Bahula, Burdwan.

২। ৬১৬৭ সুভাষ চন্দ্র বসু - Sec - D - 1 Coy Eastern Command Signal Regiment, Cal - 27.

৩। ৬২৩১ মলয় দেব - 2/1, Arjungarh, new Delhi - 47

৪। ৬৩৬৪ জগদীশ চন্দ্র রায় - c/o বি, বি, দাস পাতি কলোনী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

৫। ৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়ক - Kolar Oorgaun, Mysore.

৬। ৬১২৯ হিমাংশু চ্যাটার্জী - ২২, বসন্ত বোস রোড, কলিকাতা - ২৬

৭। ৫৯২৮ NK Durga Das Roy op Sec. 1 Coy. 19 INF DIV SIG REGT. c/o 56 A. P. O.

৮। বি ৫২৭৪ রণজিৎ কুমার সামন্ত - গ্রাঃ ও পোঃ - গোপালপুর মহিষাদল, মেদিনীপুর।

৯। ৬৫৬৪ সত্যেন ভট্টাচার্য্য - B. 76 কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিঃ - ১২

সপ্তম বার্ষিক ক্ষীরোদগোপাল

আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে'র সৌজন্যে বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। এবারের বিষয় হল, রূপ সজ্জায় রতা কোন তরুণীর একক পূর্ণাঙ্গ আলোক চিত্র। ছবিটি ২০শে পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে সঙ্ঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। ছবির মাপ পাসপোর্ট সাইজ অপেক্ষা কিছু বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে আধখানা পোষ্ট কার্ডের চেয়ে যেন বড় না হয়। ছবির পেছনে প্রেরকের নাম ও সদস্য সংখ্যা অবশ্য উল্লেখ থাকবে, সভ্য সভ্যা একটির বেশী আলোক চিত্র পাঠাতে পারবেন না।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি কুড়ি টাকা, দ্বিতীয়টি দশ টাকা. পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলি লিপিমিতার উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার পর যাঁরা আলোক চিত্র ফেরৎ চান্ তাঁরা রেজিঃ খরচ বাবদ ১·৩০ পয়সার ডাক-টিকিট পাঠিয়ে দেবেন, সঙ্ঘ আলোক চিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে দেবে।

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

অনধিক ২০০০ হাজার শব্দের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনে একটি মৌলিক ছোট রচনা করে ২০শে পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে সম্পাদকের নামে সঙ্ঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি কুড়ি টাকা ও দ্বিতীয়টি দশ টাকা। কেবলমাত্র সংঘের সভ্য - সভ্যাদের রচনাই গৃহীত হবে।

প্রত্যেক মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের রচনা নকল রেখে পাঠান। কোন রচনাই পরে ফেরৎ পাঠান সম্ভব হবে না। পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা দুটি লিপি মিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

নিউজ প্রিণ্টের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা হেতু গত বৎসরের মত এ বৎসরেও লিপি-মিতা ছয়টি সংখ্যার স্থলে পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। ঐ একই কারণে বর্তমান পূজা সংখ্যাটিকে আকারে বড় করা সম্ভব হল না। সেইহেতু নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য স্থগিত রাখা হল। যথা :— ইংরাজী শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা; প্রশ্নোত্তর, লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন এবং স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা ইত্যাদি।

বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ও মুক্তি ফৌজের জন্য সাহায্য পাঠাবার শেষ তারিখ গত সংখ্যায় জানান হয়েছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ খৃঃ। ইতিমধ্যে কয়েকজন মিতা আমাদের কাছে সাহায্য বাবদ অর্থ পাঠিয়েছেন। আশা করছি আরও কিছু মিতা আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এর মধ্যে সাহায্য পাঠাবেন। লিপিমিতা পরবর্তী সংখ্যায় প্রপ্রকাশিত দাতাদের নাম ও অর্থের পরিমাণ একত্রে প্রকাশ করা হবে।

— সঃ লিঃ

:::

—: পূজার ছুটি :—

আসন্ন পূজা উপলক্ষ্যে ৮ই আশ্বিন ইং ২৫শে সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে ১৭ই আশ্বিন ১৩৭৮ ৪ঠা অক্টোবর ১৯৭১ সোমবার পর্যন্ত বিশ্বমিতালি সংঘ ও লিপিমিতার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে।

— স্বাঃ - বিঃ মিঃ সঃ

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

অগ্রাণ — পৌষ— মাঘ— ১৩৭৮

দ্বাদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

পর পৃষ্ঠায়

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,
(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

সাহিত্যাচার্য—তারাশঙ্কর

১৪ই সেপ্‌টেম্বর,—গঙ্গা যমুনার সঙ্গমতীর্থ! ঐ পুণ্যবাসরে বঙ্গ সাহিত্যের দুটি ধারার যথাক্রমে আবির্ভাব ও তিরোধান। আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রকৃতির পরম ভক্ত ও আরণ্যক জীবনের একান্ত অনুরাগী বিভূতিভূষণ, তিরোহিত হলেন মাটির পূজারী ও গণজীবনের সহমর্মী তারাশঙ্কর। একজন গেয়েছেন পথের পাঁচালী অপরজন দেবতার আসনে বসিয়ে গেছেন জন-গণকে। দুটি ধারাই প্রবাহিত হয়েছে সমান্ত-রালখাতে। উভয় প্রবর্তকই আকণ্ঠ পান করেছিলেন জগৎ ও জীবনের তীব্র হলাহল ও মধুর অমৃত।

জগৎ ও জীবনের সম্পর্কটাই হোল পথ চলার। যুগ যুগান্তর জন্মজন্মান্তর চলা - চলা - আর চলা। শেষ নেই সীমা নেই অন্ত নেই। শুধু পথের ধারে ধারে গুটিকয়েক পান্থশালা। শ্রান্ত পথিকের দল রাতে বিশ্রাম নেয় ঐসব উন্মুখ পান্থশালার বুকে। ভোরের আলো ফুটলেই আবার তারা চলতে শুরু করে।

না;—আজ দুজন নয়। প্রসঙ্গ আমার একজনকে নিয়ে, — তিনি হলেন একালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী তারাশঙ্কর — যিনি গত সেপ্‌টেম্বর নিজের দৈহিকস্থূল জড়পিণ্ডটাকে পঞ্চভূতে ফিরিয়ে

দিয়ে অমরলোকের স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চলছি বটে, তবে আজকের দিনে সমালোচনা নয়—বিশ্লেষণ নয়—বিচার নয় শুধু হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি থেকে দুচারটি রত্ন আহরণ করা,—এক কথায় বলা যায় স্মৃতিচারণ।

তাঁরসঙ্গে আমার আলাপ তিন দশকের বেশীই হবে। অবশ্য একটানা মেলামেশা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি; কারণ আমার কর্মক্ষেত্র তখন বাংলা দেশের বাইরে ছিল। তবে যখন যতটুকু তাঁর সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছি, সত্যই নিজেকে ধন্য মনে করেছি। নিকটের মানুষ যেমন তাঁর আপনার, দূরের মানুষও ঠিক তাই। সহজ সরল ব্যবহারের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব কোথাও ছিল না।

মহাকালের মহিমায় হারিয়ে যাওয়া সুত্রকে খুঁজে পেতে জোড়াতালি দিয়ে স্মৃতিচারণ করতে চলেছি তারাশঙ্করের শ্রাদ্ধবাসরে। তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপথে কখন কিভাবে পড়ি, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে তৎকালীন বংলা সাহিত্যের পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। তখন বঙ্গসাহিত্যের এলাকায় মোট চারটি দল বা গোষ্ঠী ছিল। যথা (১) কল্লোল গোষ্ঠী, (২) কালিকলম গোষ্ঠী, (৩) বিচিত্রা গোষ্ঠী, (৪) রবিবাসরীয় গোষ্ঠী। কল্লোল, কালিকলম উভয় দলই প্রগতিপন্থী, তবে কল্লোল অপেক্ষা কালিকলম একটু বেশী উগ্র. কল্লোল পরিচালিত হোত দীনেশরঞ্জন দাসের অধিনায়কত্বে, এই গোষ্ঠীতে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল ধর অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, গোকুল নাগ ভবানী মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। কালিকলম চালাতেন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত সেনগুপ্ত, রবীন মৈত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃত উদীয়মান সাহিত্যিকবৃন্দ কলকাতার উত্তরাঞ্চল ফড়েপুকুরে ছিল বিচিত্রা কার্য্যালয়। এখান থেকে উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর সম্পাদনায় 'বিচিত্রা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোত। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ বাগচী সুশীল দে প্রভৃতি। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। রবিবাসর একটি ভ্রাম্যমাণ সাহিত্যিক আসর অর্থাৎ প্রতি মাসে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিকের বাড়িতে আসর বসতো। এই আসরে সাহিত্যালোচনা ও জলযোগের ব্যবস্থা থাকত, 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা তৎকালীন সম্পাদক রায় সাহেব জলধর সেন এর সর্বাধিনায়কত্বে এই আসর চলত। তখনকার 'ভারতবর্ষ' ও প্রবাসী-র প্রবীণ লেখকবৃন্দই এই আসরে স্থান পেতেন। যেমন নরেন দেব, শৈলেন লাহা, ক্ষিতিমোহন সেন, কালিদাস নাগ,

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মণীষীগণ। এছাড়া রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীটে রঞ্জন কার্যালয়ে শনিবারের চিঠি নামীয় এক মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি ছোট গোষ্ঠীও ছিল। এই গোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন সজনীকান্ত দাস, তার সঙ্গে ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, পরিমল গোস্বামী, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ঐ গোষ্ঠীগুলিকে জড়িয়ে কয়েকটি লিটারারী কর্‌নার্ বেশ চালু ছিল। বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে গোপেন মিত্রের বাড়িতে বসতো সাহিত্য সেবক সমিতি, বৃন্দাবন পাল লেনে কর্মযোগী রায়ের বাড়ীতে বসতো আর্টিষ্ট এ্যাসোসিয়েসান্, লোয়ার সারকুলার ষ্ট্রীটে অনিল দে - র বাড়ীতে বসতো 'উদয়ণ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য বাসর। তাছাড়া সাহিত্যিকদের আড্ডা চলতো রমেশ কবিরাজের চেম্বারে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে কবি হেম বাগচীর বইয়ের দোকানে, ভবানীপুরে ফিল্‌ম্‌ল্যাণ্ড পত্রিকার অফিসের কার্যালয়ে।

তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত কল্লোল অফিস থেকে কয়েক গজ দূরে পথের উপর। তখনও তিনি সাহিত্যিকদের ভিড় ঠেলে বেড়িয়ে আসতে পারেননি একক মহিমায়, আমিও তাঁকে চিনি না, তিনিও আমাকে চেনেন না। তিনি আমার চেয়ে বয়সে বেশ কিছু বড়ো, তাই তাকে পাশ কাটিয়ে আসতে, গায়ে একটু জোরে ধাক্কা লাগাতে আমি 'sorry' বলে তার কাছে ক্ষমা চাই। আমার একটা হাত খপ্ করে ধরে বললেন 'বলো দুঃখিত'। আমি লজ্জা পেয়ে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেললাম 'Excuse me' সেই একই ভুল, অভ্যাস বশতঃ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলো বিদেশী কথা দুটো। তিনি একটু হেসে বললেন 'তুমি তো বাঙালী'। লজ্জিত কণ্ঠে জানালাম 'আজ্ঞে হ্যাঁ', পুনরায় প্রশ্ন তুললেন, 'বাপ-মাও বাঙ্গালী নিশ্চয়ই'। উত্তরে বললাম 'আজ্ঞে হ্যাঁ' তিনি এবারে বললেন, 'আমিও বাঙ্গালী„ আমার বাপ মাও বাঙ্গালী সুতরাং বাঙ্গালীতে বাঙালীতে আলাপ, বা দুঃখ প্রকাশ বিদেশী ভাষায় হবে কেন? বুঝলে এতে মাতৃ ভাষাকে অপমান করা হয়।' উনি আমার হাত ছেড়ে দিয়েছেন; এখন দুজনে মন্থর গতিতে পাশাপাশি যাচ্ছি। আমি একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললাম 'দেখুন, অনেক দিন বাংলার বাইরে; আর বেশীর ভাগ অবাঙালীদের সংগে মেলামেশা করায় প্রয়োজন অপ্রয়োজনে ইংরাজী শব্দ মুখে এসে পড়ে। বলতে পারেন এটা অনেকটা অভ্যাসের দোষ।' প্রশ্ন করলেন "বাংলার বাইরে কোথায়?' জবাবে বললাম "দিল্লী, সিমলা, অর্থাৎ গরমকালে সিমলায় শীতকালে

দিল্লী।' আবার প্রশ্ন 'সেখানে কি করা হয়।' 'সাংবাদিকতা অর্থাৎ এ - পি - তে আছি তাছাড়া একটা ইংরাজী দৈনিকের সঙে যুক্ত আছি।' পুনরায় প্রশ্ন 'গমন কোথায়?' উত্তরে জানালাম 'এই সামনে কল্লোল অফিসে যাচ্ছি শৈলদার সংগে একটু দরকার আছে।' এবারে তারাশঙ্করের কণ্ঠে আগ্রহের সুর ফুটে উঠল। লেখক শৈলজানন্দের সংগে ও বুঝেছি, তুমি কল্লোল কাযালয়ে চলেছ। চলো, আমও যাচ্ছি।'

সামনেই কল্লোল অফিস, গুটি কয়েক সাহিত্যিক ও তাঁদের ভক্তরা বসে খোস-গল্প চালাচ্ছেন, শৈলদা ছিলেন না। এক প্রবীণ সাহিত্যিক খুব সম্ভব পবিত্রদা অর্থাৎ পবিত্র গাংগুলী হবেন। তারাশঙ্করকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানালেন। খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে বিভূতিভূষণও সেখানে ছিলেন। তার পাশে গিয়ে আম আসন নিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শৈলদা এলেন, তিনিই তারাশঙ্করের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই চাক্ষুস আলাপের পূর্বে তাঁর খান দুয়েক বই আমি পড়েছি; চৈতালীঘূর্ণি ও রাইকমল। বলাবাহুল্য তাঁর দুইখানা বই - ই আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেদিনকার সেই সাক্ষাৎ আলাপে নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে হয়েছিল। পথের প্রথম আলাপে তাঁর মাতৃভাষার প্রতি গভীর প্রীতি ও অসীম শ্রদ্ধা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারিনি।

পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হতে বেশী বিলম্ব হোল না। বয়োকনিষ্ঠদের অনেকেই তাঁকে তারাদা বলে ডাকতেন। আমি তাঁকে শঙ্করদা বলে ডাকতাম। সবেতেই তিনি রাজী, একদিন তিনি বিদ্রুপ করে বললেন 'কেউ কাঁচা ধরে টান মারে, কেউ কোঁচা ধরে, তুমি একেবারে মাঝখানে ধড়টা ধরে টান মেরেছ, হেসে বলেছিলাম 'শঙ্কর আগে অর্থাৎ আদি ও অকৃত্রিম তারপর তারা।' ব্যাস, আর যায় কোথা, একটু ক্ষেপিয়ে দিতে পারলেই হোল। শুরু হয় বক্তৃতা 'দু পাতা ইংরাজী পড়ে দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভুলতে বসেছ। Old Testament - এ আদম ঈভের গল্প নিশ্চয় জানা আছে। ওরা পুরুষের বুকের পাঁজরা ভেঙে নারী সৃষ্টি করলে। কিন্তু আমাদের পুরুষ ও প্রকৃতি এক ও অভিন্ন, আরো ভালোভাবে বলতে গেলে ওরা পরস্পরের পরিপূরক। তোমরা আধুনিক - নিজেদের ঘরতো ভাঙছই, দেবদেবীদেরও ভেন্নো হাঁড়ি করে দিচ্ছ। তাঁর সব কথাকেই যে মানিতাম এমন নয়, তাঁর স্বাজাত্যবোধ ও স্বধর্মে অগাধ বিশ্বাস আমার হৃদয়কে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পূর্ণ করে তুলেছিল।

শঙ্করদা মাঝে মধ্যে কল্লোল মজলিসে যোগদান করলেও গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। উপরন্তু একটু এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করতেন।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে এই এড়িয়ে চলার কারণটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম. তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন ওরা দেশের সাহিত্যকে কলা দেখিয়ে বিশ্বসাহিত্যে মেতে উঠেছে। বুঝিনে ওদের ভাবভাষা।

কল্লোল পত্রিকায় তখন ফ্রানসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রোমাঁরোঁলার জঁ্যাক্রিস্তফ্ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল অনূদিত হয়ে। অনুবাদক ছিলেন গোকুল নাগ। (ঐতিহাসিক কালিদাস নাগের ভাই) আমি বললাম, 'আমাদের সাহিত্যে বিশ্বজনীন আবেদনের একান্ত অভাব অর্থাৎ ক্লাসিকের কোন উপাদান থাকে না; সেই কারণে কিছু বিশ্বসাহিত্য অনুবাদ করে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে, এর দ্বারা বাঙ্গালী সাহিত্যিকের বিশ্বসাহিত্যের উপাদান কিছু সংগ্রহ করতে পারবেন এবং একদিন বঙ্গসাহিত্য বিশ্বের দরবারে উপযুক্ত সমাদর লাভ করবে।' শংকরদা যা বলেছিলেন তার সারমর্ম্ম এই রকম, — 'বিশ্ব সাহিত্যকে আমি হেয় করছি না। আমার কথা হোল একটু চেষ্টা করলে ও যত্ন নিলে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে রূপ দেওয়া যেতে পারে। তোমাদের ধারণা এ দেশের সাহিত্য আঞ্চলিক, তার পাত্র-পাত্রীর বিশেষ এক সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ এমন কি বিশেষ এক যুগ বা কালের দ্বারা।

এটা ঠিক যে, প্রায় অধিকাংশ সাহিত্যিক স্থান কাল পাত্র ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত এবং সেইভাবেই তাঁর রচনাকে রূপায়িত করে থাকেন কিন্তু স্থান কাল পাত্র ও সংস্কৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন থাকা সত্ত্বেও এক জায়গায় এর মিলন ও সমন্বয় আছে, সেটা হোল মানবতাবোধ, মানবিক চেতনা, মানসিক প্রগতি ও মননশীলতা। যে কোন আঞ্চলিক সাহিত্যের মধ্যে ঐ উপাদানগুলির যে কোন একটিকে লক্ষ্য রেখে সুষ্ঠু রচনা করতে পারলে নিশ্চয়ই তা ক্লাসিক হয়ে উঠবে। বিশ্বসাহিত্যে বাছাই করা বই বাংলা ভাষায় অনূদিত হোক আমি তা চাই কিন্তু তার নিজস্ব ভাব ও বাগভঙ্গি বজায় রেখে অনুবাদ করতে হবে। যেমন ধরো ভিক্টর হুগোর 'লা মিজ্যারেবল্' ফরাসী ভাষায় লেখা, তার ইংরাজী অনুবাদ আছে। আমরা যদি সেই ইংরাজী থেকে বাংলায় তর্জমা করে অর্থাৎ অনুবাদের অনুবাদ করে তা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি তাতে 'লা মিজ্যারেবলের' গল্পাংশটুকু পাওয়া যাবে প্রাণ পাওয়া যাবে না। আমি চার্লস্ ডিকেন্সের কয়েকখানি বইয়ের অনুবাদ দেখেছি; সেকস্পীয়ারের "হ্যামলেট ও ম্যাগবেথের' অনুবাদ পড়েছি, ঐগুলো আমার কাছে প্রাণহীন বলে মনে হয়েছে। দুনিয়ার রসিক সমাজে ফরাসী সাহিত্যের নাম - ডাক আছে।

যিনি যথার্থ সাহিত্য রসিক হবেন তিনি

ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে তার সত্যকারের রসটুকু উপভোগ করতে পারবেন। এই সঙ্গে আর একটা কথা বলি যে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে সকল গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি স্থান পেয়েছে আর কারও নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন আরও দু'চারজন সাহিত্যিক আছেন যাঁদের গল্প উপন্যাস অঞ্চল বিশেষে সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখা হলেও বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত। যেমন ধরো —বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', এমনি আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। আমাদের মধ্যে দু'চারজন যদি ঐগুলির সুষ্ঠু অনুবাদ করে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করতে পারেন তাহলে বাংলা সাহিত্যে সত্যকারের উন্নতি হবে। যে রচনাকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নতি করতে হবে তা হবে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি দোষমুক্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাসও বিশ্বজনীন হতে পারে যদি তা নির্ভেজাল তথ্যের মাধ্যমে কাহিনীতে সুন্দরভাবে রূপায়িত করা যায়।'

তাঁর সঙ্গে আমার এইভাবে বহুস্থানে সাহিত্যকে অবলম্বন করে অনেক কিছু আলোচনা হোত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট উদার ও মুক্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কোন দেশের জনপথ ও জনগণ এক ও অখণ্ড। জনপদের আত্মাই মূর্ত হয়ে ওঠে জনগণের মধ্যে। গণজীবনে জনপদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী, তাই তিনি তাঁর সাহিত্যে গণজীবনের ঐতিহ্য সমাজ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন জনপদে ইতিহাসের মাধ্যমে। তাই তাঁর সাহিত্যে জনগণ ও জনপদের অখণ্ড রূপ আমাদের চোখে ধরা দেয়। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের এই অবদান অভিনব ও অভিনন্দনযোগ্য।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই রুক্ষ রাঙ্গামাটির দেশ বীরভূমের এক গণ্ডগ্রাম লাভপুরে সাধারণ এক জমিদারের ঘরে তারাশঙ্করের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ৭৩ বৎসর বয়সে কলকাতা মহানগরীর কোলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সাহিত্যের সিংহদ্বার প্রথম উদ্ঘাটিত হয় 'চৈতালী ঘূর্ণি' - র সৃষ্টির মাধ্যমে, আর তাঁর দেহদীপ চির নির্বাসিত হোল 'চৈতালী ঘূর্ণি''র আলোড়নের মধ্যে। আজ তাঁর মহাপ্রস্থানের পথের দিকে তাকিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি, হে গণদেবতা ও জনপদের সাহিত্যাচার্য, তোমার সার্থক সৃষ্টি দেশ ও দশের অন্তরাত্মায় প্রভাব বিস্তার করুক। জাতীয় জীবন সমস্ত সংকীর্ণতা, কলুষতা, দীনতা দূর করে ধন্য হয়ে উঠুক!

ওঁ শান্তি!

—::—

অতুল প্রসাদের-

জন্ম শতবর্ষ

প্রসিদ্ধ কবি, গীতিকার ও সুরকার অতুল প্রসাদ সেনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল গত ২০শে অক্টোবর, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে। ঠিক ১০০ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭১ সালের ২০শে অক্টোবর তিনি ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে মাতামহের বাড়ীতে পৃথিবীর আলো-বাতাসের প্রথম স্পর্শ লাভ করেন। সেখান থেকে এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ আরম্ভ করেন, এখান থেকেই তিনি বিলেত যাত্রা করেন এবং ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এরপরে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করেন। এই তাঁর জীবনের গোড়াকার ইতিহাস।

গান রচনা ও গান গাওয়ার ধারা তিনি পিতামহ ও মাতামহ উভয়ের বংশধারা থেকে জন্মসূত্রে লাভ করে ছিলেন। যখন তাঁর বয়েস বারো - তেরো হবে। তখন খেয়াল খুশিমত দু' একটি গান সংগোপনে রচনা করেছিলেন। সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হোল ১৮৯৫ সালের কলকাতার এক চায়ের আসরে। সেই আসরের মধ্য মণি ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কবির ভাগ্নী সরলাদেবী নবীন ব্যারিষ্টার অতুল-প্রসাদকে সেই সভায় টেনে নিয়ে আসেন; তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ। সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক গীতিকার, সুরকার ও গায়কের দল। গুরুদেব স্বরোচিত দু' একখানি গান গাইবার পর অতুলপ্রসাদের এক বন্ধু কবির সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেন এবং অতুল-প্রসাদ যে গান রচনা করেন ও গাইতে পারেন এই সংবাদটিও জানাতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ অতুলপ্রসাদকে গান শোনাতে অনুরোধ করেন, লজ্জা, ভয় ও সংকোচে বিব্রত অতুলপ্রসাদ কোনরকমে স্বরচিত একটি গান গাইলেন। ব্যাস্, আর যায় কোথা, জহুরী জহর চেনেন, — রবীন্দ্রনাথও অতুল-প্রসাদকে চিনে নিলেন এবং তাঁকে পরম আত্মীয়ের মত অন্তরঙ্গ করে নিলেন। বিশ্বকবির পূত সঙ্গলাভে অতুলপ্রসাদের প্রতিভার সিংহদ্বার সহসা উন্মোচিত হল। তারপর তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গান রচনা করতে শুরু করেন। শুধু রচনা

নয়, তার সঙ্গে সুরারোপ এবং সুকণ্ঠে গাওয়া শুরু হয়ে গেল। অতুলপ্রসাদ খুব বেশী গান রচনা করতে পারেন নি; সংখ্যায় হবে মোট ২০৬টি। কিন্তু প্রতি গান সুখ্যাতি লাভ করেছে। এত অল্প গান লিখে এত বেশী খ্যাতি লাভ করা সংগীত ইতিহাসে বিরল।

রবীন্দ্রযুগে জন্মলাভ করে এবং তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবের গণ্ডীতে থেকেও অতুলপ্রসাদ স্বকীয় ধারায় গান রচনা করে গেছেন এবং নিজস্ব ঢঙে সুর দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ দুজনেই একাধিক সুর মিশিয়ে গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন। যেমন আশাবরীর সংগে ভেঁরো, কাফির সঙ্গে পিলু এমনিভাবে। কিন্তু এই মিশ্রণে ওস্তাদী রেওয়াজ অনুসৃত হয়নি, বাণীর ভাবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে লৌকিক ঠাটের সঙ্গে মেশানো হয়েছে। অতুলপ্রসাদের গানে কীর্তন - বাউলের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর খোঁচ পাওয়া যায়, গানগুলি তাই এক স্বতন্ত্র মধুর রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতুলপ্রসাদের বেলাতেও ঠিক তাই, অতুলপ্রসাদের অধিকাংশ গানই হোল রাগাশ্রয়ী। তিনি খাম্বাজ ও ঝিঁঝিট রাগের ভক্ত ছিলেন। তাই তাঁর অধিকাংশ গানের ঐ দুটি রাগের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনিও দু - একটি দেশাত্মবোধক গানে পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সুর প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। বাংলা গানে ঠুংরী ও গজলের চলন অতুল প্রসাদই প্রথম করেন।

তিনি যে কোনদিন কলকাতায় বা লক্ষ্ণৌ-তে ওস্তাদ রেখে গান শিখেছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংগলাভের সৌভাগ্য আমার বার দুয়েক হয়েছিল। সেই দুবার সাক্ষাতের মধ্যে যেটুকু জেনেছি ও বুঝেছি তাই নিবেদন করতে চাই। পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে অতুলদা বলে সম্বোধন করতেন; আমিও তাঁকে এই সম্বোধনে মুগ্ধ করেছিলাম।

রাগ - রাগিণীর চাল - চলন নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাতেন বলে মনে হয়নি। অতুলদা মূলতঃ ছিলেন সংগীত - অনুরাগী, সমঝদার শ্রোতা যে কোনও গান একবার শুনলে তার সুর ওঁর মনে বসে যেত, আর শুনতেনও প্রচুর। লখনউয়ে মাইফেল তখন চলত হরদম, প্রায় সর্বত্র তিনি হাজির; আর তাঁর নিজের বাড়ীতে তো গানবাজনার আসর লেগেই থাকত। সেখানে আসতেন কারা! ওস্তাদ ভৈয়াদ খাঁ - সাহেব, মথুরার, এনায়েত খাঁ, নাদিয়া চন্দন

চৌবে, আলাউদ্দিন খাঁ, রামপুরের সরোদিয়া ফিদা হোসেন, ঠুংরী গায়িকা অচ্ছন বাঈ, দিলীপ কুমার রায়, টপ্পা গায়ক কালীপদ পাঠক অর্থাৎ সেকালের সংগীত - রত্নদের বিশেষ কেউ বাদ যাননি, রবীন্দ্রনাথও এসেছেন। এছাড়া আসরে উপস্থিত থাকতেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহ অনেক সংগীত-বোদ্ধা. অতুলদার কান ছিল প্রখর। শ্রুতি আর স্মৃতি সমার্থক তাঁর ক্ষেত্রে, তার পরেও কথা আছে, অতুলদা সংগীতের কারিগর ছিলেন না, ছিলেন স্রষ্টা, স্বভাব কবি অতুলদার সুর - রচনার প্রতিভাও যেন সহজাত।

অতুলপ্রসাদের গীতকাব্যকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হোল জাতীয় সংগীত, দ্বিতীয়টি ভক্তিমূলক গান আর তৃতীয়টি মানস প্রকৃতির সংবেদনশীল গীতি-মাল্য, তিনি কোনদিন যাত্রা, থিয়েটার বা গ্রামোফোনে গাইবার জন্য কোন গান রচনা করেন নি। তাঁর গানের প্রথম প্রচার করেন শ্রীদিলীপ কুমার রায়। (মণ্টুদা) দিলীপকুমারকে সাহায্য করেছিলেন অতুলদার ভগ্নী শ্রীমতী সাহানা দেবী। প্রকৃতপক্ষে দিলীপকুমার ও সাহানা দেবীর ঐকান্তিক চেষ্টাতেই সারা বাংলায় তাঁর গান ছড়িয়ে পড়ে এবং আপামর জনসাধারণের মন কেড়ে নেয়। পরে গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া শ্রীমতী রেণুকা দাসগুপ্তের উদাত্ত কণ্ঠ 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' ও 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো' প্রতিটি শ্রোতাকে তন্ময় করে দিয়েছেন। কয়েকজন আগ্রহী তরুণ তরুণীকেও তিনি তাঁর গানের সুর সযত্নে শিখিয়ে দিয়েছেন। এঁদের অনেকেই আজ সঙ্গীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, এঁদের কয়েকজন হলেন সর্বশ্রী কুমুদেশ সেন, বিনয় ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, রেণুকা দাসগুপ্ত প্রভৃতি।

বিজ্ঞজন মাত্রই জানেন অধিকাংশ সাহিত্যিক বা শিল্পীর সৃষ্টিতে তাঁর ঘরোয়া বা ব্যক্তিগত জীবনের বেশ কিছু ছাপ পড়ে। রবীন্দ্রনাথেরও পড়েছিল। অতুল-প্রসাদেরও পড়েছে। তাই এখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সামান্য কিছু আলো-চনা করতে চাই।

একটু আগে থেকেই শুরু করা যাক্। অতুলপ্রসাদের পিতা বাংলা ইংরাজী ফার্সী উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ঢাকার এক স্কুলে শিক্ষকতার কাজ আরম্ভ করেন। পরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কাজ ছেড়ে দেন এবং রিক্ত হাতে কলকাতায় চলে আসেন। কেমন করে জানা নেই। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুনজরে পড়েন। তাঁর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে কলকাতায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেন। যথাসময়ে তিনি চিকিৎসক হয়ে বেরিয়ে আসেন এবং দেশে গিয়ে প্র্যাক্‌টিশ শুরু করেন। এরপর তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী ফেরে এবং অতুলপ্রসাদকে বিলেতে পাঠিয়ে যোগ্য আইনজীবী করতে সক্ষম হন।

অতুলদা দেখতে ছিলেন লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, তিনি খুশী খেয়াল মতো যখন যা পড়তেন তাতেই তাঁকে মানাত। আদালতে যখন যেতেন তখন প্যান্টকোট পরা নেকটাই বাঁধা পুরোদস্তুর সাহেব। আবার যখন কোন অবাঙ্গালী মাইফেল বা মজলিশে যেতেন তখন পরণে চোস্‌ত পায়জামা, পাঞ্জাবীর উপর জোব্বা ভারী সুন্দর মানাত, ধুতি চাদর পাঞ্জাবীতেও তাঁকে চমৎকার দেখাত। যখন তিনি ইংরাজী বলতেন, বিলেতী কায়দায় নিখুঁত অ্যাক্‌-সেণ্ট্‌ দিয়ে অনর্গল বলতে পারতেন। হিন্দি উর্দুতেও ঠিক তাই।

তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। মজলিসী মানুষ হয়েও তিনি মাঝে মাঝে অবসর মত বেড়িয়ে পরতেন হয় কোন হিমালয়ের নির্জন প্রত্যন্ত প্রদেশে নতুবা পুরীর সমুদ্র সৈকতে। এইভাবে তিনি একবার ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ও সি, এফ এন্‌ড্রুজের সঙ্গে কুমায়ুন প্রদেশের এক পাহাড়ে গিয়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্ণৌয়ের বাড়ীতে দেখেছি চমৎকার গোলাপবাগ। প্রত্যহ সকালে তিনি মালীর সঙ্গে গোলাপবাগের পরিচর্যা করতেন।

এতসব থাকা সত্ত্বেও একটি জায়গায় তাঁর মস্ত ফাঁক ছিল। জানি না কি কারণে তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। হয়ত এই কারণেই তাঁর বেশীর ভাগ গানে একটা চাপা বেদনার রেশ শ্রোতার প্রাণের তারে ঘা মারে; সুরেও তার যেন একটা প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে। 'কত গান তো হলো গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়াও' কি গভীর হতাশা অন্তরে দোলা দেয়। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা তাঁরই রচিত এক গানের বাণীতে চমৎকার ফুটে উঠেছে 'মোদের গরব মোদের আশা - আ মরি বাংলা ভাষা।'

তিনি কেবল সার্থক কবি, গীতিকার ও সুরকার ছিলেন না, ঐসঙ্গে দেশভক্ত, আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ্‌, সদালাপী, সুরসিক ও দানবীরও ছিলেন। লক্ষ্ণৌ - বিশ্ববিদ্যালয় যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অতুলপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। বাংলার বাইরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন লক্ষ্ণৌতে তিনিই শুরু করেন। নিজে খেতে পারতেন,

অপরকেও খাওয়াতে ভালবাসতেন. হাসতেন, হাসাতেন, ভাবতেন ভাবাতেন, গাইতেন গাওয়াতেন, — সামাজিকতায় তাঁর তুলনা মেলা ভার।

অতুলদার কথা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ তরী'। সুতরাং এইখানেই থামতে হচ্ছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট লক্ষ্ণৌতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ তাঁর জন্মলগ্নে শতাব্দীর চক্রতীর্থে এসে আমরা পৌঁছেছি। এই তীর্থের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাই, হে গীত-বিতানের পিকরাজ — হে কাব্যকুঞ্জের মধুকর — হে সুরলোকের স্বর্ণবীণা — হে অমরাবতীর অমৃত সন্তান আমাদের শ্রদ্ধা-বণত প্রণতি গ্রহণ করো! রোগ - শোক - দারিদ্র জর্জ্জরিত বাঙ্গালীর হৃদয়ে তোমার গানের সুরধ্বনি বহিয়ে দিয়ে যুগে যুগে তাকে সান্ত্বনা দিও, আনন্দ দিও, অমৃত-লোকের সন্ধান দিও।

অয়নান্ত

— বীরেন চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া

রবি উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো, তুই ঠিক বলছিস তো দিলু, আটটার পর দোকান বন্ধ? সব শালাদের আমি একবার দেখে নোব। রাত দশটা পর্যন্ত দোকান খুলে রাখছে!

রাত আটটা বেজে পাঁচ। পঞ্চানন মুদীর দোকানে রবি প্রবেশ করলো। বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে পঞ্চানন তখন হিসাব মেলাতে ব্যস্ত। পায়ের শব্দে মাথা তুলে তাকাতেই পিত্তি জ্বলে গেল। এই ব্যক্তি-

রেও বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটার হাত থেকে রেহাই নেই! এই তো বিকেলে এক আনা পয়সা দিয়ে তিন আনার চানাচুর নিয়ে গেছে, এরই মধ্যে আবার এসেছে জ্বালাতে! পঞ্চাননের মুখে বিরক্তির চিহ্ন রবির দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গলার স্বরে যতোটা সম্ভব গাম্ভীর্য এনে বললে,, দোকান বন্ধ করো। হিসেবের খাতা নামিয়ে রেখে পঞ্চানন চোখ কুঁচকে এমনভাবে রবির দিকে তাকালো যেন এর চেয়ে বিস্ময়ের কথা জীবনে আর কখনও শোনে নি। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু পঞ্চাননের বিস্ময়ের ঘোর আর কাটছে না। রবির দিকে চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। ছোঁড়াটার অনেক দৌরাত্ম্য সে সহ্য করেছে। প্রথম দিকে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু বিজ্‌নেস করতে গেলে ও-রকম একটু আধটু নাকি সহ্য করতেই হবে। তা সহ্য সে করেছে। কিন্তু এ আবার কি আটটা বাজতে না বাজতেই দোকান বন্ধ করতে হবে? এমন কথাতো সে বাপের জন্মেও শোনেনি।

কি হলো, কথা কানে গেল না বুঝি? এতোক্ষণে পঞ্চাননের মুখে কথা সরলো, দোকান বন্ধ করবো মানে?

মানে জানতে চাইলে ডিক্‌সনারী ছাখো। আটটা বাজলে দোকান বন্ধ করতে হবে।

কেন শুনি!

এটাই আইন।

পঞ্চাননের আর ধৈর্য্য থাকলো না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো, দোকান চালিয়ে চুল পেকে গেলো, তুমি কোন্ লাটের বাঁট এসেছো হে আমাকে আইন শেখাতে? মুরোদ থাকে, থানায় যাও।

উত্তেজনার কোন ভাব না ফুটিয়ে রবি বললো, আচ্ছা দোকান বন্ধ করতে হবে না, এদের ছেড়ে দাও। কর্মচারী দুজনের প্রতি ও ইঙ্গিত করলো, তারপর মালিকের অনুমতির অপেক্ষা না করেই ওদের আদেশ দিল, যাও, তোমরা বাড়ী চলে যাও।

এবার পঞ্চাননের আর এক দফা অবাক হবার পালা। এ সমস্ত কি দেখছে সে! আজ তিরিশ বছর ধরে দোকান চালিয়ে আসছে। কতো লোককে চাকরীতে বহাল করেছে, আবার এক কথায় ছাঁটাই করেছে। আর আজ কিনা তারই কর্মচারীদের ছুটি দেবার মালিক হলো পাড়ার একটা বাউণ্ডুলে ছোক্‌রা!

কিন্তু পঞ্চাননের থেকেও শোচনীয় অবস্থা

তার কর্মচারী দু'জনের। রবির কথায় চলে গেলে কালকে আর দোকানে ঢুকতে হবে না। অনুমতির জন্য মালিকের মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু ওদের মালিক তখনও রবির দিকেই চেয়ে আছে।

রবি আবার ধমকে উঠলো, বলি এখান থেকে যাবে না পাড়ায় আসা বন্ধ করতে হবে ?

ওরা রবিকে চিনতো। তাই আর কাল-ক্ষেপ না করে বেরিয়ে গেলো।

রবি এবার একে একে অন্যান্য দোকানে ঢুকলো। সকলের কাছেই ওর এক বক্তব্য, হয় দোকান বন্ধ করো, নয় কর্ম্মচারীদের ছেড়ে দাও। রবি সকলের কাছেই পরিচিত। কাজেই মৃদু প্রতিবাদ করে সবাই শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করলো।

দুদিন পরে রবির কানে এলো, দোকানের মালিকরা ওর পেছনে গুণ্ডা লাগাচ্ছে। খবরটা দিলুই এনে দিল। রবি তেমন আমল দিতে চাইলো না। তবু দিলু ওকে সাবধান করে দিলো।

রাত এগারোটায় একটা হাফ্ প্যাণ্ট আর গেঞ্জী গায়ে দিয়ে র'ব রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে রইলো। দেখা যাক্ কে এমন বাপের ব্যাটা আছে, রবি দত্তর গায়ে হাত দেবে। বও দাদা বোঝাতে এলেন, এ্যাই রবি কি পাগলামী করছিস্, যদি পেছন থেকে এসে মেরে দ্যায় ?

বুঝবো ওদের সাহস নেই।

অগত্যা বৌদিকেও রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হলো। হাত ধরে রবিকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন। রবি জোর প্রকাশ করলো না, কিন্তু গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে বাড়ী গেলো।

কদিনের মধ্যে কিছুই ঘটলো না। রবি দিলুকে ডেকে বললো, দেখলি তো শালাদের মুরোদ। আরে রবি দত্তর গায়ে হাত দেবে সে শর্মা এখনও জন্মায়নি। দিলু কোন উত্তর দিল না।

দিলু যে গুজব ছড়ায় নি, অনতি-বিলম্বেই তার প্রমাণ মিললো। হঠাৎ একটা খাম এলো রবির দাদা বিজয় দত্তের নামে। ভেতরে ছোট একখানা কাগজে পেন্সিলে লেখা, গৃহকর্ত্তাকে সাবধান করে দেওয়া যাচ্ছে যে কোন মুহূর্ত্তে রবি দত্তর লাশ পড়ে যেতে পারে। নীচে বড়ো করে লেখা 'সাবধান'।

বিজয় দত্ত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফার্ম্মের কর্মী।

সেই সুযোগেই স্বল্প ভাড়ায় গভর্ণমেন্ট ফ্ল্যাটটা পেয়েছেন। নিজে ছাড়াও বউ রয়েছে, প্রায় অথর্ব মা রয়েছে আর রবি তো আছেই। পিতৃহীন ছোট ভাইকে তিনি স্নেহ করতেন, কিন্তু রবি যে বাড়ীর কোন কাজ পর্যন্ত করে না, তার জন্য বিরক্ত বোধ না করেও পারেন না। উপরন্তু চিঠিটা পেয়ে তার ক্রোধ আর উদ্বেগের সীমা রইলো না। রবিকে ডেকে চিঠিটা দেখালেন। চিঠিটা পড়ে রবি দাদার হাতেই ফিরিয়ে দিলো। ওর এই নির্বিকার ভাব বিজয় দত্তর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিলো। গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলে উঠলেন, বুড়ো ধাড়ি ছেলে, দাদার ঘাড়ে বসে খাচ্ছিস, একটা কাজের নাম নেই, এবার কি তোর জন্য আমাকে পথে বসতে হবে।

আগের মতোই নির্লিপ্ত ভাবে রবি জবাব দিলো, তোমাকে আগে বলেছি বাড়ির কাজ আমার দ্বারা হবে না। চাকরীর জন্য চেষ্টা করছি, পাচ্ছি না, আমার দোষ? তোমার না পোষায় তাড়িয়ে দাও।

তাড়িয়ে দেবার কথা আমি বলেছি।

ও তাহলে তো আবার লোকের কাছে প্রেসটিজ্ থাকবে না। প্রেসটিজ্ পানক্-চারের ভয়ে বাড়ী থেকে তাড়াবে না, আবার উঠতে বসতে খোঁচাবে, ওসব চলবে না।

বিজয় দত্ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, স্ত্রীর কাছে ধমক খেলেন, আঃ! চুপ করো তো, ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করছো, লোকে কি ভাবছে?

বিজয় দত্ত ভেবেই পান না রবিটা হঠাৎ এ রকম হয়ে গেলো কি করে।

আগে একদিন বলে ছিলেন, চাকরী পাচ্ছিস না, দিন রাত আডডা না মেরে স্কুল ফাইন্যালটা দিয়ে ফ্যাল্ না।

রবির উত্তর — এম, এ, এম, কম, পাশ করে সব ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমি ইসকুল ফাইন্যাল পাশ করলেই সব বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে চাকরী দেবে?

দরজার বাইরে দিলুর গলা শোনা গেল। রবি বেরিয়ে আসতেই দিলু জানতে চাইলো, কিসের গণ্ডগোল হাচ্ছল রে?

ওই রেগুলার যা হচ্ছে। কাজ না করে বসে আছি বলে বড়দার ক্যাচ্‌কেচি। কারা আবার আমার লাশ ফেলে দেবে বলে বড়দাকে চিঠি দিয়েছে।

দিলুকে একটু চিন্তিত দেখালো। আস্তে

আস্তে বললো, তোকে একটা কাজের অফার দিতে পারি। মান্থলি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পাবি।

রবি একেবারে লাফিয়ে উঠলো। ঠিক বলছিস্ তো, গুল্ মারছিস্ না?

দিলু গাংগুলী কখনও গুল মারে না। গুলি মার্। কাজটা কি বল্।

তুই আমাদের পার্টি'তে চলে আয়।

রবি কিছুটা দমে গেলো। পার্টি'তে যেতে হবে! ও সব মার্কসবাদ, লেনিনবাদ তো আবার মাথায় ঢোকে না।

ও - সব তোর দরকার নেই। তুই তো আর ময়দানে লেকচার দিচ্ছিস্ না যে এই সব Theory নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। পারটির কাজ করবি, মাইনে নিবি। টুলুদা তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।

টুলুদা কে?

চিনিস্ না, আমাদের পারটির লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারী কমরেড টুলু বোস্?

আমাকে চিনলো কি করে?

আমি বলেছিলাম তোর কথা।

যাব বলছিস্ - রবির দ্বিধা কাটে না।

না যাবার কি হয়েছে? আমরাও তো যাচ্ছি। রবির গায়ের সঙ্গে আরও একটু ঘন হয়ে বললো, আর বুঝছিস না কেন আমাদের পারটি তোকে Support দিলে পঞ্চানন ওরা তোর পেছনে লাগতে সাহস করবে?

পঞ্চাননদের নিয়ে রবি মাথা ঘামায় না, কিন্তু একসঙ্গে পঞ্চাশ টাকা! অনেক ভেবেও রবি লোভ সামলাতে পারলো না।

একটা পুরনো বড়ো বাড়ীর সামনের হলঘরে পারটি অফিস। বাইরে মাথার ওপর লাল ফ্ল্যাগ উড়ছে। দেওয়ালের গায়ে শোষিত জনগণের মুক্তির বিভিন্ন পথের নিশানা উৎকীর্ণ। ঘরের ভেতরে কমরেড টুলু বোস। সঙ্গে আরও কয়েকজন। দিলুই পরিচয় করিয়ে দিল। টুলুদা এই যে রবি, যার কথা বলেছিলাম।

রবিকে সাদরে গ্রহণ করে একটি ছোট-খাটো বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন কমরেড টুলু বোস। সে বক্তৃতার সারমর্ম — দেশের বর্তমান সামাজিক - অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। যতোদিন পর্যন্ত না মেহনতী মানুষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে ততদিন আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আর সে সংগ্রামে রবির মতো সাহসী ছেলেদেরই তো নেতৃত্ব দিতে হবে। বক্তৃতা থামিয়ে বললেন, Don't

চূড়ান্ত পরীক্ষায় রবি উত্তীর্ণ। কমরেড টুলু বোস বুঝিয়ে দিলেন, প্রথম দিকে অনেক কাজই হয়তো অপ্রিয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে মুক্তির সংগ্রামে ভাবাবেগের কোন স্থান নেই। আর পার্টির নির্দেশ তথা জনগণের নির্দেশ অমান্য করার পরিণাম কি সে সম্পর্কে আভাষ দিতেও ভোলেন নি। কমরেড টুলু বোস আরও বলেছিলেন, নরহত্যা পাপ তখনই, যখন সেটা নিছকই হত্যা। কিন্তু যেখানে হত্যার পেছনে রয়েছে আদর্শ, রয়েছে শোষিত জনগণের মুক্তির প্রশ্ন, সেখানে শ্রেণীশত্রুর শেষ রাখলে চলবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি দেশের উদাহরণও টেনেছিলেন। রবি ওর নেতার কথার মূল্য রেখেছে।

অনেক পরে পুলিশ এসে পড়ে থাকা মৃত দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেলো।

পার্টিতে রবির মর্যাদা আগের থেকে অনেক বেড়েছে, কিন্তু যে রক্তের দাগ একবার হাতে লেগেছে তা আর মুছলো না। শিবদাস শঙ্করের মতো শ্রেণীশত্রু তো আরও রয়েছে, কিন্তু তারাই বা কেন পার পেয়ে যাবে? কমরেড টুলু বোস রবিকে সংযত হতে উপদেশ দিলেন, মনীষা ওকে সংযত করবার চেষ্টা করলো। কমরেড বোস বোঝাতে চাইলেন, রবি তোমার সাহস এবং কর্মদক্ষতায় আমরা মুগ্ধ, কিন্তু মনে রেখো হঠকারিতার দ্বারা কোন আদর্শের সংস্থাপন হতে পারে না।

এ ধরণের কথায় যে মাদকতার ভাব রয়েছে এক সময় তা রবিকে সংযত রাখতো। কিন্তু এখন ও অধৈর্য হয়ে উঠছে। টুলু বোসের মুখের ওপরই বলে বসলো শিবদাস নস্কর ছাড়া পেলো না, ওরাই বা কেন ছাড়া পাবে?

ভুলে যেও না যাদের শ্রেণীশত্রু বলে জেনেছো তারাও নিঃসঙ্গ নয়। অতএব উপযুক্ত অবসর বুঝেই অগ্রসর হতে হবে। লেনিন বলেছেন —

শুনতে চাইনা ওসব Theory. বুঝতেই পেরেছি পুলিশের গুলিতে নয়তো কারোর হাতে মরতেই হবে, তার আগে শ্রেণীশত্রুদেরও খতম করতে হবে।

আমাদের একটা লিষ্ট্ তৈরী করতে দাও, যাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে।

সে লিষ্টে তো তাদেরই নাম থাকবে যারা আপনার এগেন্‌ষ্টে কথা বলে।

রবি ......!

কমরেড টুলু বোসের সে - দৃষ্টির সামনে রবিও দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেলো না।

শিবদাস নস্করের খুনের কিনারা পুলিশ করতে পারেনি, কিন্তু এটা রবি লক্ষ্য করেছে পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই ওর দিকে আজকাল এক বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, যা ওকে আরও উত্তেজিত করতে লাগলো।

কদিন পরে ভর দুপুরে যে - পাড়ায় শিবদাস নস্করের বাড়ী সে পাড়ারই চারজন যুবককে রবিদের ফ্ল্যাটের আশেপাশে ঘোরা-ঘুরি করতে দেখে পকেটে ছুরিটা রেখে রবি বেরিয়ে এলো। কয়েক পা এগিয়েই রবি টের পেলো ছেলেগুলো ওর পিছু নিয়েছে। চলার গতি একটু থামিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরেই রবি একজনের হাত ধরে ফেললো। চেষ্টা করলো জোরে মোচড় দিয়ে হাতটা ভেঙ্গে দেবার। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আরেকজনের হাতের ছুরি রবির ঘাড়ে বসে গেলো। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোবার আগেই মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেলো।

পোষ্টমোটমের পর সন্ধ্যেবেলা রবির দেহ পার্টি অফিসের বারান্দায় এনে রাখা হয়েছে। নিহত কমরেডকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সার বেধে দাড়িয়ে গেছে অন্যান্য কমরেডরা। সেখান থেকে মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে 'শহীদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ, 'কমরেড রবি তোমায় আমরা ভুলিনি ভুলবো না' প্রভৃতি। অফিসঘরে বসে কমরেড টুলু বোস ব্যক্ত করছিলেন স্বীয় মর্ম্মবেদনা — রবির মতো একজন সাহসী কমরেড অকালে চলে গেলো, খুবই দুঃখের কথা। তবে এর থেকে তোমাদেরও দেখবার আছে। যে কথা আগে বলেছি, আজও বলছি হঠকারিতার দ্বারা কোন আদর্শের সংস্থাপন হয় না। একথা রবিকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, শুনলো না। আর তারই এই নিষ্ঠুর পরিণতি। মনে রেখো ব্যক্তিগত অভিমত অনুসারে চলবার জায়গা এটা নয়। পার্টির নির্দেশই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো।

রবিকে নিয়ে বিরাট মিছিল এগিয়ে চললো শ্মশানের দিকে।

রাত তখন নটা। কিন্তু রবিদের পাড়ায় মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। সারি সারি চারতলা গভর্ণমেন্ট ফ্ল্যাট। সবগুলোই প্রায় অন্ধকার। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। শুধু মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিচ্ছে রবিদের ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসা একটি নারী কণ্ঠের আকুল আর্তনাদ।

নীরব কেন কবি

— মিলন কুমার ঘোষ
(কলিকাতা — ২০)

শীতের রিক্ত শাখায় একদিন কচি পাতার বুকে জাগে রোমাঞ্চ, ফুল ওঠে ফুটে। দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যে আকাশের বুকে শুরু হয় রঙ বদলাবার পালা, ধরিত্রীর অঙ্গনে শুরু হয় নানাবর্ণের বিচিত্র আলিম্পন। তখনই মৃত্যু থেকে জীবন, দুঃসহ বেদনা থেকে অফুরন্ত আনন্দের উত্তরণ ঘাটে এসে লাগে নোতুন গানের সুর ও তরঙ্গ। সুষুপ্তির অবসানে পরাধীন জাতীর জীবনে এক সময়ে সেই ভাবেই পৌঁছেছিল নোতুন অরুণ শিখার পবিত্র রশ্মিস্ফুরণ। ভাগ্যহত ললাটের মাঝে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল সৌভাগ্যের জয় - তিলক। ক্লান্ত পদ-চারণের মাঝে জেগে উঠেছিল উদ্যমতার অপূর্ব মূর্ছনা।

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিতে ও জাতি গঠনে উনবিংশ শতাব্দীর যুগ স্বর্ণাক্ষরে চিহ্নিত হয়ে আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। সেদিনের সৃষ্টি যদি আজকে অবজ্ঞার আঘাতে অবলুপ্ত হয়ে যায়, সেদিনের দীপ্ত গরিমা যদি আজকের অবহেলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সেদিনের মূর্ত চেতনাবোধ যদি আজকের অবচেতনার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায় তাহলে আমাদের জাতীয় সম্পদ বলতে থাকে কি? শুধু থাকে দাহ। যে আগুন আলো দেয় না অথচ দহন করে তারই দীপ্তিহীন কীর্তির সর্বনাশা ধ্বংসাবশেষ। আর থাকে, মূঢ় অজ্ঞতার নিরর্থক অপব্যয় — যা সৃষ্টিকর্তার বিংশ শতাব্দীর আমরা।

তবু আশা জাগে প্রাণে আমাদের জ্ঞান-চক্ষু আবার উন্মীলিত হবে। চরম সংকটের অগ্নিপরীক্ষায় আমাদের জাতীয়তাবোধ আবার সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে শ্লথ জীবনের মাঝে ফিরিয়ে আনবে মুক্ত প্রাণের দ্যোতনা। অভিজ্ঞতালব্ধ গত শতাব্দী পথ - প্রদর্শক হয়ে বর্তমান শতাব্দীকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তার স্ব - স্থানে যেখানে এক সময়ে কীর্তিতে ছিল সে সমুজ্জ্বল, গৌরবে ছিল সে গরীয়ান। আজও আমা-দের সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায়নি। গত শতাব্দীর অমৃত সন্তানেরা আজও ভাষা-

হীন ব্যাকুলতা নিয়ে প্রত্যাশায় অধীর তাঁদেরই যোগ্য উত্তরসূরীদের সার্থকতায়। সেই সুমহান সন্তানদের মধ্যে অন্যতম একটি বরণীয় নাম — কাজী নজরুল ইসলাম।

স্মৃতিভারে বেদনাহত মন অব্যক্ত যন্ত্রণায় যখন অস্থির তখনই চোখের তারা দুটো নেচে ওঠলো সংবাদপত্রের শুভ - বার্তায়। জানলাম, বর্বর ইয়াহিয়ার সরকার যে নামটিকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছিল অ-নাদরে ও অবজ্ঞায় — বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সেই-ই নামটি আজও ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল, দেবতার মত শ্রদ্ধেয়, আপন জনের মত একান্ত কাছের একজন। অর্ঘ্য স্বরূপ তারা পাঠাতে চায় প্রণাম্য — ইতিহাসের বীর সৈনিকের পদ প্রান্তে। প্রশ্ন জাগছে মনে — আমরা নীরব কেন — ? আমাদের বিস্মৃতির অতলে সেই নামটা কি হারিয়ে গেছে?

'চির উন্নত মম শির' — এই কথা যাঁর সেই মহামানুষটির জন্ম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। দুঃখের ঘন তমিস্রার মধ্য থেকে জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব। পরবর্তী জীবনে যাঁর পরিচয় ব্যপ্ত হয়েছিল — বিদ্রোহী নজরুল রূপে। তাঁর লেখনীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল সাম্যবাদের গান। ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণাই কবিকে সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিদেশী বেনিয়াদের কর্ণপটাহে সুরটা বেজে ছিল বে - সুরো হয়ে। ক্ষমতালোভী মত্ত-মাতঙ্গের ভয়সন্ত্রস্ত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল — নজরুল দেশদ্রোহী। নজরুল বিদ্রোহী। তাঁদের ভীতকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে কবির লেখনীর মধ্যে জেগে উঠলো প্রাণের আবেগ। তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন নির্ভীকতার গান।

'তোমরা ভয় দেখিয়ে করছো শাসন
জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটি ধরবো টিপে
করবো তোরে লয়।'

কবির কাব্যধর্মের মধ্যে যে বিদ্রোহের সুর ছড়িয়ে আছে তা বাস্তবকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। কবি মানবধর্মী এবং আর্টে বিশ্বাসী। দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি এক উজ্জ্বল দ্যোতনা। অত্যাচারিত, নিপীড়িত জনগণের মূক বেদনাকে ব্যথিত হৃদয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে। জাতির বঞ্চিত বুকের দীর্ঘশ্বাসের স্পন্দন তাঁর দরদী হৃদয়ের মাঝে পুঞ্জিত অভিমানের সৃষ্টি করেছিল। রক্ত চাঞ্চল্যের দোলা লেগেছিল তাঁহার দেহের শিরায় শিরায়। নায়গ্রা জলপ্রপাতের মত তাঁর অন্তরলোক থেকে বেরিয়ে এল অগ্নিবীণার সুর — দেশমাতৃকার মুক্তি

সাধনের দৃঢ় সঙ্কল্পে প্রতিশ্রুতি শোনা গেল —

'আমি সেইদিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে - বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না। —'

বিষের বাঁশীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো শিকল ভাঙ্গার গান। বাস্তবের পটভূমি নিয়ে তাঁর কাব্যের রেখাঙ্কন এঁকে চলল সেই ছবি — যা আজও সৃষ্টিতে অনবদ্য, মূর্ত্তিতে রুদ্র — ভৈরব, ব্যঞ্জনায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ভাষায় বর্ণনাতীত এবং ভাবে উদ্বেগ।

অফুরন্ত যৌবনের মধ্যভাগে তিনি সূর্যের মত কিরণ ছড়াতে লাগলেন দিক থেকে দিগন্তে। বলাকার মত পাখা মেলে কবি যদি পারতেন কল্পলোকের দিগন্তে উড়ে যেতে তাহলে আজকে কবিকে ভাষাহীন বেদনা নিয়ে অসহায় দৃষ্টি বিস্ফারিত করে সকলের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে হোত না। কিন্তু অমৃতবীর্য পুরুষকার কবির মনে সৃষ্টি করলো অগ্নি - প্রবাহ। লিখলেন, ধূমকেতু কাব্য। সভ্যতার মুখোশধারী, ন্যায়-নীতি বর্জ্জিত, হৃদয়হীন বিদেশী প্রবররা জর্জ্জরিত হয়ে উঠলেন কবির ছড়িয়ে দেওয়া আগুনের উত্তাপে। তাঁদের সু - সজ্জিত আধুনিক অস্ত্র যে কত অসহায় হয়ে পড়তে পারে তীক্ষ্ণ লেখনীর প্রতিঘাতে সে কথা বুঝতে পেরেই কবিকে বন্দী করলেন জেলে। বিচারের প্রহসনে কবির হোল একমাসের সশ্রম কারাদণ্ড। জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কবি ইংরাজের প্রতি তীব্র ধীক্কার জানিয়ে শুরু করলেন অনশন। সমগ্র বাংলা দেশের জনগণের মনে জ্বলে উঠলো আগুন। সকলের কণ্ঠে অনুরণিত হয়ে উঠলো কবি কণ্ঠের উচ্চারিত ভাষা।

'— শিকল পরা ছলরে মোদের
শিকল পরা ছল
এই শিকল পরে শিকল তোদের
করবো রে বিকল —'

যে রাজ্যে কোনদিন সূর্য অস্ত যেতনা সেই রাজ্যের রাজারা তেত্রিশকোটি মানুষের চিৎকারে ভীত হয়ে পড়লেন। গর্জ্জে উঠলো তাঁদের সুসভ্য অস্ত্র। নিজেদের অস্ত্রের আওয়াজও পারলো না নিজেদের মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে। কবির কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাতে এলেন বলদর্পী ইংরাজ-দের কর্ত্তা - ব্যক্তিরা। কবি তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখান করলেন বিদ্রূপের কষা-ঘাত হেনে। জানালেন — আমাকে অনশন ত্যাগ করবার জন্যে তোমাদের এত মাথা

ব্যথা কেন? জাননা, তোমাদের অত্যাচার
কত কোটি মানুষকে উপবাসী রেখেছে?
আমি চাই মুক্তি, না হয় মৃত্যু।

কবির সঙ্কল্পের ঘোষণা গিয়ে পৌঁছল দার্জিলিং-এ। বিশ্বকবি, মানবতার কবি, প্রেমিক কবির হৃদয় কেঁপে উঠলো অজানা আতঙ্কে। সাম্যবাদের কবিকে তিনি ভাল ভাবেই জানেন। তিনি জানেন, এ সর্বনাশার হাত থেকে নজরুলকে বাঁচাতে না পারলে নিদারুণ অমঙ্গল এসে গ্রাস করবে দেশকে, জাতিকে এবং সাহিত্যকে। গুরুদেবের স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনা এসে পৌঁছল মানব-প্রেমিক কবির কাছে।

'— Give up hunger - Strike.
Bengali Literature Claims you—'

সাম্যবাদের কবি প্রত্যুত্তরে জানালেন— বিদ্রোহী কবি অনশনভঙ্গ করতে পারে একটিমাত্র সর্ত্তে যদি বিশ্বমানবের কবি নিজের হাতে তুলে ধরেন পানপাত্র — ওষ্ঠপ্রান্তে। প্রকৃতির কবি ছুটে এলেন মানুষের কবির কাছে। তখনই বোধ হয় কবির মনে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল সেই কথাগুলো — যেগুলোর প্রকাশ হয়েছিল তারও অনেক পরে।

'— তুমি আমায় ভালবাসো তাই তো
আমি কবি
আমার এ রূপ — সে যে তোমার
ভালবাসার ছবি। —'

মানুষের প্রতি অসম্মান মানে সমগ্র মানব জাতির অপমান — এই বোধের প্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগেই বিশেষভাবে জাগৃত হয়ে উঠেছিল সকলের মনে। সকলের মধ্যে এ চেতনা জন্মেছিল একজনকে অপমান করে, বঞ্চিত করে, হত্যা করে — নিজেকে বাঁচানো যায় না, ভালবাসা না থাকলে ভালো কাজ কিছুতেই হতে পারে না। বিশ্বকবি যেখানে বলেছেন,—

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছো
যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও
নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার
সমান।'

সাম্যবাদের কবির কণ্ঠেও সেই একই ভাষা প্রকাশ পেয়েছে। —

'— গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে নহে কিছু বড়
নহে কিছু মহীয়ান।'

আজকের নীরব কবির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেক কিছুই মনে আসছে। লিপি

মিতার অল্প - পরিসর জায়গার কথা চিন্তা করে সংক্ষেপে আর দু' চারটি কথা নিয়ে আমার রচনা শেষ করবো, হয়ত মনে প্রশ্ন জাগবে নজরুল কেন বিদ্রোহী কবি রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন! উত্তর তার - ভারতের আকাশ তখন গাঢ় তমিস্রায় আচ্ছন্ন। বৃটিশ বেনিয়াদের নাগপাশে বন্দী সুজলা - সুফলা ভারতবর্ষ। দুশো বছরের শৃঙ্খলিত ব্যক্তি - স্বাধীনতা পেতে চায় মুক্তির আস্বাদ। কবির আবির্ভাব সেই সময়ে। দেশ - মাতৃকার শুষ্ক নয়ন, রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বস্ত্র, বন্দী অসহায়া মূর্ত্তির রূপটি কল্পনা করে বীর সন্তানের দল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করে জানালো - মা, হয় তোমার শৃঙ্খল মুক্ত করবো না হয় মৃত্যুকে বরণ করবো। এঁদের দলেরই অন্যতম যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে কবির বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। বিভিন্ন অবদান রয়েছে তাঁর সাহিত্য দৃষ্টিতে। স্ত্রী - স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক যাঁরা তাঁদের মধ্যেও কবি অন্যতম। তাঁর রচনায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন - নারীর অভিশপ্ত জীবন পুরুষের অমঙ্গল সূচনা করে। নারীকেও দিতে হবে সমান অধিকার। আনতে হবে তাদের মধ্যেও জাগরণের চেতনা। পুরুষদের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তিনি জানালেন, -

'মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারও, উঠেছে
ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর
পর যুগে
আপনারি রচনা ঐ কারাগারে পুরুষ
মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম্ম এই
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া
দেবে তোমাকেই। - '

প্রাচীন সংস্কারের বদ্ধ দ্বারপথে কবি ঢেলে দিলেন সংস্কার যুক্তির জ্ঞানালোক। নারী-দের প্রতি উদ্দেশ্য করে কবি জানালেন -

' - হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথায় ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙ্গে
ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু,
ওরাও সে আবরণ
দূর করে দাও দাসীর লজ্জা যেথা
যত আভরণ
সেদিন সুদূর নয়
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে
নারীর জয়। -'

এরপরে আসা যাক কবির নিষ্কাম প্রেমের স্বর্গীয় অমৃতধারার সাগরতীরে। যে ভাল-বাসা চায় প্রতিদান, সে ভালবাসার মধ্যে

অনেক ফাঁকী থাকে। স্থায়িত্ব কম। কতটুকু পেলাম সেটা বড় নয়, কতটুকু দিতে পারলাম সেটাই বড়। প্রতিদান, ভালবাসা-কে অসম্মান করে। ত্যাগ ভালবাসাকে মহীয়ান করে। কবির 'হৃদয় - বীণার তারে সেই সুরেরই ঝঙ্কার। মানব - প্রেমিক কবির প্রেম ফল্গুধারার মত আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে একের অন্তর থেকে অসংখ্যের নিভৃত - নিকুঞ্জে। তাঁর ক্রীষ্টোফার রোডের বাড়ীতেই ঘরে ঘরে সাজানো আছে তাঁর ভাব - প্রবন মনের বাস্তব-ধর্মী সত্যতা। আজও তাঁর গভীর প্রেমের অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় —

' - নাইবা পেলাম তোমার গলায় আমার
গলার হার
তোমায় আমি করবো সৃজন — এ
মোর অহঙ্কার।
এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখল প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই। আমার
স্বপনে
তুমি নিখিল রূপের রাণী — মানস
আসনে। — '

উপসংহার টানতে গিয়ে বারবারই মনে হচ্ছে, যে বাংলা দেশের মানুষদের জন্য বীর সৈনিকের ব্রত নিয়ে তিনি উপেক্ষা করলেন ভরা যৌবনের দুর্নিবার আকাঙ্খাকে, যে অসহায় মানুষদের ব্যথাতুর অশ্রু - জলের গান নিয়ে জানালেন তাঁর ফরিয়াদ, যে দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি বিসর্জন দিলেন নিজের সুখ - শান্তিকে — সেই দেশের এ ছিন্নমূল অবস্থা কেন? দেশের মানুষদের মধ্যে কেন এত সংকীর্ণতাবোধ? কেন আজ ভাইকে ভাই করছে হত্যা। মায়ের চোখে গড়িয়ে পড়ছে বিনিদ্র রজনীর অশ্রু!

বিধাতার অমোঘ চক্রান্তে যে কবি চিরদিনের মত নির্বাক হয়ে গেছেন সেই বিধাতারই দরবারে আমাদের সকলের প্রশ্ন — আমাদের কবি আজ নীরব কেন? কেন সেই বিদায় সঙ্গীতেও মূর্ছনা পরিব্যপ্ত করে তুলছে সমগ্র বাংলার জনগণের মনকে — বিষাদময় বেদনায়?

' — বিদায় যেদিন নেবো সেদিন
নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে নাকো সেইতো
মনে স্থান।
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠবে বেঁচে, সেইতো
আমার প্রাণ॥
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে
গেলাম গান —'

অঙ্কে যারা কাঁচা

(৪র্থ স্তবক)

(জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়)

[লণ্ডন এন্. ফোর্. ইউ. কে.]

পূজোর ধুমধামের পর মনটা কেমন যেন একটু বিষন্ন লাগছে। এখন যেন মনে হচ্ছে পূজোর আগের দিনগুলোই বেশী আনন্দের। পূজো আসছে, পূজো আসছে ভাবটাই ছিল ভাল। এখন পূজো শেষ। এত আলো এত আনন্দ সব মিলিয়ে গিয়ে এখন কেবল অন্ধকার আর সব শেষ হয়ে যাবার সুর। আবার সেই পূজোর আনন্দ পেতে হ'লে অপেক্ষা করতে হবে পুরো একটি বছর। পুরো একটি বছর বললে হয়তো ভুল হবে। প্রতি বছর একই তারিখে পূজো হয় না। চাঁদের তিথির ওপর নির্ভর করে পূজোর দিন ঠিক হয় বলে কখনও একটু আগে কখনও একটু পরে পূজো হয়। হিসেবটা ঠিক কী ভাবে হয় ভেবে উঠতে পারি না। হয়তো আরও একটু ভালো এবং বেশী অঙ্ক শিখলে বুঝতে পারবো এই পূজোর দিনের হিসেবগুলো। তাহলে আগের থেকে জানতে পারবো আগামী বছরেও আমার জন্মদিনটা বিসর্জনের দিনের সঙ্গে মিলে যাবে কিনা।

গতবারের লেখাটি দুটো গুণের পদ্ধতি দিয়ে শেষ করেছিলাম। এবার কিছু ভাগের নিয়ম শুরু করছি। পরে গুণের আরও কিছু পদ্ধতি বলবো। সুবিধের জন্য 'এ', 'দ', 'শ', এই তিনটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হবে এবার থেকে। এই তিনটি অক্ষরের অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে 'এককের ঘরের অঙ্ক,' 'দশকের ঘরের অঙ্ক,' আর 'শতকের ঘরের অঙ্ক'। যেমন, ৫১৪ সংখ্যাটির এ বলতে ৪, 'দ' বলতে ১ এবং 'শ' বলতে ৫ বোঝায়। ভাগ করলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবশিষ্ট থাকে। এ থেকে সৃষ্টি ভগ্ন অংশ বা ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশকে

অনেক সময় দশমিকে পরিবর্তন করলে সুবিধে হয়। যেমন — ২/৫ টাকা না বলে ০'৪০ টাকা বা ৪০ পয়সা বললে আমরা ভাল বুঝতে পারি। তাই ভাগের বিবরণ দিতে গিয়ে দশমিকও উল্লেখ করবো।

(১৫) ছোট ভাজক দিয়ে ভাগ—

আশাকরি, অনেকেই ভাগ অঙ্কে বিশেষ পটু, বিশেষ ক'রে ভাজক ছোট হলে। আমি যে পদ্ধতিতে করতে বলছি তা অনেকের হয়তো জানা আছে। তবু উল্লেখ করছি — যাঁরা জানেন না তাদের কথা ভেবে। ভাগ অঙ্ক কেন ভুল হয় তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ভাগ করবার মাঝামাঝি ধাপে যে সমস্ত সংখ্যা বাকী থাকে তা খুব সহজে ভুলে যাই আমরা। তাই ভাগ করবার সময় ভাজ্যের নীচে এই বাকী সংখ্যাগুলো লিখে রাখলে ভুল কম হবার সম্ভাবনা। নীচের উদাহরণের সাহায্যে পদ্ধতিটি বলছি।

৪ ৫ ৮ ১ ৩ ৫ ÷ ৭ = কত?

৭ দিয়ে ৪৫ কে ভাগ দিলে উত্তর হয় ৬, বাকী থাকে ৩ এবং পরের অঙ্ক ৮ কে ভাগ করবার সময় ৩৮ ধরতে হয়। তাই এই '৩' অঙ্কটিকে ৫ আর ৮ এর মাঝখানে (একটু নীচে) লিখে রাখলে আর ভুল হবে না এবং ৩৮ সংখ্যাটি খুব সহজেই কল্পনা করা যাবে। এমনি ভাবে অগ্রসর হলে অঙ্কটি দেখতে হবে এরকম—

৪ ৫ ৮ ৩ ৩ ২ ÷ = ৬৫৪৭৬
   ৩   ৫ ৪

(১৬) অবশিষ্ট নির্ণয়—

ভাগ করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে আমরা ভাগফল বলি তা সকলেরই জানা। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগফলের থেকে ভাগের অবশিষ্টতে আমরা বেশী আগ্রহী হই। স্কুলে থাকতে একবার আমরা তিনবন্ধু মিলে গিয়েছিলাম আমাদের অঙ্কের মাষ্টার মশায়ের কাছে চাঁদা চাইতে। তিনি বলেছিলেন, ঠিক আছে চাঁদা আমি দেব এবং শুধু একজনকেই দেব না, দেব তোমাদের তিনজনকেই, কিন্তু, কত চাঁদা দেব তা তোমরা নিজেরাই ঠিক করবে। আমি চট্ করে বললাম, আমাকে দশ (১০) টাকা দিতে হবে, স্যার্। উনি বললেন, না অমন করে বললে হবে না, অঙ্ক কষে বলতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা লেখ। আমি তো তাড়াতাড়ি ৭৮৯ সংখ্যাটি লিখে বসে আছি। উনি বললেন, এবার

পাশে ঐ সংখ্যাটি আর একবার বসিয়ে একটি ৬ অংকের সংখ্যা তৈরী কর। ঠিক আছে? এবার তুমি (আমার এক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে) তোমার সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ কর, যত বাকী থাকবে তত টাকা আমি চাঁদা দেব তোমায়। তুমি (আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন) ভাগ কর ১১ দিয়ে আর তুমি (আমার অন্য বন্ধুকে দেখিয়ে) ভাগ কর ১৩ দিয়ে। যত বাকী, তত টাকা হবে চাঁদা। আমি অনেক আশা নিয়ে ভাগ করলাম কিন্তু আমার ভাগ্যে অবশিষ্ট হল শূণ্য।

আমার দু বন্ধুর মুখেও দেখি অমন হতাশের চিহ্ন। তাদের ভাগ্যেও চাঁদা নেই। মাষ্টার মশায় আমাদের অবস্থা দেখে একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে। তোমাদের আর একবার সুযোগ দেব। যে ৭ দিয়ে ভাগ করেছিলে সে ১১ দিয়ে ভাগ করবে এবার, যে ১১ দিয়ে করেছিলে সে ১৩ দিয়ে আর যে ১৩ দিয়ে সে ৭ দিয়ে করবে এবার। আবার সেই উৎসাহ নিয়ে ভাগ করলাম। ভুল হয়েছে ভেবে বার বার করলাম। কিন্তু, আমার ভাগ্যে এ বারেও চাঁদা নেই। অবাক হলাম এবারও বন্ধুরা পায়নি দেখে। আমি ভাবলাম ৭ দিয়ে ভাগ করলেই চাঁদা পেতাম। মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম আশা নিয়ে যে উনি আবার চেষ্টা করতে বলবেন। উনি আবার চেষ্টা করতে বললেনও। আমরা যে যেটা দিয়ে ভাগ করিনি তাই দিয়ে ভাগ করলাম অনেক আশায়। কিন্তু, এ বারেও ভাগ্যে চাঁদা হল না। নিজের ওপর বিরক্ত হলাম। কেন যে ঐ সংখ্যাটি নিয়েছিলাম।

মাষ্টার মশায় আমাদের হতাশ ভাব দেখে তখন হাসলেন। বললেন, কী করবো তোমাদের ভাগ্য খারাপ তাই তোমাদের ভাগ্যে চাঁদা মিলল না। আমরা ফিরে আসবো ভাবছি। তখন দেখি, বসো, বলে উনি ভেতরে গেলেন। ফিরে এলেন তিনটে ৫ টাকার নোট নিয়ে। আমরা হাসি মুখে বাড়ী ফিরলাম।

এখন বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি কেন সেদিন অমন হয়েছিল। আমি ৭৮৯ সংখ্যাটি নির্বাচন করেছিলাম। এর পাশে আর একবার ৭৮৯ বসালে হয় ৭৮৯৭৮৯, যা পাওয়া যায় ৭৮৯ কে ১০০১ দিয়ে গুণ করলেও। আর মজা হ'ল ১০০১ কে ৭, ১১ এবং ১৩ দিয়ে ভাগ করলে কোন ক্ষেত্রেই অবশিষ্ট থাকে না। ফলে ৭৮৯৭৮৯ কে ৭, ১১ বা ১৩ দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট শূন্য হয়।

(ক) ওপরের ঐ গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোন সংখ্যাকে ৭, ১১ বা ১৩ দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকবে কিনা জানতে হ'লে সেই সংখ্যাটির ডান দিক থেকে তিনটে তিনটে ক'রে অংক আলাদা করতে হবে। যেমন ৬ ৩ ৪ ৫ ৮ ৩ ৩ ২ কে আলাদা করলে পাওয়া যাবে—

৬৩ | ৪৫৮ | ৩৩২

এবার সবচেয়ে বাঁদিকের সংখ্যাটি নিয়ে তার ডান পাশের সংখ্যাটি থেকে বাদ দিতে হবে। যা অবশিষ্ট থাকবে তা বাদ দিতে হবে তার পরের সংখ্যাটি থেকে। এই উদাহরণে—

৬৩ | ৪৫৮ | ৩৩২
৬৩ ৩৯৫

৩৯৫ —৬৩

সবশেষে যা বাকী থাকবে (এক্ষেত্রে যেমন ৬৩) তাকে ৭, ১১ বা ১৩ দিয়ে ভাগ করলে যা অবশিষ্ট থাকবে, ৬৩৪৫৮৩৩২ কে যথাক্রমে ৭, ১১ বা ১৩ দিয়ে ভাগ করলে তাই অবশিষ্ট থাকবে।

আর একটি উদাহরণ — ৫৫৬৩৪৫৮৩৩২ কে কি ১৩ দিয়ে ভাগ করা যায় ?

৫ | ৫৬৩ | ৪ ৫ ৮ | ৩ ৩ ২
৫ ৫ ৫ ৮ −১ ০ ০
৫৫৮ −১ ০ ০ ৪ ৩ ২

এবং ৪৩২ কে ১৩ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকে ৩, অর্থাৎ ৫৫৬৩৪৫৮৩৩২ কে ১৩ দিয়ে ভাগ করলেও বাকী থাকবে ৩

(খ) ৪ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা কী ক'রে জানতে হয় তা অনেকে হয়তো জানেন না। কোন সংখ্যার সবচেয়ে ডান দিকের অঙ্ক দুটিকে ৪ দিয়ে ভাগ করা গেলে এ সংখ্যাটি ৪ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে।

(গ) ৮ এর বিভাজ্য —

কোন সংখ্যার ডান দিকের অঙ্ক তিনটি ৮ এর বিভাজ্য হ'লে ঐ সংখ্যাটিও ৮ এর বিভাজ্য হবে। যেমন — ১২৫৩৬ সংখ্যাটি ৮ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য, কারণ — ৫৩৬ সংখ্যাটি ৮ এর বিভাজ্য।

(ঘ) ৩ বা ৯

কোন সংখ্যার অঙ্কগুলির যোগফল ৩ বা ৯ এর বিভাজ্য হ'লে সেই সংখ্যাটি যথাক্রমে ৩ বা ৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে।

(ঙ) ৫

কোন সংখ্যার ডান দিকের শেষ অঙ্কটি

কিংবা ৫ হ'লে সেই সংখ্যাকে ৫ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যাবে।

(চ) ২৫ -

কোন সংখ্যার ডান দিকের অঙ্ক দুটি ২৫, ৫০, ৭৫ বা ০০ হ'লে সেই সংখ্যাটি ২৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে।

(ছ) ১৫ -

কোন সংখ্যাকে ৩ এবং ৫ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা গেলে সেই সংখ্যাটি ১৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে।

(জ) ১১

কোন সংখ্যার ১১ এর অবশিষ্ট (১২ (খ) তে পদ্ধতি আছে) শূন্য হ'লে সে সংখ্যাটি ১১ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

(১৭) ৫ দিয়ে ভাগ করবার নিয়ম- কোন সংখ্যাকে ৫ দিয়ে ভাগ না ক'রে সে সংখ্যার দ্বিগুণকে ১০ দিয়ে ভাগ করলে একই ফল পাওয়া যায়। ১০ দিয়ে ভাগ করা সহজ ব'লে এই পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত ভাল। দশমিক পদ্ধতিতে ১০ দিয়ে ভাগ করা খুবই সহজ।

উদাহরণ — [ক] ৫৯৭ ÷ ৫ = কত ?

৫৯৭ × ২ = ১১৯৪

অতএব, ৫৯৭ ÷ ৫ = ১১৯৪ ÷ ১০ = ১১৯·৪

[খ] ৭০ ÷ ৫ ৯৪০ ÷ ১০ ৯৪

এখানেই 'অঙ্কে যারা কাঁচা'র ৪র্থ স্তবকের ইতি টানছি। আশা করি, পরের স্তবকটি খুব বেশী দেরী না ক'রেই আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। সামনে সরস্বতী পুজো। চাঁদা নিতে গিয়ে আপনাদের অঙ্ক করতে যেন না হয় এই কামনাই করি।

[ক্রমশঃ]

মনের সঙ্গে হৃদয়ের যদি যোগ না থাকে তবে মানুষ কাজ করতে পারেনা।

— নেহেরু

বেদনার মোহনায়

কেশব প্রসাদ সাহু
[শিলচর]

রূপা একটি নদীর নাম। অজানা কাল থেকে একই খাতে বয়ে চলেছে সাগরের সঙ্গে মিলনের আশায়। শীতে শীর্ণা, বর্ষায় প্রলয়ঙ্করী রুদ্রাণী। জলস্রোত তখন পাগলপারা বেগে ঘূর্ণিতে নাচতে নাচতে ছুটে চলে — কল্ কল্ খল্ খল্ হেসে আছড়ে পড়ে বালিয়াড়িতে।

প্রত্যুষে যখন পৃথিবী অন্ধকারের ঘোমটা খুলে আলোর আবাহনের জন্য প্রস্তুত হয় — পাখীরা যখন কলস্বরে সূর্য্যের বন্দনা গান গায়, তখনই এক উদাত্ত ভাটিয়ালী সুর আকাশ বাতাস মথিত করে — সে স্বর রতন মাঝির। শ্রেষ্ঠতম ভাস্করের অপূর্ব সৃষ্টির স্বাক্ষর, তার পেশীবহুল সুঠাম কালো শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যৌবনের উচ্ছল কল্লোল। রতন ধীরে ধীরে দাঁড় বেয়ে তার ছোট নৌকাখানা তীরে নিয়ে আসে। তার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি তখন নদীর ঘাটের দিকের রাস্তাটার ওপর নিবদ্ধ থাকে। আবছা আলোতে এক-জনকে ছুটে আসতে দেখা যায়। তাকে দেখে রতনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ও কাছে আসতে হাত বাড়িয়ে দেয়, বলে — তাহলে তুই এলি?

তারপর ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ে নৌকা নিয়ে। হাসি গানে ভোরের আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে। রূপার কল্লোল তাদের মিলিত কলোচ্ছাসে ঢাকা পড়ে যায়। এমনি চলে আসছে অনেকদিন ধরে। এমনি করে ওরা আনন্দের বন্যায় ভেসে চলে। কিন্তু কোনদিন এর মাঝে কোন প্রশ্ন এসে দেখা দেয় নি। সেদিন কিন্তু চন্দনা গম্ভীর হয়ে রইল। সূর্যদেব পূব-আকাশে উঁকি দিচ্ছেন, এমন সময় চন্দনা বলল — তুই কি চাস্ রে, আমার কাছে?

উদাস কণ্ঠে রতন বলে — কি জানি — আমায় বিয়ে করবি?

হঠাৎ চমকে ওঠে রতন ওর মুখের দিকে তাকায়। তারপর কিছু না বলে আবার দাঁড় বাইতে থাকে। শুধু বুক

ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে এক তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

চন্দনা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার শরীরের পেশীর ওঠানামা দেখছিল। তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে খিলখিল্ করে হেসে উঠলো — তুই বড় ভীতু রে, রতন। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল — চল্, তোর ঘর দেখে আসি। রতন ইতস্তত: করছিল। কিন্তু চন্দনার তাড়ায় শেষ পর্যন্ত ঘাটে নৌকা লাগাতে বাধ্য হলো।

বাড়ীতে গিয়ে আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল রতন। কিন্তু চন্দনা, আগ্রহ সহকারে সব কিছু দেখছিল। একটা ছোট্ট কেরোসিন টিনের বাক্স, তার ওপর গোটানো একটি দীন বিছানা, কয়েকটা এলুমিনিয়ামের বাসন ছাড়া আর কিছু ছিল না। ঘরের চালের একটা দিক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। কিছুক্ষণ এসব দেখার পর হঠাৎ রতনের দিকে মুখ ঘোরায় চন্দনা। বলে — তোর কাছে আমার অনেক ঋণ। তুই আমাকে সেদিন গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছিস্। আমার ইজ্জত রেখেছিস্। আমার সম্মান রেখেছিস্। বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে সে। অজান্তে রতন তার কপালের কাটা জায়গাটায় হাত বুলিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ পর আবার বলল চন্দনা - তুই সেদিন আমায় না বাঁচালে আমি সব হারিয়ে ফেলতাম। সেইজন্য তোর কাছে বাঁধা পড়ে গেছি। তোকে আমি ভালবাসি, রতন। সেইজন্য তোর কাছে বারে বারে ছুটে আসি। তোকে ছাড়া আমি বাঁচব না রে, বাঁচবো না। বলতে বলতে সে রতনের বুকের ওপর ভেঙ্গে পড়ে আকুল কান্নায়।

রতন তখন যেন পাথর হয়ে গেছে। কোন কথা না বলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো অসীম মমতায়।

রাত তখন অনেক। ঘুমহীন চোখে রতন ভাবছিল। জীবনের শুরুতেই বাবাকে হারিয়েছে সে। ওর মা অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছে ওকে। নিতান্ত অভাবের দরুণ মার মেজাজটা ভারী খিট্খিটে হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ বকতো ওকে। স্নেহের একটু পরশও লাগেনি তার জীবনে। সেই না পাওয়া তাকে ভীরু করে তুলেছিল।

ওর মা মারা যাওয়ার সময় কিন্তু হঠাৎ কি রকম হয়ে গিয়েছিল। ওকে ডেকে পাশে বসিয়েছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল ওর গায়ে, মুখে। তারপর বলেছিল - আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। মরার আগে তোর বৌয়ের

মুখ দেখে যেতে পারলাম না।

কান্নায় ও দুর্বলতায় তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাতড়ে হাতড়ে বিছানার তল থেকে একটা রূপার হার বের করে তার হাতে দিয়ে বলেছিল - নিজের হাতে দেবো ভেবেছিলাম। আর হলো না। তুই দিস্ তোর বৌকে। সেদিন রাত্রেই সে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছিল।

হারটাকে রতন তার বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। বিয়ের কথা মনে পড়লেই ওর চন্দনার কথা মনে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুষড়ে পড়ে। ও কত বড় লোকের মেয়ে! এ যে তার বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা।

একদিন সেই কথাটাই চন্দনার বাবা সদানন্দ মহাজন রতনকে জানিয়ে দিয়ে গেল। বললো - তোর অবস্থা তো তুই জানিস্। তবে কেন তুই আমার মেয়ের সর্বনাশ করছিস্? ও অবুঝ মেয়ে। ওকে ক্ষ্যাপিয়ে তোর লাভ কি? তারপর অ-স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলল - ইচ্ছে করলে তোকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তুই একদিন আমার মেয়ের ইজ্জত বাঁচিয়েছিলি। তাই বলে তোর মত লোকের হাতে মেয়ে দেওয়া যায় না।

চুপচাপ রতন সদানন্দর কথা শুনেছিল কোন কথা বলেনি। সে চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। বাইরে থেকে তাকে খুব ধীরস্থির দেখাচ্ছিল। কিন্তু ভিতরে চলছিল তুমুল ঝড়ের মাতন। সব হারানোর ব্যথায় ওর বুকটা হাহাকার করছিল।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ চন্দনা তার ঘরে এসে হাজির। তীব্র উত্তেজনায় সে হাঁপা-চ্ছিল। এসেই রতনের বুকের ওপর আছড়ে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতে বললো - রতন, বাবা আমায় বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে রে। কিন্তু আমি তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। চল্, আমরা পালিয়ে যাই। দুজনে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধবো।

এতক্ষণ কোন কথা বলেনি রতন। যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। চন্দনার গায়ের স্পর্শের লোভ জয় করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত সংযমে নিজেকে ধরে রেখেছিল।

এবার বললো — বাড়ী যা চন্দনা।

জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো চন্দনা — না, আমি বাড়ী যাবো না। ওরা

আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। তোর কাছে আমি পালিয়ে এসেছি। রতন আগের মতই বলল — এসে ভাল করিস নি। — কি বললি? — ফুস্ করে উঠলো চন্দনা — তাহলে তুই যাবি না? ঠিক আছে, আমি একাই যাবো। কপাতে অনেক জল আছে। আমি মরবো — মরবো — মরবো।

ব'লে বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চেতনা পেয়ে রতনও দৌড়ে বেরিয়ে এলো, ডাকলো — চন্দন, দাঁড়া, যাসনে।

সেদিন কিন্তু চন্দনার মরা হয় নি। লোকজন নিয়ে সদানন্দই তাকে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির। তার বাবাকে দেখে চন্দনা চীৎকার করে বলল — বাবাগো, রতনা আমায় ধরে এনে বেইজ্জত করেছে।

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি হলো। রতন কিছু বলার আগেই ওরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর মারতে মারতে ওকে মাটিতে ফেলে দিল। অতবড় জোয়ান মানুষটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল। ওরা যখন চলে গেল, তখন রতনের ঘরের উঠানে তার অচেতন দেহটা পড়ে রইল।

জ্ঞান হতে রতন শরীরে অসহ্য বেদনা অনুভব করলো। সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে উঠে ঘরে গেল সে। বাক্সটা খুলে তার মার দেওয়া সেই হারটা বের করে চোখের সামনে মেলে ধরলো। এত কাণ্ডের পরও তার চোখে জল আসে নি। কিন্তু এখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। অসহ্য বেদনায় হু - হু করে কান্নায় ভেঙে পড়লো — কান্নার তোড়ে তার বিরাট দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

সূর্যদেব তখন পূব - গগণে উঁকি দিয়েছেন।

কোন সমাজেই এক অপরিবর্ত্তনীয় শাসন বিধি অথবা অপরিবর্ত্তনীয় কোন আইন চলতে পারে না।

— টমাস জেফারসন্

আবেদন

(নির্ম্মলকান্তি দেবনাথ)
(দুর্গাপুর)

যতদূর মনে পড়ে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস, তখন গ্রীষ্মকাল। চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে রাঁচী যেতে হয়েছিল। সারা রাত গাড়ীতে থাকার ফলে শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছতেই বিশ্রামাগারে গিয়ে হাজির হলাম। লাগেজ বলতে একটা কিট্‌স ব্যাগ। ব্যাগটি একটি ইজিচেয়ারে রেখে স্নানাগারে গেলাম। স্নান ইত্যাদি কিছু সেরে বেড়িয়ে এসে দেখি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক অন্য একটি চেয়ারে বসে আছেন। হাতে চামড়ার সুটকেশ থেকে সদ্য বার করা সাবান, দাঁতের মাজন ইত্যাদি।

বেলা ১টায় ইন্টারভিউ - এর সময়। এখন মাত্র সাড়ে দশটা বাজে। তাই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য একটি ছোট রেস্তোঁরায় যাই।

রেস্তোঁরা থেকে ফিরে এসে দেখি ভদ্রলোকটি তখনও বসে আছেন। টোষ্ট ও ওমলেট সহ চা পান করছেন। অন্য একটি চেয়ারে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলাম। একজন হোটেল - বয় খবরের কাগজে মোড়া দুটি বোতল - জাতীয় বস্তু রেখে গেল। খাওয়া শেষ করে একটি মোড়ক সুটকেশে রেখে দ্বিতীয়টির মোড়ক খুলে একটি বোতল বার করলেন। ছিপি খুলে গ্লাশে ঢালতে দেখা গেল হলদ রংয়ের হাল্‌কা গন্ধি বিয়ার। একটি 'Blitz' পত্রিকা খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন আর একটু একটু করে ঐ পানীয়টি পান করতে লাগলেন। একসময় সম্পূর্ণ বোতলটি শেষ করে রাখলেন টেবিলের তলায় এবং প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য সিগার কেস বার করলেন।

এতক্ষণ পর স্পষ্ট ভাবে আমার উদ্দেশ্যে দৃষ্টিপাত করে বললেন — সিগার প্লিজ!

— নো, থ্যাঙ্কস্‌।

— আই সি!

তখুনি একটা লম্বা টান দিলেন অগ্নি সংযোজিত সিগারটিতে এবং এক মুখ ধোঁয়া

ছেড়ে বললেন — আপনি কি মোটেই ধুমপান করেন না ?

— খুবই কম, খেয়াল মাফিক, অভ্যাস বশে নয়।

— ড্রিঙ্কস্ ?

— ওই একই রকম, বলতে পারেন, অ্যামেচার পর্যায়ে।

- খুব ভাল, আপনি কোথায় এসেছেন ?

- ইন্টারভিউ দিতে, 'নেপাল কুঠিতে'।

- কলকাতার লোক আপনি ?

- আজ্ঞে না, কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে, হরিপালের। আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

- বোম্বাই থেকে।

- এখানে কোথায় যাবেন ?

- মেন্টাল হসপিটালে ? ছেলেটাকে দেখতে

আপনার ছেলে ? -না, মানে, তবে আমার ছেলেই বলতে পারেন।

যা বলছিলেন ইংরাজীতেই, কারণ প্রথমেই বুঝেছিলেন আমি হিন্দীতে মহাপণ্ডিত ব্যাক্ত। একটু অবসর পেয়ে সিগারে একটি দীর্ঘ টান দিলেন এবং এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উদাস ভাবে জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন। কেমন যেন একটা ব্যথিত ভাব ওনার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। বললেন - ওকে আমি খুবই ভালবাসি। খুব স্নেহের পাত্র ও আমার। তাই তো মাঝে মাঝে না এসে পারি না। শেষ পর্যন্ত ওর যে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল।

- কতদিন আছে এখানে, ভাল হয়ে যাবে নিশ্চয় ?

- ভগবান জানেন! তা, আছে, এখানে বছর দুই হতে চলেছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ব্যথা কাতর করুণ ভাবটা তাঁর চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল আরো নিবিড় ভাবে। আগের মত আবার বলতে লাগলেন - ভাল, - আপনি বিবাহিত কি ?

- না, সে সুযোগ এখনও আসেনি।

- এই তো বয়স, চাকরীটা স্থির হলেই আশা করি ক'রে ফেলবেন ?

- তাইতো ঠিক।

- আমি মনে করি বিয়েটা ঠিক বয়সেই করা উচিত। ও ব্যাপারে গড়িমসি বা খাম খেয়ালি ঠিক নয়। আমার আজ বয়স হয়েছে ৫৫ বৎসর। ও বয়সের খাম খেয়ালির শিকার আমি। কিছু মনে করবেন না, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন নাতো ?

জিজ্ঞাসা করেই পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইলেন। দুচোখ তাঁর ছলছল করছে। আমি মাথা নেড়ে জানালাম যে বিরক্ত বোধ করছি না এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য জিজ্ঞেস করলাম - আপনি কি আজই ফিরবেন?

- আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটু চুপ থেকে আবার বলতে লাগলেন - জানেন, যখন আমার আপনার মত বয়স ছিল, তখন কত কি মনে করতাম। অভিভাবকদের উপদেশের চাইতে ইয়ার বক্সিদের তালিম বেশী পছন্দ করতাম। সেই ভাবেই চলেছি আর নিজেকে অপচয় করেছি। আজ বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তখন যা ভেবেছি বা করেছি, আজ তা সমর্থন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং ঠিক তার প্রতি প্রচণ্ড প্রতিবাদই আমি করবো। আজ বড় বেশী অভিভাবকদের কথা মনে পড়ে। যদিও তাদের উপদেশের সবটুকুই যথার্থ নয়। তবু মানলে আমার ক্ষতি হত না। সত্যি বলছি, আমি আজ বড় নিঃসঙ্গ।

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিলেন, আস্তে আস্তে দ্বিতীয় বোতলটি স্যুটকেশ থেকে বের করলেন। গ্লাসে পূর্ণ করে ঢেলে একেবারেই অর্ধেক বোতল পান করলেন। আগেকার মত একটু একটু করে পানের ধৈর্য্য যেন তাঁর ছিল না। ইতিমধ্যে ঐ হোটেল বয়টি ফিরে এল। সঙ্গে তার দুজন কুলি। হোটেলের একটি রসিদ ভদ্রলোককে দিল এবং স্থানীয় ভাষায় বলল - ট্যাক্সি এসে গেছে সাহেব, জিনিস পত্রগুলো তুলে দিচ্ছি। আর দেরী করে কি হবে?

বাকী বিয়ারটুকু গ্লাসে ঢেলে এক চুমুকে শেষ করলেন। এবং আমার প্রতি করজোড়ে নমস্কার জানালেন। মলিন হাসি মুখ নিয়ে যেতে যেতে বললেন — আমার কথাটা মনে থাকবে তো? আবার দেখা হবে কোনদিন; বাই! বাই!

আমি তাঁকে বলবার মত কিছু না পেয়ে কেবল একবার মাথাটি একপাশে কাত করলাম এবং দুহাত একত্র করে প্রতি নমস্কার জানালাম। অতঃপর একাকী ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময়ের অপেক্ষায় বসে রইলাম।

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

— শ্রীডুবুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লিপিমিতার ১১/৩ সংখ্যা থেকে 'স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। মহাসাগরের বুকে ডুবুরিরা নেমে যেমন মণি মুক্তা বিভিন্ন রত্ন আহরণ করে এনে তুলে দেয় তারই আপনজনের হাতে, তেমনি আমিও মহাকালের গর্ভ থেকে স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করে মিতা ভাই - বোনদের করপুটে উপহার দিতে মনস্থ করেছি। আমার আহরণে কিছুটা এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে, পাঠক - পাঠিকারা সেগুলি তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন।

খৃ: পূ: ৫২৮ — পারস্য সম্রাট সাইরাস্ গান্ধার রাজ্য জয় করেছিলেন।

খৃ: পূ: ২৬৯ — বিন্দুসারের মৃত্যুর চার বৎসর পর অশোকের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

খৃ: পূ: ২৫৬ — কলিঙ্গ জয়ের জন্য অশোক অভিযান করেন।

খৃ: পূ: ২৩৬ — সম্রাট অশোক ইহলোক ত্যাগ করেন।

খৃ: ১৩৬১ — ইংলণ্ডের আদালতে আইন করে ইংরাজী ভাষা প্রথম চালু করা হয়। এরপূর্বে ইংলণ্ডের আদালতে ল্যাটিন ভাষা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৫৪ অব্দ থেকে অর্থাৎ রোমান বিজয়ের পর ইংলণ্ডে সর্বত্র ল্যাটিন ভাষা প্রচলিত হয়।

খৃ: ১৫৮২ — পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী গ্রীক রোমান ক্যাথলিক অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য দেশে নতুন ক্যালেণ্ডার চালু করেন। আজও সেই দিনপঞ্জী, বিভিন্ন দেশে চলে আসছে।

২৬শে জুন, ১৯৭১ — বিশিষ্ট সোভিয়েত মহাকাশ বিজ্ঞানী শ্রী আলেক্‌সি ইসায়েভ

পরলোক গমন করেছেন। তিনি রকেট ইঞ্জিন তৈরী করেছিলেন এবং তার ফলে রাশিয়া মহাকাশ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পেরেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৬২ বৎসর।

৩০শে জুন ১৯৭১ — মহাকাশে দীর্ঘতম সময় ২৪ দিন পরিভ্রমণ করে রাশিয়ার ব্যোমযান সয়ুজ - ১১ রাশিয়ার ভূমিতে অবতরণ করে। এই মহাকাশযানে যে তিনজন অভিযাত্রী ছিলেন লে. ক. জর্জি দবরোভল্‌সকি (৪৩), ফ্লাঃ ই., ভলাদিস্লাভ ভলকভ (৩৭) ও টেসট ইঃ ভিকটর পাতসায়েভ (৩৮) দুঃখের বিষয় তিন জনই অবতরণের কালে মারা গিয়েছেন। তদন্তের পর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে তাঁরা হঠাৎ অক্‌সিজেনের অভাবে বা বায়ুচাপের আধিক্যে মারাগিয়েছেন।

২৮শে সেপ্‌টেম্বর ১৯৭১ — জাপান সম্রাট হিরোহিতো, বয়স ৭০, মাতৃভূমি ত্যাগ করে এই প্রথম ১৮ দিনের জন্য ইউরোপ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করেন। এর আগে ১৬০০ বৎসরের মধ্যে কোন জাপানী সম্রাট বিদেশ যাত্রা করেন নি।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৭১ — বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় লাল চীন বা গণতন্ত্র চীন সর্বপ্রথম আসন লাভ করল এবং তাইওয়ান উল্লিখিত সভা হতে দেশ হিসেবে সর্বপ্রথম বহিস্কৃত হোল। লাল চীনের পক্ষে পড়েছিল ৭৬টি ভোট এবং বিপক্ষে ৩৫টি; নিরপেক্ষ ছিল ১৭টি দেশ। রাষ্ট্রপুঞ্জের চীনভুক্তি ও তাইওয়ানের বহিষ্কারের প্রস্তাব আনে অ্যালবানিয়া। ভারত ও পাকিস্তান অ্যালবানিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করে।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না যাহার যাহাতে অভাব তাহার তাহাতেই লোভ।

— বঙ্কিমচন্দ্র

সংগ্রাহক— ৬৪১৬ সন্ধ্যা বেরা।

রাজ্য বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

—শ্রীদরবেশ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আপাতদৃষ্টিতে শব্দগুলি খটমট ঠেকলেও নিয়মিত ব্যবহার ও প্রয়োগের দ্বারা ক্রমশঃ সহজ হয়ে যাবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি। মিতা ভাই বোনেরা যদি শব্দগুলি নিয়ে নিয়মিত চর্চ্চা করেন তাহলে আমরা এই সংগ্রহের পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করব।

শব্দ — অর্থ

calculator - নিরূপক calibration - ক্রমাঙ্কণ

capacity - ধারকত্ব capillary - কৈশিক

cardinal - অঙ্কবাচক caretaker - অবধায়ক

carpenter - সূত্রধর carpenter Instructor - তক্ষণ শিক্ষক

cashier - খাজাঞ্চী cash sarkar - রোক সরকার

caster - ঢালাই কর casualty - আত্যায়িক

central telegraph - কেন্দ্রীয়তারিক

centre - কেন্দ্র

centre of gravity - ভারকেন্দ্র centrifugal - অপকেন্দ্র

centripetal - অভিকেন্দ্র certifying - surgeon of factories - কর্ম্মশালার বা কারখানার প্রমাণক চিকিৎসক

chamber clerk - আসন্ন করণিক (মহাধর্মাধিকরণ)

characteristic - পূর্ণক charge - আধান

charged - আহিত chief - মুখ্য

chord - স্বরসংগতি, জ্যা circle - বৃত্ত

circular measure - বৃত্তীয় মান

circumference - পরিধি circumscribed - পরিলিখিত

coefficient - গুণাঙ্ক cohesion - সংসক্তি

coil - কুণ্ডলী coincidence - সমাপতন

collinear - একরেখীয় combination - সমবায় commensurable - প্রমেয়

compass - দিগদর্শী complementary - পূরক

complex - জটিল compound - মিশ্র
compression - সংনমন concave - অবতল
concentric - এককেন্দ্রীয় concrete-number - বদ্ধ সংখ্যা
concurrent - সমবিন্দু cone - শঙ্কু
conjugate - অনুবন্ধী conservation - নিত্যতা
constant - ধ্রুবক convergent - অভিসারী
converse - বিপরীত co-ordinates - স্থানাঙ্ক
coplanar - একতলীয় corollary - অনুসিদ্ধান্ত

corresponding — অনুরূপ cosecant - কোসেকান্ট
cosine — কোসাইন cotangent — কোট্যানজেন্ট
cross section - প্রস্থচ্ছেদ cube root - ঘনমূল
cubic - ত্রিঘাত curved বক্র
cylinder — বেলন

——::——

মিঠু

— পঙ্কজ চট্টরাজ
(ধানবাদ)

[আমার এক ছোট ভাইঝির মর্ম-স্পর্শী জীবন কাহিনীর ছায়াবলম্বনে এই গল্পটি লিখলাম — তারই স্মৃতির স্মরণে। মূলকথা একজন রুগীর মারফৎ নেওয়া হয়েছে]

জানুয়ারী মাস, শীতকালের এক সন্ধ্যা। সময় ৫ - ৩০ মিঃ। স্থান — ধানবাদ হাসপাতাল।

অমিতা দেবী তাকিয়ে ছিলেন সিস্‌টার সোমা মিত্রের দিকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অমিতা দেবী জিজ্ঞাসা করেন — সিস্‌টার আমার মিঠু ভাল হবে তো? অমিতা দেবীর করুণ দৃষ্টির দিকে নিজের স্নেহময়ী মুখখানা তুলে ধরেন সিস্‌টার সোমা মিত্র। সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বোললেন — আপনার মিঠু নিশ্চয়ই ভাল হবে। মিঠু কি শুধু আপনার? সে যে আমাদের সকলের। সেইজন্যই বলছি আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সে আবার সম্পূর্ণরূপে ভাল হ'য়ে উঠবে। অমিতা দেবী এগিয়ে যান F - 5 No. বেডের দিকে। আশাতীত আনন্দে মিঠুকে বুকে চেপে ধরে আদর কোরতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় উভয়ের চোখে জল। মিঠুর কয়েকটা কথা জড়িয়ে গেল। শুধু শোনা গেল - মা, কাল কিন্তু আমার অপারেশন হয়ে যাওয়ার পর প্রথমেই এক বাক্‌স টফি চাই - ই। অমিতা দেবী মিঠুর কপালের চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে বোললেন - কাল অপারেশান হয়ে যাওয়ার পর তুমি যখন সুস্থ হয়ে উঠবে তখন দেখবে তোমার জন্য এক বাক্‌স টফি নিয়ে আমি ব'সে আছি।

রিণা ছিল মিঠুর পাশের বেড্‌ F-6 নম্বরে। দুজনের খুব ভাব জমে উঠেছে। রিণা ডাক্তার ও সিস্‌টারের আলোচনায় শুনেছিল - মিঠুর Heart এর কি একটা অসুখ হয়েছে এবং তার বাঁচার আশা খুব কম। রিণা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে থাকে এই ভেবে যে - সে এবং মিঠু দুজনেই দুজনকে হারিয়ে ফেলবে। সে নিজের ছোট বোনের মত ভালবাসে মিঠুকে। কাল মিঠুর অপারেশান হবে

আর রিণার ছুটি। তাই সে ওর দাদা-দের দিয়ে মিঠুর জন্য অনেক ভাল ভাল পুতুল, টফি প্রভৃতি আনিয়ে রেখেছিল। সে স্থির করে রেখেছে মিঠুর অপারেশান হয়ে যাওয়ার পর সে যাবে এক বন্ধুত্বের চিহ্নগুলি যাওয়ার সময় তার হাতে দিয়ে যাবে। দাদারা কাল কিছু ফুল আনবেন। সে ফুলগুলিও মিঠুকে দিয়ে যাবে রিণা। মিঠু ফুল খুব ভালবাসে - রিণা :মিঠুর ভালবাসার প্রতিদান ও নিদর্শণস্বরূপ ফুল দিতে ইচ্ছুক।

পরদিন হাসপাতালের অন্যান্য বেডের রুগী থেকে আরম্ভ করে সিস্টাররা পর্যন্ত সকলেই অস্থির হয়ে পড়েছেন। কখন শেষ হবে অপারেশান? মিঠুকে সকাল ৭টায় অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে - কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বেলা ৪টা বাজতে চলল — এখনও কি অপারেশান শেষ হয়নি? সাঁকতোড়িয়া ও রাঁচী থেকে আরও ৩ জন ডাক্তার এসেছেন। রিণা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে উদগ্রীব হয়ে একজন সিস্টারকে জিজ্ঞাসা করল - সিস্টার মিঠুকে সকাল ৭টায় অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এখন বিকেল ৪টা হতে চলল - এখনও অপারেশান হয়নি কেন? সিস্টার জবাব দেওয়ার আগেই রিণার বাড়ীর সকলে এসে হাজির হ'লেন রিণাকে নিয়ে যেতে। মিঠুর মা অমিতাদেবী মিঠুর জন্য অস্থির ভাবে পায়চারি কোরছেন অপারেশান থিয়েটারের দরজার সামনে। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে বেদনাদায়ক উদ্বিগ্নতা — হাতে ধরা রয়েছে একটি টফির বাক্স।

বিকেল ৫টা নাগাদ এক এক কোরে সব ডাক্তাররা মাথা নীচু করে অপারেশান থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁদের সকলের মুখে করুণ অভিব্যক্তি, চোখে মিঠুকে দেওয়া শেষ উপহারের চিহ্ন - অশ্রুকণা। মিঠুর মায়ের প্রশ্নে কেউ জবাব দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলেন না - নিরুত্তর হয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন। অমিতা দেবী ছুটে গেলেন বড় ডাক্তার মিঃ মুখার্জীর কাছে — তিনি সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন অশ্রুসজল নেত্রে। অমিতা দেবী ডাঃ মুখার্জীর হাত দুটি সজোরে চেপে ধ'রে বললেন — বল ডাক্তার, আমার মিঠু কোথায়? মিঠুকে তোমরা কোথায় রেখে এসেছ? একটিবার তাকে দেখতে দাও। ডাঃ মুখার্জীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি কেঁদে ফেললেন — অনেক চেষ্টা করেও আপনার মিঠুকে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না দিদি। অমিতা দেবী মূর্ছি'তা হয়ে সেখানে পড়ে গেলেন। তাঁর হাতের টফির বাক্স ছিটকে পড়ল

বারান্দায়। ছড়িয়ে গেল সব বারান্দায়। রিণার মনের বাঁধ ভেঙ্গে যেন টুকরো টুকরো হয়ে চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু-ধারা বেরিয়ে আসতে লাগলো। ওর দাদারা ওর জন্য যে ফুল এনেছিল, তা দিয়ে সে সাজিয়ে দিল মিঠুর সদা হাস্যময় নির্মল মুখখানা, ছড়িয়ে দিল পবিত্র দেহের উপর। সে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো — মিঠুকে শেষ পর্যন্ত আমার দেওয়া ফুল নিতেই হ'ল।

–::–

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

লিপিমিতা ১২ বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৩৭৮) মিতাদের যে সকল প্রশ্ন প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির উত্তর পাওয়া গেছে। সেগুলি নীচে দেওয়া হল—

১। বি ১১৯০ সরোজ কুমার চক্রবর্ত্তী প্রশ্ন করেছেন — সুস্থ জীবন যাপনে নারীর প্রয়োজনীয়তা কি?

উঃ — বি ৩৭১৭ শেখ নজরুল ইসলাম ও বি ৩২৩২ মিনতি মজুমদারের উত্তর যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। বি ৩৭১৭ শেখ নজরুল ইসলামের উত্তরটি তুলে দিলাম।

সুস্থ মানব জীবন যাপনে নারীর প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগে রকম ফের হলেও কতকগুলো ক্ষেত্রে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

মানব জাতির অবলুপ্তি যাতে না ঘটে তার জন্য নারীজাতির সৃষ্টি হলেও সুস্থ সামাজিক জীবন তার প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায় প্রধানত Sex এর ব্যাপারে। প্রকৃতির নিয়মে আমরা কেউ যৌন আবেদনটাকে অস্বীকার করতে পারি না। নারীর সঙ্গে আমাদের মধুর সম্পর্ক এবং বন্ধন যদি গড়ে না উঠতো, তাহলে আমরা পশুতে পরিনত হতাম।

মানুষ একা জন্মলাভ করলেও পৃথিবীর বুকে সম্পূর্ণ একক ভাবে বাঁচা অসহনীয়। প্রকৃত বন্ধুর মত একজন নারীই শুধু পারেন একজন পুরুষের সহচর হতে —। চিরদিনই পুরুষ বেহিসেবী, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকেন।

নারীই সেখানে কোমলতা গুণে শান্তি আনয়ন করেন।

আর শান্তি অর্থে সুস্থতা। কি ব্যক্তিগত জীবনে কি পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনে যদি শান্তি অক্ষুণ্ণ না থাকে তাহলে সুস্থতাও থাকতে পারে না।

— শেখ নজরুল ইসলাম।

২। ৫৩৪৪ হবিবর রহমান প্রশ্ন করেছেন — পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বই কোনটি ?

উঃ — উত্তর দিয়েছেন ৬৩৪৯ প্রশান্ত কুমার গোস্বামী ও ৬১১৬ অশেষ দাস। শেষোক্ত মিতার উত্তরটি তুলে দিলাম।

ভিয়েনার সেটট্ টেকনিকাল স্কুলের 'Anatomical Atlas'. এতে ৫০২০ খণ্ড আছে। প্রতি খণ্ডে ১৭০ পৃষ্ঠা আছে। বইটি লম্বায় ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৪ ফুট। — অশেষ দাস।

৩। ৫০৮৪ নারায়ণ সরকার প্রশ্ন করেছেন —

ভারতবর্ষে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থাগার কোনটি এবং তা কোথায় ?

উঃ — যাঁদের উত্তর সঠিক বলে ধরা হয়েছে তাঁরা হলেন — ৬৩৪৯ প্রশান্ত গোস্বামী, বি ২৫৭৬ অরুণাভ ঘোষ ও ৬২৬১ অশেষ দাস। শেষোক্ত মিতার উত্তরটি তুলে দিলাম।

অতীত ইতিহাসে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের আজও কোন সঠিক গবেষনা কার্য হয় নাই। তবে ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় 'নালান্দায়' একটি গ্রন্থাগার ছিল।

ইহা ছাড়া দেখা যায় বুদ্ধ বিহার গুলিতেও গ্রন্থাগার ছিল। পঞ্চম শতকে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ানের বিবরণে বুদ্ধের জীবিতকালে প্রতিষ্ঠিত জেতবন বিহারের 'ধর্ম্মগঞ্জ' নামে একটি গ্রন্থাগারের নাম পাওয়া যায়।

তবে - বর্তমান ভারতের কলিকাতায় অবস্থিত 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি' গ্রন্থাগারকেই প্রথম গ্রন্থাগার বলা যেতে পারে। ইহা ১৭৮৪ খৃঃ স্থাপিত হয়।

উত্তরদাতা - ৬২১৬ - অশেষ দাস।

৪। ৫৭৭০ সুমন কুমার বসাক প্রশ্ন করেছেন - অ্যালকোহলের আবিষ্কর্তা কে এবং তাহার পরিচয় কি ?

উঃ - ৬৩৮৫ মধুসূদন রায়ের উত্তরটি তুলে দিলাম - অ্যালকোহলের আবিষ্কর্তা কে আজও তার নাম জানা সম্ভব হয়নি ; কারণ প্রাচীনকাল থেকে মানুষ গাছের রস, বিভিন্ন ফল, যব, গম, ধান ইত্যাদি পচিয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারা সুরাসার প্রস্তুত ককতে শিখেছিল।

সোমলতা থেকে সোমরস প্রস্তুত ও যজ্ঞ কালে তার প্রয়োগ বা সেবন আমরা বেদে বা পুরাণে পাঠ করে এসেছি। সুতরাং এই সুরাসার প্রথম কে প্রস্তুত

করেন তার ইতিহাস পাওয়া অসম্ভব। এই সুরাসারেরই আধুনিক বৈজ্ঞানিক নাম অ্যালকোহল বা বাংলা পরিভাষায় কোহল।

৫। ৪৬০৬ বিধান চন্দ্র রাউত প্রশ্ন করেছেন - সর্বপ্রথম কে বিশ্বে সাঁতারে রেকর্ড স্থষ্টি করেন এবং কত সালে ও কোথায়?

উঃ - তিনজনের উত্তর যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। যথা - ৫৭৫৬ গৌরীবালা সামন্ত, বি ৫৫৭৬ অরুণাভ ঘোষ, ৬৩৮৫ মধুসূদন রায়। নীচে দুজনের উত্তর তুলে দিলাম।

৪৬০৬ মিত্তা বিধান চন্দ্র রাউত প্রশ্নটির মধ্যে ঠিক কোন বিষয়টি জানতে চাইছেন তা ঠিক বোঝা গেল না। বিশ্ব সাঁতারে বহুজন নানাভাবে রেকর্ড স্থষ্টি করেন। তার কয়েকটি তুলে দিলাম।

১। (ক) হাতকড়ি লাগান অবস্থায় প্রফুল্ল ঘোষ জলে ৭১ ঘণ্টা ১৩ মিঃ সাঁতরাইয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন।

(খ) ১৯৩৭ সালে যে সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে সেখ কুবুধের ৩০ মাইল অতিক্রম করিতে ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিঃ সময় লাগিয়াছিল।

বি ৫৫৭৬ অরুণাভ ঘোষ।

১। সর্বপ্রথম বিশ্ব রেকর্ড স্থষ্টি করেন শ্রীমিহির সেন। ইনি কোথায় কত সালে সাঁতার দেন তার তালিকা নিম্নে দিলাম —

ইংলিশ চ্যানেল - অক্টোবর ১৯৫৮
পকপ্রণালী — এপ্রিল ১৯৬৬
জিব্রাল্টার প্রণালী — আগষ্ট ১৯৬৬
দারদানেলেস প্রণালী — সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
বসফরাস প্রণালী - সেপ্টেম্বর - ১৯৬৬
পানামা খাল — অক্টোবর - ১৯৬৬

— ৬৩৮৫ মধুসূদন রায়।

অজ্ঞতা লজ্জার নয়, জ্ঞান লাভের অনিচ্ছাই লজ্জার। মূর্খের চেয়েও পণ্ডিত মূর্খই বেশী নির্বোধ।

— বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

নতুন প্রশ্ন

প্রতিটি প্রশ্ন বা প্রতিটি উত্তর পৃথক পৃথক কাগজের এক পিঠে লিখে ২৯শে পৌষ ১৩৭৮ এর মধ্যে সঙ্ঘের কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

১। অবিরাম পায়ে হেঁটে পৃথিবীর মধ্যে কে রেকর্ড করেন?

বি ৩২৩২ মিনতি মজুমদার

২। পৃথিবীর ভিতর সবচেয়ে ছোট এবং বড় জিনিস কি?

বি ৪০২৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস

৩। আগাথা ক্রিষ্টির সুবিখ্যাত রহস্যোপন্যাস 'মাউস্ ট্রাপের' নাট্যরূপ লণ্ডনের অ্যাম্বাসাডার থিয়েটারে একাধিক্রমে ১৩ বৎসরেরও বেশী দিন অভিনীত হয়েছে; তাই জানতে চাই যে অন্য কোন বই তার চাইতেও বেশী দিন অভিনীত হয়েছে কিনা।

বি ৪৩৭৭ কান্তি রঞ্জন বিশ্বাস।

৪। মানুষ বা কোন জীবজন্তু মারা গেলে তার দেহের ওজন বেড়ে যায় কেন?

- ৫৯০৪ স্বপন কুমার মল্লিক

৫। জে, বি, হ্যালডেন ক্যানসার রোগ নির্ণয়ে কি ভাবে জীবন দান করেন?

— বি ৩৭১৭ শেখ নজরুল ইসলাম

-::-

জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয় কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয় সুধারসে ভরে উঠলে ততই সে বেশী করে পূর্ণ হয়।

— রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক — ৫২৮৩ বেগম রেজিনা সুলতানা

হে আকাশ

— সনন্ত তাঁতি
(আসাম)

তুমি কি জীবন্ত কবর থেকে মুক্ত অঙ্গনে যাবে না ?
আমার অন্তরলোক তোমার অন্তরের
বিনময় বোঝেও বোঝে না — ভাসাভাসা,
অথচ জীবন্ত কবর থেকে মুক্ত হতে চাই।
স্বপ্নলোক শতছিন্ন শতধা বিভক্ত হয়ে গেছে,
এখনো বাকি আছে বাস্তবের
সাথে মোকাবিলা।
হে আকাশ, তুমি কি সঙ্গী হবে না ?
হে আকাশ, হে আকাশ,
বড় তৃষ্ণা পাচ্ছে অসময়ে।
আমার ইস্পাতের দেহ
সঙ্কীর্ণ পথের পাশে —
পাশা পাশি সঙ্কীর্ণ ব্রীজের
মধ্যে চলতে চলতে —
আমার তৃষ্ণা পাচ্ছে গৃহস্থ বাড়ীর
অনাহুত গেটের সামনে,
হে আকাশ, তুমি কি বৃষ্টি দিবে না ?
দারুণ বিক্ষোভ মনে উত্তপ্ত প্রাণের
ছটপটানি এই অসময়ে,
বন্দী আমি যুগ যুগ থেকে
ভাসা ভাসা আলো ও আঁধারে,
গৃহস্থ বাড়ীর দরজা দিয়ে মুক্তি চাই
হে আকাশ, তুমি কি মুক্তি দিবে না ?

—:—

অপেক্ষা

— শ্যামা প্রসাদ বসু
(শিলচর - ৪)

শতযুগ ধরে বসে আছি যেন হায়,
দেখা পাবো বলে নিরলস আঁখি মেলে।
স্তব্ধ প্রহর শত শত চলে যায়.
অবশেষে ওগো প্রিয়তমা তুমি এলে॥

আসিবার কালে তোমার চরণ ধ্বনি,
বেজেছিলো মোর শূন্য বুকের 'পরে!
আসিবার কালে তোমার আঁচলখানি,
ঢেকেছিলো মুখ আমাকে অন্ধকারে॥

সরে গেল যবে ক্ষণিক অন্ধকার,
দাঁড়িয়েছ দেখি ধরিয়া রুদ্ধ দ্বার।
ভাবিতেছিলাম কেন আজ এত সুখ,
সুখের আকাশে কেন ভরে ওঠে বুক
ভাবিতেছিলাম কেন তুমি নিজে এলে!
ভাবিতেই দেখি মৃদু হেসে চলে গেলে॥

অতীতে কোথায় যেন

— উত্থান পদ বিজলী

(নারিকেলডাঙ্গা, ২৪ পরগনা)

অকম্পিত দীপশিখা তব নেত্রপাত —
কেন আমি নাহি জানি যেন মোরে কয়, —
'স্মৃতির দরজা খুলে দেখ একবার
আমাকে জাননা তুমি — চেননা আমায়?'
তাই আমি আনমনে রোমন্থন করি —
অতীতের দিনগুলি ফিরে ফিরে চেয়ে,
অস্পষ্টতা ভেদ করি যতদূর পারি —
তোমায় - আমায় দেখা — যদি যাই পেয়ে
দীঘল চোখের তব অকপট ভাষা
বহুভাবে মোর কাছে অতি পরিচিত,
তোমার হৃদয় - বুকে যে কথা লিখন -
সব জানা, কিন্তু কই খুঁজে পাই না তো।
তবু কেন নাহি জানি শুধু মনে হয়,
তোমাকে দেখেছি আমি যেন গো কোথায়।

কিশোরী ভাবনা

- অমিয় মুখোপাধ্যায়

(বাঁকুড়া)

আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে
'অঞ্জনা' ভাবে এক মনে,
মা'র কাছে যে - ই গিয়ে শোনে
কাল রাতে তার হবে বিয়ে।
সব চেয়ে প্রিয় তার খেলা -
এক পায়ে লাফ দিয়ে চলা,
আরো সব খেলা কতো কি -
খেলা তার আর হ'বে কি?
এই সব কথা ভেবে ভেবে
দুই চোখে জল আসে ভরে,
'সোনা - পাই', হাঁসটিরে খুঁজে
রোজ আর আনবে কে ঘরে?
সামনেই গাজনের মেলা
সেকি আর হবে তার দেখা!
ফাগুনের পঞ্চমী তিথি
রাঙা তার করে দেবে সিঁথি।

•ঃ•

হোঁদল মামা

- প্রবীর কুমার সিন্‌হা
(আসাম)

চ্যাংড়া যিনি হোঁদল মামা
গায়ে যে তার চোস্ত জামা
পায়ে পরেন ছুঁচ্‌লো জুতো
রঙ্‌ বাহারী কেলো ভূতো।
ইঁদুর পচার গন্ধ গায়ে
হাজা - ভরা হাতে - পায়ে।
নাকটি যে তাঁর থ্যাবড়া - বোঁচা
গালে দাড়ি খোঁচা খোঁচা।
নেশা করেন বীরের মতো
খান্‌ সে বিড়ি লক্ষ শত।
গাঁজাফিতেও রপ্ত মামা
কুস্তিতেও গোবর - গামা।
কম্‌তি নেইকো গুণেও কিছু
নজর যে তাঁর নয়কো নীচু।
পরের পকেট রোজ হাতিয়ে
দিব্যি আছেন মন মাতিয়ে।
চারশ' বিশের হাজার খেলে
তাক্‌ লাগিয়ে যানও জেলে॥
এমন মামার ভাগ্নে হবি?
বুক ফুলিয়ে নিত্য রবি?

***

প্রিয়তমাসু

- বিষ্ণুভক্ত সরকার
(দেওচড়াই, কোচবিহার)

প্রিয়তমা: ক্ষমা করো।
বাস্তবের কঠিন আঘাতে ক্ষত বিক্ষত
আজ। সময় নেই অভিসারের।
চলিষ্ণু জগৎ:

শুনিতেছি তারুণ্যের উদাত্ত আহ্বান।
রক্তে আমার উষ্ণতার ছাপ।
সময় নেই আর নিভৃত সঙ্গোপনের।
তাই ক্ষমা করো মোরে
ওগো প্রিয়তমা॥

শুধু স্বপ্ন

— পান্নালাল ঘোষ
(বাটানগর, ২৪ পরগনা)

কফি হাউসে দেখেছি ওঁদের,
দেখেছি গড়ের মাঠে।
দেখেছি লেকের নির্জন তীরে,
দেখেছি আউট্রাম ঘাটে॥
ওঁদের কখনো দেখেছি আমি,
কলেজের পথে পালিয়ে। —
প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে
নিজেদের দিতে বিলিয়ে॥
বোটানিকালের নিভৃত কুঞ্জে
কাটিয়েছে ওঁরা দুজনে।
কতদিন ওঁরা নিরালা দুপুর
মুখর করেছে কূজনে॥
আজো ওঁদের দেখে থাকি রোজ,
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে।
একজন ফেরে ছাত্রী পড়িয়ে
আপন শূন্য গেহে॥
মলিন বস্ত্র, করুণ নয়ন,
আরো একজন ঘোরে, —
অফিসে অফিসে —
বাবুদের দোরে দোরে॥

—::—

ত্রিবর্ণ

— রণজিৎ কুমার সামন্ত
(মেদিনীপুর)

সীমা আর অসীমের মাঝেই সীমান্ত
নীলনির্জন কথাটা হয়ত মনে পড়ে না,
তবু বাসর ঘরের বাসী ফুলগুলো আর জীর্ণ মালা
গন্ধ ছড়াচ্ছে আজও - তাও বুঝি অব্যক্ত বেদনায়
তামাটে হয়ে গেছে নয়ত বা
অপমানে আর তীব্র ঘৃণায়।
ফ্রান্স জার্মানীর বিপ্লবের আগুন
হয়ত বা ছড়াবে সারা পৃথিবীতে
নীল অন্ধকার বিবর্ণ মলিন এ পৃথিবী
অজানা আশংকায় শিউরে উঠবে
অপরাজিতার সুতীব্র ঘ্রাণে নয়ত বা
লীন হয়ে যাবে যুবক যুবতীর অবাধ মিলনের গরলে।
একদিন গড়ে উঠবে এক নূতন যুগ
বর্তমানের যুগ যন্ত্রণা আর শক্ত শিকলের
বাঁধন ছিঁড়ে দৌড়বে মানুষ উর্দ্ধশ্বাসে
বরণ করবে, দুটি চোখ স্থির হয়ে যাবে,
অপমান ঘৃণা লাজ ক্ষোভ ভয় সব
লীন হয়ে যাবে আসবে চির প্রশান্তি।

—::—

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।
অগ্রাণ + পৌষ + মাঘ — ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ
দ্বাদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা।

এই তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৬৪৫১ থেকে ৬৫৫০ পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্ত্তমানে বা পরে যাদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে এ সকল মিতাকে সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধায়কত্বে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী - মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা এরপর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন। নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষ কালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ :—

ক - সমাজ, খ - রাজনীতি, গ - সাহিত্য, ঘ - শিল্প, ঙ - বিজ্ঞান, চ - ব্যবসা-বাণিজ্য, ছ - ধর্ম্ম, জ - গান, ঝ - বাজনা, ঞ - ভ্রমণ, ট - আলোকচিত্র, ঠ - ডাকটিকিট, ড - খেলাধূলা, ঢ - চলচ্চিত্র, ণ - সাঁতার, ত - বাগান করা, থ - হাঁস মুরগী পালন, দ - অভিনয়।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরূপ সাজান হয়েছে :— সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

• চিহ্নিত মিতাকে ৯০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি পাঠাতে হবে।

৬৪৫১ অমর মণ্ডল — ১৩১/এ, আর, এন, ঠাকুর রোড, লালদিঘী, পোঃ - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ২৪ চাকুরী, ট ঠ

৬৪৫৪ অনিল ভৌমিক — c/o Post master, Borsala, Po : Borsola Nagaland, Assam.

(প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি)

৬৪৫৭ অমিতাভ দাশগুপ্ত — 37, New Tech. Hostel - 2. B. H. U. Varanasi - 5. U. P. ২২ ছাত্র ঙ ঠ ত দ [অভিনয়]

৬৪৭৬ অর্চ্চনা ঘোষ — কোলকাতা - ১১, ১৯ ছাত্রী, গ ঝ ঞ ঙ ছ

৬৪৭৯ অরুণ কুমার কাঁড়ার — ১নং ডি, ডি, মণ্ডল ঘাট রোড, পোঃ — দক্ষিণেশ্বর, কলিঃ ৫৭, ১৮ পোষ্টম্যান, গ ঙ জ ঠ ড ঢ

৬৪৮০ অচিন্ত্য ঘোষ — গ্রাম - ভারতপুর, পোঃ - ত্যালাণ্ডু, জেঃ — হুগলী, ১৬ ছাত্র, খ গ ড

৬৪৯২ অরুণ মিত্র — ২৪৪/এফ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা - ৬, ২৩ ছাত্র, খ গ ঠ

৬৪৯৪ অশোক কুমার চক্রবর্তী — ৬২/১এ, ফিডার রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা - ৫৬, ১১ ছাত্র, গ ঙ জ ঝ দ [অঃ]

৬৪৯৮ অভয় কুমার হালদার — ৮৩/৮, ইষ্ট সিঁথি রোড, কোলকাতা - ৩০ ১৮ ছাত্র, ছ ঞ ট ড ঢ দ [অঃ]

৬৫০৮ অহীন্দ্র মণ্ডল — গ্রাম - বেনাপুর, পোঃ - ফতেপুর, ২৪ পরগনা, ভায়া - কলিঃ ২৭, ২৫ অধ্যাপক, ঙ জ ঞ

৬৫২১ অরুণ চক্রবর্তী — Phonetic Commercial Institute, Near, Karjan Gate. Burdwan. ১৮ ছাত্র, গ ঙ জ ঞ ট ঠ ড ঢ

৬৫৪১ অশোক পাল — ১৪, নেতাজী রোড, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, ২৮, ব্যবহারজীবি, ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ দ

৬৫৪৬ অশ্বিনী কুমার খাঁড়া — চিল্কুরমারী, সাউথ কাশিমনগর, মেদিনীপুর, ২০ ছাত্র, গ জ ঠ ড

৬৫০৩ আর, এম, চক্রবর্তী — 1/C. Howajan. E & D. Sedt. Po : Howajan, Darrang. Assam. [প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি]

৬৪৮১ উদয় শংকর মিত্র — ২৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড, উত্তর কলিকাতা - ৩৬, ১৫ ছাত্র, ঠ

৬৫৩৪ উদয়ন সরকার — Room - no - II. New Hostel, Indian School of Mines. Dhanbad, ১১ ছাত্র, ক খ জ ঝ ঞ ড ঢ

৬৪৮৭ এম, সি, মায়া — ডাককর্মী মালদা হেড অফিস, মালদা, ২৬ চাকুরী

৬৫২৭ এম, আজিজুল ইসলাম — Arad Telco Coloney, Jamshed-pur - 4. Bihar.

প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি।

নতুন বিতার্কিক নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৫৪২ এ. এফ. এম. সামসুদ্দোহা — কানখুলি. গার্ডেনরীচ, ক. ..
১৬ ছাত্র, তালিকা অনুযায়ী।

৬৪৭১ কাশীনাথ বিশ্বাস — 68. Armd. Regt. c/o 56. A. P.
২৩ কেরাণী, এ ট ড চ দ প

৬৫০০ কবিতা ঘোষ — মাখলা; হুগলী; ২০ ছাত্রী; গ

৬৫১৯ কাজী আজীবুর রহমান — মহাদেবপুর; রামচন্দ্রপুর, হাওড়া; :
ছাত্র, গ জ

৬৫৩৬ গীতা মুখোপাধ্যায় — অশোক নগর;

॥ প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি ॥

৬৪৬৭ চন্দ্রা সরকার — বালী, ২১ গ ঙ ড চ

৬৪৮৯ জ্যোতি শংকর চক্রবর্তী — পোঃ - নশিপুর রাজবাটী, মুর্শিদাবা
১৮ ছাত্র; খ গ

৬৫২০ ডি. কে. দাস — c/o প্রদীপ কুমার দাস, ডিপার্টমেন্ট অফ্ মেটা
- ইঞ্জিনীয়ারিং; আই. আই. টি. খড়্গপুর; মেদিনীপুর।

॥ প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি ॥

৬৪১৮ তপন সরকার - c/o H. K. Sengupta. Retd. D. S. P
কলেজ রোড, বিষ্ণুপুর; বাঁকুড়া ১৯ ছাত্র, ঘ ঙ এ ট ঠ

৬৪৬১ তপন কুমার মজুমদার - গ্রাম নক্কর্পুর, ---- ----
পরগনা, ২৪ শিক্ষক গ ঘ এ অভিনয় বাগান করা।

৬৪৮৮ দীপা ভট্টাচার্য্য - শিলং, ১৪ ছাত্রী, গ জ ঝ এ চ ড

৬৫০৫ তপন কুমার মুখোপাধ্যায় C/o. মিতালী ষ্টোর, ধর্মরাজতলা, সাঁইথিয়া মেন
রোড, সাঁইথিয়া, বীরভূম ২২ ছাত্র এ ড চ

৬৫৪০ তপন কুমার সরকার গ্রাম- নপাড়া পোঃ বারাসাত, ২৪ পরগণা ২১
ব্যবসা চ জ

৬৪৬৫ দীপক দে Dhullie T E Po. - Mijikajan, Dt. Darrang;
Assam ২৪ চাকুরী গ এ

৬৪৮৪ দিবাকর সিংহ C/o. মনোরঞ্জন সিংহ, ১২৫/এ, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, . কলি-৬
২০ ছাত্র গ হ জ এ ট ড চ ড

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৪৮৫ দেবেশ দাস বিশ্বাস — R. M. O'S Qrs. (P. H. C) P. o : Chalsa; Jalpaiguri, ২৫ চাকুরী. জ ঝ এ ঢ

৬৫০৪ দিলীপ ভট্টাচার্য্য — আর - ২০/১, হাউজিং এষ্টেট; পো: - কল্যাণী, নদীয়া, ২৯ চাকুরী, গ এ ট

৬৫১২ দিলীপ কুমার বিশ্বাস — bachelor's mess; Ord. Factory, Chanda, Chanda, Maharastra; ২৩ চাকুরী,, ক গ ঘ ঙ জ ঢ

৬৫১৮ দীপক কুণ্ডু — State Bank of India; s. b. I. Tezpur ২৪ চাকুরী,, গ ঙ এ ড

৬৫৪৩ দীপেন ব্যানার্জী — ফে্গুস টেলর, ২৪, রয়ড ষ্ট্রীট, কলি: ১৬. ২৭ বেকার, স্নাতক ক খ গ ছ

৬৫৪৭ দেবাশীষ চ্যাটার্জী — c/o B. B. Chatterjee; 2 - b/1. beli Road. Allahabad - 2. U. P. ১৮ ছাত্র, গ এ মাউথ অর্গান,, প্ল্যানচেট করা।

৬৫৫০ দেবাশিষ চ্যাটার্জী — ৩৯ - বি, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলি: - ৩৭, ২৬ ছাত্র, গ ঙ জ এ ত (বা:)

৬৪৬৮ ধীরেন চন্দ্র দত্ত — c/o Dwigbijay Club; P. O : - Dhekiajuli Darrang, Assam; ১৬ ছাত্র, ঝ ঠ ড বাগান করা।

৬৪৬৬ নবাব আমেদ (কবি) — c/o ইন্দ্রজিৎ সিংহ (প্লীডার) পো: - কৈলাশহর, ত্রিপুরা, ৩২ চিকিৎসা ও কাব্য রচনা; খ গ জ এ ড

৬৪৭৮ নিরঞ্জন রায় - সাগরভাঙ্গা কলোনী; ব্লক - কিউ - ৮২; দুর্গাপুর - ১১ বর্দ্ধমান, ২৫ চাকুরী, জ ড ঢ

৬৪৯৭ নিমাই চক্রবর্ত্তী - ভেলাডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ১৭ ছাত্র, ক খ গ ঙ এ ট ড ঢ ঘ

৬৫০১ নির্ম্মলেন্দু দে - A/14, Sector - 14. Rourkella - 9; Orissa. ২৬ চাকুরী, জ ঝ এ ঢ

৬৫১৩ নারায়ণ চন্দ্র দে - c/o সুরেশ চন্দ্র দে, খাদিমপুর, কাঁঠালপাড়া, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর, ১৭ ছাত্র, ক খ ঙ চ জ ঝ এ ট ঠ ড ঢ সাঁতার কাটা।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৫১৪ নিরঞ্জন রায় চৌধুরী — State Bank of India, Karimganj Cachar, Assam, ৩০ চাকুরী, খ জ ঝ ঞ ড ঢ থ (হাঁসমুরগী)

৬৫৪৫ নিবাস চন্দ্র দে — গ্রাম ও পোষ্ট — শুশুনা, বর্দ্ধমান, ১৮ ছাত্র ক খ জ

৬৪৫৩ প্রবীর চক্রবর্ত্তী — c/o পি, এন, চক্রবর্ত্তী, ভারতনগর, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ২০ ছাত্র, গ ঞ ট ড আবৃত্তি, বাগানকরা বাণী,

৬৪৬২ প্রিন্স রায় — c/o বিনয় কুমার রায়, পোঃ - মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, ১৭ ছাত্র, খ জ ঝ ট ড ঢ ণ দ

৬৪৬৯ পার্বতী সাহা — শ্রীপুর, ১৭ বেকার, ক ঘ ছ জ ঞ ট ঢ বাগান করা, থ দ

৬৪৭০ প্রবীর মুখার্জী — Daya Engineering Works (P) Ltd. 'Sleeper Factory' Po: Buniadganj, Gaya, Bihar, ১৬ চাকুরী, জ ঝ ঞ গ ট ঙ

৬৪৭২ প্রদীপ দাস — ৩/১, গৌরিশ ঘোষ লেন, হাওড়া - ৭, ১৭ ছাত্র, গ ঞ মুদ্রা সংগ্রহ।

৬৪৯৫ প্রদ্যোৎ কুমার পাল — বাণী ভবন ছাত্রাবাস, হাবিবপুর, মেদিনীপুর, ২২ ছাত্র, ক গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ড ঢ

৬৫২৩ পি, কে, জানা রায় — কুটচান পাড়া, বসিরহাট, ২৪ পরগনা।

॥ প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি ॥

৬৫৩১ প্রতাপ ভট্টাচার্য — ৪/১, ভট্টাচার্য পাড়া লেন, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া ২১ চাকুরী, ক খ গ চ ঙ

৬৪৬৩ বিল্বদল চ্যাটার্জী — মাতৃভবন, ১২; গোপীকৃষ্ণ রোড, ভাটপাড়া, ২৪-পরগনা, ১৮ ছাত্র ঙ ঠ ড

৬৪৭৩ বিভূতি ভূষণ সরদার — পি, জি, হোষ্টেল, পোঃ - যাদবপুর ইউ-নিভার্সিটি, ২৭, (ছাত্র ও শিক্ষক) গ ঘ ঙ জ ঞ ট ড ণ ত থ

৬৪৭৪ বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস — c/o E. E. P. W. D. (R & B), J. B. R. C. Division, Nongthymmai, Shillong - 3, ২৩ (ছাত্র ও চাকুরী) খ গ ড

৬৫৩৯ বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল — গ্রাঃ ও পোষ্ট - বহুলা, বর্দ্ধমান, ১৮ ছাত্র, গ ঙ ঠ চ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৪৭৭ বাসুদেব মোদক — ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কো: - অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড. ২৪/এ. ওয়াটার লু ষ্ট্রীট, কলি: - ১, ২৩ চাকুরী, চ ছ ঞ ট

* ৬৫২২ বীণা বসু — 29. Digby Crescent, London, N. 4. U. K. (শিক্ষয়িত্রী, প্রধানা) ক গ ঘ ঙ ছ জ ক্ষ ড অঙ্কন।

৬৫৫০ বি, দেব সেনগুপ্ত — ২, সেলিমপুর রোড, কলি: ৩১, ঢাকুরিয়া, ২৭ ব্যবসা, জ ঞ মোটর চালানো।

৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র — Qrt no - k - 23/2 and 3. Po : Burnpur Burdwan ১৮ ছাত্র ড

৬১৩২ ভবেশ ঘোষ — c/o Ralph. M. Parsons. Ciba - Pesticides Plant, Corlim Jlhas Goa ৩১ চাকুরী ছবি তোলা বইপড়া চিঠি লেখা খেলা দেখা ঞ

৬৪৯৩ মাণিক লাল চক্রবর্ত্তী — c/o পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী পো: ও গ্রাম - ঋষ্যামুখ বিলোনীয়া ত্রিপুরা ১৭ ছাত্র ক খ গ ছ জ ঝ ট ঢ

৬৫১২ মহম্মদ আমেদ সরদার — c/o রাজা কোং গ্রাম ও পো: - সারেঙ্গা হাওড়া ২০ ছাত্র গ ঙ ঞ ড ঢ

৬৫২৬ মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা — Tata College General Hospital Chafbasa Singhbhum ২০ ছাত্র ক ঙ ঞ ড

৬৫২৮ মিতা মুখোপাধ্যায় — শিলচর ১৫ ছাত্রী গ ড দ ণ নৃত্য ছবি সংগ্রহ।

৬৪৫৬ রীতা দাসগুপ্ত - কোলকাতা - ৪০ ১৬ জ ঝ

৬৪৯৬ রাধিকা মোহন দত্ত - ১১/এ দেশপ্রিয় নগর পালপাড়া Po : সিঁথি কলি: ৫০ ২৫ ছাত্র ক খ গ চ ছ ঞ ট ঢ ণ ত থ দ

৬৫০৫ রামদাস নস্কর - ৩৩/৩ ব্যানার্জী পাড়া রোড বেহালা কলি: - ৩৪ ২৪ চাকুরী ক গ ঘ ঞ

৬৫০৭ রণজিৎ কুমার চক্রবর্ত্তী - M. R. Section Metal & Steel Factory. ইছাপুর ২৪ পরগনা ২৪ চাকুরী জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ

৬৫৩৮ রমেশ কুমার মল্লিক - পো: ও গ্রা: - মাহেশতলা ২৪ পরগনা ১৭ ছাত্র, ক ঞ ড

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৪৫৫ শিপ্রা ভট্টাচার্য্য — কলিঃ ৩১ ৩০ শিক্ষিকা, ক গ ঢ

৬৪৭৫ শ্যামল চক্রবর্ত্তী - Work Manager's Office, Tinplale - Compani of India Ltd, Golmuri Works, Jamsbedpur - 3. Bihar. ২৩ চাকুরী, গ চ ঢ

৬৪৮৩ শংকর কুমার বিশ্বাস ইছাপুর মাণিকতলা পোঃ - ইছাপুর ২৪ পরগনা ২১ ছাত্র গ ঙ জ

৬৫১৪ শুভেন্দু বিকাশ চৌধুরী - শ্রীধর নিবাস শিবনগর আগরতলা ত্রিপুরা

॥ প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি ॥

৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার্জী - কুলটি ওয়ার্কাস মেসিন সপ কুলটি বর্দ্ধমান ২৮ চাকুরী জ ঝ গ ঞ দ

৬৫৩৭ শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ - ৫০ শ্যামনগর রোড কলিঃ ৫৫

॥ প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি ॥

৬৪৫২ সুদর্শন মণ্ডল - c/o P. G. A. (P) Ltd. ৪৫ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কোলকাতা - ১৩ ২১ চাকুরী জ ঢ ঞ দ

৬৪৬০ সমীরন সেন ৩৩/এ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা - ১ ১৬ ছাত্র গ জ ড

৬৪৬৪ সত্যেন ভট্টাচার্য্য - বি - ৭৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা - ১২ ১৯ ছাত্র গ ঝ ঞ ঠ ঢ

৬৪৮১ সুবীর কুমার মিত্র - ৩/২ এ মনসাতলা লেন খিদিরপুর কোলকাতা - ২৩ ১৭ ছাত্র গ ড ঢ

৬৪৮৬ সুভাস চন্দ্র জানা - ৪/২৯ বিদ্যাসাগর কলোনী পোঃ - নাকতলা কলিঃ ৪৭ ১২ ছাত্র ক খ জ ঝ ঞ ঢ

৬৪৯০ সমীর কুমার হাজরা - বৈঁচি রেলওয়ে কোয়াটার নং - ১৫/এ পোঃ - বৈঁচি হুগলী ১৯ ছাত্র ক গ ঘ ঙ চ ঞ ট ঠ ঢ

৬৪৯১ সুভাষ চন্দ্র দাস - c/o বিমল কুমার দাস ষষ্ঠীতলা পোঃ - গোবরডাঙ্গা ২৪ পরগনা ১৭ ছাত্র ক গ জ ঝ ঞ ট ঢ ত দ

৬৪৯৯ স্বপন কুমার দাস - বিবেকানন্দ জনকল্যাণ পরিষদ পোঃ - এ্যাডকোনগর Adcconagar. জেঃ - হুগলী ২১ ছাত্র বাগান করা গল্প লেখা

৬৫১৭ সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় - কুলটি ২০ ছাত্রী জ ঝ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৫০২ স্বরাজ কুমার ভট্টাচার্য্য — গ্রাম ও পোঃ - গোপাল নগর মেদিনীপুর ১৮ ছাত্র ক গ ঙ ঝ ঞ ঠ ড অটোগ্রাফ সংগ্রহ।

৬৫০৯ সরোজ কুমার পাল - 32. Field Work Shop (Gref) c/o 99 A. P. O. ২৩ চাকুরী খ গ ঙ জ ঞ ড ঢ

৬৫১০ সুব্রত সেনগুপ্ত - I5 B. North park Avenue. Sector - 9. Bhilai west. Durga. M. p. ৩০ চাকুরী গ ঙ জ ঢ

৬৫১১ সুব্রত গুহ - Hyderabad Asbestos Cement prod Ltd. Ballabgarh. Haryana. ২৮ সেলস অফিসার খ চ জ ঝ ঞ ট ঠ ঢ দ

৬৫২৫ সোমনাথ ভট্টাচার্য্য - R. p Chest Hospital W/23 po : Shillong - 2 Meghalaya ২১ ছাত্র ঙ ঞ. ড

৬৫১৯ সজল রায় - c/o S. Ghosh vill - Mycalenagar po : Ganganagar 24 paraganas

॥ প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি ॥

৬৫৪৪ সমিরণ বিশ্বাস c/o যোগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, S I O F Excise po : Kakdwip কাকদ্বীপ ২৪ পরগনা ১৫ ছাত্র ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ত দ

৬৫৪৮ সুব্রত ঘোষ ৭৭,, বিধান সরণী কলিঃ ৬ ১৯ ছাত্র গ ছ জ ঝ ঞ ট ত সৌখিন মাছ সংগ্রহ।

৬৫৪৯ সমীর পাল সেলফিস মেস পীরবাবা ৯৩ খড়্গপুর ইন্দা মেদিনীপুর ২৮ চাকুরী গ জ ড ঢ

৬৫০৬ হরেন দাস A V B Colony, LR [M] 101 দুর্গাপুর - ৬ বর্দ্ধমান।

পত্রিকা পরিচয়

সন্দীপন — ৪র্থ বর্ষ ১ম সংকলন শারদ সংখ্যা। সম্পাদক — কাশীনাথ ঘোষ কর্তৃক সন্দীপন সাহিত্য সংস্থা, চাঁপদানী ঘোষপাড়া, বৈদ্যবাটী, হুগলী থেকে প্রকাশিত মূল্য - ৫ টাকা।

বহু সৌখিন লেখক ও লেখিকা তাদের বহু রকমের ছোট গল্প ও কবিতা দিয়ে সন্দীপনের ডালি পূর্ণ করেছেন সারা

দিন খাটা খাটুনির পর হালকা রসের বিষয় নিয়ে মনটাকে যাঁরা আরাম দিতে চান, সন্দীপণের সম্ভার তাদের বেশ ভালই লাগবে। ছোট গল্প ও কবিতার সংখ্যাই বেশী। প্রবন্ধ মাত্র দুটি আছে এবং তা প্রণিধান যোগ্য। সর্বশ্রী অম্বিকা চরণ দাস, রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র নাথ রায় অধিকারী, সৈয়দ ফাউজুল কবির। নীহার রঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীমতী পঙ্কাজিনী বসু, কমল কৃষ্ণ দাস; নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রভৃতি কবিতাগুলি সুরচিত ও সুখপাঠ্য। উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন সেখ নজরুল ইসলাম, শচীদুলাল দাস এবং শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।

স্বাধীন বাংলাকে অবলম্বন করে দু - একটি কবিতা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিকে নিয়ে লেখা বিশেষ কোন গল্পের সন্ধান আমরা পেলাম না। দেখলাম গোটা দুয়েক গল্প ক্রমশঃ প্রকাশ্য রয়েছে। শারদ সংখ্যায় এই ধরণের ক্রমশঃ প্রকাশ্য কোন গল্প বা উপন্যাস প্রকাশ করলে তা নিশ্চয় পাঠকদের প্রতি সুবিচার করা হয় না।

মোটের উপর পত্রিকাটি আমাদের ভাল লেগেছে এবং সন্দীপণ বাংলার রসিক মহলে দীর্ঘকাল দীপ্তিদান করুক — এই কামনা করি।

উদর্ক — ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মূল্য — ১'৫০ বাৎসরিক — ৫ টাকা। অধ্যাপক অতুল - রঞ্জন দেব কর্তৃক হাসপাতাল রোড, করিম-গঞ্জ, আসাম থেকে প্রকাশিত। সম্পাদনা — পঞ্চমিত্র।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন শ্রেণীর পত্রিকাগুলির মধ্যে উদর্ক বিশিষ্ট স্থানের দাবী করতে পারে। গোটা পাঁচেক ছোট গল্প, একটি প্রবন্ধ, ও এগারোটি কবিতা নিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হয়েছে। প্রাচুর্য্য নেই বটে, নিষ্ঠা ও মৌলিকত্ব আছে। গল্পগুলিতে ঘটনার সন্নিবেশ, উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ এবং প্রকাশ ভঙ্গি চমৎকার আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি গল্প রসোত্তীর্ণ। শ্রীশঙ্কর মিত্রের 'প্রাইজ' ও শ্রীপরিমল শ্রুতি দে'র 'সংক্রামক' সত্যই অনবদ্য। প্রবন্ধ মাত্র একটি। শ্রীমিহির কুমার দেব পুরকায়স্থের লেখা 'রস ও রসায়ণ'। নিরস রসায়ণের মধ্যেও যে আদিরস থেকে প্রায় সব কিছু রসেরই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে তার প্রমাণ লেখক চমৎকার ভাবে দিয়েছেন। কবিতাগুলিও সুখপাঠ্য। প্রায় অধিকাংশ কবিতায় ফুটে উঠেছে সংগ্রামী বাংলার মর্মোচ্ছাস। ছাপা নির্ভুল ও পরিস্কার।

পত্রিকাটির জন্মস্থান আসামে, সুতরাং অসমীয় সমাজ ও সংস্কৃতি অবলম্বনে কিছু গল্প, প্রবন্ধ থাকা উচিত ছিল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে অসমীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা যদি উদর্ক গোষ্ঠী করতে পারেন

তাহলে প্রাদেশিকতা রূপ সঙ্কীর্ণতা কমে আসতে পারে। ভারতীয় ঐক্য বোধ জাগাতে হলে প্রত্যেকটি প্রদেশের সাময়িকীগুলির আন্তপ্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। উদকের শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

চলমান — ৪র্থ বর্ষ শারদীয় সংকলন। মূল্য — ৫০ পয়সা। সম্পাদক — শ্রীসচ্চিদানন্দ মণ্ডল। কার্য্যালয় — সম্পাদক — চলমান. কুড়মুন, বর্দ্ধমান।

পত্রিকাটি সুসম্পাদিত ও পরিচ্ছন্ন। গোটা তিনেক ছোট গল্প, পনেরোটি কবিতা ও তিনটি প্রবন্ধ আছে। কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকও কিছু রচনা দিয়ে সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এঁরা হলেন — শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবিশ্বনাথ রায়। শ্রীঅশোক সরকারের 'অতৃপ্ত-ক্ষুধা' বর্তমান পরিস্থিতির পাদপীঠে ভাস্কর হয়ে উঠেছে। শ্রীরাধাশ্যাম চন্দ্রের 'রেভাঃ লাল বিহারী' দে'র জীবনী বিস্মৃত প্রায় একটি অমর মানবাত্মাকে হালের পাঠক বর্গের সামনে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। কয়েকটি কবিতায় কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। চলমান বঙ্গ সাহিত্যের কমলকাননে দীর্ঘকাল সগৌরবে পথ রচনা করে চলুক,— এই কামনা করি।
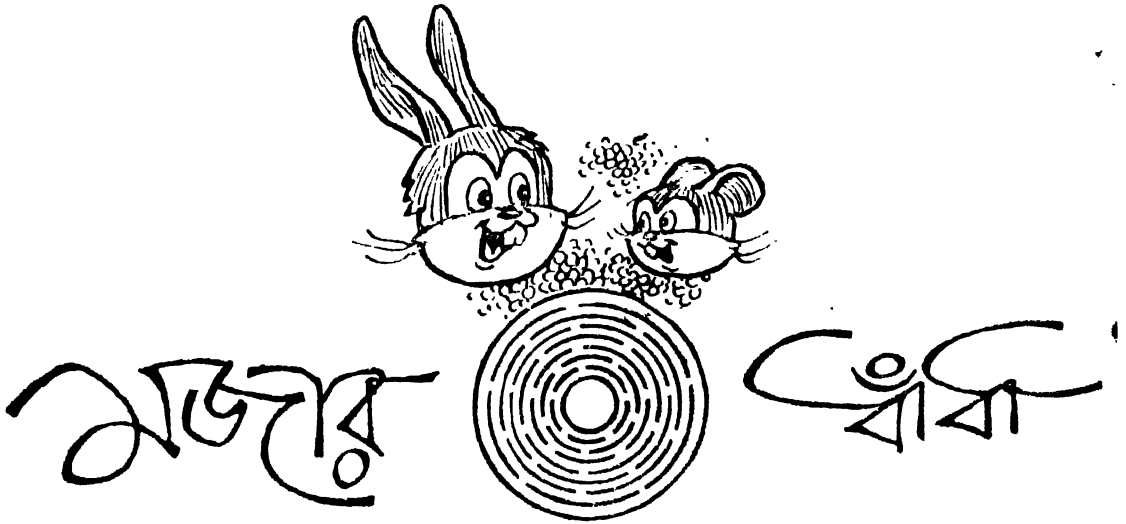
দ্বিতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়েছে লিপিমিতা বৈশাখ — জ্যৈষ্ঠ (১১/১) সংখ্যা থেকে। যাঁর একটি ধাঁধাও ভুল যাবে না তিনি পাবেন ৫০

টাকা, একটি মাত্র ভুল গেলে পাবেন ২৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে পাবেন ১০ টাকা। উত্তরগুলি নির্ধারিত সময়ে আসা চাই। প্রায় প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১'১০ পয়সা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রী করে মিতাকে পাঠিয়ে দেবে। যাঁদের চাঁদার মেয়াদ ২ মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে যদি একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য - সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ১৯শে পৌষ ১৩৭৮ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

১। তিন তিরিক্ষে পাতা
গাছে ধরে কাঁটা
খাইতে অমৃত মধু
মুখে লাগে আঠা।

৫৯১২ শ্যামল কুমার চৌধুরী

২। মাথা কেটে দ্বিত্ব দিলে কঠিন কিছু নয়,
মাজা কাটলে নদী 'পরে দেখিবে নিশ্চয়।
না কাটলে শিশুর প্রিয় এমন জিনিস কি?
আমার ধাঁধার জবাবটা দাও তো এখনি।

৬৪৮৭ এম, সি, মান্না

৩। পাতা আছে গাছ নয়
উল্টে উল্টে পড়া।
এর অর্থ খুঁজে পাবে
অভিধান ছাড়া।

বি ৫৩৮৪ তন্ময় কাঞ্জিলাল

৪। স্বতন্ত্র এক ধাতুর নাম
পেট কেটে দিয়ে হাটলাম
মাথা কেটে দাঁত হয়
বল দেখি মহাশয়?

৬৫৭৮ দয়াময় ঘোষ

৫। ভালমন্দ প্রহার দিয়ে
রায়টা দিলাম পরে।
কোন্ সে কবি সুবিখ্যাত
বলো চিন্তা করে।

বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ

লিপিমিতা ১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ :—

১১) খেয়াল, ১২) কাগজ, ১৩) কাটলেট, ১৪) পাতাল, ১৫) কাঁঠাল।

পাঁচটি উত্তর প্যাওয়া গেছে—

সর্বশ্রী— ৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়ক, ৬৫৫৭ দেবাশীষ রায়, বি ৫৯৫১ এ, চৌধুরী

চারটি উত্তর পাওয়া গেছে—

সর্বশ্রী— ৬৪০৬ পল্লব চক্রবর্ত্তী, বি ৫৪৭৮ শ্যামল কুমার নন্দী, ৬৪৫৩ প্রবীর কুমার চক্রবর্ত্তী, ৬৩৫১ অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬৪৮৪ দিবাকর সিংহ, বি ৩৪১৮ অমল কুমার বসু; বি ৫৯৬৮ অসিত কুমার সাহা, ৬৪৪২ ইন্দ্রনীল মজুমদার, ৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য্য, ৬৫১৭ সুস্মিতা মুখার্জী, ৬৬০২ আরতি ভট্টাচার্য্য।

তিনটি উত্তর পাওয়া গেছে—

সর্বশ্রী— ৬১২৩ অবনী ভূষণ বসাক, ৫৫৮৩ বেগম রেজিনা সুলতানা।

দুটি উত্তর পাওয়া গেছে—

৬১২৮ শ্রীলাল মোহন সেন।

ডাক মাশুলের হারবৃদ্ধি—

গত ১৫ই নভেম্বর ভারত সরকার এক বিশেষ ঘোষণা বলে উদ্বাস্তু সাহায্য বাবদ কার্ড ব্যতীত অন্যান্য সব ক্ষেত্রে ৫ পয়সা ডাক মাশুল বৃদ্ধি করেছেন। পত্রিকার উপরও প্রতি কপিতে ২ পয়সা আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয়েছে। গত ১৫ই নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত যে সব চিঠি ১০ পয়সার বেয়ারিং হয়ে এসেছে সংঘ ঐগুলি নিজ অর্থ

(বাকী অংশ ৩০৮ পাতায়)

শোক সংবাদ—

৬৫৭৫ শ্রীজয়ন্ত ব্যানার্জীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅরূপ ব্যানার্জী মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে গত ২রা আগষ্ট ১৯৭১ হঠাৎ মারা যায়। অরূপ উত্তরপাড়া গভঃ স্কুলের ছাত্র ছিল। তার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলে মর্মাহত। করুণাময় ভগবানের কাছে তার আত্মার সংগতি কামনা করি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

অনুরোধ— ৬২৩৪ পূর্ণেন্দু দাস মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চ্চা করেন এমন মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

৬১৭৫ অসীম লাহিড়ী অর্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়ছেন এমন মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

ভারত ও ভারতের বাইরে বসবাসকারী ছাত্র - ছাত্রীদের সঙ্গে ৬১২৪ জগন্নাথ দাস পত্রালাপ করতে চান।

বিদেশী ভাষা শেখাতে ইচ্ছুক এমন মিতার সঙ্গে ৬৩৫৪ তিমিরেন্দু বিশ্বাস পত্রালাপ করতে চান।

যে সব মিতা ভাই বোন আসাম সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক তারা যেন ৬৩৪১ ক্রুশ্চেভ পালের সঙ্গে পত্রালাপ করেন।

হিন্দী জানেন এমন মিতাদের সঙ্গে ৬০৬৭ নিরঞ্জন ঘোষ পত্রালাপ করতে চান।

জাপানী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যদি কোন মিতা পত্রালাপ করতে চান তবে ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহাকে জানাতে পারেন।

যে সব নারী মিতার হবি পত্রবন্ধুত্ব ডাক-টিকিট, আলোকচিত্র, অভিনয়, তাদের সঙ্গে ৬৪৯৮ অজয় হালদার পত্রালাপ করতে চান।

যদি কোন মিতা পঞ্চাশ টাকায় তরুণ লেখকের লেখা কপি করতে চান তবে বি ৩৭১৭ সেখ নজরুল ইসলাম এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

কবিতা, গল্প অথবা গান লেখেন এমন মিতার সঙ্গে ৫৩৪৩ মন্মথ হাওলাদার পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক।

যে সব মিতা Public Service Commission এ পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন এমন মিতাদের সঙ্গে ৬৪৪২ ইন্দ্রনীল মজুমদার পত্রালাপ করতে চান।

সংঘে আর নেই –

৬১২০ রীতা রায়, ৬২৯৮ ঝুমু মোদক, ৬৩৮২ বরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, ৬৪১৪ গৌরহরি দত্ত, ৬৫৫৮ আশিস ব্যানার্জী, ৬৫৩৩ রেখা দে, ৫৩৮৫ বিশ্বনাথ বিশ্বাস।

পত্রালাপে বিরত আছেন—

৬১৩৮ রেখা রায়।

ভ্রম সংশোধণ— বি ৬১১৪ প্রভাস কুমার পালের স্থলে প্রভাত কুমার পাল হবে।

লিপিমিতা ১২/৪ সংখ্যায় ২৬১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে ১৩ পঙ্‌ক্তিতে শিকল এর স্থলে শিকল হবে। ও ২৬৩ পৃঃ দ্বিতীয় কলমে ৬ পঙ্‌ক্তিতে জাগৃত স্থলে জাগ্রত হবে।

লিপিমিতার ১২/৩ সংখ্যার "স্মৃতি বাসরে বিশ্বপরিচয়" শীর্ষক রচনায় — ২০৯ পৃষ্ঠার ১ম কলমে পংক্তি ১৮, ১২১৮ খৃঃ অঃ স্থলে ১৯১৮ খৃঃ অঃ হবে।

ঠিকানা পরিবর্তন—

১। ৬২০৩ গৌরাঙ্গ বণিক, ৫২/১০, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, বরানগর, কলি - ৩৬

২। ৬৩০৩ নিখিল চন্দ্র মুখার্জী, 10 no - Ro. I Quarter, Berhampore, Murshidabad.

৩। ৬৩৮৪ Dr. Ranendra Nath De; 59, Ellery Street, Cam Bridge Massachusetts 02138. U. S. A.

৪। ৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়ক Macdoland Hall B. E. College, Howrah-3

৫। ৫৪৩০ প্রিয়তোষ দে - C. T. O. Section, Chabua Air Field. Assam

৬। ৬২১৬ অশেষ রঞ্জন দাস, পঞ্চু পাত্রের বাড়ী, মুন্সী ষ্টেশন পল্লী, বাটানগর, ২৪ পরগনা।

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের দু বছরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করব। গত ৬ই অগ্রাণ ১৩৭৮ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম, সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী — ৫৩১১ অতীন চৌধুরী, ৬১৪৩ জ্যোতি রঞ্জন রায়, ৬৩৩৩ ডাঃ তিমির বরণ ভট্টাচার্য্য, ৬২২৮ লাল মোহন সেন, ৬১৯০ শংকর রায়, ৬০৪১ সমরজিৎ সেনগুপ্ত, ৬১২০ সুখময় কুণ্ডু।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র-পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠালেই চলবে। আশা করি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন

গত ৬ই অগ্রাণ ১৩৭৮ পর্য্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী — বি ৬১১৪ প্রভাত কুমার পাল ৩ টাকা, ৬৩৩৬ গোপা ভট্টাচার্য্য ২ টাকা, বি ৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু ১ টাকা, ৬৩৫১ অনিল কুমার চ্যাটার্জী ১ টাকা, ৬৪৮৪ দিবাকর সিনহা ১ টাকা, ৬৩০৯ বঙ্কিম দে ৫০ পয়সা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৮ টাকা ৫০ পয়সা পাওয়া গেছে। গতবারে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৯১৩ টাকা ২৮ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৯২১ টাকা ৭৮ পয়সা জমা রইল।

সভ্য - সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তায়জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্খী উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

সপ্তম বার্ষিক ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে'র সৌজন্যে বিশ্বমিতালি সংঘ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। এবারের বিষয় হল, রূপ সজ্জায়রতা কোন তরুণীর একক পূর্ণাঙ্গ আলোকচিত্র। ছবিটি ২৯ পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। ছবির মাপ পাসপোর্ট সাইজ অপেক্ষা কিছু বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে আধখানা পোষ্ট-কার্ডের চেয়ে যেন বড় না হয়। ছবির পেচনে প্রেরকের নাম ও সদস্য সংখ্যা অবশ্য উল্লেখ থাকবে। সভ্য সভ্যা একটির বেশী আলোকচিত্র পাঠাতে পারবেন না।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি কুড়ি টাকা, দ্বিতীয়টি দশ টাকা। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলি লিপিমিতার উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার পর যাঁরা আলোকচিত্র ফেরৎ চান তাঁরা রেজিঃ খরচ বাবদ ১'৩০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠিয়ে দেবেন। সংঘ আলোকচিত্রটি নিবান্ধত করে পাঠিয়ে দেবে।

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

অনধিক ১০০০ হাজার শব্দের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনে একটি মৌলিক ছোট রচনা করে ২৯শে পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

প্রত্যেক মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের রচনা নকল রেখে পাঠান। কোন রচনাই পুরে ফেরৎ পাঠান সম্ভব হবে না। পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা দুটি লিপিমিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য — মিতাদের পাঠানো রচনাবলীর মনোনয়নের ফল স্থানাভাব বশতঃ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হলন।

আগামী সংখ্যায় নিশ্চয় প্রকাশ করা হবে।

৺শান্তিদেবী অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফল

বিশ্বমিতালি সংঘের প্রথম সম্পাদিকা ৺শান্তিদেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্য প্রতি বৎসর এই অঙ্কণ প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এবারে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'যে কোন শ্রেণীর বন্য জন্তু'। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩৫ জন মিতা ভাই বোন যোগদান করেছেন। প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ৫০৩২ বিজয়া রাণী পাঁজা, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৬৩৩৫ তপন দাসগুপ্ত এবং তৃতীয় হয়েছেন ৬৩৫৪ তিমিরেন্দু বিশ্বাস। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি দুটি লিপিমিতা নববর্ষ বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। সম্পাদক— বিশ্বমিতালি সংঘ

বাংলা দেশের উদ্বাস্তু ও মুক্তি ফৌজের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার

আষাঢ় ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে যাঁরা উল্লিখিত সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ পাঠিয়ে ছিলেন তাঁদের তালিকা লিপিমিতা ১২/২ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ই আশ্বিন ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরাজী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত যাঁরা সাহায্য পাঠিয়েছেন তাঁদের তালিকা নীচে প্রকাশ করা হল। উল্লিখিত তারিখের পর বাংলা দেশের উদ্বাস্তু ও মুক্তি ফৌজের জন্য যদি কেউ সাহায্য পাঠাতে চান তবে তিনি জনাব হোসেন আলী, বাংলা দেশ মিশন, ৯, সার্কাস এভিনিউ, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। কুপনে "বিশ্বমিতালি সংঘের সৌজন্যে প্রেরিত' কথা কয়টি লিখে দেবেন।

সর্বশ্রী — ১ বরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায় — (প্রতিষ্ঠাতা) ৫১ টাকা, বি ৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ, ৮ টাকা ৭৫ পয়সা, ৫৭৬২ স্বপন কুমার চৌধুরী ৫ টাকা, ৫৯৫৩ কাশী নাথ দাস ৫ টাকা,, ৬৪১৬ সমর চৌধুরী ৫ টাকা, ৩ কল্যাণী লাহিড়ী ৫ টাকা, ৬০৪৫ দুলাল কৃষ্ণ সাহা ৩ টাকা, বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা ২ টাকা. বি ৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেব শর্ম্মা ১ টাকা, বি ৪১১০ রমেন্দ্র অধিকারী ২ টাঃ বি ৬১১৪ প্রভাত কুমার পাল ২ টাকা, ৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু ২ টাকা, ৬৩৭৭ অরুণ মুখার্জী ১ টাকা, ৬৪২৬ সন্ধ্যা বেরা ২ টাকা, বি ৩৭৪৬ সত্যেন্দ্র ১ টাকা, বি ৪২৯১ ইরা ব্যানার্জী ১ টাকা, বি ৫০৩৫ মিলন কুমার পাল ১ টাকা, ৫৯১০ অরবিন্দ মণ্ডল ১ টাকা, ৬৪০৩ সন্তোষ কুমার বর্মণ ১ টাকা। দ্বিতীয় দফে ১০১ টাকা ৭৫ পয়সা পাওয়া গেছে। লিপমিতা ১২/২ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম দফের মোট হিসাব ১৯৩ টাকা, দ্বিতীয় দফের সঙ্গে যুক্ত করে সর্বসমেত পাওয়া গেছে একুনে ১৯৩ + ১০১·৭৫ পয়সা = ২৯৪·৭৫ পয়সা। এই অর্থ উল্লিখিত সাহায্য ভাণ্ডারে শীঘ্রই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সঃ বি. মি. স.

(৩০১ পাতার শেষাংশ)

ব্যয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে। সংঘের অবধায়কত্বে পাঠান মিতাদেরকে লেখা সভ্য - সভ্যাদের প্রতিটি পত্র ১০ পয়সা বেয়ারিং চার্জ দিয়ে ছাড়িয়ে নেবার পর Redirect করবার সময় পুনরায় ৫ পয়সা রিফউজি রিলিফ ষ্ট্যাম্প মেরে ডাকে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি Redirected এর চিঠিতে খরচা পড়েছে ১৫ পঃ

এই বাবদে ১৬ই নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সংঘের খরচা হয়েছে মোট ৬৫ টাকা ৯০ পয়সা।

প্রতি মিতা ভাই বোনকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যেন প্রতি চিঠি উপযুক্ত ডাকমাশুল দিয়ে ডাকে দেন। ১লা ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে সংঘ কোন বেয়ারিং চিঠি খালাস করবে না।

-::-

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখ পত্র

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

ফাল্গুন— চৈত্র— ১৩৭৮

১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

মুদ্রণে-

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,
(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ঐতিহাসিক ১৯৭১

হে মহাকালের অমৃত সন্তান! তোমায় জানাই শতকোটি প্রণাম। দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতের ললাটপটে যে গৌরবময় জয়তিলক এঁকে দিলে তা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। হে মহাভাগ! শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বকে তুমিই বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে তুলে ধরতে চলেছ, তোমায় সহস্রকোটি প্রণাম।

স্বামী বিবেকানন্দের মানসপুত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র একবার বলেছিলেন 'আপোষে কখনো সত্যিকারের স্বাধীনতা আসে না। দু আনা চার আনার স্বাধীনতা এমন কি চোদ্দ আনার স্বাধীনতাও আসল স্বাধীনতা নয়, আমি চাই — জাতি চায় ষোল আনার পূর্ণ স্বাধীনতা।' এই স্বাধীনতা আনতে হাজার হাজার সন্তানকে রক্ত ঢালতে হয়। অভিশপ্ত জাতির দীর্ঘকালের সঞ্চিত পাপ - কেবলমাত্র অজস্র শোণিতস্নানের দ্বারাই ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে উঠে। একেই বলে অগ্নিশুদ্ধি।' হে অনন্তের মহাখণ্ডভাগ! বাঙ্গালী জাতি তথা সমগ্র ভারতবাসীকে তুমিই সেই অগ্নিশুদ্ধির

সুযোগ এনে দিয়েছ, তোমায় সহস্র কোটি প্রণাম।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'আনন্দমঠে' যে ধর্মাশ্রয়ী, ত্যাগব্রতী আদর্শবান সন্তানবৃন্দের কথা পড়েছিলাম, আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম বাংলা দেশ অভিযানকারী ভারতীয় সৈনিক ও মুক্তিফৌজের মধ্যে। হে অজেয় কালপুরুষ, তুমিই আনন্দমঠের সন্তান সঙ্ঘকে সঞ্জীবিত করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছ। তোমায় লক্ষকোটি প্রণাম।

পাকিস্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই পণ্ডীচেরী থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করলেন 'দেড় হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুই পাকিস্তানের মধ্যে ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুরই মিল নেই, না আছে ভাষার না আচার আচরণের, না আছে সংস্কৃতির, শুধু তাই নয়, হিংসা ও ঘৃণার সাহচর্যে যার জন্ম, ২৫ বৎসরের মধ্যে একাংশের বিলোপসাধন হতে বাধ্য।' হে কালজয়ী অতীত। ২৫ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বেই তুমিই মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ বাণীকে সার্থক রূপদান করেছ, তোমায় কোটি কোটি প্রণাম, হে অনন্ত পথের পরম দিশারী তুমি ভারতকে নির্ভীক, শক্তিমান ও স্বাবলম্বী করে তুলেছ, তুমি তাকে ঐক্য ও ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছ, সর্ব্বোপরি সকল ধর্ম্মের প্রতি সমান ভালবাসতে ও বিশ্বাস করতে শিখিয়েছ, তোমায় অসংখ্য প্রণাম।

আন্তর্জাতিক নববর্ষের শুভে

বহুকালের জাতীয় বাসনাপুষ্ট বিচিত্র সম্ভাবনায় উজ্জ্বল ইঙ্গিত বহন করে আনছে নবাগত খৃষ্টাব্দ ১৯৭২। রাজা রামমোহন স্বর্ণযুগের যে অক্ষয় বীজ কালগর্ভে বপন করে গিয়েছেন আজ তা মহীরূহে পরিণত হতে চলেছে। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ সেই মহীরূহের সার্থক রূপদানে এগিয়ে আসছ।

হে নবাগত ১৯৭২ তোমাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা জানাই। আমাদের আশা আছে—বিশ্বাস আছে—তোমার মঙ্গল কলসের পবিত্র বারি সিঞ্চনে আমাদের রোগ শোক দুঃখ

-দারিদ্র্য অশিক্ষা প্রভৃতির অবসান ঘটবে। তোমার শুভ স্পর্শে সব কালিমা দূর হ'য়ে যাবে। তোমার অকুণ্ঠ আশীর্বাদে ভারত আবার বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে সক্ষম হবে।

আবার তোমাকে আমরা অন্তরের আহ্বান জানাচ্ছি। এই পরম পবিত্র লগ্নে আমরা আমাদের অদূর সুদূরের সমস্ত মিতা ভাই-বোনকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা।

জয় হিন্দ্ ! জয় বাংলা ! ওঁ শান্তি।

—:—

নিমন্ত্রণ

সমরজিৎ সেনগুপ্ত
(কলিকাতা — ১)

॥ ১ ॥

খুব ভোরে জানলা খুলে আমি শালিখ দেখি। একটা, দুটো, তিনটে — তারচেয়েও বেশি। দেখি, আর মনে মনে ঠিক করে নিই দিনটা আমার কেমন যাবে। যেমন, একটা শালিখে দুঃখ পেতে হয়, দুটোয় আনন্দ আর তিনটে শালিখ দেখলে, আমি জানি, চিঠি আসে। আসলে এই ধারণা-গুলো আমার মনের একটা সচেতন সংস্কার। যেমন সংস্কারে আমি ছোটবেলায় ভূত বিশ্বাস করতাম, এখন ভগবান বিশ্বাস করি।

আমার এই ভোরের শালিখ - দেখা - সংস্কারের বিশ্বাসটা কিন্তু প্রায়ই মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যায়, তবু আমি কেমন যেন একটা খেয়ালীপনার বশে তাকে পুষে রাখি। কী যেন একান্ত নিজস্ব গোপনীয়-তার একটা ছোঁয়া আছে তার মধ্যে। আমি তাই ভালবাসি। কাউকে বলতে পারি না।

যেমন আজকে, ছুটির সকালটাতে,

আমার ঘুমভাঙা চোখ নিয়ে ওদের তিনজনকে আমি দেখতে পেয়েছি। এক, দুই, তিন। ঠিক তিনটে শালিখ। টানা টানা, বড় বড় হলুদ রঙের চোখ। (আসলে কিন্তু ওগুলো ওদের চোখ নয়, আমি জানি।) আমার খুব ভালো লাগছিলো। আজকে, বিশেষ করে আজকেই এই খয়েরি রঙের শরীরগুলো আর এই হলদে চোখ আমাকে একটা আশ্চর্য মিষ্টি অনুভূতির সুর শুনিয়ে দিয়েছে। আর, পাগল করে দিয়েছে। আজ আমার চিঠি আসবে। ঠিক। আমি জানি। চিঠি তো আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসে। আমার নিজের নামে কিন্তু প্রায় আসেই না। সেই কবে দিল্লি থেকে মিনুদি একটা চিঠি লিখেছিলো, আর সেবার সেজ্জ্যাঠামশাই পরীক্ষার পর ওঁর ওখান থেকে বেড়িয়ে আসবার জন্যে লিখেছিলেন — তাও বাবার চিঠির সঙ্গে। এখন তো আমি বেশ বড় হয়ে গেছি, কলেজে পড়ছি, আমার আর ওগুলোকে চিঠি বলেই মনে হয় না। অথচ যাকে মনে হয়, সেরকম চিঠি আমার আসেই না। যদিও আমি জানি আমার নামে চিঠি এলে এ বাড়ীতে কেউ সেটা খুলে পড়বে না। আমায় যে সবাই বড্ড বিশ্বাস করে।

শুধু আমার মা, যাঁকে আজকাল প্রায়ই আমার করুণা করতে ইচ্ছে করে, কেমন যেন একটা অসহিষ্ণুতা নিয়ে এখন আমার সঙ্গে কথা বলেন। কখনো এমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকেন, আমার কেমন অস্বস্তি লাগে, বিরক্ত হই। তবু কিন্তু মা আমায় বিশ্বাস না করে পারেন না। হয়তো আমার রূপ নেই বলে, হয়তো আমি কালো বলে।

আর আমার নিরীহ বাবা, যাঁকে অনেকে আড়ালে স্ত্রৈণ বলে বিদ্রূপ করে, তিনি কিন্তু, আমি বুঝতে পারি, আমায় ভীষণ ভালবাসেন অথচ প্রকাশ করতে চান না কিছুতেই। বাড়ির মধ্যে বাবাকেই তো আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।

অথচ বাবা, মা কিংবা আমার ছোট ভাই রাণা কাউকেই আর আজকাল আমার খুব কাছের মানুষ বলে মনে হয় না। আমার এই বয়স, আমার এই বয়সের অনুভূতিগুলা, এরাই যেন আমাকে কেমন একটা স্বার্থপরতা আর একাকিত্বের আবরণ দিয়ে মুড়ে রাখতে চায় ইদানীং। আমি বোধ হয় একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। না কি 'আত্মকেন্দ্রিক' না কী যেন বলে ?

দুপুরবেলা আমার ঘরে শুয়ে উঠোনের

নিমগাছটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কিংবা অনেকদিন রাতে ঘুমিয়ে পড়বার আগে যখন নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হয় তখন আমি আবোল - তাবোল কত কী যে ভাবি আজকাল! আমাদের কলেজের কথা ভাবি, লাবণ্যদির কথা ভাবি, আরতি দের ছবির - মতো - করে সাজানো নতুন বাড়ীটার কথা ভাবি, শ্যামলীর ঠিক - হয়ে - যাওয়া বিয়েটার কথা ভাবি। আর, প্রায়ই তো নিজের কথা ভাবি। আমার নিজের কথা, আমার গোপন প্রতীক্ষাটার, কথা, আমার সাহসের কথা।

সাহস নয়; আমার লোভের কথা। লোভ ছাড়া কী? আমার রূপের দৈন্য আর আমার অসাধারণত্বের অভাবটাকে ভুলে গিয়ে আমি তো লোভীরই মতো আকাংক্ষায় ডুবে গেছি।

তবু আমি হিসেবি হতে চেয়েছি। বিনুনি করার সময় যেমন করে চুলের গোড়াটা কষে বেঁধে নেয় তেমনি করে আমি আমার ওই আকাংক্ষাময় স্বপ্নের ভিতটাকে পাকা করে নিতে চেয়েছি। আজকে সকালের দেখা ওই তিনটে শালিখ তাই আমার সতেরো বছরের বুকটার মধ্যে কেবলই উৎকণ্ঠা আর সংশয়ের ঝড় তুলেছে। সাইকেলের ঘনটির সঙ্গে দু'অক্ষরের সেই অতি পরিচিত শব্দটা শোনার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে রয়েছি সেই সকাল থেকে। আজই তো সোমবার। শনিবার লিখলে, কোলকাতার চিঠি আমাদের এই মফঃস্বল শহরে আজ আসবেই আসবে।

আমার ভাবতেই যেন কেমন লাগছে। আর, একটু লজ্জা - লজ্জাও করছে কিন্তু। আমি কি সত্যি সত্যি লোভী হয়েছি না কি? আমি বুঝতে পারছি না।

॥ দুই ॥

আমার মনটাকে এখন আমি কেবলই যুক্তি দিয়ে ঘুম পাড়াতে চাইছি। অথচ নিজের কাছে আমি যে ধরা পড়ে গেছি। আমার ইচ্ছের ফুলগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে এখন, আর তাদের পাপড়িগুলোকে আমি লজ্জায়, ঘৃণায় পিষে দিতে চাইছি। আমার প্রতীক্ষা, আমার লোভ, আমার কুমারী দেহটার আনাচে - কানাচে জড়ে, হয়ে থাকা অধৈর্য বাসনাগুলো আমাকে বিদ্রূপ করছে সেই বিকেল থেকে।

এখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। নিম গাছটার মাথার ওপর থেকে রোদটুকু সরে গেছে

অনেকক্ষণ। ঘরটার মধ্যে, আমার খাটের চারপাশে একটু একটু করে অন্ধকার জমে উঠছে। আমার কী রকম অবসন্ন লাগছে। ক্লান্তি লাগছে। বালিশটাতে মাথা গুঁজে আমি পড়ে রয়েছি সেই থেকে। মা একবার এসে দেখে গেছেন আমায়। আমি জানি, মা এখন একটা কিছু ভেবে নেবেন। ভেবে, আমার জন্যে চিন্তা করবেন, কষ্ট পাবেন। কিন্তু আমি কী করবো, আমার যে এখন উঠতে ভালো লাগছে না একটুও।

ওই তো একরাশ আন্তরিকতা আর আমন্ত্রণ নিয়ে আমার আজকের চিঠিটা পড়ে আছে টেবিলের ওপর। শ্যামলীর চিঠি। ছোট্ট হলুদ রংয়ের নক্সাকাটা কার্ডের ভেতর গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছে ও। ওর বিয়ের নিমন্ত্রণ। অথচ বহু — কাঙ্ক্ষিত সেই উৎসবের নিমন্ত্রণ এখন, এই মুহূর্তে আমার সামনে একফালিও আকর্ষণ তুলে ধরতে পারছে কই। আমার মন, যাকে নিয়ে আমি বিশ্রীরকম ভাবে বিব্রত, একটা করুণ অবসাদের ভারে নুয়ে পড়েছে খালি খালি। আমার চারদিকে একটা অসহায় শূন্যতা আর করুণ নিঃসঙ্গতা আমায় বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে সকলের কাছ থেকে। বিচ্ছিন্ন, বিষণ্ণ আর স্বার্থপর। 'আমি আশাহত হয়েছি, ঠকে গিয়েছি' — বিশ্লেষণ করতে গেলে এটাই আমার এখনকার মানসিক অবস্থার সংজ্ঞা, আমি জানি। অথচ সকাল থেকে আমি যার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছি, আমার গোপন অনুভূতিগুলোকে সযত্নে টান - করে রেখেছি, আমার সেই তিন - শালিখের - চিঠি তো এসেছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো। আমার নামে, আমাকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে।

তবু তো আমি খুসী হতে পারছি না। আমার শালিখ - দেখা - বিশ্বাসের সফলতায় কিংবা শ্যামলীর কনে - চন্দন - মাখা মুখটার কথা মনে করে আমার কান্নাটাকে চেপে রাখতে পারছি না কিছুতেই। একটা করুণ ব্যর্থতার যন্ত্রণা আমাকে আকণ্ঠ বিদ্বেষের মধ্যে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে শুধু। আমার এই অবস্থার বিরুদ্ধে, আমার এই পরিবেশের বিরুদ্ধে, সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে সেই অসহ্য বিদ্বেষে আমি ছটফট করছি, কেবলই। শ্যামলীর ওই চিঠিটাকে, আমার ইচ্ছে করছে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি। অপমানবোধ, ঈর্ষা আর অসহায়ত্ব মিলে আমার ভেতরটাকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

পাশ ফিরে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে শুয়ে আমি আমার দেহটাকে দেখতে পাচ্ছি এখন। আমার বুক থেকে পায়ের

পাতা অব্দি। আমার সতেরো বছরের ব্যর্থ যৌবনটাকে। মনে হচ্ছে, একটা নির্লজ্জ আমন্ত্রণ যেন মেলে রেখেছি সারা শরীরে — আকাংক্ষা আর লোভ দিয়ে গড়া আমার কুমারী নিমন্ত্রণ। ছি ছি!

আমি এখন বুঝে নিয়েছি, আমার প্রতীক্ষার গলায় মালা পরিয়ে দিতে কোলকাতা থেকে কোনদিনই আর আমার চিঠি আসবে না। আমার বিশ্বাসভরা স্বপ্ন আর আকাংক্ষাভরা ইচ্ছে নিয়ে সারাজীবন বসে থাকলেও না। আমি যে সাধারণ, আমি যে কালো, আমার যে রূপ নেই। আমার মতো মেয়ের চুলে বিনুনিই বাঁধা চলে না, আমি খোঁপা সাজাবো বলে মালা গেঁথেছিলাম।

নিজের কাছ থেকেই আমার এখন পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে — সমস্ত কিছু ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু, কোথায় আমি যাবো? আমার এই দেহ, আমার এই বয়স আর এই মেয়ে হয়ে জন্মানোর অভিশাপ আমাকে দিয়ে নিমন্ত্রণ সাজিয়ে নেবে যেখানেই যাই। আর আমার সেই বন্ধ্যা নিমন্ত্রন নিয়ে ভিখিরির মতো করুণা কুড়ুতে আমি পারবো না। কিছুতেই না।

দেউলে যৌবনের বিশ্রী যন্ত্রণাটা নিয়ে অন্ধকারে, একা একা, আমি তাই কাঁদছি। অবুঝের মতো কাঁদছি।

— :: —

জগৎ যা কিছু বলুক আমার কর্তব্য কার্য করে চলে যাব — এই জানব বীরের কাজ, নতুবা একি বলছে ওকি লিখছে ও সব নিয়ে দিন রাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।

— বিবেকানন্দ। সংগ্রাহক — ৫৭৫৫ বিশ্বনাথ সিন্‌হা

আজকের জাপান

—প্রবীর কুমার সিন্‌হা
আসাম

এর আগের সংখ্যায় জাপানের বাসগৃহ, সরকার, অর্থনীতি ও কৃষি নিয়ে আলোচনা করেছি। মিতাদের নিশ্চয় সেগুলো মনে আছে। সে যাইহোক, এবার প্রথমেই যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে জাপানের মৎস্য চাষ।

—: মৎস্য :—

আপনারা হয়তো সকলেই জানেন যে, জাপান দেশটির চারি দিক ঘিরে রয়েছে সমুদ্র। আর এই সমুদ্র ভরে আছে সব রকম মাছের উদার প্রাচুর্যে। বহু শতাব্দি ধরে দেশবাসীর খাদ্যে মাছই হচ্ছে প্রোটিনের প্রধান উৎস। গড়পড়তায় প্রত্যেকে বছরে প্রায় ২৪.৮ কিলোগ্রাম মাছ আর ৭.৬ কিলোগ্রাম মাংস আহার করেন।

জাপানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির মধ্যে মৎস্য-চাষ শিল্প হচ্ছে অন্যতম। মৎস্য শিকারের সর্বমোট পরিমাণের দিক দিয়ে ১৯৬৪ সালে জাপানের স্থান ছিল পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। তিমি মাছ বাদে এই পরিমাণ ছিল ৬.৩৫ মিলিয়ন টন বা পৃথিবীর সর্বমোট মৎস্য শিকারের শতকরা ১২.৩ ভাগ। জাপানের মৎস্য শিকারের কলাকৌশল খুবই বিখ্যাত। অনেক দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ, জাপানের সঙ্গে বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আজকাল এই কলাকৌশল শিখছে ও প্রয়োগ করছে।

জাপানী জেলেরা জেলেরা ভেসে বেড়ায় প্রশান্ত মহাসগরের সর্বত্র এবং ভারত মহাসাগরের কিছু অংশ আর শিকার করে তিমি, তুনা, বনিতো, স্যালমন, ম্যাকেরেল হেরিং, সাবডীন, কাঁকড়া ও অন্যান্য খোলা ওয়ালা মাছ। মাছ ধরার নৌ-বহরে আছে প্রায় ৩ লক্ষ ৯২ হাজার জলযান, এর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি। জাপানের সমুদ্র তীরবর্তী প্রায় সবগুলো সহর বা গ্রামেই মাছ ধরার জলযানের ক্ষুদ্র বহর আছে। এই বহর ব্যাক্তিগত মালিকানার নৌকাগুলির দ্বারা গঠিত। কিন্তু এরা কাজ করে সমবায় ভিত্তিতে উপকূলের অগভীর জলে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য আছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান যারা পরিচালনা করে জাহাজের বিরাট বহর।

এই বহরে একটি 'মাদার' বা মূল জাহাজ থাকে। এটিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা শীতলীকরণের ব্যবস্থা আছে। এতে গুদামও রয়েছে এবং এটি সমুদ্রে অবস্থানকালে মাছ ধরতেও পারে।

মাছ যে কেবল জাপানীদের খাদ্যের উৎস হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ তা নয়। এর গুরুত্ব বিদেশে রপ্তানীর উৎস হিসাবেও। এক্ষেত্রে প্রধান রপ্তানী দ্রব্য হল হিমায়িত আর টিনে সংরক্ষিত তুনা এবং কাঁকড়া।

মৎস্য - চাষ শিল্পের অঙ্গীভূত লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদন। এই উৎপাদন পদ্ধতি বহুদিন আগে জাপানীদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে, প্রতিটি ঝিনুকের মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্রাকার শক্ত বস্তু ভরে দেওয়া হয়। তারপর সেইসব ঝিনুককে লোহার খাঁচায় পুরে সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখা হয়। বেশ কয়েক বছর পরে ঐ ক্ষুদ্রাকার শক্ত বস্তুটিকে ঘিরে গড়ে ওঠে মুক্তা।

—ঃ যন্ত্র শিল্প ঃ—

এবার আসুন আমরা জাপানের যন্ত্র-শিল্প নিয়ে আলোচনা করি।

জাপান আজ পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রধান দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। জাপানে যেমন রয়েছে সুবৃহৎ আধুনিক শিল্প - প্রতিষ্ঠান যা হাজার হাজার শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত করছে তেমনি আছে পরিবার - পরিচালিত ছোট ছোট কারখানা যেখানে একটি পরিবারের সকলে মিলে অথবা বাইরের দু' একজনের সাহায্য নিয়ে নিজেরা বাড়িতেই কাজ করে। সব পরিস্থিতিতেই, যাইহোক, জাপানী শ্রমিকরা কঠিন পরিশ্রম এবং সবিশেষ দক্ষতার জন্য সুপরিচিত।

জাপানের শিল্পগুলি পৃথিবী - বিখ্যাত। ১৯৫৯ সাল থেকে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে জাপান পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগামী। ১৯৬৬ সালে পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ জাহাজ ২১০,০০০ ডেড্ ওয়েট টন ট্যাংকার ইদেমিৎসু - মারুকে জলে ভাসান হয়। রাসায়ণিক দ্রব্যাদি, বস্ত্র শিল্প, চীনামাটির জিনিস, ইস্পাতের দ্রব্যাদি এবং সূক্ষ্ম কলকব্জা যেমন ক্যামেরা, ট্রানজিস্টর - রেডিও টেলিভিসন সেট আর নানারকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য ভারী ও হালকা যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যাপারেও জাপান বিখ্যাত।

সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে এ

রকম শিল্পের মধ্যে মোটরগাড়ি নির্ম্মান শিল্প হচ্ছে অন্যতম। ১৯৬৬ সালে যাত্রীবাহী মোটরগাড়ি, লরি আর বাস উৎপাদনের সংখ্যা ছিল ২.২৮ মিলিয়ন।

এই শিল্পে জাপান বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। জাপান পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক মোটর – সাইকেলও তৈরী করে। বিমানপোত নির্ম্মাণ শিল্প সম্প্রাত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবহার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য প্রধানতঃ ছোট ছোট যাত্রীবাহী বিমান নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি যেমন, রেফ্রিজারেটর, প্রক্ষালক যন্ত্র, নির্বাত – পারিষ্কারক যন্ত্র অর্থাৎ ভ্যাকুয়াম ক্লীনার এবং বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতির উৎপাদন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত লাভ করেছে। রাসায়ণিক শিল্পও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পারণত হয়েছে। আধুনিক শিল্পে ব্যবহারের জন্য মূল রাসায়ণিক কাচামালের উৎপাদনে জাপানের স্থান বিশ্বে তৃতীয়।

শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে জাপানের শ্রমিক ইউনিয়নগুলি অধুনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৬২ সালে এই ইউনিয়নগুলির সংখ্যা ছিল ৫৩,০০০। ইউনিয়ন এক একটি স্বতন্ত্র শিল্পভিত্তিক। অর্থাৎ একটি শিল্পে শ্রমিকরা যে ধরণের কাজই করুক না কেন তারা সকলে একই শ্রমিক ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা বর্ত্তমানে ১০.১ মিলিয়ন বা দেশের মোট বেতনভোগী শ্রমিকদের শতকরা ৩৬.১ ভাগ।

—: বৈদেশিক বাণিজ্য :—

এখন জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কেন না দেশ ও দেশবাসীর কাছে বৈদেশিক বাণিজ্যই হচ্ছে জীবনীশক্তি। এর ওপর জাপানের জাতীয় জীবন নির্ভরশীল। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং জনসংখ্যা বিপুল। তাই জাপানকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতেই হয়। আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের জন্য জাপানকে এইসব কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত করতে হয় পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক সমাপ্ত দ্রব্যাদি এবং সেগুলিকে বিদেশের ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করতে হয়। এইভাবে জাপান আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান প্রস্তুতকারী দেশ।

জাপানের প্রধান আমদানি দ্রব্য হচ্ছে কাঁচামাল, জ্বালানী ও খাদ্যবস্তু। উদাহরণ স্বরূপ, প্রয়োজনীয় কাঁচাতুলো; পশম ও

রবারের সবটাই জাপান আমদানি করে। অপরিশ্রুত তেলের আমদানি শতকরা ৯৯ ভাগ পর্যন্ত, খনিজ - লৌহ শতকরা ৯৬ ভাগ এবং শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী আমদানি হচ্ছে গম। পেট্রোলিয়াম পুরাতন বর্জিত - লৌহ এবং খনিজ - লৌহের আমদানি দৃঢ়তার সঙ্গে বাড়ছে। কারণ, জাপানে ভারী - শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং ঐ ধরণের শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটছে।

ধাতুজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক পদার্থের রপ্তানির পরিমাণ হচ্ছে জাপানের মোট রপ্তানি দ্রব্যের শতকরা ৫৮.১ ভাগ।

বস্ত্র ও বস্ত্রজাত দ্রব্যাদি একসময়ে রপ্তানীর প্রধান বস্তু ছিল। এখন এগুলি মোট রপ্তানী মূল্যের মাত্র ২১ শতাংশ। যাই হোক, সম্প্রতি জাপানে নির্মিত জাহাজ, মোটরগাড়ি, ক্যামেরা, ট্র্যানজিস্টর রেডিও এবং টেলিভিশন সেটের রপ্তানি বিশেষ-ভাবে বেড়েছে।

জাপানের সবচেয়ে বড় একক বাণিজ্যিক অংশীদার হচ্ছে মার্কিণ - যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬৫ সালে মার্কিণ - যুক্তরাষ্ট্র জাপানের মোট রপ্তানীর এক - তৃতীয়াংশ দ্রব্য ক্রয় করে। পক্ষান্তরে, কানাডার পরই জাপান হচ্ছে মার্কিণ দ্রব্যাদির দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা। আঞ্চলিক হিসাবে, জাপানের রপ্তানী দ্রব্যের বেশির ভাগ পরিমাণই উত্তর আমেরিকা (মার্কিণ - যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) ক্রয় করে। তারপরই এশিয়া মহাদেশের স্থান। আবার জাপানের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমদানি দ্রব্য আসে উত্তর আমেরিকা থেকে। এরপর হচ্ছে এশীয় - অঞ্চলের স্থান।

জাপান হল শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ চুক্তি সংস্থার (জি, এ, টি, টি) একজন সদস্য। শুল্কের পরিমাণ কমিয়ে বিশ্বের সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে জাপান একযোগে কাজ করে চলেছে।

—: বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয় :—

এবার দেখা যাক্ বিজ্ঞানে ও কারিগরী বিষয়ে জাপান কতটা অগ্রসর হচ্ছে।

জাপানে যন্ত্রশিল্প ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রভূত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী বিষয়ের মান এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উন্নতির ব্যাপারে অগ্রগতি ঘটেছে বিশেষ ভাবে।

এই উন্নতি সাধনের একটি উদাহরণ হল নতুন টোকাইডো রেলপথ। এই নিউ টোকাইডো লাইন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুত-গামী রেলগাড়ির জন্য নির্মিত লৌহ - বর্ম। এই রেলপথে টোকিও এবং ওসাকার মধ্যে নতুন সুপার একস্প্রেস্ ট্রেনগুলি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২১০ কিলোমিটার (১৩০.৪) মাইল গতিতে যাতায়াত করে।

অপর একটি উদাহরণ হল, টোকিও মনোরেল। মনোরেল টোকিও আন্তর্জাতিক বিমান - বন্দর থেকে টোকিও সহরের মধ্যে যাতায়াত করে। যাত্রী সাধারণের পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত মনোরেল বিশ্বে এই প্রথম।

জাপানে মহাকাশ সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। এই বিষয়ে জাপানী বৈজ্ঞানিক ও এঞ্জিনীয়ারগণ উল্লেখযোগ্য ভাবে অগ্রগতি লাভ করেছেন। ১৯৬৪ সালে জাপানের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশ পরিক্ষা - নীরিক্ষা চালানোর জন্য প্রেরিত হয়। এই উপগ্রহটি ছিল উচ্চ-স্তরের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থা নিরূপণের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার।

অন্যান্য প্রধান দেশগুলির সঙ্গে জাপানও দক্ষিণমেরু অঞ্চলে গবেষণা কার্য চালাচ্ছে। ১৯৫৬ সালে জাপান তার ওঙ্গুলদ্বীপে শোওয়া ঘাঁটি উন্মুক্ত করে এবং ইতিমধ্যে এখানে সাতটি দল প্রেরণ করেছে শীতকাল অতিবাহিত করবার জন্য এবং তুষার ও বরফের অবস্থাদি আর বায়ু প্রবাহের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা কার্য পরিচালনা করার জন্য।

খাদ্য, জ্বালানী এবং যন্ত্রপাতি বহন করা এবং এই সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালানোর উদ্দেশ্যে 'ফুজি' নামে একটি জাহাজও জাপান নির্মাণ করেছে।

শান্তির উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাপান প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক পাওয়ার রি-অ্যাকটর স্থাপন করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রেডিঅ্যাসন্ বা বিকিরণ প্রয়োগের দ্বারা অধিক শস্য উৎপাদন, বিভিন্ন রোগ চিকিৎসা এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির উন্নয়ণ করার ব্যাপারে পরীক্ষা -নীরিক্ষা চলছে।

জাপান, আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি এজেন্সির একজন সদস্য। জাপান ইঞ্জি-নিয়ারদের প্রশিক্ষণের নানাবিধ কর্মসূচীতে সহযোগিতা করে এবং অন্যান্য দেশগুলিকে আণবিক শক্তির শান্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার

কার্যে সাহায্য করে।

পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে জাপানের দুজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলেন ডঃ এইচ, ইউ-কাওয়া এবং ডঃ শিনিচিরো তোমোনাগা। এঁরা দুজনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে ১৯৪৯ এবং ১৯৬৫ সালে।

মিতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের কলম এখানেই রাখছি। পরবর্তী সংখ্যার জাপানের শিক্ষা, শিল্পকলা, ধর্ম্ম, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য

—কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
আমেদাবাদ

"কক্কো অনে বারাখড়ী" গুজরাতী ভাষায় কক্কো মানে অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ-মালা এক্ ক কা কি কী কু কূ কে কৈ কো কৌ কং কঃ রূপে প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে বারো বার লেখাকে বলে বারাখড়ী, মূল বাক্যটি ছিল বারাক্ষরী, চলতি ভাষায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বারাখড়ী। অনে মানে এবং।

কেবল মাত্র বই পড়ে কোনো অপরিচিত ভাষা শেখা মুস্কিল। যদিও বাংলা, হিন্দী মারাঠী গুজরাতী প্রভৃতি ভাষার মূল এক; সংস্কৃত তবু প্রভেদ দুস্তর। তার উপর বাধা উচ্চারণ। যারা হিন্দী জানেন তাঁদের পক্ষে গুজরাতী শেখা সহজ হবে।

কিন্তু বাংলায় লেখা গুজরাতী বা হিন্দী সঠিক উচ্চারণ করা কঠিন। বাংলায় বর্গীয় 'ব' ও অন্তস্থ ব আকারে বা উচ্চারণে একপ্রকার। কিন্তু গুজরাতী ভাষায় ঐ

দুটির মধ্যে হিন্দীর মত ফারাক আছে। অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ ইংরাজী w র মত য় এর উচ্চারণ বাংলায় র মত। অধিকন্তু গুজরাতী লিপিতে ঢ় ও ড় নেই। আছে শুধু ঢ ও ড। অথচ বলবার সময় ঢ ঢ় ড ড় আছে। তাই যখন লেখা হয় বডোদরা বা ঘোডো উচ্চারণ হবে ওয়াড়োদরা বা ঘোড়া। (বডোদরা হল বিখ্যাত বরোদা শহর যেটিকে ইংরেজিতে এতদিন Baroda লেখা হচ্ছিল, সম্প্রতি Vadodara করা হয়েছে। এবং ঘোডো হল আমাদের সুপরিচিত অশ্ব অর্থাৎ ঘোড়া।)

আসল গুজরাতী বা যাঁরা এই প্রদেশে বহু দিন আছেন তাঁরাই এই সব বাঁধা অবলীলাক্রমে পার হয়ে যেতে পারেন।

তবু হতাশ হবার কারণ নেই। লিপি-মিতার পাতায় যতটুকু কক্কো অনে বারাখড়ী শিখতে পারবেন তাতে উৎসাহ থাকলে গুজরাতী বই পড়ে বাকীটুকু আপনারা পুরো করে ফেলতে পারবেন।

বাংলায় আমরা লিখি গুজরাট, গুজরাটী ইংরাজী লিপিতে 'ত' নেই তাই এই বিভ্রান্তি আসলে হবে গুজরাত ও গুজরাতী। সংস্কৃত গুর্জর+রাষ্ট্র=গুর্জররাষ্ট্র যা থেকে প্রাকৃত ভাষায় হল গুর্জ্জররঠ্ঠ এবং তাই থেকে অবশেষে শেষে গুজরাত, মুসলমানি রাজত্বের আমলে। (মহারাষ্ট্র থেকে এইরূপে মারাঠী হয়েছে।)

আরব পরিব্রাজক আবুজৈদ (৯১৬ খৃঃ) অলমসুদী (৯৪৩) এবং অলবরুণী (৯৭০—১০৩০ খৃঃ) তাঁদের রচনায় গুর্জর এবং গুজরাত দুটি শব্দের ব্যবহার করেছেন। এর পূর্বে গুজরাতের দক্ষিণ অংশকে লাট ও উত্তর অংশকে অনর্ত বলা হত।

১৭০০ শতাব্দী পর্যন্ত গুজরাতের ভাষাকে প্রাকৃত অপভ্রংশ গৌর্জরী অপভ্রংশ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হত। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি প্রেমানন্দ বাঁধু নাগাদমন গুজরাতী ভাষা— নিজের কাব্যের ভাষাকে গুজরাতী ভাষা বলে উল্লেখ করলেন। এই নাম করণের কৃতিত্ব তাই তাঁর।

তুলসীদাসের রামায়ণের যুগ সেটা। তা ছাড়া গুজরাতের অপর দুই প্রতিবেশী রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র। একদিকে মীরাবাঈ প্রভৃতি ওদিকে সন্ত তুকারাম ও অন্যান্যরা ইতিপূর্বে গুজরাতে নরসিংহ মেহতার মত কবি হয়ে গেলেও গুজরাতে নিজের ভাষার কদর কম। মীরাবাঈ যে ভাষায় লিখেছেন তা প্রধানতঃ গুজরাতী এবং এখন গুজরাতী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয়া। কিন্তু

সে কথা পরে। দুঃখী কবি প্রেমানন্দ তাই লিখেছিলেন— 'অবেতবেকা ষোল হী আনে

আঠে কঠেকে বার

ইবাং তিকড়ুঁ অ'ঠ হী আনে, শুঁ শা পৈশাচার 'অবে তবে' অর্থাৎ হিন্দী ভাষীদের তু তু-কারীর দাম পুরো ষোল আনা, রাজস্থানীদের অ ঠ কঠে বা এখানে ওখানের দাম বারো আনা, মারাঠীদের ইকড়ে তিকড়ে বা এখানে সেখানে চার আনা কিন্তু গুজরাতী শুঁ শা কী কেনর মূল্য মাত্র চার পয়সা।

মধ্যযুগে প্রেমানন্দই গুজরাতী ভাষাকে নূতন রূপে গড়ে তাকে সদ্য ভাষার মর্যাদা পাইয়েছিলেন।

১৯৬০ সালের পয়লা মে স্বাধীন ভারতে বারো বছর ব্যাপী মিঠে কড়া আন্দোলনের পর গুজরাত প্রদেশের জন্ম হয়।

গুজরাত, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ মিলিয়ে এই নতুন রাজ্য। তার পূর্বে গুজরাত ছিল বোম্বাই প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত। বোম্বাই মারাঠী নাম মুম্বই থেকে এল; বোম্বাইয়ের থানা জেলার পর বলসার থেকে দক্ষিণ গুজরাত আরম্ভ হয়। বোম্বাই থেকে সুরাত, ভরুচ (Broach) ও বরোদা হয়ে আহমেদাবাদ বা অমদাবাদ (যে এর উচ্চারণ সংস্কৃত মত), উত্তর মেহ-সানা, সাবরকাঠা, বনাসকাঠা প্রভৃতি।

পশ্চিমে বীরসগাম থেকে সৌরাষ্ট্রের সূচনা ভবেনগর, জামনগর, রাজকোট প্রভৃতি এর প্রধান শহর। তার উপরে সমুদ্রের খাড়ি পেরিয়ে কচ্ছ, যার প্রধান শহর ভুজ।

রাণ অফ কচ্ছের সঙ্গে পাকিস্তানের সীমানা সংযুক্ত। বনাসকাঠার সঙ্গে যেটি রাণ অফ কচ্ছের সমান্তরালে অবস্থিত। জামনগর থেকে ওখা বন্দর, যার নিকটে বিখ্যাত দ্বারাবতী বা দ্বারকা। (মহাভারতের কুশস্থলী মথুরা থেকে পালিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তাঁর দুর্গ নির্মাণ করেন।) তারই এ পাশে ঐতিহাসিক সোমনাথ মন্দির। মাহমুদ গজনীর প্রথম আক্রমন যার উপর হয়

আপনারা হয়তো ভাবছেন কোথায় গুজরাতী অ আ ক খ, কোথায় তার ভূগাল, ইতিহাস—ধান ভানতে শীবের গীত গাইছি কেন? একটু ধৈর্য না হয় ধরলেনই বা। যে প্রদেশের ভাষা শিখবেন তার ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কেনাকাটার সম্বন্ধে কিছু না জানলে মাথা গুজরাতী ভাষার প্রতি আপনাদের আগ্রহ আরো বেশী করবে। প্রায় সব মিত্রই আমার নিকটে গুজরাত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চান। প্রত্যেককে আলাদা করে বা লিখে

সুযোগ যখন পেয়েছি তখন এখানেই কিছু লিখলে ক্ষতি কী?

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ঘন ঘন রাজা বদল, পালা বদলের কাহিনী। অনার্য, আর্য, গ্রীক, শক হুণ, মোঙ্গল, তাতার, পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ডচ, ফরাসী, ড্যানিশ, ইংরেজ একের পর এক এসেছে গেছে। তাদের মধ্যেও রকম ফের কত রকমের। তারা অনেকে সঙ্গে করে এনেছে নিজেদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যা মিলে গেছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে।

পৃথিবীর মধ্যে পুরাতনতম সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষ, অথচ আশ্চর্যের কথা আমাদের কোন ইতিহাস নেই। বেদ বেদান্ত আছে, কত পুরাণ আছে, রামায়ণ মহাভারত আছে বাণভট্ট, ভবভূতি, কালিদাসের মত মহা কবি হয়ে গেছেন, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, রসায়ণ, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদিতে আমরা একদা খুবই উচ্চ স্থানে ছিলাম, কিন্তু কেবল ইতিহাস লেখার প্রতি প্রচণ্ড অনীহা। ৩২৫ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকদের রচনাই আমাদের প্রধান সম্বল। তাই আমাদের ইতিহাস মৌর্য-সাম্রাজ্যের যুগ থেকে আরম্ভ।

সৌরাষ্ট্রের জুনাগর (জুনা মানে পুরাতন বাংলায়—ঝুনো, জুনাগড় অর্থাৎ পুরাতন দুর্গ) গিরনার পাহাড়, সম্রাট অশোকের ১৪টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। ওদিকে মহারাষ্ট্রেও আছে। (মহারাষ্ট্রের মোরেরা নিজেদের মৌর্য বংশ জাত বলেন।) বোম্বাই থেকে একটু এগুলেই রামায়ণের দণ্ডকারণ্য, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি স্থান।

তার পূর্বেও যে আর্যদের বসতি এখানে ছিল তার প্রমান দ্বারকা।

এবং আর্যদের পূর্বে সুসভ্য অনার্যদের বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে নভেম্বর ১৯৫৪ সালে সৌরাষ্ট্রের লোথাল অঞ্চলে। তারপর থেকে গুজরাতের বিবিধ অঞ্চল খুঁড়ে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা যুগ এবং তৎপরবর্তী যুগের (১৬০০ থেকে ৬০০ খৃঃ পূঃ আনুমানিক) সভ্যতার প্রায় পঞ্চাশটি স্থান এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।

লোথাল প্রমাণ করে যে খৃঃ পূঃ ৩০০০ বছর, অর্থাৎ ৫০০০ হাজার পূর্বে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে একটি সুবিশাল নৌবন্দর ছিল। সাবরমতী নদী বেয়ে নৌকা বা ছোট জাহাজে মাল সেখান পর্যন্ত নিয়ে

গিয়ে, লোথাল থেকে বড় জাহাজে বিদেশে রপ্তানি যেত এবং বিদেশী পণ্য ঐ রূপে ভারতে আসতো।

গুজরাতের বিভিন্ন স্থান প্রস্তর যুগের গুহা মানবের অস্তিত্বেরও বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

উপত্যকা সভ্যতা এবং লোথাল সভ্যতা যুগের চিত্রলিপির ভাষা এখনো উদ্ধার করা যায় নি। তবে গুজরাতের লোথাল এবং অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা ১৫০০ খৃঃ পূঃ থেকে ৬০০ খৃঃ পূর্বাব্দ অর্থাৎ বৌদ্ধ যুগের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত অনুমান করা যায়। তখন বৈদিক সংস্কৃত এবং পালি ভাষা প্রচলিত। সম্রাট অশোক পালি ভাষা-তেই তাঁর শিলালিপি লিখিয়েছিলেন।

মৌর্য বংশের অবসানের পর গুজরাতে ডিমিত্রিওসের (Demetrios) নেতৃত্বে এল গ্রীক রাজত্বের যুগ। তারপর খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম পর্যন্ত শক ক্ষত্রপ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য নাম রুদ্রদমনের।

মাঝে শকদের হারিয়ে কিছু সময়ের জন্য অন্ধ্র প্রদেশের সাতবাহন বা শালিবাহনের বংশ (তখন মহারাষ্ট্রের রাজা) গুজরাত অধিকার করেন। আবার তাদের পরাজিত করে শকরা মহারাষ্ট্রে প্রায় পঞ্চাশ বছর আধিপত্য বিস্তার করেন। দ্বারকা, সৌরাষ্ট্রের যদু বংশের যাদবরাও অনেকে ওখান থেকে গিয়ে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ অধিকার করে ছিল। ওদিকে রাজস্থান হয়ে শ্বেত হূণরা গুজরাতে প্রবেশ করে। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে তাদের বংশধররাই গুর্জর নামে চিহ্নিত হন।

সম্প্রতি রাশিয়ার বিশেষজ্ঞরা পাঞ্জাবের গুজরাত—সেখানেও গুজরাত নামে একটি শহর এবং গুজ্জর বলে একটি জাতি আছে ও গুজ্জর সম্বন্ধে গবেষণা করে অনুমান করেন তারা রাশিয়ার Georgia বা গ্রুজিয়া থেকে একদা আগতদের বংশধর।

পশ্চিম ভারতের গুর্জর ও পাঞ্জাবের গুজ্জররা একই শাখা থেকে কিনা নিয়ে গবেষণা চলছে।

শক ক্ষত্রপদের পরাজিত করে এরপর গুজরাতে এলেন গুপ্ত বংশের চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৪০০ খৃষ্টাব্দ) এবং প্রায় এক শো বছর পরে গুপ্ত বংশের ক্ষীণ দশার সময় সেনাপতি ভট্টার্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠে গুজরাতের অনেক স্থানে ও অন্যত্র বল্লভী রাজ বংশের স্থাপনা করলেন

আবার তাঁদের পড়তি দশায় বল্লভী বংশের অধীনতা মুক্ত হয়ে চাওড়া বংশ রাজদণ্ড গ্রহণ করলো (৭৪৬ থেকে ৯৯২ খৃঃ)। চাওড়া বংশের সব চেয়ে পরাক্রান্ত রাজা হয়ে ছিলেন বনরাজ চাওড়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চাওড়ার পর এলো চালুক্য বংশ। আর প্রায় সেই সময় থেকে গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক যুগারম্ভ।

::——::

বিজ্ঞপ্তি

বাংলা ভাষার মাধ্যমে যারা গুজরাতী ভাষা শিখতে ইচ্ছুক তারা শ্রীকমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় এর গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য নিয়মিত পাঠ করুন। এই সংখ্যা থেকে লিপিমিতায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আলোছায়া

—গীতা সিন্হা
কলিকাতা—৯

ঢং ঢং ঢং। ছুটির ঘণ্টা পড়লেই ছাত্রীরা পিল পিল করে বেরোতে থাকে। তখন মনে হয়, স্কুলের গেটটা আর একটু বড় হলেই বোধহয় ভাল হত। কেউ বাস-স্টপের দিকে ছুটে যায়, কেউ বা প্রাইভেট কারের দিকে। হেঁটেও যায় অনেকে

চাকরের সঙ্গে, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে। অন্ধ ভিখারী ছেলেটা দেখতে না পেলেও অনুভব করতে পারে সব কিছু। আস্তে আস্তে তুলে ধরে ডান হাতখানি।

কিন্তু, তার দিকে ক'জনেরই বা নজর পড়ে। দু-একজন হয়ত অবহেলার ভঙ্গীতে কিছু পয়সা ফেলে দেয়। হাতটা খুব জোরে জোরে কাঁপতে থাকে। তবু সে নামায় না — যদি আরও কিছু পায় এই আশায়।

আলো আর ছায়া যমজ বোন। দুজনেই এই স্কুলে পড়ে। একই ক্লাসে। গেটের কাছে এসেই আলো তার ছোট পার্স'টা খুলে ফেলে। আধুলি, সিকি, হাতের কাছে যা পায়, তাই রেখে দেয় কম্পিত হাতের ওপর। ছেলেটা হাত মুঠো করে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে কপালে ঠেকায়। আলো খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে ছেলটার মুখের দিকে।

তারপর ব্যস্ত ভাবে ছায়ার হাত ধরে টানে, চল্, চল্, শিগ্গির। বাস ছেড়ে দিল বোধ হয়। ছায়া বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, থাক্, খুব হয়েছে। অত ব্যস্ত না হলেও চলবে। ছায়া গজ্ গজ্ করতে করতে বাস ষ্টপের দিকে এগোতে থাকে যত সব আদিখ্যেতা। একদিন ভিক্ষা না দিলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। আজ যদি বাস না পাই, তাহলে — আলো ওর কোন কথাই গায়ে মাখেনা। ছায়ার পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় বাসের অপেক্ষায়। বাসে উঠলেই আবার দুজনের হেসে কথা বলা। মনেই থাকেনা, একটু আগে এক চোট ঝগড়া হয়ে গেছে।

এ শুধু একদিনের নয় রোজকার ঘটনা। সেদিন ক্লাস থেকে বেরোতে বেরোতে ছায়া আলোকে বলল, আজ কিন্তু আমি একটুও দাঁড়াবো না আগে থেকে বলে রাখছি। আলো শুধু মুখ টিপে হাসলো। যেন বলতে চাইলো, ইচ্ছে না থাকলেও তোকে দাঁড়াতে হবে, দেখিস্। ছায়া তির্যক দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিল, বেশ, দেখা যাবে। কিন্তু, ঐনির্দিষ্ট সময়টুকুতে কে যেন ছায়ার পা দুটো টেনে মাটির সঙ্গে আটকে রাখল সেদিন বাসষ্টপে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাস ছেড়ে দিল। আর একটা আসবে প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে। ছায়া কোনও কথা বলল না। উল্টো দিকে মুখ করে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আলোর নিজেকে খুব অপরাধী মনে হতে লাগল। পঁচিশ মিনিট পরে বাস এল। খুব ভীড়। আলো আর ছায়া কোনরকমে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

তার পরের দিন ওদের প্রাকটিকাল

ক্লাস করতে করতে একটু দেরী হয়ে গেল। ওরা স্কুল থেকে বেরিয়ে এল। আলো পাস'টা খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কই ছেলেটা তো সেখানে নেই! আলো হন্ হন্ করে হাঁটতে সুরু করল। ছায়া বলল বাবা! তোর পায়ে যেন একেবারে ঘোড়ার ক্ষুর আঁটা। আলো পিছন ফিরে বলল, তা তুই-বা এমন সঙের মত দাঁড়িয়ে গেলি কেন?

ছায়া একবার চারদিকে অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে তাকাল। তবে কি সে বুঝতে পেরেছে, তার জন্য ওদের বাড়ী ফিরতে কাল অনেক দেরী হয়েছে? না, তা কি করে হবে? সে তো আলো আর ছায়াকে চেনেনা। জানেনা, একজন তাকে রোজ সহানুভূতি জানায়, আর একজন তাতে বিরক্ত হয়। আলো আবার বলল, কিরে আজও আবার বাস মিস্ করতে চাস নাকি? সত্যিই বোধ হয় তাই। ছায়া নিস্পৃহ ভঙ্গীতে এগোতে থাকে।

ওদের ভাগ্যটা ভাল। বাসের জন্য একটুও দাঁড়াতে হলনা। আলো বাঁ হাত তুলে বাসটাকে থামতে ইঙ্গিত করল। হঠাৎ ছায়া ছুটে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল।

সেই অন্ধ ছেলেটা লাঠি হাতে ঠুক্ ঠুক্ করে চলছে। কত লোক তাকে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে। ছায়া একেবারে তার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল।

ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'এই স্কুলের সামনে আর একটু দাঁড়াতে পারলে না? হাত পাতো, ছেলেটা মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত পাতল। ছায়া একটা নোট রাখল সেই হাতে। একটু চাপ দিয়ে বলল, ভাল করে ধর, উড়ে যাবে, অন্ধ ছেলেটা কি ভাবল, কে জানে, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাল সে।

ছায়া আবার দ্রুতপদে ফিরে এল আলোর কাছে। মুখে তার বিজয়িনীর হাসি, বাস ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে।

:—:—:

আমি ব্যর্থতাকে ভয় করি, কারণ আমায় রিক্ত করে তুলবে, চলার পথ রোধ করে দাঁড়াবে। সাফল্যকেও মেনে নিতে পারি না, কারণ সাফল্যের প্রেমে পড়লে আর এগিয়ে চলা যাবে না।

—জর্জ বার্নার্ড শ।

সংগ্রাহক—বি ১০৮৯ সমর সরকার।

বাহাত্তরে

-অরুণ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা—১

"একটা মাস যায়, আর একটা মাস আছে মাঝখানে যে চিপ্‌পাখান, তার নাম আইল হাক্‌রাইন"। ঢাকাই গাড়োয়ানের কমিকের রেকর্ড আমরা ছোট বেলায় শুনেছি, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, ইয়াহিয়ার সৈন্য যায়, আর বাংলা দেশ স্বাধীনতা পায়। এই — মাঝখানের যে চিপ্‌পাখান অর্থাৎ ফাঁকটা হাক্‌রাইন বা সংক্রান্তি কিনা?

আবার সেই ছোট বেলায় পড়া এক গল্প মনে পড়লো। দুই ভাইয়ের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ বখ্‌রা হোল, সবই সহজে মিটলো কিন্তু একটা গরুকে কি ভাবে ভাগ করা যায়। বড় ভাই চতুর, তাই সে নিল গরুর স্তনের দিক অর্থাৎ পশ্চাৎ ভাগ। আর ছোট ভাই সামনের ভাগ অর্থাৎ মুখের দিক নিয়ে, গরুর দানাপানি যুগিয়ে যায়। কিন্তু বোকা ছোট ভাই একদিন ভেবে দেখলো, তাইতো বড় ভাই বিনা আয়াসে মজা করে দুধ খেয়ে যাচ্ছে, আর তার ভাগে অষ্টরম্ভা। আচ্ছা খাওয়াচ্ছি দুধ, এই বলে, একদিন যেইনা বড় ভাই দুধ দুইছে, তখন ছোট ভাই এসে গরুর মুখে খুব করে মারতে লাগলো। বড় ভাই বললো,— আহা, করোকি, করোকি?

ছোট ভাই বললো — কেন, গরুর সামনের দিক আমার। কাজেই সামনের দিকে আমি যা খুশী তাই করবো। বড় ভাই বুঝলো, ছোট ভাই এখন সেয়ানা হয়েছে, অতএব তখন থেকে দুধেরও বখ্‌রা হোল।

মিলিয়ে দেখুন তো, পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই পাকিস্তানের মধ্যে হিসাবের বখ্‌রাটা ঠিক এই গল্পের মতো ছিলো কিনা?

অবশ্য বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে বাংলা দেশ এখন আর কোন বখ্‌রায় রাজি নয়।

বারোশো মাইল দূরের অধিবাসী এত ছিল বড় আপন। কাছের অধিবাসীকে প্রতিবেশী বললে অপরাধ হতো। তার পরে আমেরিকা, চীন আরো কত জনের সাথে দোস্তি হলো। এই সব দেখে শুনে মনে হয় —

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাকো যদি দেবো গলা টিপে।

হেমকালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন শিখা বলে এসো মোর দাদা।

আমেরিকা, চীনকে দাদা বলে শেষ রক্ষা হোল না। এখন নিজের ছায়া নিজেকে তাড়া করে ফিরছে, চির অন্ধকারে প্রবেশ করলে যদি এই তাড়া খাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ইতিহাস বলে, সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সাথে অনেক ধর্ম্মই বৈরীভাব পোষণ করেছেন। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হোল, সব ধর্মেরই মূল কথা কিন্তু এক। অর্থাৎ পর ধর্ম্ম সহিষ্ণু হও। এদিকে দেখুন, কোন একটা ছুতো নাতা ধরে ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হোত। তারপরে হিন্দু বিতাড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি তো হোলই। (আনন্দ বাজার পত্রিকা, আবদুল গফ্ফার চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ) আসলে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। এবং তাই, ধর্ম্মের নামে যত রকম কুকর্ম্ম করা সম্ভব করা হয়েছে। কারণ ধর্মের নামে ভণ্ডামি করা আর ভেক ধরা খুব সোজা, এর প্রধান কারণ বোধহয় আমাদের মনের দুর্বলতা।

কুকর্ম্ম করে গঙ্গা স্নান করে সব পাপ মুক্ত হওয়া যায় অথবা কোন ঠাকুর বাড়ী, মাজার ও গির্জ্জার গিয়ে কিছু নজরানা দিলেই, সব পাপ ধুয়ে মুছে গেলো, কিন্তু জেনে রাখা ভালো যে পাপ কারো বাপকেও ছাড়ে না, অতএব আল্লাতাল্লার দোহাই দিলেও ইয়াহিয়া-শাহীর অভ্রংলেহী ঔদ্ধত্যের মিনার আজ জমিনে লুটিয়ে পড়েছে।

সারিবাদি সালসা নামক একটি কবিরাজী ওষুধের একটি বিজ্ঞাপন অনেক রাস্তায় দেখা যায়, ওষুধটি রক্ত পরিষ্কারক এবং বলবর্দ্ধক।

কাজেই বিজ্ঞাপন দেখে আমরা ওষুধ কিনি এবং রক্ত পরিষ্কারের কাজে আমরা লেগে যাই। অবশ্য জানি না রক্ত কতটা পরিষ্কার হোল বা না হোল, কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য গেলে তিনি প্রথমেই রক্ত দুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করবেন এবং তারপরে রোগীকে ওষুধ খেতে বলবেন।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের এমনি রক্ত দুষ্টির রোগ জন্মে ছিল। কিন্তু আসলে রক্তের ভিতরে যে বিষ ইংরাজ বেনিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে ছিল, তার সন্ধান আমরা অনেকেই জেনেও জানি না এমন ভাব দেখিয়েছি। আজও অনেকে বলে থাকেন

ইংরাজ রাজত্বে আমরা অনেক সুখী ছিলাম।

সুচতুর বেনিয়ার জাত যেমন শোষণ করেছে, তেমনি শাসন ব্যবস্থাও করেছিল। অতএব আপাত দৃষ্টিতে, ইংরাজ শাসন ভালো লাগবেই। সে কথা অনেক গভীর জলের তলায়, কাজেই এসব অবতারণা করা এখন অপ্রাসঙ্গিক। এদিকে ইংরাজ দেশ বিভাগের দাওয়াই বাৎলে দিয়ে আমাদের পরম সুখের সন্ধান দিয়ে ছিল।

স্বার্থান্বেষী লোকেদের জন্য জনসাধারণ অনেক হাবুডুবু খেয়ে মরলো। নানা অবস্থার সৃষ্টি হল, আর নেতারা ইউ, এন, ওতে ছোটেন। নৌকা কিন্তু ঘাটেই বাঁধা রইলো। ভোর হোতে দেখে নৌকা একটুও নড়েনি কেননা ঘাটের রশিই খোলা হয় নি। অথচ নানা অবস্থায় খেরাটোপে আমরা নাজেহাল হলাম।

আমরা ভুল করেছি এবং ভুলের মাশুলও অনেক গুণেছি। আজ পূবে নূতন স্বাধীনতার সূর্য উঠেছে। এবং একথা মানতেই হবে যে, বাংলা দেশের মানুষ আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের থেকে দেশপ্রীতিতে অনেক অগ্রসর। তার প্রধান কারণ হল ওরা এখন বলিদান দিতে পেছপা নয়।

'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো' শেখ মুজিবর রহমানের এই প্রতিজ্ঞা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ কথা সকলেই জানেন।

গৃহস্থের ঘরে একটি ঘটি ছিল। কালক্রমে ঘটিটা ফুটো হয়ে গেল। গৃহস্থ তবু ঘটি মেরামত করলো না। অবশেষে ঘটিতে জল আর একেবারেই থাকে না। তখন গৃহস্থের টনক নড়ল। আমরাও এতদিন ফুটো ঘটিতেই জল ভরে রাখছিলাম, এখন আর জল থাকে না দেখে মেরামত করতে লেগেছি।

সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর, এই সময়ের মধ্যে ঘটিতে অনেক জল ভরা হয়েছে। অনেক জল ফুটো দিয়ে ঝরে গেছে। এখন বাহাত্তরে পড়ে যদি আমাদের বাহাত্তুরে দশা ছাড়ে তবেই মঙ্গল।

:—:—:

অঙ্কে যারা কাঁচা

— জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
29, Digby Crescent,
London N—4

(৫ম স্তবক)

সরস্বতী পূজার জন্য চাঁদা ঠিক মতই সংগ্রহ করতে পেরেছেন বলে আমার বিশ্বাস। এখানে লণ্ডনে একটু অন্যভাবে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। দেশের নিয়ম, আগে চাঁদা তারপর পূজো। গলিতে বা মাঠে না হয়ে পূজো হয় সাধারণত: কোন এক টাউনহলে। দরজার কাছেই বসে থাকেন পূজোর মাতুব্বররা খাতা পেনসিল নিয়ে। চাঁদা দিয়ে তবে হলে ঢোকার অনুমতি। অর্থাৎ চাঁদা ফাঁকি দেবার জন্য অঙ্ক কষতে বলবেন, তা হবেনা।

পূর্ব প্রকাশিত (১৩) ও (১৪) নম্বর পদ্ধতি দুঠো পড়ে অনেকেই বেশ উৎসাহ প্রকাশ করে আমায় চিঠি দিয়েছেন। ১১ থেকে ৯৯এর মধ্যে যে কোন দুটো সংখ্যার গুণফল বের করবার পদ্ধতি জানবার জন্য অনেকেই আগ্রহী বলে, এবার সে নিয়মটা দেব। প্রথমে ভাগের আরও কয়েকটি নিয়ম সম্বন্ধে লিখছি।

(১৮) ২৫ দ্বারা ভাগ —

১০০ ÷ ৪ = ২৫ হয় বলে, কোন সংখ্যাকে ২৫ দিয়ে ভাগ না করে সে সংখ্যার চতুর্থ গুণকে ১০০ দিয়ে ভাগ করলে একই ভাগ ফল পাওয়া যায়। দশমিক পদ্ধতিতে ১০০ দিয়ে ভাগ করা খুবই সহজ এবং কোন সংখ্যাকে ৪ দিয়ে গুণ করাও তেমনি সহজ। ৪ দিয়ে গুণ করতে কারও একটু অসুবিধে হলে সংখ্যাটিকে দুবার দ্বিগুণ করতে পারেন।

উদাহরণ স্বরূপ, ৬৪৫ ÷ ২৫ এর উত্তর বের করতে হলে দুরকম ভাবে অঙ্কটা করা যেতে পারে।

ক) প্রথমে ৬৪৫ এর দ্বিগুণ কল্পনা করলে পাওয়া যাবে ১২৯০ এবং তার দ্বিগুণ পাওয়া

অর্থাৎ ১৩৪৮১ ÷ ৪১ = ৩২১

২১) যে কোন দুটো ২ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার গুণ ফল :—

যে সংখ্যা দুটোর গুণ ফল বের করতে হবে, সেগুলো যদি এমন হয় যে অন্য কোন নিয়মের সাহায্য নেওয়া যাচ্ছে না তা হলে এই নিয়মটা ব্যবহার করবেন। এই নিয়মটি বুঝতে একটু অসুবিধে হতে পারে এবং প্রথমে অপেক্ষাকৃত কঠিন মনে হতে পারে। তবে একটু অভ্যাস হলেই দেখবেন এই নিয়মের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি গুণ ফল বের করা যায়।

৯৪ × ৪৫ এর গুণ ফল যখন সাধারণভাবে বের করা হয় তখন আমরা ৯৪ কে একবার ৫ দিয়ে এবং আর একবার ৪ দিয়ে গুণ করি। ৪ এর গুণ ফলটা ৫ এর গুণ ফলের নীচে এক ঘর বাঁদিকে সরিয়ে বসান হয় এবং এদের যোগ ফল থেকে পাওয়া যায় ৯৪ × ৪৫ এর উত্তর। অর্থাৎ অঙ্কটা দেখতে হয় এই নীচের মত —

```
  ৯৪
  ৪৫
 ৪৭০
৩৭৬
────
৪২৩০
```

৯৪ × ৫ এর এবং ৯৪ × ৪ এর গুণফল দুটোও যদি ধাপে ধাপে করা হয় তাহলে পুরো অংকটা এই নীচের মত দেখাবে —

```
  ৯৪
  ৪৫
   ২০   ( = ৪ × ৫  ওপরে নীচে গুণ )
  ৪৫    ( = ৯ × ৫  কোণাকুণি গুণ )
  ১৬    (   ৪ × ৪  কোণাকুণি গুণ )
 ৩৬     (   ৯ × ৪  ওপরে নীচে গুণ )
 ৪২৩০
```

কোণাকুণি গুণ করে যে সংখ্যা দুটো পাওয়া গেছে সেগুলো পৃথক ভাবে না বসিয়ে যদি যোগ করে বসান হয় তাহলে অঙ্কটা একটু অন্য রকম দেখায় :—

```
  ৯৪
  ৪৫
   ২০
  ৬১
 ৩৬
────
৪২৩০
```

(= ৪×৫)
(= ৯×৫+৪×৪)
(= ৯×৪)

ওপরের ঐ ধাপগুলো থেকে জানতে পারা যায় যে এ ধরণের গুণ ফলে মোট ৪টে গুণ আছে। ওপরে নীচে দুবার গুণ এবং কোণাকুণি দুবার গুণ। এই গুণফলের মধ্যে বেশী সতর্ক নিয়ে করা উচিত দ এরগুণ (অর্থাৎ দশকের ঘরে যে দুটো অঙ্ক আছে তাদের গুণ)। ওপরের অঙ্কে ১০এর যায়গায় ২১ হলে শতকরা হিসেবে যা ভুল হবে ৩৬এর যায়গায় ৩৭ হলে তার থেকে বেশী ভুল হবে। লক্ষ্য করেছেন হয়তো যে কোণাকুণি অঙ্কগুলোর (অর্থাৎ গুণ্যের দ এর সঙ্গে গুণক এর এ এবং গুণ্যের এ এর সঙ্গে গুণক এর দ) গুণফল দুটো সাধারণ ভাবেই যোগ করা হয়েছে। ওপরের ক্ষেত্রে ৪৫ আর ১৬ যোগ করে পাওয়া গেছে ৬১। এই গুণফল দুটো যদি মনে মনে যোগ করতে পারেন তাহলে ৯৪ × ৪৫ আকারের গুণফল একবারে বের করতে পারেন। কী ভাবে? নীচে আর একটু পড়ুন বুঝতে পারবেন।

পদ্ধতি :—

ক) প্রথমে কোণাকুণি গুণ দুটো করে এদের গুণফল দুটো যোগ করুন, ওপরের উদাহরণে যোগ ফল হয়ে ছিল ৬১।

খ) গুণ্য ও গুণকের এ দুটোর {অর্থাৎ এককের ঘরে যে অঙ্ক দুটো আছে তাদের} গুণ ফল যদি ৯ এর বেশী হয় তাহলে এই গুণফলের দ (যেমন ২০ এর ২) ক ধাপে পাওয়া যোগ ফলের সঙ্গে যোগ করে এই নতুন যোগ ফলের এ টা উত্তরে লিখুন [ওপরের উদাহরণে ৩]।

গ) এবারে গুণ্য ও গুণকের দ দুটোর গুণফলের সঙ্গে (ওপরের ক্ষেত্রে ৩৬ এর সঙ্গে) খ ধাপে পাওয়া যোগ ফলের দ [যেমন ৬] যোগ করে যোগ ফলটা খ ধাপে পাওয়া উত্তরের (অর্থাৎ ৩ এর) বাঁ দিকে লিখুন।

এপর্য্যন্ত যা করা হয়েছে তাতে উত্তরের স, শ এবং দ এই তিনটে অঙ্ক পাওয়া গেছে। এ এখনও লেখা হয়নি। ওপরের খ ধাপে গুণ্য ও গুণকের এ দুটোর গুনফল বের করা সত্ত্বেও আমরা গুণ ফলের এ এর দিকে নজর দিইনি। এর কারণ এই যে ঠিক ঐ মুহূর্তে এ এর খুব একটা গুরুত্ব ছিলনা।

ঘ) এবার এই না লেখা এ কে গুণ-

যাবে ২৫৮০। ২৫৮০ কে ১০০ দিয়ে ভাগ করবার জন্য দশমিক চিহ্ন (যা এখন ০ এর ডান দিকে লুকিয়ে আছে) তাকে দু ঘর বাঁদিকে সরিয়ে দিলে পাওয়া যাবে ২৫.৮০ বা ২৫.৮। অতএব, ৬৪৫ ÷ ২৫ = ২৫.৮।

খ) প্রথমে ৬৪৫ কে যদি ১০০ দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে পাওয়া যায় ৬.৪৫ এবং একে দুবার দ্বিগুণ করলে পাওয়া যাবে যথাক্রমে ১২.৯০ এবং ২৫.৮০। অতএব, ৬৪৫ ÷ ২৫ = ২৫.৮।

ক ও খ নিয়ম দুটো প্রায় এক তবে খ পদ্ধতিটি একটু সহজ মনে হতে পারে অনেকের কাছে। এর কারণ হয়তো এই যে ৬৪৫ এর তুলনায় ৬.৪৫ কে ছোট মনে হয় এবং লোকে ৬.৪৫ এর ৬ কে এবং ৪৫ কে পৃথক ভাবে কল্পনা করতে পারে। ৬ কে এবং ৪৫ কে পৃথক ভাবে কল্পনা করলে দ্বিগুণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হয়।

১৯) ১২৫ দিয়ে ভাগ—

আশাকরি অনেকেই বুঝতে পারছেন এই নিয়মটি কী হতে পারে। ১০০০÷৮ = ১২৫ হয় বলে কোন সংখ্যাকে ১২৫ দিয়ে ভাগ না করেও ভাগ ফল পাওয়া যেতে পারে সংখ্যাটিকে ৮ দিয়ে গুণ করবার পর ১০০০ দিয়ে ভাগ করে কিংবা সংখ্যাটিকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করবার পর ৮ দিয়ে গুণ করে।

উদাহরণ: ২৪৬৫ ÷ ১২৫ = কত?
২৪৬৫ ÷ ১০০০ = ২.৪৬৫
অতএব ২৪৬৫ ÷ ১২৫ = ২.৪৬৫ × ৮ = ১৯.৭২০

বুঝতে পারছি, ৮ দিয়ে গুণ করতে গিয়ে অনেকে হিমসিম খাচ্ছেন। মনে মনে করতে একটু কষ্ট হতে পারে স্বীকার করছি তবে কাগজ কলম থাকলে এভাবে ধাপে ধাপে বের করা সম্ভব —

```
   ২.৪৬৫
       ১
 -------
   ৪.৯৩০
       ২
 -------
   ৯.৮৬০
       ২
 -------
  ১৯.৭২০
```

কিংবা সংক্ষেপে—

$$
\begin{array}{r}
১'৪৬৫ \\
\hline
৪'৯৩০ \\
\hline
৯'৮৬০ \\
\hline
১৯'৭২০
\end{array}
$$

আমি আর এক নিয়মে ৮ এর গুণ-ফল বের করি। নিয়মটা হচ্ছে ১০ গুণ বের করে তা থেকে দ্বিগুণ বাদ দেওয়া। যেমন ২'৪৬৫÷৮ এর উত্তর ২৪'৬৫ থেকে ৪'৯৩০ বাদ দিয়ে বের করা যায়।

কাগজ কলমের সাহায্যে ২৪৬৫÷১২৫ এই অঙ্কটা আমি করলে আমার খাতার খসড়াটা দেখতে হত এই রকম—

প্রথমে :— ২৪৬৫÷১২৫

তারপর :— ২'৪৬৫—৪'৯৩

এবং সবশেষে :— ২৪'৬৫

—৪'৯৩

১৯'৭২

২০) উৎপাদক সাহায্যে ভাগ :—

উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ কথাটা শুনে অনেকেই হয়তো অবাক হবেন। আরও আশ্চর্য্য হবেন শুনে, যদি বলি যে আমরা বেশীর ভাগ সময়ই উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ করি। বিশ্বাস হচ্ছে না? এক টুকরো কাগজ আপনার হাতে দিয়ে যদি বলি এটাকে ৮টা সমান টুকরো করুন, তা হলে কী করবেন? প্রথমে মাঝ বরাবর ভাজ করে দু টুকরো করবেন, তাইতো? এভাবে আরো দু বার মাঝ বরাবর ভাগ করবেন হয়তো। উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ করবার নিয়মটাও হল তাই। ১৯৭২০ কে ৮ দিয়ে ভাগ না করে পরপর তিন বার ২ দিয়ে ভাগ করলে একই উত্তর পাওয়া যায় কারণ ৮=২×২×২ অর্থাৎ ৮ এর উৎপাদক হচ্ছে ২, ২ এবং ২।

আর একটি উদাহরণ :—

১৩৪৮২÷৪২= কত?

৪২ এর উৎপাদক হচ্ছে ২, ৩ এবং ৭ অর্থাৎ ১৩৪৮২ কে ৪২ দিয়ে ভাগ করলে যা উত্তর পাওয়া যাবে, ১৩৪৮২ কে পর প ২, ৩ এবং ৭ দিয়ে ভাগ করলেও ে উত্তর পাওয়া যাবে।

১৩৪৮২÷২=৬৭৪১

৬৭৪১÷৩=২২৪৭

২২৪৭+৭=৩২১

ফলের এ এর যায়গায় বসালেই সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যাবে।

নীচে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি —

ক) ৩৭ × ৫৬ = কত ?

```
 ৩৭
 I×I
 ৫৬
─────
২০৭২
 ৫
```

এই পদ্ধতি অনুযায়ী গুণ করলে মনে মনে যথাক্রমে এই সংখ্যাগুলো বলবেন ৩৫, ১৮, ৫৩, ৫৭, ৭ নামল (হাতে রইল ৫) ১৫, ২০ এবং ২ (অর্থাৎ ৪২ এর ২)

কী ? এখন একটু সোজা মনে হচ্ছে তো ? মনে রাখবেন বড় সংখ্যার সংগে ছোট সংখ্যা যোগ করা অপেক্ষা কৃত সহজ বলে ১৮ এর সংগে ৩৫ যোগ না করে ৩৫ এর সংগে ১৮ যোগ করেছি। লক্ষ্য করবেন যে ৬×৭ গুণ করলে যে দ = ৪ হয় তা খুব সহজেই মনের মধ্যে এসে যায়। ৬×৭ গুণ করবার সময় গুণ ফল ৪২ এর ২ এর দিকে একদম নজর দেবেন না। ৩৫ + ১৮ এর দিকেই প্রথমে বেশী মনযোগ দেয়া প্রয়োজন।

খ) ৮৪ × ২৯ কত ?

```
 ৮ ৪
 I×I
 ২ ৯
─────
২৪৩৬
  ৮
```

মনে মনে বলবেন ৭২, ৮, ৮০, ৮৩, নামল ৩ (হাতে ৮), ১৬, ২৪ আর ৬।

অঙ্কের কচ কচি আপনাদের হয়তো আর ভাল লাগছে না। এবারের মত এখানেই থামছি। সামনের বার আরও নিয়ম শেখাবার ইচ্ছে রইল।

আশাকরি, ভগবানের আশীর্বাদে আমার সব মিতা ভাইবোনেরা ভাল আছেন ও থাকবেন।

ক্রমশ

তোমাদেরই হবে জয়

—সুবীর নাথ
বর্দ্ধমান

জয় তোমাদের হবেই ভাই
তোমাদেরই হবে জয়
তোমাদের চোখে কঠিন শপথ
জেনেও কঠিন তোমাদের পথ
মৃত্যুর সাথে লড়ছ পাঞ্জা
মৃত্যুরে করে জয়।
বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা
হৃদয় অকুতো ভয়,
তোমাদেরই হবে জয়।
প্রাণে তোমাদের শুধু এক আশা
সাত কোটি মুখে একটাই ভাষা
শোষণ মুক্তির এই সংগ্রামে
করেছ জীবন পণ,
তোমাদের পথে রইল আমার
সংগ্রামী অভিনন্দন।
চির বিদ্রোহী, হে বীর শহিদ,
ওগো, মৃত্যুঞ্জয়,
তোমাদেরই হবে জয়।

:—:

আমি কি পারি না

—বিষ্ণুভক্ত সরকার
দেওচড়াই, কোচবিহার।

জানালার পাশে বসে, কিংবা
কোন এক নির্জ্জন নদী কূলে
মাদুর পেতে বসে, অথবা
ছায়া ঘেরা কোন এক অরন্যানীর মাঝে
ভাবে বিহ্বল হয়ে
কবিতা লেখার সময় এটা নয়
'রাজধানী একসপ্রেসে' ভারত পরিভ্রমণ করবো
অথবা—
'সম্রাট অশোকে' চেপে সাগর পাড়ি দেবো।
এ কল্পনা এখন আর আমার সাজেনা।
ওরা মাতৃ ভূমির জন্য লড়ছে।
আমিও বাঙ্গালী।
আমি কি পারি না ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ?

::——::

সংগ্রামী বাংলা

-সুপ্রতীম দেব
ঢাকুরিয়া

বাজ পড়ে আর বিদ্যুৎ চমকায়,
বান এসেছে পদ্মা নদীতে
চোখের জলে সাগর গর্জায়
চোখের জলে আগুন জ্বলেরে,
বাজ পড়ে আর বিদ্যুৎ চমকায়।
শিশুর রক্তে ভেজা বাংলা দেশ
বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়
নারীর রক্তে ভেজা বাংলা দেশ
খুনীকে পেলে পাহাড়ে আছড়ায়
বাজ পড়ে আর বিদ্যুৎ চমকায়।
বান এসেছে পদ্মা নদীতে
চোখের জলে সাগর গর্জায়
চোখের জলে আগুন জ্বলেরে
বাংলা দেশে মানুষ গান গায়
বাজ পড়ে আর বিদ্যুৎ চমকায়।

এপার-ওপার

—অসিত বরণ হাজরা
মামজোয়ান, নদীয়া।

ওপারে দাঁড়ানো মায়ের জন্যে এপারের
বোবা কান্না
ঝ'রে পড়া দেখে কবি মন তাকে বলেনি
মুক্তো-পান্না
বরং বলেছে : অশ্রু তো নয়, — দু'চোখেতে
লোনা সিন্ধু
ব্যথার বাষ্পে রূপায়িত হয়ে ঝরাবেই
বারি বিন্দু
ইনকিলাবের মলাটের ছবি এঁকে এঁকে
আমি জংগী,
ওপারে মৃত্যু মুঠোয় মুড়িয়ে হাত ছানি-
দ্যায় সংগী !
অসুরক্তের - সাফল্য লেখে ওসুর-রক্তে
কাব্য !
আনন্দে - কেঁদে ভাবি, কবে মা - কে
ওপারের মতো ভাববো !!

মেকি যারা দিনের

শান্তনু কুমার চৌধুরী
উত্তরপাড়া

কূটকামীদের পাতা মায়াজাল
চির দিন ছিঁড়ে
ওই মহাকাল,
জঞ্জাল যাহা পুড়ে হয় ছাই
উড়ায় নিমেষে ঝড়।
মালিন্য দিনের সব মুছে যায়
বরষার মেঘ তাও উড়ে যায়,
প্রদীপ্ত রশ্মি গৌরবে উঠে
উষা ভালে দিবা করে।
মেকি যারা দিনের সাজান খোলস
অঙ্গে রয়েছে ধরি,
সূর্যের তেজ রোধতে কি পারে
তমসার শর্বরী?
দীপ্ত প্রভায় উঠিবে সূর্য
আঘাতে আঘাতে জাগিছে বীর্য
আর্য অনার্য এক ঠাঁই হবে
বিশ্ব এ চরাচরে।
উই ইঁদুর দিনের যত খল আজি
দিন শেষে যবে খাবে দিগ বাজি,
ভোজ বাজির খেলা সব মায়া পাশ
দিনান্তে সবার হইবে বিনাশ,
রবি শশী তারা
শোভিবে আবার
অম্বরে অম্বরে।

:---:

...রে গেছে প্রাণ

প্রণব রায়
দুর্গাপুর

এই ত সেদিনও হেথা জোনাকির
কান্না ঝরেছিল
ঘাস পাতা সোনালী ধানের শিষ চুঁয়ে,
সবুজ মাঠের মাঝে আধমরা বিল ছুঁয়ে ছুঁয়ে
মাছরাঙা ঝুপ ঝুপ মাছ ধরে ছিল।
ছাই ছাই রোদ গায়ে মেখে দুপুরে ছাদের 'পর
(পৃথিবী লুটায় ঘুমে আলু থালু রূপে)
কারা যেন কয়েছিল কথা চুপে চুপে,
হয়ত প্রেমিক হবে নয়ত বা সই-বা-মকর।
আমার হৃদয় জুড়ে এই ত সেদিনও তার মুখ
জেগেছিল, গেয়েছিল ঝিল্লিরা গান
আম জাম কাঁঠালের পাতায় পাতায়, ছিল প্রাণ
বুক জুড়ে, ছিল শান্তি, ছিল দুঃখ-সুখ।
তারপর, উড়ো এক বাজ পাখী এসে
সেই সব ঘাস-পাতা জোনাকির বুক থেকে
কেড়ে নিয়ে চলে গেছে প্রাণ।
তাইত সূর্য উঠে নীল - নীল সোনালী আকাশে
সবকিছু ঠিক ঠাক আছে চেয়ে দেখে —
শুধু, আজ —
বাঙলার বুক জুড়ে দীর্ঘ শ্মশান!

:---:

ফিরিয়ে দাও কিছু অধিকার

—নরেন শর্মা
আলোয়ার, রাজস্থান।

ভুলে গেছি কবে তুমি অধিকার চেয়েছ
আমার দেহ মন, পাপ পুণ্য
আমার অস্তিত্বের সব অধিকার
আমি কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলাম?
কবে তাও তো মনে নেই।
তোমার দীঘল চোখে নীল সমুদ্রের ঢেউ
বা তোমার কণক চাঁপা রং
আমার সব অধিকার নিয়ে ছিল
সেই দেয়া নেয়ার খেলায়
আমি হারিয়ে ছিলাম সব কিছু
কিন্তু আজ—
ফিরিয়ে দাও কিছু অধিকার
আজ মাটি তার অধিকার
যে তোমাকে আমার অধিকার দিয়েছে
আমার শরীর, আমার কর্তব্যপরায়ণতার
আমার প্রেমের পরকাষ্ঠার অধিকার চাইছে
তোমাকে কি দিয়েছি জানি না
কোন অধিকারে ব্যথার বোঝা বইতে
দিয়েছিল
কিন্তু আজ মাটি আপন অধিকারে
আমার 'রণং দেহী' হুংকারের অধিকার
চাইছে
তাই আজ ফিরিয়ে দাও কিছু অধিকার।

উপেক্ষিতা

সুনীল দত্ত
বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।

ক্লান্ত, অবসন্ন, ভারাক্রান্ত মন,
আবেগের অস্থিরতা নিশ্চুপ নিরুত্তাপ
ওখানে, বিদীর্ণ বক্ষে।
জীবনের উপহার অনুপস্থিত, কোটি যন্ত্রণায়
আঘাতে আঘাতে।
অলঙ্ঘ্য পর্বতের ন্যায় পরাজয় চারিদিকে
লৌহ প্রাচীরে অবস্থিত আত্মা
অভিসম্পাদ দিচ্ছে অবিরত, সৃষ্টির উদ্দেশ্যে
আপ্লুত গ্লানিতে যেথায় লুকাও মুখ,
কোন দিন হবে না যেথায় আলোর বিচ্ছুরণা
নতুন সংবাদে।
অজানার অভিনন্দন পূর্ণ করবে না কভু,
হতাশা সৃষ্ট খাদ
বর্তুল আকারে পাক খাবে হোথায় অবিরত
চির নিরাশার মাঝে চিরকাল ভরে।
তারই মাঝে নির্বাহ করে পল, দণ্ড, অনুক্ষণ
উপেক্ষিতা তুমি
বাধ্য হচ্ছ সহ্য করতে মিথ্যা সব অভিযোগ
যদিও মূল্যহীন এখন সব তোমার জীবনে
ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ তব সবই আশা
ভাষাহীন তুমি তাই বিদেহীর ন্যায়।

::::::

স্মৃতিচিহ্ন

সঞ্জিত কুমার ব্যানার্জী
কলিকাতা-৩৭

গহন মনের মাঝে
এ আঘাত হয়ত বা বিরহের
কিংবা এক অজানা বিপদের
সংকেত উঁকি দিয়ে চলে যায়।
উন্মুক হয়ে চেয়ে থাকি
দিবস রজনী শর্বরীর প্রতিক্ষার মতো
মাঝে মাঝে হৃদয় তন্ত্রীতে দোলা লাগে
তারই অনুরননে কেঁপে উঠে সারা মন
আকাশে বাতাসে ভেসে ওঠে সে সুর,
সে সুরে আছে মাত্তকতা।
আবেগে বিভোর হয়ে পড়ে মন
অকালে স্থবিরত্ব এনে দেয় মনে প্রাণে
প্রাণের স্পন্দন বুঝি বা থেমে যায়
কিন্তু যার তরে এ আঘাত
তার ছবি পড়ে নাতো মনে।
তবে সে কি পলাতক? না মৃত?
স্মৃতির অতল তলে ডুব দিয়ে
হদিস মেলে না তার অস্তিত্বে।
ব্যর্থ মন বৃথা তারে খুঁজে মরে,
স্বপ্ন কল্পনা জোট বেঁধে উবে যায়
জেগে ওঠা ভোরের বিহঙ্গের কলকাকলিতে।

::::::

বাংলা মার প্রতি

অমিয় মুখোপাধ্যায়
বাঁকুড়া

এবার তবে আসি মা গো
এবার তবে আসি,
ছিলাম সুখী, হলাম দুখী
নয়ন জলে ভাসি।
দুঃখের কথা বলবো কি মা
বুকখানা যায় ফেটে!
জোয়ান ছেলের জান নিয়েছে
দুখান করে কেটে।
বড়ো মেয়ের মান গিয়েছে
আছে বৌ এর মান
ঘরখানাকেও ছাই করেছে
জঙ্গী শাহী খান
কি সুখে আর থাকবো মা গো
শ্মশান মাঝে পড়ে,
সীমান্ত পার হতেই হল
প্রাণের মায়া ছেড়ে
তোর দুঃখে মা আমিও দুখী
আমার দুঃখে তুই—
তোকে আমি ভুলবোনা মা
ভুলিসনে মা তুই।

::::::

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তর পাড়া, হুগলী।
ফাল্গুন — চৈত্র — ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ
দ্বাদশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা।

এই তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৬৫৫১ থেকে ৬৬৫০ পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদের ঠিকানা নামের সংগে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে এ সকল মিতাকে সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধায়কত্বে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবেনা। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা এর পর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন। নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ **নারী** মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

প্রিয় বিষয় গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ :—

ক—সমাজ, খ — রাজনীতি, গ — সাহিত্য, ঘ — শিল্প, ঙ — বিজ্ঞান, চ — ব্যবসা-বাণিজ্য, ছ — ধর্ম, জ — গান ঝ — বাজনা, ঞ — ভ্রমন, ট — আলোকচিত্র ঠ — ডাকটিকিট, ড — খেলাধূলা, ঢ — চলচ্চিত্র, ণ — সাঁতার, ত — বাগানকরা, থ — হাঁসমুরগী পালন, দ — অভিনয়।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলি এইরূপ সাজান হয়েছে — সদস্য সংখ্যা, নাম ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

* চিহ্নিত মিতাদের ৯০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি পাঠাতে হবে।

৬৫৫৪ অনামিকা চ্যাটার্জ্জী, উত্তর পাড়া, ১৬ ছাত্রী, (গ) চর্চ্চা ও লেখা;

৬১৬৪ অলক কুমার দাসগুপ্ত Ban - Nabagram. P. H. C. Po Vill :— Ban - Nabagram, Burdwan. ১৯. ছাত্র, গ, জ, ঙ, ড, চ, ঞ,

৬৫৮০ অশোক কুমার বিশ্বাস C/o late. Upendranath Bhattacharjee, Blind Lane Po Karimganj Cachar Assam ২৬ বেকার খ ছ ঝ ঞ

৬৫৮৮ অশোক ভাদুড়ী উত্তরকো: সোদপুর ২৪ পরগনা, ১৬, ছাত্র চ, দ,

৬৬০১ অশোক চ্যাটার্জ্জী, পো: গ্রা: দক্ষিন গবিন্দপুর ভায়া বারুইপুর ২৪ পরগনা ২১ ছাত্র গ ড ঢ ট মিতালী

৬৬ ৪ অনুরাধা গোস্বামী কলি ৩০ ১৮ ছাত্রী সব বিষয়

৬৬১৯ অশোক কুমার সরকার ৫৩ জি টি রোড পঞ্চাননতলা পো: রিষড়া হুগলী ২৬ চাকুরী ঘ ঙ ঝ ট ঢ

৬৬২২ অজিত কুমার নিয়োগী গ্রাম জীবন নগর পো: ফাগীরথীশিল্প গ্রাম জে নদীয়া ১৮ ছাত্র ক গ দ

৬৬১৪ অশোক কুমার দাস ৪৩ রিজেন্ট কলোনী রিজেন্ট পার্ক কলি ৪০ ২১ ছাত্র ও চাকুরী সব বিষয়

৬৬৩৬ অমূল্য রতন শর্মা পো: বিলমাইল (চাবুবা) জে: লক্ষীমপুর আসাম ২৫ ছাত্র গ জ ঝ

৬৬৫৭ অশোক নাথ Rly Quarter no 867b Institute Colony Po: Alipurduar Jn Jalpaiguri ১৮ ছাত্র ঙ গ রেডিও শোনা

৬৬৪৫ অংকেশ কুমার ব্যানার্জ্জী Export Inspector Agency Cochin 5 Kerala ২৩ চাকুরী ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ত থ

৬৬৪৫ অসিত বরণ হাজরা পো: মামজোয়ান নদীয়া ৩০ গৃহশিক্ষক গ পত্রিকায় লেখা ছাপান

৬৬৪৭ অমিত চ্যাটার্জ্জী C/o M/S. Kalicharan book Seller 87 Faney Bazar Goubati Assam ১৩ সেলসম্যান গ ঞ দ

৬৫৭৯ আলো সেনগুপ্ত United Bank Of India (Deshapriya park Branch) ৯৫ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা ২৯ ২৫ চাকুরী যন্ত্রসংগীত

৬৫৮৭ আশীষ মণ্ডল 984,II/196 Old Station Colony Asansol Burdwan ছাত্র [B. Sc - 2nd yr Hons] গ ঙ জ গীটার পুরানো খবরের কাগজ পড়া

বি ৬৬০৫ আশীষ সরকার C/o তুষার কান্তি ঘোষ গ্রা: জোটেকমল পো: জাফিপুর মুর্শিদাবাদ ১৯ ছাত্র খ গ ঙ জ ঞ ঠ ড ঢ দ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৬০২ আরতি ভট্টাচার্য্য কুচবিহার ১৮ গৃহস্থালী গ ঘ জ

৬৬২৯ ইন্দ্র কুমার গায়েন ২/১ শ্রীনাথ মুখার্জ্জী লেন কলি ৩০ ২১ ছাত্র জ ঞ ট ঢ

৬৬১৩ উত্তম কুমার কোলে গ্রাম কুরীট পো: আমতা ২০ ছাত্র গ

৬৬৩২ উৎপল দত্ত পল্লীশ্রী তিনসুকিয়া লাক্ষিমপুর আসাম ২০ ছাত্র ঙ ঞ ত দ মিতালী

৬২৫১ কবি ঘোষ 338/24 Bechalor Quarter Po Aruvunkatu Nilgiries Tamilnadu ২৫ ভবঘুরে ক খ গ ঞ তর্ক করা

৬৫৫৬ কানু দাস C/o বেতারশ্রী ডায়মণ্ড হারবার রোড গ্রা: আমতলা পো: কন্যানগর জে: ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র গ ঠ ছবি আঁকা

৬২৬১ কালিপদ রায় আশ্রমপাড়া বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ ২৮ ক খ গ চ ঞ

৬২৬৮ কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান ১৮ ছাত্রী গ জ ঞ ড ঢ দ

৬৫৮১ কল্যাণী সরকার কলি ৮ ছাত্রী ক চ ঢ থ দ

৬৫৯৬ কল্যাণকুমার দত্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ষ্টুডেন্টস হোষ্টেল ২১৭ বি বি গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট কলিকাতা ১১ ১৮ ছাত্র ক খ গ ঙ ঝ ঞ ড ঢ দ

৬৬৪৯ কল্যাণ কুমার সিকদার বি ১০ রবীন্দ্র নগর কলোনী বারতলা কলিকাতা ১৮ ১৯ ছাত্র ক গ জ ঝ ঞ ঢ আবৃত্তি

৬২৩৬ গীতা মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগনা ৩১ শিক্ষিকা গ ছ জ

৬৫৬২ গোপাল চন্দ্র সাহা ৩০৯/১০ জয়পুর রোড কলি ৩০ ২১ ছাত্র ক খ গ চ হ ঢ

৬৬১১ গীতা বসু হাওড়া ৩ ১৬ ছাত্রী ক খ গ জ ঞ ট ঠ ঢ

৬৬১৫ গৌতম পাল C/o. জি পাল এণ্ড সন্স ৪০/এ কাশীমিত্র ঘাটষ্ট্রীট কলি ৩ ১৯ ছাত্র ছবি আঁকা মিতালী

৬৫৫৯ জয়ন্ত কুমার দত্ত ৭৬ বিদ্যাভবন হোষ্টেল-১ শান্তি নিকেতন বীরভূম ২১ ছাত্র ক গ ড ঞ ড

৬৫৬০ ঝর্ণা রায় কর্ম্মকার C/o. পি সি রায় কর্ম্মকার হাজরাপাড়া আশ্রম রোড কুচবিহার কুচবিহার ১৮ ক খ গ

• ৬২৭৫ জয়ন্ত ব্যানার্জ্জী Aht/704 1803 Biltmore St. N. W. Washingaton. D. C. 20009. U. S. A. ৫২ সিভিল ইঞ্জিং রাবাদিকতা সমাজসেবা অধ্যয়ণ খ

৬৬২৭ জয়শ্রী দত্ত কুতুবপুর মালদা ১৩ ছাত্রী ঘ জ ত দ

৬৫৬৬ তপন কুমার বল পোঃ বেথুয় ডেয়ারি নদীয়া ২১ ছাত্র খ গ ঝ ঞ ঠ ড ঢ

৬৫৮৪ তরুণ কান্তি মুখার্জ্জী C. I. I. Dittachment C/o. National Instrument Ltd Jadavpur Cal – 32. ২৬ চাকুরী ক গ ঘ ঙ জ ট ঢ দ

৬৬৪০ তপন কুমার সেনগুপ্ত গ্রাম তেজগঞ্জ পোঃ + জেঃ বর্দ্ধমান ১২ ছাত্র গ ঘ ছ জ ঝ ঞ ঢ

৬৬২০ তুলসীদাস সাহু পূর্ব্বমেঘ গ্রাঃ + পোঃ নেগুয়া জেঃ মেদিনীপুর ভায়া এগরা ১৬ ছাত্র গ ঙ জ ঞ ট ঠ ড ঢ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

৬৫২২ দেবী প্রসাদ ব্যানার্জ্জী Mecca manjill Po: Aruvankatu Nilgiries Madras ২৫ চাকুরী ক ঞ ড উৎসুক্য ও অনিশ্চিত জীবন

৬৫৫৭ দেবাশীষ রায় Y. M. C. A. ১৩৮ কেশব সেন ষ্ট্রিট কলি ২০ ছাত্র ক গ ঙ জ ঞ ড ঢ ছবি আঁকা

৬৫৬৫ দুর্জ্জয় কুমার চক্রবর্ত্তী C/o. হরিমোহন চক্রবর্ত্তী এ্যাকাউন্টসঅফিস বাণপুর ১৪ ছাত্র ঠ

৬৫৭৮ দয়াময় ঘোষ পোঃ + গ্রাঃ জাজন মুর্শিদাবাদ ১৭ ছাত্র ড ঠ ক্যারাম তাস ফুটবল

৬৫৯৪ দেবব্রত চক্রবর্ত্তী সুভাষপল্লী শিবজাগ্‌গা রোড কুচবিহার ১৮ ছাত্র ঙ শরীর চর্চা

৬৫৯৮ দীপক কুমার সাহা OP spl (iii) - 23 i w e c Delhi cantt-10 I W E C ২৪ সৈনিক ঞ ড

৬৬১৪ দেবীপ্রসাদ সিংহ রায় Executive Engineer Kangsabati design division po & dt. Bankura ৪০ ইঞ্জিনীয়ার ক গ ঙ ছ ড ঢ থ দ

৬৬৩৮ নারায়ণ চন্দ্র পাল গোপীনাথ পুর দুর্গাপুর - ১ বর্দ্ধমান ২১ চাকুরী জ এ ট ড

৬৭২৩ প্রতীপ কুমার জানা রায় বাহাদুর পাড়া বসিরহাট ২৪ পরগনা ২১ ছাত্র মাছ ও পশু পাখী পোষা ক্রিকেট টেবিল টেনিস ফুটবল

৬৫৮১ পি আর দেব Divitional Account A. G. S. Office Shillong ২২ চাকুরী প ঘ ঙ এ ট চ

৬৫৯১ পরেশ নাথ দাস হেতমপুর রাজবাটী হেতমপুর বীরভূম ২১ ছাত্র ঙ জ এ ট ড ক্রিকেট মিতালী

৬৫৯৭ প্রণব কুমার সেনগুপ্ত ১৬৬ শ্যামনগর রোড দমদম কলিকাতা - ৫৫ ২৩ শিক্ষক ক জ ঝ এ চ ইতিহাস মনোবিজ্ঞান

৬৬০০ পাঞ্চালী দাস ত্রিপুরা ১৫ বেকার ক প ছ এ বিদেশ সম্বন্ধে জানা

৬৬২৪ প্রভাস কুমার সরকার Head Quarters 18 Infantry Brigade C/o. 56 A. P. O. ২৬ চাকুরী সববিষয়

৬৬৩৭ ফরিদা বেগম দুবরাজপুর বীরভূম ১৬ ঘ ট

৬৭৫৩ বিষ্ণু চরণ পাল আগর পাড়া কদমতলা রোড কলিকাতা - ৫৮ ১৬ ছাত্র ঙ জ এ ট ড ত বা:

৬৭৬৩ বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী C/o. গঙ্গাধর ব্যানার্জী po :- Salmari Dist :- Purnia Bihar ১৮ ছাত্র ক ঙ ঠ ড ণ ত থ

৬৫৭১ বিভূতি ভূষণ মধ 25 Chambal Road Jamshedpur - 7 ৬১ অবসর প্রাপ্ত

৬৬০৩ বিমলেন্দু সরকার ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট সুইট - ৪ কলি ৬ ৩০ চাকুরী প ঘ এ

৬৬১৮ বিক্রম কুমার দাস ২৪/এ বীরেন রোড পশ্চিম কলিকাতা - ৩৪ ২২ ছাত্র প ড চ

৬৬৩১ বন্দনা দাস কলি - ২৫ ১৭ ঘ জ এ ঠ

৬৬৪৩ বিপ্লব রঞ্জন ধর State bank of India Tezpur Assam ২৮ চাকুরী জ ঝ এ চ দ

৬৬১২ ভাস্কর বসু C/o. P. S. Chandra 13, P N Bose Compound Po. Lalpur Ranchi Behar ১৯ ছাত্র গ ট ঠ কবিতা লেখা অ্যাডভেঞ্চার।

৬১৭২ মায়া চক্রবর্তী কলিকাতা-৩২ ২৩ ছাত্রী ঘ ঙ জ ঞ ড

৬৫৭৭ মাণিক চন্দ্র চক্রবর্তী চন্দ্রিকা হোটেল ষ্টেশন রোড, দুর্গাপুর-১ বর্দ্ধমান ২৩ কমপাউণ্ডার ক চ ছ ঞ ট ঠ ব্যায়াম তাস

৬৫৮৬ মালশ্রী মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-৩১ ২৪ শিক্ষিকা ঞ ইতিহাস

৬৫৯৫ মন্দিরা নাথ কলিকাতা-৬০ ১৫ ছাত্রী জ ঝ ঞ ড ঢ

৬৬১৭ মৃদুলা চৌধুরী গঙ্গানগর ১৮ ছাত্রী খ গ ঙ ছ জ ঞ ঝ ড ঢ ণ ত থ

৬৬২৬ মানস কুমার বেরা গ্রাম ও পোষ্ট মেনকাপুর মেদিনীপুর ১০ ছাত্র ঙ জ ঝ ঞ ট ড ঢ

৬৬৪৮ মো: নকুল হুদা C/o. এম, এম, সেলিম ৫৫/১, হিউটন রোড, আসানসোল বর্দ্ধমান ১৮ ছাত্র গ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ ত দ

৬৬২০ যাদবানন্দ চৌধুরী ডি, ভি, সি, কলোনী পো: সোনামুখী বাঁকুড়া ৩৭ কেরাণী ক খ গ ঘ ঙ জ ঞ ড দ নিরামিষ আহার সম্বন্ধে

৬৫৫৮ রঞ্জিত ঘোষ Indian Overseas Bank ৬৩/১ এ, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৫ ২৫ চাকুরী ঞ ড ঢ

৬৫৯৩ রামজান আলী শেখ C/o. হজরত আলী শেখ গ্রাম:- ছোট অন্দুলিয়া পো:- বানিয়াখাসি জেলা:- নদীয়া ১৬ ছাত্র গ ঙ জ ঞ ড ঢ দ

৬৬১৬ রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১/২, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫ ১৮ ছাত্র ক খ গ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ত থ

৬৬৩৫ রাজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী Supdt E/M II CWE Siliguri Po. Bengdubi Darjeeling ২৪ চাকুরী গ খ

৬২৮৩ লাল গোপাল চক্রবর্তী ১৬, ধর্মতলা লেন, বালী হাওড়া ২৭ ক গ জ ঝ ঞ ট ঠ ড।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬১৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য ২১৫ জঙ্গীপাড়া শিবতলা জঙ্গীপাড়া হুগলী ১৯ ছাত্র গ ঠ ড

৬২৫৫ শিবাজী গুহ ৮৮ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬ ১৯ ছাত্র গ ড ছ এ ণ

৬২৭০ শুভংকর ভট্টাচার্য্য ভবানী ভবন উকিলপাড়া কৃষ্ণনগর নদীয়া ১৬ ছাত্র ঠ ট চ ছবি সংগ্রহ

৬৫৭৩ শুভেন্দু চ্যাটার্জী C/o. Variety Stores sector 47 Chandigarh ২৩ ব্যবসা এ ট ঠ চ

৬৬০৬ শৈবাল বরাট c II c l r i Quarters Adyar Madras -20 ২৫ চাকুরী এ ট চ পিকনিক বন্ধুত্ব

৬৬০৯ শ্রীধন রায় 40 Beaconsfield Road, Birmingham - 12 England ৩২ গবেষক ছবিতোলা রম্যরচনা চিঠি লেখা

৬৬৩৯ শিপ্রা মুখোপাধ্যায় কলি-৬ ২৩ বেকার ক খ গ জ এ চ

৬৬৪১ শিপ্রা চক্রবর্ত্তী কলিকাতা-৬ ১৯ ছাত্রী জ ঝ এ চ

৬৬৪৬ শ্যামল কান্তি দাস মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল ২১৭ বি বি গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট কলিকাতা - ১১ ১৯ ছাত্র খ ড জ ঝ এ ড ট দ

৬৫৬৭ সৌমেন ব্যানার্জী Debendra Nath Das Lane Longertoli Patna - 4 ৩২ ব্যবসা, ক চ এ চ

৬৫৬৯ সঞ্জয় চন্দ্র ৮ বি রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা -৭ ১৫ ছাত্র ঠ ড

৬৫৭৪ সঞ্জয় বসু ২৫১/এ/৭, নাকতলা কলি - ৪৭ ১৪ ছাত্র ড এ ঠ ড চ ত থ দ

৬৫৭৬ সীমা কর কলিকাতা - ১১ ১৯ ছাত্রী খ জ এ ঠ ণ বিদেশী ভাষা শিক্ষা

৬৫৮৫ সত্যজিৎ দত্ত C/o. রাধা দত্ত ১নং পশুঃ কলোনী থানচুয়া গোবরডাঙ্গা ১৬ ছাত্র গ এ ড চ মিতালি আঁকা বাণী ও বিদেশ সম্বন্ধে জানা।

৬৬৪২ বাণী মুখোপাধ্যায় বীরপুর ২২ গ

৬৬১০ বুল বুল হেঁস নবদ্বীপ ১৭ ছাত্রী গ ঙ ঞ ট ঠ ড চ ণ ত।

৬৫৯২ সুনির্ম্মল বিশ্বাস C/o. এম, সি, বিশ্বাস বরিশা পূর্বপাড়া নবপল্লী পোঃ — ঠাকুর পুকুর কলিকাতা — ৬৩ ১৬ ছাত্র গ ঞ ট ঠ ড চ ণ।

৬৫৯৯ সনাতন দাস O. Estate 46/D Type III Po.— Varangaon Jalgaon M. S. ৩০ চাকুরী ক খ ঞ

৬৬০৭ সম্রাট কুমার সামন্ত C/o. অনুপম সামন্ত পোঃ— কেলোমাল মেদিনীপুর ১৪ ছাত্র ক গ ঘ ঙ ঞ ট ড কবিতা

৬৬০৮ সুব্রত রায় ১৬৪, জি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কোলকাতা — ১২ ১৯ ছাত্র খ গ ঙ থ

৬৬১৮ সুজিত কুমার রায় Bombay Central Circle II New c g o building 3rd. floor Bombay - 20 ২৭ চাকুরী ক খ ঙ ঞ ট ড চ

৬৬২১ সরিৎ কুমার মজুমদার A c f নিউ জে, পি, রেলওয়ে পাওয়ার হাউস পোঃ — ভক্তিনগর জলপাইগুড়ি ২৬ চাকুরী ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড চ

৬৬২৫ সুচেতা মায়া কলিকাতা — ১২ ২০ ছাত্রী খ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ড চ ত

৬৬৩০ সমীরণ গুহ মজুমদার S. S. Indian Splendour C/o. India Steamship Co. LTD. ২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা — ১ ২২ মেরীন ইঞ্জিঃ খ গ ঘ ঙ জ ড।

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও

সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর

বাংলা পরিভাষা

—শ্রীনরেশ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আপাত দৃষ্টিতে শব্দগুলি খটমট ঠেকলেও নিয়মিত ব্যবহার ও প্রয়োগের দ্বারা ক্রমশঃ সহজ হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি মিতা ভাইবোনেরা যদি শব্দগুলি নিয়ে নিয়মিত চর্চা করেন তা হলে আমরা এই সংগ্রহের পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করব।

শব্দ	অর্থ
chemical examiner	রাসায়নিক পরীক্ষক
chief accountant	মুখ্য গাণনিক
chief accounts officer	মুখ্য গণনাধিকারিক
chief auditor	মুখ্য নিরীক্ষক, মুখ্য আয় ব্যয় পরীক্ষক
chief engineer, irrigation department	মুখ্য বাস্তুকার, সেচন বিভাগ
chief engineer, public health department	মুখ্য বাস্তুকার স্বাস্থ্য বিভাগ
chief european warder	মুখ্য ইউরোপীয় রক্ষাপাল
chief executive officer calcutta corporation	মুখ্য নির্বাহক কলিকাতা পৌর সংঘ
chief inspector of smoke nuisances	মুখ্য ধূমোৎপাত

পরিদর্শক
chief interpreter মুখ্য ভাষান্তরিক
chief judge, small causes court মুখ্য বিচারক অবর ধর্মাধিকরণ
chief officer, borstal school - মুখ্য আধিকারিক, বরষ্টাল শিক্ষালয়
chief presidency magistrate - মুখ্য পুরশাসক
chief secretary to government প্রধান কর্মসচিব
chief whip মুখ্য প্রণোদক
civil surgeon পৌর চিকিৎসক
classical teacher প্রাচী-ভাষা শিক্ষক
clerk করণিক
clerk and decree-writer করণিক ও আজ্ঞপ্তিলেখক
clerk of the crown for criminal sessions দণ্ডাধিকার করণিক
collecting sarkar আদায় সরকার
collector (magistrate and colector) সমাহর্তা
collector of customs আগমশুল্ক সমাহর্তা
collector of excise salt – অন্তশুল্ক সমাহর্তা
colonisation officer নিবেশন আধিকারিক
commercial manager (of a railway) ব্যাপার নির্বাহক
commandant, eastern frontier rifles পূর্বান্ত সেনানায়ক
commissioner মহাধ্যক্ষ
commissioner of affidavits -শপথ প্রমাণক
commissioner of excise - অন্তঃশুল্ক মহাধ্যক্ষ
commissioner for the Port of calcutta কলিকাতা বন্দরপাল
commissioner for work men's compensation শ্রমিক মিস্ত্রয় মহাধ্যক্ষ
commissioner of a divition - ভুক্তিপতি
cmmissioner of police নগরপাল
compositor অক্ষর যোজক
compounder মিশ্রকী
computor পরিগণক
confidential clerk আপ্ত করণিক
conservator of forests বনপাল
constable পাহারা ওয়ালা
contingency menial - আপাত্তিক পরিচয়
controller of coal or steel - কয়লা বা লৌহ নিয়ামক
controller of imports - আগম নিয়ামক
controller of rationing - দ্রব্য - নিয়ামক
controller of vagrancy - চক্রচর নিয়ামক
coroner আশুমৃত - পরীক্ষক
correspondence clerk - পত্র - করনিক
coppersmith তাম্রকার
copy - holder লেখ - ধারক
copyist নকল - নবিশ
counter সংখ্যায়ক
curator of the herbarium - ওষধি - শালাধ্যক্ষ
court overseer বিচারালয় - রক্ষক
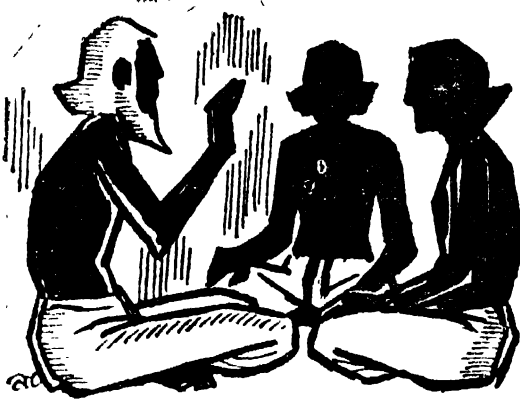
—শ্রীজিষ্ণু শর্মা

১৫৮) কানপুর থেকে শ্রীশীতলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছেন—

পরিবহণের ক্ষেত্রে রেল পথের গুরুত্ব সর্বাধিক, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের তুলনামূলক বিচারে জানতে চাই রেল পথের ব্যাপারে আমাদের দেশ কত দূর উন্নত? তাই এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, সঠিক উত্তর পেলে উপকৃত হব।

১) ভারতের রেল পথে যাত্রী অপেক্ষা মাল যায় বেশী না মাল অপেক্ষা যাত্রী?

২) ভারতের যাত্রীদের মধ্যে শতকরা কত অংশ এবং মালেরই কত অংশ রেল পথের দ্বারা বাহিত হয়?

৩) ভারতে প্রতি দিন গড়ে কত যাত্রী এবং কত পরিমাণ মাল রেল পথের দ্বারা বাহিত হয়?

৪) পৃথিবীর মধ্যে রেল পথের দৈর্ঘ্য সব চেয়ে বেশী কোন দেশের? ভারতের ও চীনের মোট রেল পথের দৈর্ঘ্য কত?

৫) পৃথিবীর মধ্যে একটানা দীর্ঘতম রেল পথ কোনটি এবং তার দৈর্ঘ্য কত?

৬) এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম রেলপথ কোনটি?

৭) পৃথিবীর যত দেশে রেল পথ আছে সেগুলি কি সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ব এবং তাদের মাপের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কি এক?

উঃ — ১) ভারতে রেল পথের সাহায্যে যাত্রীর তুলনায় মাল দ্বিগুণ বাহিত হয়ে থাকে। ১৯৬৫-৬৬ সালে রেল বিভাগে যে মোট আয় হয়ে ছিল ৬৬০ কোটি টাকা তার মধ্যে যাত্রী বহণ বাবদ পাওয়া গিয়ে ছিল ২০০ কোটি টাকার মত আর বাকীটা মাল বহণ করে।

২) ভারতে রেল পথের সাহায্যে শতকরা ৭০ ভাগ যাত্রী এবং ৭৫ ভাগ মাল নিয়মিত বাহিত হয়ে থাকে।

৩) ভারতে প্রত্যহ রেল পথ দিয়ে গড়ে ৫০ লক্ষ যাত্রী ও সাড়ে চার লক্ষ মেট্রীক টন মাল যাতায়াত করে।

৪) রেল পথের মোট দৈর্ঘ বিচার করলে দেখা যাবে যে, সারা বিশ্বের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। যুক্তরাষ্ট্রে রেল পথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৬০ হাজার কিলোমিটার। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সোভিয়েত রাশিয়ার রেল পথের দৈর্ঘ মোট ১৩১ হাজার কিলোমিটার। ভারতের রেল পথের দৈর্ঘ্য মোট ৫৮ হাজার কিলোমিটার।

স্বাধীনতার পর প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার নতুন রেল পথ যোগ হয়েছে। চীন ভারতের তুলনায় আয়তন ও জন-সংখ্যার দিক থেকে অনেক বড় হলেও তার রেল পথের বিস্তার ভারতের তুল-নায় অনেক কম — প্রায় ৩২ হাজার কিলোমিটার।

৫) পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে, দৈর্ঘ প্রায় ৮ হাজার ৭ শত কিলোমিটার।

৬) এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম রেলপথের অধিকারী হোল ভারত।

৭) যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ ছাড়া অন্য অন্য দেশের রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ব। ভারত ছাড়া বিভিন্ন দেশের রেলপথের একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাপ আছে। ভারতের রেলপথের একটি প্রধান অসুবিধা হোল বিভিন্ন অঞ্চলে লাইনের গেজের বিভিন্নতা। ফলে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে হলে বা মাল পাঠাতে হলে প্রায়ই গাড়ী বদল করতে হয়।

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

—শ্রীডুবুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহাসাগরের বুকে ডুবুরীরা নেমে যেমন মণি মুক্তা বিভিন্ন রত্ন আহরণ করে এনে তুলে দেয় তাদেরই আপন জনের হাতে, তেমনি আমিও মহাকালের গর্ভ থেকে স্মরণীয় ঘটনাগুলি সংগ্রহ করে মিতা-ভাইবোনদের করপুটে উপহার দিতে মনস্থ করেছি। আমার আহরণে কিছুটা এলো-মেলো সংগ্রহ থাকবে। পাঠক-পাঠিকারা সেগুলি তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথা-যোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন।

খৃঃ পূঃ ২১৭ -

চীন পরিব্রাজক হী-লি তাঁর নাবিকদের নিয়ে আমেরিকায় সান্ ফ্রান্সিসকো উপ-সাগরে সর্বপ্রথম উপস্থিত হন এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার উত্তর অঞ্চলে অবতরণ করেন। এখানে তিনি তিন মাস থাকার পর দেশে ফিরে যান। এই তিন মাসের ভ্রমণ-কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

তাঁর কাহিনীতে আছে তাঁর এই আবি-ষ্কারের মূলে একটি আরশোলা দায়ী, ওই আরশোলাটি কম্পাসের কাঁটার নীচে বসে ছিল। ফলে যখন পশ্চিমে যাওয়ার কথা ছিল তখন কম্পাসের কাঁটা পুব দিকে মুখ করে ছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ মারকিন মিশ-নারী চীনের সেনসীর মহাফেজখানা থেকে দলিলস্বরূপ হী-লির ঐ ভ্রমণ কাহিনীটি আবিস্কার করেন। প্রতিবৎসর জুন মাসে রেড উড্ এম্পায়ার এ্যাসোসিয়েশন্ আবি-স্কারের দিন হিসাবে উৎসব করে থাকে।

খৃঃ অঃ ১৭৯৭—

বিখ্যাত স্পেনীয় চিত্রকর গোয়া কাপ্রিকস খামখেয়াল অনুসারে ছবি আঁকতে শুরু

করেন। এর বিষয় বস্তু — কল্পনার অবাধ সৃষ্টি ও জন-জীবনে প্রচলিত কুসংস্কার, মোহান্তদের অপকীর্তি ও এই জাতীয় সামাজিক অনাচারের প্রতি তীব্র রেখার টানে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। এঁর একটি বিখ্যাত ছবির নাম 'লা মাজা' নিউড্।

খৃঃ অঃ ১৮৪৮—

জগদ্বিখ্যাত শিল্পী পল গোগ্যাঁ ফ্রান্সের প্যারী শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পারিবারিক নানা বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর শৈশব কাটে। কিছু দিন নৌ-বাণিজ্যের জাহাজে চাকুরী করে পরে এক মহাজনী অফিসে নিযুক্ত হন। ২৭ বছর বয়সে নিজের আঁকা একটি ছবি প্রদর্শনীতে পাঠান। পিসারো সেঁজা ও দেগাস্ প্রভৃতি শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হন।

এঁরা 'ইম্প্রেসনিষ্ট' সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিলেন। গোগ্যাঁ কিন্তু এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও চিত্র-কলায় স্বাধীন পথ অনুসরণ করতে আরম্ভ করেন।

খৃঃ অঃ ১৮৭২ —

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী ইহলোক ত্যাগ করেন। এঁর দুখানি সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'শুকসারীর পালা' এবং 'চূড়া-নূপুরের দ্বন্দ্ব' শ্রোতাদেরকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করত।

একাধারে যাত্রা, কীর্তন ও কথকতা বিষয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

খৃঃ অঃ ১৯১২—

জে৷ ম্যাডেইরা একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলকাতায় 'পিজিয়ান রেসিং সোসাইটি' প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এর পূর্বে ভারতে পায়রা ওড়ার প্রতিযোগিতা করার মত বা ঐ কারণে পায়রাদের শিক্ষিত করার মত কোন সংস্থা ছিল না।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি দু বৎসরের বেশী টেঁকেনি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধের কাজে লাগাবার জন্য পায়রাগুলিকে সামরিক বিভাগে নিয়ে যায়। ১৯১৪ খৃঃ অঃ পিজিয়ন রেসিং সোসাইটির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় ওটিকে চালু করা হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে।

দশ বৎসর চালু থাকার পর পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হয়। সামরিক বিভাগ পায়রাগুলিকে কাজে লাগাবার জন্য নিয়ে যায়।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১—

পশ্চিম পাকিস্থান ভারত আক্রমন করে।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ —

ভারত প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দান করে।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ —

লেঃ জেনারেল নিয়াজী ও মেজর করমান আলী সহ ৯৩ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতের পূর্ব রণাঙ্গনের লেঃ জেনারেল জগদীৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

৮ই জানুয়ারী, ১৯৭২—

বঙ্গবন্ধু সেখ মজিবুর রহমান পশ্চিম-পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বিমান যোগে ইংলণ্ডে উপনীত হন।

——

ঈশ্বর তর্কের জিনিস নন, ধর্মের বুদ্ধি দিয়ে তাঁর দর্শন নেই। হৃদয় দিয়ে তাঁর তাঁর উপলব্ধি। ভক্তি দিয়ে ও প্রেম দিয়ে তাঁর প্রসাদ ভিক্ষা।

— সুবোধ চক্রবর্তী

সংগ্রাহক ৬৪২৬ সন্ধ্যা বেরা।

কেবল অতীত, বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ, আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানস সরোবরের আগম তীরে বাস করিতেছে। সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়। সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই।

—রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সংগ্রাহক — ৬০৫১ রাধা কৃষ্ণ সাউ।
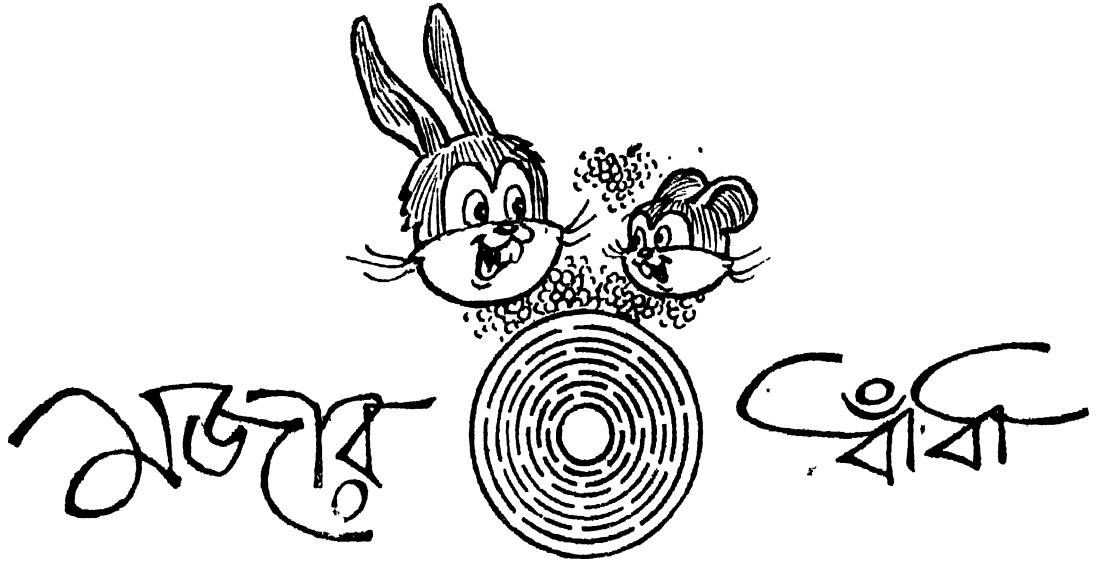
দ্বিতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়েছে লিপিমিতা বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে। যাঁর একটি ধাঁধাও ভুল যাবেনা তিনি পাবেন ৫০ টাকা, একটি মাত্র ভুল গেলে পাবেন ২৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে পাবেন ১০ টাকা। উত্তর গুলি নির্ধারিত সময়ে সংঘের কার্যালয়ে আসা চাই।

প্রায় প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোল যোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বি মাসিকের শেষ মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১'১০ পয়সা পাঠিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রী করে মিতাকে পাঠিয়ে দেবে। যাঁদের চাঁদার মেয়াদ ২ মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাঁদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবেনা।

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভা সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধা গুলির উত্তর ১৩৭৮ এর মধ্যে সঙ্ঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

২১। ছোট বেলায় দেহ তার
পোশাকে ঢাকা,
বড় হলে দেহ তার
হয় দিগম্বর।

৫৫০১ মনোরঞ্জন পাল

২২। চারেও গোল, তিনেও গোল
পৃথিবীটা সত্যই গোল।
দুয়ের পরে তিনে দিয়ে আ
পারিস যত খা-রে, তুই খা।
ভুল হবে, বলি তোরে, দুই তিন দিলে বাদ
এক আর তিন ছেড়ে পায়ে পড়ার
জাগে সাধ।
চিন্তা করে না পেরে যদি ভরে নয়ন জলে
এসো তুমি আমার কাছে দিব তোমায় বলে।

৬৩৫১ অনিল কুমার চ্যাটার্জী

২৩। ক্ষণিকের তরে এসে ছিলেন তিনি
বিপ্লবের অতিথি হয়ে।
অমর হয়ে রইলেন তিনি
কি যেন কি লিখে দিয়ে।

৬৪২২ ধীরেন দাস

২৪ প্রথম আমি বাধা হই
বাকি মধুর নয়,
আগা গোড়ায় খাস লই
কিবা নাম হয়?

৬০৫১ রাধাকৃষ্ণ সাউ

২৫। যাহা কিছু ঘটে ভাই
আমি আছি মূলে,
কেহবা দেখিতে পাও
কেহ থাকো ভুলে।
প্রথম ছাড়িলে লাগে
ঘোর হানা হানি
শেষ বাদে কাহার সে
কেহ নাহি জানি।
মধ্যম ছাড়িলে যাহা থাকে বাকি
তা না হলে গান একে বারে ফাঁকি।

৪৯৫৫ নারায়ণ দেবনাথ

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতা ১১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলি — ১, ২, ৩, ৪, ৫ — সংখ্যার বদলে ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ হবে। ভুলক্রমে ঐ ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ধাঁধা গুলির উত্তর এই রূপ :—

১৬) বেল, ১৭) পুতুল, ১৮) বই, ১৯) পারদ, ২০) সুকুমার রায়।

পাঁচটি উত্তর দিয়েছেন :—

সর্বশ্রী ৬৬৫২ দিলীপ কুমার নাথ, ৬০৫১ রাধাকৃষ্ণ সাউ, ৬৫৫১ কবি ঘোষ, ৬৫০৬ অশ্বিনী কুমার খাঁড়া, ৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়ক।

চারটি উত্তর দিয়েছেন :—

সর্বশ্রী ৬১২৪ জগন্নাথ দাস বি ৩২৩২ মিনতি মজুমদার, ৬৫৩৯ বিকাশ মণ্ডল, ৬৪৪২ ইন্দ্রনীল মজুমদার ৬৫৫৭ দেবাশিস রায় ৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য ৬৫৯৬ কল্যাণ কুমার দত্ত।

তিনটি উত্তর দিয়েছেন :—

সর্বশ্রী ৬৫৪২ এ, এফ, এম সামসুদ্দোহা বি ৩৪১৮ অমল বসু ৬৬৩১ বন্দনা দাস ৬৬০৪ অনুরাধা গোস্বামী ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র ৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য্য ৬৬৫৭ পঙ্কজ কোলে ৬৫৮৭ আশিস কুমার মণ্ডল ৬৪১৮ তপন সরকার।

দুটি উত্তর দিয়েছেন :—

সর্বশ্রী ৬৬৩৩ ফরিদা বেগম বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা ৬৩৩৫ তপন দাশগুপ্ত।

রূপ দেখে ফুল কিংবা প্রজাপতির বিচার কোরো কিন্তু মানুষের বিচার তার রূপ দিয়ে কোরো না।

— রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সংগ্রাহক — ৬৫৮৭ আশিস কুমার মণ্ডল।
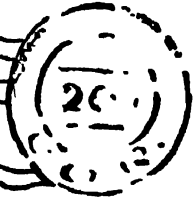
শোক সংবাদ :—

গত ৭ই আগষ্ট '৭১ তারিখে আমাদের মিতাভাই শ্রীঅরুণ কুমার দত্ত (৫৮৮৬) বরাহ নগরে গুপ্তঘাতকের আঘাতে নিহত হন, ঐ সঙ্গে তাঁর এক বন্ধুও নিহত হয়েছেন। উভয়েই ডিগ্রী কোর্স পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে ছিলেন। এই সংবাদে আমরা সকলেই মর্মাহত। উভয়ের পর-লোক গত আত্মার চির শান্তি কামনা করি। শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজন ও পরি-বারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

অনুরোধ : -

গীটার অনুরাগী মিতাদের সঙ্গে ৬০৫৭ রাধাকৃষ্ণ সাউ পত্রালাপ করতে চান।

বি ৫ ৯০ রনজিৎ কুমার দত্ত বাংলা-দেশের মিতাদের সংগে পত্রালাপ করতে চান।

৬৬৭১ দিলীপ কুমার নাথ, যে সব মিতা All India Institute of Banker's part-1 Examination দিয়েছেন । দেবেন তাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

সংঘে আর নেই —

৫৯৩১ স্বপন কুমার বিশ্বাস ৬২০৮ হাসি পালোধি। ৫৯৫২ অর্চনা চৌধুরী।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

১। বি ৪৯৮ • শিবানন্দ বোস Deb-nibas P. o. Bhubeneswar – 2, Puri, Orissa. ২। ৫৬৮৪ জীবন ভক্ত Stewarts & lloyds of (1) Ltd. C/o cochin Refinery. P. o. Ambalamugal, Dist - Ernakulam Kerala state

৩। ৬২৩১ মলয় দেব I/4 Arjun-garh Newdelhi - 47

৪। ৬৩৮৩ রবীন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য S. P. (North) office, P. o. kaila sahar Tripura.

৫। ৬৪১৮ তপন সরকার Engineer's View (B. T. mess) Matukganj, Bishnupur Bankura

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের দুবছরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করব গত ১৭শে মাঘ ১৩৭৮ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্ব্বশ্রী — ৫৬০৪ অজিত কুমার বিশ্বাস ৬৬০৫ আশিস সরকার, ৫৫৪৬ প্রণব রায়, ৫৮০৬ মাণিক লাল রায় ৬৪২৩ নন্দ দুলাল দে ও ৫৬৬১ শ্রীকান্ত শীল।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠালেই চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

——

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন

গত ২রা ফাল্গুন ১৩৭৮ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে ২৫ টাকা, বি ৫৮০৬ মাণিক লাল রায় ৩·৭৫ পয়সা বি ৬২২৮ লাল মোহন সেন ৩ টাকা ৬৩৩৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে ২·৮০ পয়সা বি ৩৪৭৭ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য্য ২ টাকা, ও বি ৫৫২৮ আদিত্য সাধন মুখার্জী ২ টাকা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৮·১৫ পয়সা পাওয়া গেছে। গতবারে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৮·৭৮ পয়সা জমা ছিল। এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৯৪৯·৯৩ পয়সা জমা পড়ল। বর্তমানে নিউজপ্রিণ্ট, টিকিটের হার ও সরকারী কর ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় লিপিমিতা খাতে কিছু টাকার ঘাটতি পড়ে। সেই কারণে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার থেকে ৫০০ টাকা লিপিমিতার জন্য খরচ করা হয়েছে। সুতরাং সাহায্য ভাণ্ডারে মোট একুনে ৯৪৯·৯৩—৫০০=৪৪৯·৯৩ পয়সা জমা রইল।

সভ্য-সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাংক্ষী উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ফল

লিপিমিতার ১২শ বর্ষ ৩য় ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত ছোট গল্প প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এখানে ফল ঘোষণা করা হল। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল অনধিক ২০০০ হাজার শব্দের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনে একটি মৌলিক গল্প রচনা করে পাঠাতে হবে।
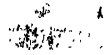
প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন ৬৫ জন মিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন বি ৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন বি ৫১৫৭ হিরণ্ময় রাহা। গল্প দুটির নাম যথাক্রমে 'অরুণোদয়' এবং 'আমরা ও আমি'।

প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি লিপিমিতা আগামী নব বর্ষ বিশেষ সংখ্যায় ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি লিপিমিতা ১৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

::—::

সপ্তম বার্ষিক ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা

এবারের আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল রূপসজ্জায়রতা তরুণীর একক পূর্ণাঙ্গ ছবি। মাত্র ১২ জন সভ্য-সভ্যা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কোন আলোক চিত্রই পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তাই এবারে প্রতি-যোগীদের পাঠানো আলোক চিত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা এবং কাউকে পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হল না।

::::::

অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলন

১৯৭০ খৃষ্টাব্দের বড় দিনে শেওড়া-ফুলিতে বিশ্বমিতালি সংঘের অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলন হবার কথা ছিল, কিন্তু পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় তা করা সম্ভব হয় নি।

১৯৭১ সালেও ভারত পাক যুদ্ধের জন্য সম্মেলন বর্জন করতে হয়। এবারে সঙ্ঘ ঠিক করেছে যে ১৯৭২ সালের কোন এক সুবিধাজনক দিনে মিতা সম্মেলন আহ্বান করবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপি-মিতার পরবর্তী নব বর্ষ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

::---:

মনোনীত রচনাবলী

লিপিমিতায় প্রকাশের জন্য যে সকল রচনা সঙ্ঘে এসেছে সেগুলির মধ্যে মনোনীত রচনাবলীর লেখক - লেখিকাদের নাম দেওয়া হল। লেখাগুলি পর্যায়ক্রমে লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে।

সর্বশ্রী ৫৩৮৩ বেগম রেজিনা সুলতানা ৬৪৬৩ বিল্বদল চাটার্জী ৬৩৯৪ পুলিন চক্রবর্তী ৫৭৮৯ শ্যামাপদ দে বি ৪৬৬৪ অরুণ ঘোষ বি ৩৭১৭ সেখ নজরুল ইসলাম ৬৫৪৭ দেবাশিষ চাটার্জী ৬৪৫৩ প্রবীর চক্রবর্তী ৬৪৩৪ বরুন দত্ত ৬৩৫১ শংকর ব্যানার্জী বি ৫৮৯৭ নরেন শর্মা ৫৫০১ মনোরঞ্জন পাল ৬২৮৪ গীতা দেব ৬৩৫১ অনিল কুমার চাটার্জী ৬৩৩৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে বি ৫১৭৪ রনজিৎ সামন্ত বি ৪৭০১ গোকুল রঞ্জন দেব সিংহ ৬১৯১ গিরিশ চন্দ্র রায় বর্মণ ৫৪৬২ আশিস মজুমদার বি ৫৪০১ পান্নালাল ঘোষ বি ৬৪৪ উত্থান পদ বিজলী ৫৫৪৬ প্রণব রায় বি ৫০৪৪ শিব কান্তি ভট্টাচার্য বি ৪২২১ ভোলা নাথ মণ্ডল ৬৫৫৪ অনামিকা চাটার্জী ৬৪১৭ সুভাষ চক্রবর্তী ৫০২৭ শান্তি লতা বি ৯০৫ শোভেন ব্যানার্জী।

অমনোনীত রচনাবলী

লিপিমিতায় প্রকাশের জন্য বহু মিতার রচনা এসেছে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অধিকাংশ রচনা অমনোনীত হওয়ায় পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। সমস্ত অমনোনীত রচনার আলোচনা করা সম্ভব নয়।

এখানে কয়েক জন মিতার রচনা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। এর

দ্বারা বাকী মিতারা অমনোনীত হওয়ার কারণ অনায়াসে বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে তারা রচনা পাঠাবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। এখানে অমনোনীত রচনার নাম ও রচয়িতার আদ্য বর্ণ উল্লেখ করা হল।

এপিঠ ওপিঠ — বি মু

গল্পাংশ পাঠকের মনে দানা বেঁধে উঠতে পারে এমন উপাদানের অভাব, তাছাড়া কাগজের দু পিঠে লেখা এবং কোন কোন অংশ অস্পষ্ট।

প্রতিজ্ঞা — ধী চ গ

গল্পাংশ মামুলি এবং কিছু কিছু অংশ দুর্বোধ্য।

অপসর্জন — রা বি প ব

গল্পাংশে কোন অভিনবত্ব নেই তাছাড়া দু পিঠে লেখা।

ফিরে পেলাম — সু ব

গল্পাংশ শুরু ভ্রমণ কাহিনীর ধাঁচে। উপসংহার টানা হয়েছে রোমান্টিক পরিবেশে, আসলে কোনটাই প্রাধান্য পায়নি। তাই রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি, তাছাড়া দু পিঠে লেখা মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় শব্দ বাদ গেছে।

ফ্যাশান — অ দ

প্রতিপাদ্য বিষয় অপেক্ষা ভূমিকা দীর্ঘ হয়েছে। আসল বিষয়টি আর একটু সংক্ষেপে লিখলে ভাল হত।

মূষিক ধূর্ত — গো সা

গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়নি তাছাড়া বর্ণাশুদ্ধি ও গুরুচণ্ডালী দোষ আছে।

কর্তা বাবু ডাক দিয়ে যান—সো না চ

লেখার গাঁথুনি সুসংবদ্ধ নয়। রম্য রচনার রচনাশৈলী ভিন্নরূপ, কিছু বর্ণাশুদ্ধি আছে।

রক্তাক্ত ২৫শে মার্চ—অ কু সা

বিস্তৃত তথ্য সহ অনুরূপ একটি রচনা লিপিমিতা ১১/১ সংখ্যায় বাংলা দেশের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আলোর সন্ধানে — মি ঘো

নাটিকাটি রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। সংলাপ সুসংবদ্ধ নয়। তাছাড়া বর্ণা শুদ্ধি আছে।

ফুল — অ কু

গল্পাংশ অত্যন্ত মামুলি। বহুস্থলে গুরুচণ্ডালীর দোষ আছে। রচনাশৈলীও অত্যন্ত দুর্বল।

খোলা চিঠি — শ্যা প্র ব

প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ, খোলা চিঠির মাধ্যমে না লিখে যুক্তিসহ প্রবন্ধাকারে লিখলে প্রকাশের যোগ্য হত।

আজকের দিনে কবিকে চাই — ম সা

গদ্য কবিতার রীতি অনুসৃত হয়নি।

ক্ষুদ্র শিশু — প্র দা

ক্ষুদ্র শিশু অবহেলিত হতে পারে কিন্তু ঘৃণিত নয়।

হায়রে হতভাগ্য বাঙ্গালী — রা চ পা

কবিতাটি আকাকে অনেক বড়। কাগজের দুষ্প্রাপ্য হেতু ২৮ লাইনের বেশী কোন কবিতা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কবিতা — অ কু না

ভাব অস্পষ্ট শব্দ বিন্যাসের ত্রুটি আছে।

আমরা মানুষদল — অ কু ম

চিত্রকল্প ভাবগুলি ঠিক মত সাজান হয় নি।

মধুর কাহিনী — বি চৌ

ভাব অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য।

তরুণ কর্মী — নি ঘো

বিষয় বস্তু ভাল কিন্তু রচনা শৈলী আধুনিক নয়। তাছাড়া কবিতাটি আকারে অনেক বড়।

শপথ নাও — ব চ দে

কবিতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

জঙ্গী দস্যু — অ ভূ ব

প্রকাশ কাল উত্তীর্ণ।

কালিদাস — ল কা ভ

আকারে অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ফ্রাসট্রেশন — অ ম

আকারে অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

দুর্গামার বিমুখ — সু ম কু

রসোত্তীর্ণ হয়নি।

ঋতুরাজ বসন্ত — মি ব চ

কবিতাটির কয়েকটি স্থানে পদ বিন্যাসের কিছু ত্রুটি আছে।

চাষা — ঝ ঝু

কবিতাটির আরম্ভ ভাল শেষ দিকে পদ বিন্যাসের কিছুটা ত্রুটি আছে।

বিদ্রোহী মুজিবর — প্র ম

রসোত্তীর্ণ হয়নি।

আগত নববর্ষের বৈশাখী লিপিমিতার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার যে বৈশাখী সংখ্যা প্রকাশিত হবে তাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বমিতা প্রবাসী মিতা ও সাধারণ মিতার বিস্তৃত পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হবে। যে সকল সভা-সভ্যা নির্ধারিত চাঁদা দিয়ে সঙ্ঘের সদস্য ভুক্ত হয়ে ছিলেন এবং এখনও যাঁরা বিশ্বমিতা হননি তাঁদের চৈত্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯৭২ মার্চ) পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ না থাকলে লিপিমিতার নব বর্ষ বৈশাখী পত্রিকায় তাদের পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

যে সকল মিতা বা বিশ্বমিতা দীর্ঘ কাল যাবৎ সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নি বা যাঁদের চিঠি দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি তাঁদের নাম তালিকায় প্রকাশ করা হবে না।

সঙ্ঘের যে সমস্ত স্থায়ী বা বিশ্বমিতা পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৩৭৮-৭৯ বঙ্গাব্দ বাবদ সঙ্ঘের বাৎসরিক চাঁদা এখনও পাঠান নি আগামী ১৫শে চৈত্র ১৩৭৮ (ইং ৮ই এপ্রিল ১৯৭১) এর মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

লিপিমিতার আগামী সংখ্যায় বিশ্বমিতাদের আলোক চিত্র প্রকাশ করা হবে। আলোক চিত্র প্রকাশের জন্য ব্লক মুদ্রণের খরচা বাবদ ১১ টাকা সম্পাদকের নামে সঙ্ঘের ঠিকানায় মুদ্রানামা যোগে পাঠাতে হবে।

যাঁদের আলোক চিত্র পূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের ছবির ব্লক আর আর করাতে হবে না। তাঁরা কেবল মুদ্রণ খরচা বাবদ ৬ টাকা পাঠাবেন। ব্লকের জন্য পাসপোর্ট অপেক্ষা বড় ছবি পাঠালে ব্লক ছাপার খরচ বেশী পড়বে। আলোক চিত্র টাকা ইত্যাদি ২৫শে চৈত্র, ১৩৭৮, সংঘে এসে পৌঁছান চাই।

যাবতীয় মণিঅর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার বা চেক Secretary Viswa Mitali Sangha এই নামে যেন পাঠান হয়।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা কলকাতার বাইরের কোন ব্যাঙ্কের চেক পাঠাবার সময় যেন উপযুক্ত ব্যাঙ্ক কমিশন দেওয়া হয়। সমস্ত পোষ্টাল অর্ডার বা চেক ক্রশ করে যেন পাঠান হয়।

— সঃ বিঃ মিঃ সঃ

::—::

নববর্ষের লিপিমিতার বিশেষ সংখ্যার

দক্ষিণা — ১ টাকা

বিশ্বমিতালি সংঘের পক্ষ থেকে ১৩৭৯ সালে লিপিমিতার বিশেষ বৈশাখী নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশকরা হচ্ছে। এই সংখ্যার আকৃতি বর্ত্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ হবে এবং প্রচারের জন্য বংলায় ও বাংলার বিভিন্ন পাঠাগারে প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছু বেশী সংখ্যক মুদ্রিত করা হয়ে থাকে।

এই সংখ্যায় থাকবে —

১) নববর্ষের দিনপঞ্জী, ছুটির দিন, ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত রাশিফল বিদেশের রাষ্ট্রদূতের ঠিকানা, ২) ভ্রমণ কাহিনী ৩) বিবিধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ৪) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক রচনা ৫) পরিভাষা, প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প ও আরও অন্যান্য বিষয় ৬) বহু সুখ পাঠ্য কবিতা, ৭) প্রবাদ বাক্য ৮) প্রবাসী মিতার পত্র, ধাঁধা, বাণী, প্রশ্নোত্তর, রান্নাঘর ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভূমিকা হিসাবে বহু বিশ্বমিতার আলোকচিত্র আর্ট পেপারে ছাপা হবে। পুরস্কার প্রাপ্ত অঙ্কিত চিত্র গুলিও ঐ সঙ্গে প্রকাশ করা হবে। সেই কারণে প্রত্যেক মিতাকে অতিরিক্ত ১টাকা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। যদি কোন মিতা উক্ত সংখ্যার একাধিক খণ্ড চান তবে ঐ খণ্ডের সংখ্যা জানিয়ে ২৫শে চৈত্র ১৩৭৮ এর মধ্যে সংঘামন্ত্রীকে চিঠি দিতে হবে। প্রতিটি অতিরিক্ত খণ্ডের জন্য ১ টাকা উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যেন পাঠান হয়।

এই সংখ্যায় কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান তবে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ডাক বিভাগের অসতর্কতায় বহু পত্রিকা পথে মারা যায়। পূর্বে যে সকল মিতার পত্রিকা খোয়া গেছে তারা যদি রেজিঃ বুক পোষ্টের খরচ বাবদ ১ টাকা অতিরিক্ত পাঠান তাহলে সংঘ পত্রিকাটি নিবন্ধিত করে পাঠাবে।

:।—:।

পত্রিকা পরিচয়

আলো — মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদিকা — আঞ্জুম আরা জানি। কার্যালয় — ১০, রিপন লেন, কলিকাতা ১৬ মূল্য — ৯০ পয়সা।

মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা এ দেশে খুবই অল্প। আলো সেই বিরলের মধ্যে অন্যতম। তাই একে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। গল্প, প্রবন্ধ, কাবতা সংকলন ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং তা সুখপাঠ্য।

মেয়েদের চির আরাধ্য সেই রন্ধনশালার উপাদানও এতে কিছু আছে। মুসলিম সমাজে নারী - প্রগতি সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ। এই আলোতে সেই অন্ধকার কিছুটা দূর হবে। পরিস্কার ছাপা, সম্পাদনা পরিচ্ছন্ন কয়েকটি গল্প ও কবিতা বেশ উচ্চমানের। আলো দিন দিন উজ্জ্বলতর হোক এই কামনা করি।

বিন্দু — বড় দিন সংখ্যা। সম্পাদনায়-জহর ঘোষ ও বাণী বসু। কার্যালয়— ২৯, গোস্বামী পাড়া রোড, বালী, হাওড়া। মূল্য ২৫ পয়সা।

বিন্দু মিনি পত্রিকা। অজস্র গল্প ও কবিতার নৈবেদ্য। মিনি গোষ্ঠীর এক উজ্জ্বল বংশধর। রচনাগুলি আকারে খুব ছোট হলেও ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় উচ্ছল ও উজ্জ্বল। বিন্দু একদিন সিন্ধুতে না হোক অন্তত সরিতে পরিণত হোক- এই ইচ্ছা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

নবরাগ — মাসিক মিনি পত্রিকা। সম্পাদক - শ্রীমেঘনাথ দাস। কার্যালয়- ২/২, নরেন্দ্র নাথ মুখার্জী লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী। মূল্য ২০ পয়সা।

বুলবুল — ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক - এস, এম, সিরাজুল ইসলাম। কার্যালয় - ২, ওয়ালিউল্লা লেন, কলি-১৬ বার্ষিক চাঁদা ৮ টাকা।

অক্ষৌহিনী — প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা (পাক্ষিক)। সম্পাদক - সমুদ্র চৌধুরী ও সমীর দে। কার্যালয় - ১৭/ডি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলি-১২ মূল্য- ২০ পয়সা।

সপ্তস্বর — ডিসেম্বর, ১৯৭১। সম্পাদক- সেখ নজরুল ইসলাম। কার্যালয় ধূলা-সিমলা, হাওড়া। মূল্য - ১ টাকা।

:::::

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদ-পত্র রেজিষ্ট্রেশন সেণ্ট্রাল রুলস্ এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সংবাদ প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশের স্থান — বিশ্বমিত্তালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

২। প্রকাশকাল — মাসিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম — শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি - ভারতীয়, ঠিকানা - ১৩, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।

৪। প্রকাশকের নাম — শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি - ভারতীয়, ঠিকানা - ২৭, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।

৫। সম্পাদকের নাম — শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি - ভারতীয়, ঠিকানা - ২৩, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।

৬। সত্ত্বাধিকারী — বিশ্বমিত্তালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

আমি, শ্রীজগন্নাথ জানা, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য।

স্বাক্ষর —

প্রকাশক - শ্রীজগন্নাথ জানা

তারিখ—১/৩/৭২